সফেদ দ্বীপের রাজকন্যা

নসীম হিজাযী

সফেদ দ্বীপের রাজকন্যা

নসীম হিজাযী

সফেদ দ্বীপের রাজকন্যা

অনুবাদ
ড. মো. আমীর হোসাইন

বইঘর
[অভিজাত বইয়ের ঠিকানা]
৪৩ ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
দূরালাপনী : ০১৭১১৭১১৪০৯, ০১৭২১১২২৫৬৪

সফেদ দ্বীপের রাজকন্যা
নসীম হিজাযী

প্রকাশক
ব ই ঘ র -এর পক্ষে
এস এম আমিনুল ইসলাম

© সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৪

প্রচ্ছদ
রাজু আহমেদ

কম্পোজ
ব ই ঘ র বর্ণসাজ
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
০১৭১১৭১১৪০৯

মুদ্রণ : মাসুম আর্ট প্রেস
২৬/২ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২১০ টাকা মাত্র

ISBN : 984-70168-0062-7

SAFED DHEPER RAJKONNA : By Naseem Hijaji
Published by : S M Aminul Islam, BhoiGhor : 43 Islami Tower
11/1 Banglabazar, Dhaka-1100 **First Edition :** February 2014 © by the publisher

Price : 210 Taka only

... জীবন তাদের কাছে নিরেট হাসি-তামাশা ও ইয়ার্কি-মশকরার বিষয় বলেই মনে হচ্ছিল। কেননা, কিং সায়মনের অনেক মন্ত্রী তাঁর দরজার ওপর মৃত্যুর পাহারা বসিয়ে রেখেছিল। ক্ষুধা-দারিদ্র্য ও বেকারত্বের ভূত স্বীয় ভীতিপ্রদ আকৃতিতে তাদের সামনে নর্তন-কুর্দন করছিল। এত কিছু সত্ত্বেও তিনি ছিলেন জীবিত এবং তার অন্তরে জীবিত থাকার উদগ্র বাসনার প্রেতাত্মা বিদ্যমান থাকার বড় প্রমাণ ছিল এই যে, তিনি সকাল-সন্ধ্যা সব সময় এই প্রার্থনা করতে অভ্যস্ত ছিলেন– 'ওগো জমিন ও আসমানের মালিক! আমাদের অবস্থার ওপর দয়া ও অনুগ্রহ করুন। আমাদের এই বড় রকমের বিপদ থেকে রেহাই দিন। যা ছাদ ভেদ করে আমাদের ওপর এসে আবির্ভূত হয়েছে। এখন আমাদের নাঙ্গা শরীর, ক্ষুধাতুর পেট ও আমাদের অতিশয় কাতর আত্মা আপনার রহমতের অন্বেষণে সদাব্যস্ত ও নিবেদিতপ্রাণ।'...

এরপর কী? জানতে পড়ুন– **সফেদ দ্বীপের রাজকন্যা**

অনুবাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের উর্দু সাহিত্যের প্রথিতযশা কবি ও খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক নসীম হিজাযীর বিখ্যাত উপন্যাস **সফেদ জাজিরাহ'র** অনুবাদ **সফেদ দ্বীপের রাজকন্যা** নামে বাংলাভাষী পাঠকদের খেদমতে পেশ করার তওফিক দান করেছেন। বাংলাভাষী সচেতন উপন্যাসপ্রেমীদের কাছে উর্দু সাহিত্যের যশস্বী ও কীর্তিমান ঔপন্যাসিক নসীম হিজাযীকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কেননা, এরই মধ্যে বহু নামিদামি অনুবাদক তাঁর অসংখ্য মূল্যবান উপন্যাস বঙ্গানুবাদ করে সুধী পাঠকদের মনে তোলপাড় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। বাজারে এগুলোর কাটতি দেখে সত্যিই বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। তারই নিরীখে আশান্বিত হয়ে আমরা 'সফেদ জাজিরাহ'র অনুবাদের কাজ হাতে নিতে সাহস পাই।

প্রকৃতপক্ষে আলোচ্য উপন্যাসটি এখন থেকে প্রায় পাঁচ যুগ আগের লেখা। কিন্তু লেখক তাঁর বলিষ্ঠ কল্পনাশক্তি ও ক্ষুরধার লেখনির মাধ্যমে এতে উপস্থাপিত বিভিন্ন চরিত্র ও স্থানের নামগুলো উহ্য রেখে এমনভাবে ঘটনাপ্রবাহ উপস্থাপন করেছেন এবং সুধী পাঠকদের মনের জগতে এমন এক আবহ সৃষ্টি করার প্রয়াস পেয়েছেন, যার মাধ্যমে তাঁরা যেন নিজ চোখে দেখতে পাবেন আপন দেশ ও তৃতীয় বিশ্বের পরিচিত পরিবেশ আর অনুভব করবেন যেন তাঁরা পড়ছেন নিজেদের দেশেরই একান্ত বাস্তব কাহিনী।

স্বেচ্ছাচারী শাসক কিংবা স্বৈরাচারী সরকার সামরিক বা রাজনৈতিক– যে পর্যায়েরই হোক না কেন, তাদের স্বভাব-চরিত্র, স্বরূপ-প্রকৃতি, মন-মানসিকতা, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা, উদ্যোগ-আয়োজন এবং যাবতীয় কর্মতৎপরতা ও প্রাণচাঞ্চল্য সব কিছুই নিজেদের স্বার্থকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। কেননা, তাদের

মনমগজে একটা অজানা অতঙ্ক-আশঙ্কা বিরাজমান থাকে যে, কখন কিভাবে তাদের ক্ষমতার মসনদ উল্টে যায়। এমনকি অযাচিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত কোন পরিস্থিতি কখন সৃষ্টি হয়ে যায়, যাতে তাদের জীবনই হয়ে পড়ে বিপন্ন ও হুমকির সম্মুখীন। তাই সদা ভয়, সদা আতঙ্ক এরূপ পরিবেশেই আরামের ঘুম হারাম করে তারা ক্ষমতার স্বাদ নিতে শুরু করে। তারা তাদের সমমনা স্বার্থপর লোকদের দলে ভিড়িয়ে তাদের দল ভারী করার অযাচিত প্রতিযোগিতায়ও মেতে ওঠে।

বস্তুত যুগে যুগে স্বৈরাচারী শাসকরা কিভাবে তাদের নানামুখী চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দেশ ও জাতির অলক্ষ্যে তাদের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে থাকে আর 'উড়ে এসে জুড়ে বসে' পড়ে অসম্পূর্ণ, অপাঙ্‌ক্তেয় ও অবাঞ্ছিতরূপে। তাদের বন্দুকের নল থেকে ক্ষমতা দখলের পথ সুগম হয়ে থাকে বলে দেশ অথবা দেশের মানুষের কাছে তাদের কোনো রকম দায়বদ্ধতা থাকে না। ফলে তাদের স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপ ও স্বৈরাচারী কর্মতৎপরতায় অসহায় ও নির্বিকার জাতি কিংবা দেশবাসীর তখন কিছুই করার থাকে না। হতভাগা জাতি নিরুপায় হয়ে মুক্তির উপায় খুঁজতে গিয়ে কখনো কোনো বিকল্প ধারা, আবার কখনো তৃতীয় কোনো শক্তি অথবা অন্য কোনো দল বা জোটের অবির্ভাবের জন্য তীর্থের কাকের মতো অধীর আগ্রহে প্রহর গুনতে থাকে।

অপরদিকে স্বেচ্ছাচারী পন্থায় ক্ষমতাসীন সংশ্লিষ্ট স্বৈরাচারী সরকারও বিলক্ষণ বুঝতে পারে যে তার পায়ের তলায় কিন্তু মাটি নেই। অর্থাৎ যেহেতু তারা জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে ক্ষমতার মসনদ দখল করেনি। সুতরাং জনসাধারণ যখনই সুযোগ পাবে, তখনই প্রয়োজনীয় বিদ্রোহ অথবা বিপ্লব ঘটিয়ে স্বৈরাচারের পতন ত্বরান্বিত করতে মোটেও কার্পণ্য করবে না। ফলে তারাও অলৌকিক ক্ষমতা বলে কিংবা তরিকতপন্থীদের পদধুলো ললাটে মেখে যত দিন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে রাখা যায়, সে চেষ্টায়ই মেতে ওঠে। আর সুযোগসন্ধানী রাজনীতিবিদ, পরগাছা বুদ্ধিজীবী, ভণ্ড তপস্বী ও কপট ঋষীদের পর্যায়ক্রমে দলে ভিড়িয়ে দল ভারী করার রকমারি কলাকৌশল প্রয়োগ করতেও যারপর নাই তারা কোনো কসুর বা দ্বিধা করে না।

সব যুগেই সব স্বৈরাচারী সরকারের চরিত্রই এক ও অভিন্ন হয়ে থাকে। তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে থাকে নিজেদের ভাগ্য

সুপ্রসন্ন করার দুরভিসন্ধি নিয়ে। সুতরাং ছলে-বলে-কৌশলে সদাসর্বদা তাদের ধান্ধা থাকে কিভাবে তারা সরকারি কোষাগার লুণ্ঠন করে নিয়ে নিজেদের পেট ও পকেট ভারী করতে পারে। স্বনামে কিংবা বেনামে সহায়-সম্পদ ও বিত্ত-বৈভবের পাহাড় গড়ে তুলতে পারে স্বদেশে কিংবা বিদেশের ব্যাংকে। কাঁড়িকাঁড়ি অর্থ হাতিয়ে নিয়ে বিলাসবহুল বাড়ি-গাড়ি একের পর এক হাতিয়ে নিতে তারা সদাতৎপর হয়ে থাকে। পরিশেষে জনগণের রুদ্ররোষের শিকার হয়ে একসময় তারা দেশ ত্যাগ করে ভিন দেশের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাতেও কার্পণ্য করে না। বক্ষ্যমাণ উপন্যাসটি পড়লে পাঠক আশা করি এ বিষয়ের বাস্তব একটা চিত্র দেখতে পাবেন।

মহান আল্লাহর রহমতে ভবিষ্যতে আরো উন্নত ও রুচিশীল প্রকাশনার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে আমরা সচেষ্ট থাকব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা আমাদের কল্যাণ ও তাকওয়ার পথে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার তওফিক দিন। আমিন।

ড. মো. আমীর হোসাইন

ভূমিকা

১

পুরনো দিনের দুটো মশহুর কাহিনী এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে অনপ্রাণিত করেছে। তন্মধ্যে প্রথম কাহিনীটি হচ্ছে–

জনৈক দরবেশ ও তাঁর এক অল্প বয়স্ক শাগরেদ শহর থেকে দূরে কোনো এক জঙ্গলে বাস করত। দরবেশ সর্বদা আল্লাহ্ তায়ালার স্মরণে ধ্যানমগ্ন থাকতেন এবং শাগরেদ পাশ্ববর্তী লোকালয় থেকে ভিক্ষা করে এনে দরবেশের খেদমতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিত।

দরবেশের অন্তর ছিল মানবপ্রেমে পরিপূর্ণ এবং তিনি সকাল-সন্ধ্যায় অত্যন্ত আন্তরিকতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে এরূপ প্রার্থনা করতেন, 'ওগো আমার পরওয়ার দিগার, আমি একজন নিরুপায় ও আশ্রয়হীন মানুষ। তাই তোমার বান্দাদের কোনো খেদমত করতে পারছি না। কিন্তু যদি তুমি আমাকে বাদশাহ বানিয়ে দাও, তাহলে আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই ভুখা-নাঙ্গা ও দুঃখী মানুষের সেবায় নিয়োজিত করব। করব এতিম-মিশকিন, দুস্থ-অসহায়, নিঃস্ব-রিক্ত ও সহায়সম্বলহীন মানুষের সার্বিক সহযোগিতা। আমি অভাবগ্রস্ত মানুষের জন্য লঙ্গরখানা খুলে দেব এবং আদল-ইনসাফ তথা ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করব। সুদখোর ও ব্যভিচারী লোকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করব। মজলুম ও অত্যাচারিত মানুষ আমাকে তাদের ঢাল বলে মনে করবে আর জালিম ও অত্যাচারী আমার নাম শুনলেই ভয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকবে। আমি পাপকাজ ও বেহায়াপনার অভিশাপ নির্মূল করে ফেলব আর নেকি ও কল্যাণকর কাজের উৎকর্ষ বিধান করব। আমি জুয়া খেলার সব আড্ডা উড়িয়ে দেব এবং সর্বত্র ইবাদতখানা ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করব।'

তরুণ শাগরেদের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে একদিন অবশ্যই তার মুর্শিদের দোয়া কবুল হবে এবং তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে যাবে। এভাবে সময় গড়িয়ে যেতে লাগল। এরই মধ্যে শাগরেদ যৌবনে পদার্পণ করল এবং মহাপ্রাণ দরবেশের চেহারায় বার্ধক্যের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগল। দেখতে দেখতে শাগরেদের বিশ্বাসের মধ্যে ফারাক দেখা দিল। এমনকি দরবেশ যখন দোয়া প্রার্থনার জন্য হাত তুলতেন, তখন সে তাঁর কাছাকাছি না বসে কয়েক কদম দূরে গিয়ে বসত এবং বিনম্র স্বরে এরূপ দোয়া শুরু করত, 'ওগো আমার প্রভু প্রতিপালক, এখন তো আমার মুর্শিদ বার্ধক্যে উপনীত

হয়েছে। তাঁর চুল-দাড়ি শ্বেতশুভ্র আকার ধারণ করেছে। দাঁত পড়ে সাফ হয়ে গেছে, আর দৃষ্টিশক্তিও লোপ পেয়েছে। তাই তাঁর জন্য রাজসিংহাসনের পরিবর্তে কবরই অধিক শোভনীয় বলে আমার মনে হয়। এখন যদি কোনো মহৎ-অন্তর ব্যক্তিকে বাদশাহ বানাতে তোমার পছন্দ না হয়, তুমি তাহলে আমাকেই বাদশাহ্ বানিয়ে দাও। আমি এ অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি যে আমার প্রতিটি কাজ এবং প্রতিটি পদক্ষেপ আমার মুর্শিদের কামনা-বাসনার বিপরীত হবে। আমি একান্ত আন্তরিকতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে এ প্রতিশ্রুতিও জ্ঞাপন করছি যে সমাজের বঞ্চিত-অসহায় লোকদের আরো নিরাশ্রয় এবং মজলুমদের আরো মজলুম বানানোর জন্য আমি সযত্ন প্রয়াস-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব। আমি চোর-ডাকাতদের পৃষ্ঠপোষকতা করব। শরিফ সম্ভ্রান্ত লোকদের আমি অপমান-অপদস্ত করব এবং অসভ্য-পাপীষ্ঠদের আমি করব পুরস্কৃত। আমি নির্বিচারে মসজিদ ও মাদ্রাসায় তালা লাগিয়ে দেব এবং জায়গায় জায়গায় বেহায়াপনার আড্ডাখানা স্থাপন করব।'

প্রথমদিকে এ হুঁশিয়ার শাগরেদটি চুপে চুপে দোয়া কামনা করত। কিন্তু ধীরে ধীরে তার সাহস বৃদ্ধি পেতে থাকল।

কিছুদিন পর অবস্থা এমন একপর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয় যে মুর্শিদ যখনই দোয়ার জন্য হাত তুলতেন, তখনই সে তাঁর কাছে বসেই উচ্চ স্বরে নিজের দোয়ার পুনরাবৃত্তি করতে শুরু করত। দরবেশ অশ্রুসজল চোখে বলতে থাকতেন, 'যদি আমি বাদশাহ হয়ে যাই, তবে আদল-ইনসাফ তথা ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করব।' অপরদিকে তাঁর শিষ্য অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বলত, 'যদি আমি বাদশাহ হয়ে যাই, তাহলে জুলুম ও পাপের পতাকা উড়িয়ে দেব।' দরবেশ বলতেন, 'আমার ভাণ্ডার থেকে অসহায়-নিরাশ্রয় লোকদের ভাতা দেওয়া হবে।' শাগরেদ বলত, 'আমি এমন লোকদের ওপর জরিমানা আরোপ করব।' দরবেশ তাকে ধমক দিতেন, এমনকি কোনো কোনো সময় লাঠি দিয়ে মারতেও শুরু করতেন। তথাপি শাগরেদ (কথ্য অপারগতা ও মৌখিক স্বীকৃতি সত্ত্বেও) তার ভূমিকার ওপর অটল-অবিচল হয়ে থাকত।

অনন্তর প্রবাহিত হতে শুরু করে সে বাতাস, যা পুরনো দিনে প্রচলিত হয়ে এসেছে অর্থাৎ রাজ্যের বাদশাহ তাঁর ইহলীলা সংবরণ করেন এবং পরিত্যক্ত সিংহাসন দখলের জন্য কয়েকজন প্রতিদ্বন্দ্বী নাঙ্গা তলোয়ার হাতে নিয়ে একে অন্যের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষায় ময়দানে অবতীর্ণ হয়।

অগত্যা বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ মন্ত্রী রাতকে রাত সিংহাসনের সব দাবিদারকে একত্র করে এ প্রস্তাব পেশ করেন যে দেশকে নিশ্চিত গৃহযুদ্ধের হাত থেকে

মাত্র একটা উপায়েই রক্ষা করা যেতে পারে, তা হচ্ছে এই যে এখনই শহরের সব ফটক বন্ধ করে দেওয়া হোক। প্রত্যুষে যে ব্যক্তি সর্ব প্রথম পূর্বদিকে প্রবেশ দ্বারে করাঘাত করতে পারবে, তাকেই দেশের বাদশাহরূপে বরণ করে নেওয়া হবে।

এ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো। অধীর আগ্রহে প্রত্যেকে আগামী সকালের অপেক্ষা করতে লাগল। ঘটনাক্রমে সে আল্লাহ ভক্ত দরবেশের শাগরেদটি ভিক্ষার অন্বেষণে সেদিন কোনো ছোটখাটো জনপদের উদ্দেশে যাত্রা না করে একেবারে দেশের রাজধানী অভিমুখে রওয়ানা দেয়। কাকডাকা ভোরেই সে শহরের পূর্বদিকের দরজায় করাঘাত করে বসে। দ্বাররক্ষীরা আওয়াজ পেয়ে দরজা খুলে সালাম জানিয়ে পাশে ঘুরে দাঁড়াল এবং ওমরাহগণ আগত সৌভাগ্যবান মেহমানকে অভিবাদন জানিয়ে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে শাহী মহলে নিয়ে গেল।

নতুন বাদশাহ সিংহাসনে আরোহণ করার অব্যবহিত পরই ফরমান জারি করলেন, আমার সাম্রাজ্যে যত ফকির, দরবেশ ও সাধুসন্ন্যাসী রয়েছে, তাদের সবাইকে অনতিবিলম্বে গ্রেপ্তার করে রাজদরবারে এনে হাজির করা হোক।

বাদশাহর নির্দেশ সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর করা হলো। কিন্তু সৌভাগ্যবশত নবনিযুক্ত বাদশাহর সেই মুর্শিদ এ গ্রেপ্তারির হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেলেন। কারণ তিনি জানতে পারেন যে তাঁর হুঁশিয়ার শিষ্যের দোয়া (আল্লাহর কাছে) কবুল হয়ে গেছে। তাই সে ভয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে পার্শ্ববর্তী দেশে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

তারপর যা ঘটেছে তা কোনো প্রকার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। নতুন বাদশাহ সাড়ম্বরে ও পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততাসহাকারে স্বীয় ওয়াদা পূরণ করে। রাজ্যের সব ঝরনা ও ফোয়ারা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কুয়া-পুকুরগুলো সব নাপাকি ও ময়লা-আবর্জনা দ্বারা ভর্তি করে ফেলা হয়। জেল-হাজত থেকে সব চোর-ডাকাতকে মুক্তি দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে তাদের নিযুক্ত করা হয়। আল্লাহ তায়ালার ভক্ত-অনুগত বান্দাহদের ইবাদতখানাগুলো থেকে বের করে এনে কয়েদখানার অন্ধকারে আবদ্ধ করে দেওয়া হয়। মোদ্দা কথা, সেসব জ্ঞানী-গুণীদেরও আত্মগোপন করার নিরাপদ জায়গা কোথাও ছিল না, যাঁরা সাম্রাজ্যের মঙ্গল কামনা করেই একজন ভিখারিকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়ে দেন। নতুন বাদশাহর অত্যাচার-উৎপীড়ন ও নিপীড়ন-নির্যাতন যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন জনপ্রতিনিধি ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তার (পিতৃ-মাতৃকুলের) বংশপরিচয় অবগত হওয়ার তীব্র প্রয়োজন বোধ করেন। সাবেক

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত প্রতিনিধিদলের পর্যাপ্ত অনুসন্ধানের পর তারা বাদশাহর প্রাক্তন মুর্শিদের দরবারে গিয়ে পৌছে এবং তাঁর কাছে এ মর্মে বিনীত অনুরোধ জানায়, যেন তিনি অনুগ্রহ করে তাদের দেশের অধিবাসীদের এ অবাঞ্ছিত আপদ থেকে মুক্তিদানের ব্যবস্থা করে দেন।

বয়োবৃদ্ধ দরবেশ কিন্তু তাঁর শিষ্যের সামনে যেতে ভয় পাচ্ছিলেন। তথাপি প্রতিনিধিদলের সদস্যদের অশ্রুসজল মিনতি ও ঐকান্তিক অনুরোধে প্রভাবিত হয়ে তিনি এ বিপদের ঝুঁকি নিতে সম্মত হলেন। অনন্তর যখন তিনি রাজদরবারে গিয়ে পৌছলেন, তখন মহামান্য বাদশাহ তারই পীর-মুর্শিদের দিকে তাকাতেই নিজের অতীত জীবনের স্মৃতি তার মনের মণিকোঠায় ভেসে উঠল। ফলে ভীতবিহ্বল কণ্ঠে তিনি উঠলেন, 'আমার শ্রদ্ধেয় পীর ও মুর্শিদ, আদেশ করুন আমি আপনার কী খেদমত করতে পারি।' জবাবে দরবেশ আরজ করলেন, 'আমি আমার নিজের জন্য কোনো কিছু কামনা করতে চাই না। বরং তোমার প্রজাসাধারণের জন্যই শুধু সহৃদয় আচরণের আবেদন জানাতে এসেছি। তুমি আজকের সম্মানজনক পদ লাভ করার পর তোমার অতীত জীবনকে ভুলে গেছ, যখন তুমি মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াতে। আল্লাহ তায়ালার ভয় মনে-মগজে বদ্ধমূল রাখতে চেষ্টা করো। এ দুনিয়ার জীবন একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই যদি পার, তবে মৃত্যুর পূর্বেই কিছু ভালো কাজ করে নিতে চেষ্টা করো।'

বাদশাহ এবার অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করে রাগত স্বরে হুংকার ছাড়লেন, 'দেখুন কেবলা, আপনি আমার সহ্যশক্তির পরীক্ষা নিতে চেষ্টা করবেন না। আপনার সৌভাগ্য যে আপনি আমার আবাল্য মুর্শিদ বলে আজ আমি আপনার ওপর হাত তুলতে ইতস্তত করছি। অবশ্য আপনি ইচ্ছামতো আমাকে গালাগাল দিতে পারেন। কিন্তু আল্লাহর ওয়াস্তে এ লোকদের সঙ্গে কোনো ভালো ব্যবহার করার পরামর্শ দেবেন না। কারণ আপনার নিশ্চয়ই স্মরণ থাকার কথা, যখন আমরা উভয়ই একই সময় দোয়া প্রার্থনা করতাম। তার পরও আপনার দোয়া কবুল না হওয়ার কারণ কিছুই বুঝতে পারছি না। অথচ আল্লাহ তায়ারা তাঁর অপারকুদরতে আমাকে তো একেবারে বাদশাহ বানিয়ে দিয়েছেন! অতএব যদি এ লোকদের আমল সঠিক হতো এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের কল্যাণের ইচ্ছাই করতেন, তাহলে আপনাকেই তাদের বাদশাহ নিযুক্ত করতেন। কিন্তু তারা ছিল দুর্ভাগা। এমনকি তাদের ভালো-মন্দের মধ্যে ফারাক করার মতো কোনো যোগ্যতাই ছিল না। তাই তো আল্লাহ তায়ালা তাদের বদ কর্ম ও অসৎ আচরণের শাস্তি দেওয়া এবং প্রতিকার ও প্রতিবিধান করার জন্য আমাকে তাদের বাদশাহ মনোনীত করেছেন। তাই তো আমি আমরণ স্বীয়

পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করে যেতে থাকব। আমি তাদের শায়েস্তা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অবশ্য যদি তাদের আর্তনাদ ও অসহায় অবস্থার ওপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হয় এবং আমারও জীবনসন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, তবে তা আলাদা কথা। অন্যথায় এ ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে কোনো প্রকার কার্পণ্য হবে না।'

এতক্ষণে পুণ্যাত্মা দরবেশ মুখ খুললেন এবং বললেন, 'বৎস, তুমিই প্রকৃত সত্যের অনুসারী। তুমি যথার্থই বলেছ। যদি এই লোকগুলো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কোনো পুরস্কার অথবা উন্নত আচরণের যোগ্য হতো, তাহলে আমার সব দোয়া বেকার যেত না এবং নিষ্ফল হতো না। এই লোকগুলোই আমার পরিবর্তে তোমার মাথায় রাজ মুকুট পরিয়ে দিয়েছে। কাজেই এখন তাদের ওপর অনুগ্রহ করার কোনো যৌক্তিকতাই নেই। অতএব, তুমি উৎসাহের সঙ্গে তোমার দায়িত্ব পালন করে যেতে থাকো।'

দ্বিতীয় কাহিনী হচ্ছে : এক বাদশাহ্ তাঁর রাজ্যের প্রখ্যাত এক গণককে নিজের প্রধানমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করেন। একবার শীতকালে মহামান্য বাদশাহর মনে দেশ ভ্রমণ ও শিকারে গমনের ইচ্ছা জাগ্রত হয়। তাই তিনি তাঁর উজিরের কাছে দিনের আবহাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। উজির জবাবে বাদশাহকে অবহিত করেন যে 'মহামান্য সম্রাট, আমার জানামতে আজকের আবহাওয়া খুবই অনুকূল থাকবে। সারা দিন প্রখর রোদ, এমনকি শীতল বায়ুর লেশমাত্র প্রবাহিত হবে না। দেশ ভ্রমণ ও শিকারে গমনের জন্য এর থেকে সুবিধাজনক দিন আর পাওয়া যাবে না।'

মন্ত্রীপ্রবরের পরামর্শ অনুযায়ী মহামান্য বাদশাহ পাইক-পেয়াদা সঙ্গে নিয়ে শিকারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। পথিমধ্যে গাধার পিঠে আরোহী এক কৃষকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। কিষান ব্যক্তিটি বাদশাহর সামনে আসতেই তড়িঘড়ি করে তার গাধার পিঠ থেকে নেমে পড়ল এবং জোড়হাতে বিনয়ের সঙ্গে চিৎকার করে বাদশাহর খেদমতে আরজ করতে লাগল, 'মহামান্য বাদশাহর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক, মহাত্মনের যে দুশমন আজকের দিনে মহোদয়কে শাহীমহলের বাইরে আসার পরামর্শ দিয়েছে, তার ধ্বংস হোক, সে নিপাত যাক। আমি সবিনয়ে নিবেদন করছি যে আজ যদি আপনি আপনার মহলের অন্দরেই অবস্থান করেন, তবে তাই হবে উত্তম।'

বাদশাহ হতবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এমন কথা কেন বলছ তুমি?'

জবাবে কৃষক আরজ করল, 'মহামান্য সম্রাট, আজ সারা দেশে গাঢ় কৃষ্ণকায় অন্ধকার নেমে আসবে, ভীষণ শিলা বৃষ্টি হবে, প্রবল বেগে তুফান প্রবাহিত হবে।'

বাদশাহ বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে এবং চোখ দুটো কপালে তুলে উজিরের প্রতি তাকালেন। উজির তাঁর চাহনীর ভাষা বুঝতে পেরে বলে উঠলেন, 'জাঁহাপনা, রাস্তার এক পাগলের প্রলাপে কর্ণপাত করা আপনার জন্য কিছুতেই শোভনীয় নয়। সে তো আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করে চলেছে।'

এবার বাদশাহ রাগত স্বরে বলে উঠলেন, 'এই পাগলটাকে কয়েক ঘা লাঘাও।'

যেই কথা সেই কাজ। সঙ্গে সঙ্গে সিপাহিরা তাকে আচ্ছামতো মেহমানদারির ব্যবস্থা করে সামনে অগ্রসর হতে লাগল। কিন্তু বাদশাহ কিছুদূর যেতে না-যেতেই আকাশ যেখানে পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে, সেখানে কালো অন্ধকার পরিদৃষ্ট হতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যেই পুরো আকাশে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ল। প্রচণ্ড বেগে তুফান, প্রবল শিলাবৃষ্টিসহ কিয়ামতের রুদ্র রূপ ধারণ করতে লাগল। গভীর অরণ্যে বাদশাহ বাহাদুরের জন্য মাথা গোঁজার এতটুকু ঠাঁই পাওয়া যাচ্ছিল না। কাদা-পানিতে একাকার হয়ে প্রচণ্ড শীতে ঠকঠক করে কাঁপছিল তাঁর সারা দেহ। এই কঠিন মুহূর্তে বাদশাহর মনে যদি কোনো চিন্তার উদ্রেক হয়ে থাকে, তবে তা শুধু এই ছিল, হতভাগা উজিরের জন্য উপযুক্ত সাজা কী হওয়া উচিত।

মোদ্দাকথা, অনেক চড়াই-উতরাই অতিক্রম করে বাদশাহ যখন শাহীমহলে এসে পৌঁছেন এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতেই তিনি দু-দুটি শাহী ফরমান জারি করলেন। একটি ছিল এই যে উজিরের মুখে চুন-কালি মেখে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘোরানো। তারপর আগামীকাল থেকে তাঁকে অন্ধকার কুঠরিতে আবদ্ধ করে রাখা। আর অপরটা ছিল এই যে উজিরের গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য সেই হতভাগা কৃষককে খুঁজে বের করা, যাকে জুতার আঘাতে জর্জরিত করে দেওয়া হয়েছে।

নির্দেশ পেতেই বাদশাহর ফরমান তামিল করা হলো। কিন্তু যখন কৃষক বেচারা বাদশাহর দরবারে নীত হয় এবং তাকে এই সুখবর শুনানো হয় যে 'তোমাকে প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে।'

তখন সে বিনয়ের সঙ্গে আরজ করল, 'মহারাজ, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক। এখন আমাকে কোন অপরাধের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে?'

বাদশাহ বললেন, 'এটা তো কোনো শাস্তি নয়; বরং বড় রকমের ইনাম। তুমি এ যুগের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গণক ও ভবিষ্যদ্বক্তা। আর আমার উজিরে আজম হিসেবে তোমার খেদমতের প্রয়োজন আমার খু-উ-ব বেশি।'

কিষান জবাবে আরজ করল, 'মহামান্য সম্রাট, আমি আল্লাহ্ তায়ালাকে সাক্ষী করে বলতে পারি, আমি আদৌ কোনো গণক নই।'

বাদশাহ্ আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, 'তুমি তোমার আত্মপরিচয় গোপন করার চেষ্টা করছ।'

বেচারা কৃষক জবাব দিল, 'মহাপ্রাণ বাদশাহ, আমি আত্মগোপনের কোনো চেষ্টা করছি না। প্রকৃত সত্য এই যে আমি কোনো গণক নই। যদি আমি গণকই হতাম, তাহলে আজ হুজুরের এই পথে পা বাড়ানোর দুঃসাহস কখনো করতাম না।'

বাদশাহ বললেন, 'সত্যি যদি তুমি গণক না হও, তাহলে আমাকে বলো তুমি কিভাবে জানতে পারলে যে প্রলয়ংকরি তুফান আসছে।'

কিষাণ জবাবে আরজ করল, 'মহান বাদশাহ, এই কৃতিত্ব তো আমার নয়; বরং আমার গাধারই প্রাপ্য! কারণ যখনই আবহাওয়ায় কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ও প্রতিকূল পরিস্থিতির লক্ষণ দেখা দেয়, তার কয়েক ঘণ্টা আগেই (পূর্ব সংকেতরূপে) সে নিজের কান শুইয়ে দেয়। আজ সে তার কান খুবই ঢিলে করে দিয়েছিল।'

বাদশাহ বললেন, 'বহুত আচ্ছা। তাহলে আজ থেকে তোমার গাধাই হবে আমার ভাবি উজিরে আজম।'

আমি এই গ্রন্থের প্রথম অংশ উপরিউক্ত ভিখারির নামে শিরোণাম দিয়েছি, যাকে একটা জীবন্ত জাতি নিজেদের বাদশাহরূপে বরণ করে নিয়েছে। আর শেষ অংশকে আলোচ্য গাধার নামে নামকরণ করা হয়েছে, যাকে একজন জিন্দা দিল বাদশাহ তার উজিরে আলার পদ গ্রহণের জন্য প্রস্তাব করেছে।

এই গ্রন্থের প্রেক্ষাপট ও বিষয়বস্তু নির্ধারণের জন্য আমি অতীতের পরিবর্তে ভবিষ্যতের উন্মুক্ত আকাশে উঁকি দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছি। কিন্তু কাহিনী যেহেতু শুধু অতীত ও বর্তমানকে কেন্দ্র করেই রচনা করা যেতে পারে, সেহেতু সুধী পাঠকদের আপন মনের সব দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে এটাই ধরে নিতে হবে যে আলোচ্য ঘটন অন্যূন অর্ধশতাব্দী আগে সংঘটিত হয়েছিল। আর অজ্ঞাতনামা সাগরের নাম না-জানা কোনো উপদ্বীপের এ গল্প মহামান্য সম্রাট সায়মন কাহারুল্লাহর রাজত্বকালের পর প্রকাশিত হয়েছিল।

নসীম হিজাযী

৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ ঈ.

২

গত বছর যখন এই গল্প লেখার ইচ্ছা পোষণ করছিলাম, তখন আমার মনে তার প্রেক্ষাপট, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও ঘটনাপ্রবাহ ছিল নিরেট কাল্পনিক। কিন্তু লেখা শুরু করার পর উপলব্ধি করছিলাম যে মূলত আমারই অশ্বস্তিকর পারিপার্শ্বিকতাকে অট্টহাসি দ্বারা গোপন করার ব্যর্থ চেষ্টায় আমি লিপ্ত হয়েছি।

আমার মনে ছোটবেলার সেই সময়ের কথা উদয় হয়, যখন গ্রামের লোকরা শীতের রাতে আগুনের কুণ্ডলী জ্বালিয়ে এর চারপাশে গোল হয়ে বসে বিগত দিনের ঘটনাবলি বর্ণনা করত। আমি আগুনের আলোয় নিকটবর্তী কোনো দেয়ালের ওপর বসে তাদের সৌম্যমূর্তির মজা লুটতাম। একটু বড় হওয়ার পর আমি আমার ছোট টর্চের আলোয় সঙ্গীদের তাদের ছায়া দেখাতাম। দেয়ালের ওপর টর্চের আলো আগে-পিছে করলে অথবা তার প্রতিচ্ছায়ায় মামুলি পরিবর্তন করলে ভালো ভালো চেহারার প্রতিকৃতিকেও অত্যন্ত হাস্যাস্পদ বলে মনে হতো। সেই সময় আমার কাছে পেনসিলের সর্বোত্তম ব্যবহার এই ছিল যে টর্চের আলোয় কোনো দেয়ালে নিজের সঙ্গীদের প্রতিচ্ছায়া অনুযায়ী রেখা অঙ্কন করে বিচিত্র ছবি তৈরি করা হবে। ছবি অঙ্কনে আগ্রহী একদিকে মুখ করে দেয়ালের কাছেই দাঁড়িয়ে যেত। অন্য একজন টর্চের আলো তার চেহারার ওপর মারত। তৃতীয় কেউ পেনসিল দিয়ে দেয়ালের ওপর তার ছায়া অনুযায়ী কুৎসিত, কিম্ভূতকিমাকার ও কৌতূহলোদ্দীপক এক প্রতিকৃতি তৈরি করে ফেলত। আসল চেহারা তার অঙ্কিত ছবির সঙ্গে এমন সাদৃশ্যপূর্ণ হতো, যা কেবল উপলব্ধিই করা যেত, কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হতো না।

একদিন রাতে আমরা দেয়ালের ওপর কয়েকটি ছেলের ছবি এঁকে ফেলেছিলাম এবং নিচে তাদের প্রত্যেকের নামও লিখে দিয়েছিলাম। আমি মনে করেছিলাম, সকালের আলোয় এই বিচিত্র কার্টুন ছবিগুলো অধিকতর চিত্তাকর্ষক হয়ে দেখা দেবে। কিন্তু আমার এক সঙ্গীর নাকের দৈর্ঘ আর ঠোঁটের ওপর আপত্তি ছিল। তাই সে প্রত্যুষে নিজের ছবির সব চিহ্ন মুছে ফেলল। আর যায় কোথায়! অমনি অন্য ছেলেদের মনে না জানি কী খেয়াল চেপে বসল! তারা সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ার পরিবর্তে অপ্রত্যাশিতভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেয়াল সাফ করার কাজে লেগে গেল।

এতদ্দর্শনে আমি আফসোস করে বলতে লাগলাম, আমার টর্চের বেটারিগুলো খরচ করে কোনো লাভ হলো না।

এই গ্রন্থ রচনার পর আমি আশঙ্কা করেছিলাম যে আমার কয়েকজন স্বদেশি এমন রয়েছে, যাদের কাছে সফেদ জাজিরাহ তথা মরু আতঙ্কের দেয়ালের ওপর কিং সায়মন ও তাঁর অত্যাচারী উজিরদের চিত্র নিজেদের কুৎসিত-কদাকার চেহারারই প্রতিকৃতি বলে মনে হবে। অবশ্য আমার জন্য এটা অনুমান করা কঠিন ছিল না যে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হলে সেসব মহাপ্রাণের প্রতিক্রিয়া কী হবে? আমি শুধু আমার অঙ্কিত কয়েকটি দাগ মুছে যাওয়ারই আশঙ্কা করছিলাম না বরং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করছিলাম যে ভবিষ্যতে এরূপ নিশ্ছিদ্র অন্ধকার রাতে টর্চের ব্যবহারই নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে। তথাপি আমার এ আত্মবিশ্বাস ছিল যে প্রকৃতির চিরাচরিত নিয়মে প্রত্যেক রাতের অবসানের পরই ভোরের আলো প্রকাশ পায়। তাই তো সংগত কারণেই আমি আশা করতে পারি, যে উদ্দেশ্যে আমি এই গ্রন্থ রচনা করছি, তা একদিন অবশ্যই পূর্ণ হবে, আর এটাই ছিল আমার শেষ ভরসা।

নসীম হিজাযী

মাস্টার জর্জের উড্ডয়ন

বিগত বিংশ শতাব্দীর শেষ-চতুর্থাংশে উন্নত বিশ্বের বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী চাঁদে গমন করে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন। অনন্তর মেররিখ তারকা বা মঙ্গল গ্রহ পর্যন্ত পৌছার ঐকান্তিক প্রয়াস শুরু হয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে।

১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাশিয়া ও আমেরিকার বিজ্ঞানীরা মঙ্গল গ্রহের দিকে অসংখ্য রকেট বা মহাশূন্যযান নিক্ষেপণের পর অত্যন্ত ক্ষোভ ও আফসোসের সঙ্গে এই তিক্ত সত্য স্বীকার করেছিল যে সফল ও স্বার্থক উড্ডয়নের জন্য এখনো অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। আমেরিকার বিজ্ঞানীরা তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রাথমিক স্তরে কিছুসংখ্যক রকেটে কুকুর, বিড়াল ও ইঁদুর প্রেরণের পর এই ঘোষণা দিয়েছিল যে ভবিষ্যতে মঙ্গল গ্রহ অভিমুখে শুধু খালি রকেট প্রেরণ করা হবে। পক্ষান্তরে রাশিয়া তাদের প্রত্যেক নভোযানে বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির জন্তু-জানোয়ারের এক উল্লেখযোগ্যসংখ্যককে মহাশূন্যে পাঠিয়ে দিচ্ছিল। এই সব প্রাণীর সংখ্যার অনুমান এভাবে করা যেতে পারে যে রাশিয়া ১৯৯৯ সালে মঙ্গল গ্রহ অভিমুখে সর্বশেষ যে রকেটটি প্রেরণ করেছিল, শুধু তাতেই পাঁচটা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর, তিনটি শূকর, আটটি বানর, এগারোটা বিড়াল, দেড় শ ইঁদুর, বিশটি মুরগি, আটটি তোতা, চারটি কাক, তিনটি গাধা, আট হাজার মাছি ও বিভিন্ন রোগের পাঁচ লাখ জীবাণু পাঠিয়েছিল।

এই রকেট উড্ডয়নের সময় মস্কো রেডিও ঘোষণা করেছিল যে এটা মঙ্গলগ্রহ অভিমুখে জীবিত প্রাণী প্রেরণের সর্বশেষ পরীক্ষা। যদি এই পরীক্ষা সফল হয়, তাহলে এরপর থেকে ইতর প্রাণীর পরিবর্তে মানুষ প্রেরণ করা হবে।

অবশ্য এই রকেট প্রায় এক মাস পর্যন্ত মহাশূন্যে উড্ডয়নের পর নিখোঁজ হয়ে যায়। যদিও রাশিয়ান বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে রকেটটির রেডিও ট্রান্সমিটারে হয়তো কোনো গোলযোগ দেখা দিয়ে থাকবে। পক্ষান্তরে আমেরিকান বিজ্ঞানীদের মতে এই রকেট ধ্বংস হয়ে গেছে।

আমেরিকা ও রাশিয়া ব্যতীত তৃতীয় যে দেশটির কৌতূহল ছিল এই রকেটকে

নিয়ে, সেটি ছিল ভারত। আর তার ঐকান্তিক আগ্রহের কারণ এই ছিল যে অন্যান্য প্রাণী ছাড়াও যে আটটি বানরকে রকেটের মধ্যে তুলে দেওয়া হয়েছিল, সেগুলোকে ভারত থেকে এই শর্তে আনা হয়েছিল যে তাদের মস্কোর চিড়িয়াখানায় রাখা হবে। কিন্তু তা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল যে রাশিয়া উপরিউক্ত পবিত্র জানোয়ারগুলোকে চিড়িয়াখানায় রাখার পরিবর্তে মঙ্গল গ্রহের বিপৎসংকুল অভিযানে প্রেরণ করেছে। তখন ভারতবাসীর মধ্যে তীব্র প্রতিবাদ ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ফলে ভারত সরকার রাশিয়ান সরকারের কাছে কড়া প্রতিবাদ জানায়। রাশিয়ান সরকার জবাবে বলে যে আমরা আমাদের কোনো বন্ধুপ্রতিম দেশের অসন্তোষের জন্য দুঃখিত। তবে আমাদের বিজ্ঞানীরা রকেটের মধ্যে বানরগুলোর জন্য যে আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করে রেখেছিল, যদি তার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা হয় তাহলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে ভারতের সৌভাগ্যবান জনসাধারণ এমনকি পার্লামেন্টের কোনো কোনো সদস্যও এ কথা বলতে বাধ্য হবেন যে সংশ্লিষ্ট রকেটে প্রেরিত বানরগুলোর পরিবর্তে আমাদের সওয়ার হওয়া উচিত ছিল।

এ ঘটনার পাঁচ বছর পর ব্রিটিশ সরকারও ঘোষণা করল যে আমাদের বিজ্ঞানীরাও এমন এক রকেট তৈরি করেছেন, যা আপন গতিতে অবধারিতভাবে মঙ্গল গ্রহে পৌঁছে যাবে। যেহেতু ব্রিটিশ পূর্ব ও পশ্চিমের দেশগুলো থেকে আধিপত্য তুলে নেওয়ার পর বিগত অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত অর্থনৈতিক সমস্যা তুলে নেওয়ার পর বিগত অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত অর্থনৈতিক সমস্যার মোকাবিলা করে আসছে। সেহেতু এ ব্যাপারে সম্ভাব্য সব সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল, যাতে এই পরীক্ষা সফল হয়। তারা সংশ্লিষ্ট রকেটের মধ্যে কুকুর, বিড়াল, বানর ও অন্যান্য নিম্নমানের জন্তু জানোয়ারদের মঙ্গলগ্রহ ভ্রমণ করানোর পরিবর্তে কোনো মানুষ প্রেরণ করার প্রস্তাব করে। প্রস্তাব অনুযায়ী ব্রিটেনের লাখ লাখ অধিবাসী এই রকেটে উড্ডয়নের জন্য নিজেদের নাম তালিকাভুক্ত করেছিল। এমনকি সরকারের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মুশকিল হয়ে পড়েছিল যে এই লাখ লাখ প্রার্থীর মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত।

এর আট দিন পর সারা দুনিয়ার সংবাদপত্রে ব্রিটিশ সরকারের দ্বিতীয় ঘোষণা প্রকাশিত হয়েছিল :

'উন্নত বিশ্ব ব্রিটিশ রকেটের সঙ্গে অস্বাভাবিক উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রকাশ করছে। ইংরেজদের মতো অন্যান্য দেশের হাজার হাজার অধিবাসীও মঙ্গল গ্রহ অভিমুখে যাত্রা করার ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এ জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল যে লটারির সাহায্যে প্রকৃত প্রার্থী নির্বাচন করা যেতে পারে, যাতে

ইংরেজদের সঙ্গে অন্যান্য দেশের লোকজনও নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করে নিতে পারে। লটারির টিকিটের মূল্য আট পাউন্ড ধার্য করা হয়েছিল এবং কয়েক দিন ধরে দুনিয়ার সব বড় শহরে টিকিট বিক্রির সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছিল। আরো জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে টিকিট বিক্রি শুরু হওয়ার তিন মাস পর লটারি অনুষ্ঠিত হবে। তারপর সফল প্রার্থীদের কয়েক সপ্তাহব্যাপী মহাশূন্যে উড্ডয়নের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।'

পত্র-পত্রিকায় এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পনেরো/বিশ দিন পর লটারির টিকিট বিক্রির কাজ শুরু করা হয়েছিল। বিশ্বের সব নামিদামি পত্রিকার প্রথম পাতায় এ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি ছাপা হচ্ছিল এভাবে :

'এখন থেকে অর্ধশতাব্দী আগে যদি কেউ এরূপ বলত যে মানুষ একদিন মাত্র আট পাউন্ড খরচ করে তার বিনিময়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে গিয়ে পৌঁছতে পারবে। তাহলে তাকে নীরেট পাগল বা অপ্রকৃতিস্থ বলে আখ্যায়িত করা হতো। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের ফলে এখন আপনি মাত্র আট পাউন্ডের একটি টিকিট কিনে অনায়াসেই মঙ্গল গ্রহ পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে আসতে পারেন। ব্রিটিশ রকেটে সফরকারী ভাগ্যবান মানুষের জন্য যে আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা কোনো দেশের রাজা-বাদশাহর ভাগ্যেও জোটেনি। সফরকালীন আপনাকে পানাহার, বিশ্রাম ও মাঝেমধ্যে রকেট স্টেশনের জরুরি সংবাদের জবাব ব্যতীত আর কোনো কাজই করতে হবে না। অতএব, লটারির একটি টিকিট কিনে আপনি আপনার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে ভুলবেন না। এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই যেকোনো সৌভাগ্যবান ব্যক্তির মঙ্গলগ্রহের ওপর মানুষের বিজয়ের পতাকা ওড়ানোর গৌরব অর্জন করা সম্ভব। আপনিও হতে পারেন সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। তাই দেরি না করে আজই লটারির একটি টিকিট কিনে ফেলুন।'

লটারির টিকিট খু-উ-ব জোরের সঙ্গেই ক্রয়ের ধুম পড়ে যায়। শুধু প্রথম মাসের আমদানির অবস্থা লক্ষ্য করে ব্রিটেনের অভিজ্ঞ অর্থনীতি বিশারদ অনুমান করেছিলেন যে এই রকেট তৈরিতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছিল, তার তিন গুণ অর্থ এ মাসেই আদায় হয়ে গেছে।

২

তিন মাস পর এক দিন বিবিসির সান্ধ্যকালীন অধিবেশনে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় :

'আজ লন্ডনে বিশ্বের প্রায় ষাটটি দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বহু প্রত্যাশিত লটারি অনুষ্ঠিত হয়েছে। যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটি এই লটারিতে বিজয় লাভ করেছে, সে ইংরেজ নয়; বরং প্রাচ্যের এমন এক দেশের অধিবাসী, যেখানে চলতি শতাব্দীর প্রথম অর্ধাংশ পর্যন্ত আমাদের আধিপত্য বলবত ছিল। এই ভদ্র লোকের অর্ধেক প্রাচ্য আর অর্ধেক পাশ্চাত্য নাম ছিল জর্জ কাহারুল্লাহ, যাকে মাত্র আধা ঘণ্টা আগে স্যারের সম্মানজনক উপাধিতে বিভূষিত করা হয়েছে। স্যার জর্জ কাহারুল্লাহ সুদূর প্রাচ্যের এক দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও আমাদের কাছে ভিনদেশি নয়। বংশপরিচয় ব্রিটিশ রাজত্বের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশজুড়ে আছে। দুই শতাব্দী আগে তার বংশের এক ব্যক্তি নিজ দেশের বাদশাহী মহলের দারোগারূপে নিযুক্ত ছিল। স্বীয় অতুলনীয় স্মরণশক্তির বদৌলতে তিনি মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে বাদশাহর উজির পদে উন্নীত হয়েছিলেন। এটি ছিল সেই সময়ের কথা, যখন ইংরেজ জাতি প্রাচ্যের অসভ্য দেশগুলোতে পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকবর্তিকা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এই উজির-যুগের সেসব কৃতী সন্তানের অন্যতম ছিলেন, যার দৃষ্টিতে ইংরেজদের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করার মধ্যেই নিজ জাতির যাবতীয় কল্যাণ নিহিত রয়েছে বলে অনুমান করেছিল। কিন্তু দেশের বাদশাহ ছিলেন খু-উ-ব জেদি, অনভিজ্ঞ আর অল্পদর্শী। বিচক্ষণ উজির তাঁকে বহুভাবে বোঝালেন যে দেশের সার্বিক কল্যাণ ইংরেজদের অধীনতা স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। সুতরাং যখন তাদের সেনাবাহিনী দেশের ভেতর প্রবেশ করবে, তখন প্রত্যেক মঞ্জিলে তাদের জানানো হোক সাদর সম্ভাষণ। কিন্তু অকুতোভয় বাদশাহর ওপর তার নসীহতের কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। অগত্যা ইংরেজ সরকারকে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হতে হয়। ফলে বাদশাহর সৈন্য বল কদাচ আমাদের থেকে বেশি ছিল না। তথাপি আমাদের নিজেদের যুদ্ধোপকরণ থেকে স্যার জর্জের বন্ধুপ্রতিম উজিরের ওয়াদার ওপর ভরসা ছিল বেশি।

যুদ্ধ চলাকালীন এই উপযুক্ত ও দূরদর্শী উজির এর আগে কৃত নিজের সব প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং ঘোরতর যুদ্ধের সময় স্বীয় সেনাবাহিনীর এক গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়ে স্বপক্ষ ত্যাগ করে আমাদের বাহিনীর সঙ্গে এসে মিলিত হয়, যখন আমরা নিশ্চিতরূপে আমাদের পরাজয়ের গ্লানি বরণ করে নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এই কৃতিত্বের সুবাদে ব্রিটিশ সরকার এই বংশের জন্য ইজ্জত, সম্মান, উন্নতি ও অগ্রগতির সব দ্বার খুলে দেয়। যত দিন সে দেশের ওপর আমাদের আধিপত্য বলবত থাকে, আমাদের প্রত্যেক গভর্নর নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার পর সে বংশের জীবিত বংশধরদের সঙ্গে সর্ব প্রথম সাক্ষাতে মিলিত হতো। অতঃপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রাচীন বন্ধুপ্রতিম ও অকৃত্রিম ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণের সঙ্গে হৃদ্যতা ও আন্তরিকতার নিবিড় বন্ধনের পরিচয় প্রদানের লক্ষ্যে সে বংশের কবরস্থানের জিয়ারত করত। এই বংশের সর্বশেষ ব্যক্তি ছিলেন স্যার জর্জের দাদা। আর কখনো যদি সে দেশের সীমান্তে কোনো শত্রু জাতি ব্রিটিশ রাজত্বের জন্য হুমকি সৃষ্টি করত, তখন এই বিজ্ঞ ব্যক্তিটি তাদের মধ্যে এসে আতঙ্ক সৃষ্টি করার ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর কৃতিত্বের ফলাফল এই দেখা দিয়েছিল যে সে দেশে আরো কয়েক বছরের জন্য আমাদের শাসন-শোষণ পরিচালনার সুযোগ পাওয়া গেল।

পরিশেষে যখন অপারগ অবস্থায় ও অনন্যোপায় হয়ে সে দেশের ওপর থেকে ক্ষমতার দণ্ড গুটিয়ে নিতে হচ্ছিল, তখন আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল যে সে দেশের শাসনক্ষমতা স্যার জর্জের দাদার হাতে ন্যস্ত করা হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে দেশের অধিবাসীরা একজন জাগ্রত বিবেক রাজনীতিবিদের সেবা দ্বারা উপকৃত হতে প্রস্তুত ছিল না। তাই তারা ইংরেজদের সঙ্গে সঙ্গে স্যার জর্জের দাদাকেও দেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার জন্য বাধ্য করল। কিন্তু হয়তো বিধাতার ইচ্ছা এরূপ ছিল না যে এই বংশ যেভাবে লন্ডনে নির্বাসিত জীবনযাপন করছিল, দীর্ঘ দিন পর্যন্ত এভাবে নিখোঁজ হয়ে পড়ে থাকুক।

কী সুন্দর সাদৃশ্য যে স্যার জর্জ প্রাইভেট কার দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাঁর মস্তিষ্ক অপারেশন করা হয়েছিল। পুনরায় সুস্থ হয়ে কোনো উল্লেখযোগ্য কাজ তিনি সম্পন্ন করতে পারবেন–এমন আশা খুব কমই ছিল। স্যার জর্জের এটি জানাই ছিল না যে এক হৃদয়বান নার্স তাঁর কোনো বন্ধুর কাছ থেকে জর্জের জন্য লটারির টিকিট ক্রয় করে নিয়েছিল। হয়তো বিধাতার ইচ্ছা ছিল যে মঙ্গল গ্রহের মধ্যে ব্রিটিশের সম্মানীত বিজয়ের পতাকা উড্ডয়নের সৌভাগ্য এই বংশেরই কোনো ব্যক্তি লাভ করুক, যিনি বিগত দুই শতাব্দীব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ও ভিত্তি মজবুত করা জন্য তার সর্বাত্মক

প্রয়াস-প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। মঙ্গল গ্রহ ভ্রমণের লটারির টিকিট যদি কোনো ইংরেজের নামে উঠত, তথাপি হয়তো ইংরেজ জাতি এমন উৎফুল্ল হতো না, যতটা উল্লসিত হয়েছিল তারা স্যার জর্জের বিজয়ে। কারণ স্যার জর্জ প্রাচ্যের কোনো দেশের বাসিন্দা হলেও ধ্যান-ধারণায় ইংরেজদের থেকেও ছিলেন কয়েক ধাপ এগিয়ে।

হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে আসার পর যখন তাঁকে এই সুসংবাদ শোনানো হয় যে 'শিগগিরই আপনি মঙ্গল গ্রহ সফর করতে যাচ্ছেন।' খবর শুনেই তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। তাঁর চিকিৎসক মনে করেছিলেন যে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছেন, কিন্তু ব্রিটেনবাসীর অনুমান ছিল, এই অপ্রত্যাশিত উল্লাস ছিল তাঁর সহ্যসীমার অতীত।

এ ঘোষণার আগের দিন ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকায় ওই চিকিৎসকের এক বিবৃতি প্রকাশিত হয়, যিনি মাস্টার জর্জের ব্রেইন অপারেশন করেছিলেন। ডাক্তার মানবিক কারণে ব্রিটিশ সরকারের কাছে এই মর্মে আবেদন জানিয়েছিলেন যে স্যার জর্জকে মঙ্গল গ্রহ অভিমুখে উড্ডয়ন থেকে বিরত রাখা হোক। কারণ অপারেশনের সময় তিনি রোগীর মস্তিষ্ক থেকে আঘাতপ্রাপ্ত একটি কোষ বের করে তদস্থলে বানরের কোষ লাগিয়ে দিয়েছেন। এই পদক্ষেপ রোগীর জীবন রক্ষার জন্য জরুরি হয়ে পড়েছিল। বানরের প্রভাবে তার মস্তিষ্কের ভার সাম্যের ওপর কী প্রতিক্রিয়া হয়, তা এখন নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। মাস্টার জর্জের এখন পরিপূর্ণ বিশ্রামে থাকা উচিত। মস্তিষ্কের ওপর চাপ পড়তে পারে–এমন সব কাজ থেকে তাঁর বিরত থাকা আবশ্যক। এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করলে আশা করা যায় যে তাঁর মস্তিষ্কে বানরের কোষের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে না। তাই তাঁকে রকেটের ওপর সওয়ার করা খুবই বিপজ্জনক হবে। অন্ততপক্ষে এক বছরকাল তাঁকে পরিপূর্ণ সতর্কতার সঙ্গে চলাফেরা করতে হবে।

ডাক্তারের উপরিউক্ত পরামর্শে এই ধমকও ছিল যে যদি সরকার আমার অনুরোধ অনুযায়ী কাজ না করে, তাহলে আমি আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হব।

এ বিবৃতির ওপর কয়েক দিন পর্যন্ত বিতর্ক চলছিল। সঙ্গে সঙ্গে এরূপ সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছিল যে স্যার জর্জ যথানিয়মে রকেটে উড্ডয়নের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। অনন্তর কিছু দিন পর এই খবর দেওয়া হয় যে স্যার জর্জের চিকিৎসক তাঁর উড্ডয়নের বিরুদ্ধে আদালতে নেতিবাচক ডিগ্রি লাভের জন্য মোকদ্দমা পেশ করেছেন। তারপর জানা গেল যে বিজ্ঞ বিচারক উপরিউক্ত

আবেদন নাকচ করে দিয়েছেন এবং তার রায়ে লিখেছেন যে লটারি সম্পর্কিত সরকারি যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে এমন কোনো শর্ত ছিল না যে যদি লটারিতে বিজয়ীর সম্পর্কে এটি জানা যায় যে তাঁর মস্তিষ্কে বানরের কোষ সংযোজন করা হয়েছে, তাহলে তাঁকে উড্ডয়নের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে। এ জন্য দেশের আইনে কোনো কিছু করার উপায় নেই।

৩

একদিন সকালে ব্রিটিশ রকেটস্টেশন থেকে এই মর্মে ঘোষণা দেওয়া হচ্ছিল যে স্যার জর্জ বহালতবিয়তে রকেটে আরোহণ করেছেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন যে আটজন ডাক্তার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে তাঁর ডাক্তারি পরীক্ষা করেছেন, তাঁরা সবাই একবাক্যে এই ঘোষণা দিয়েছেন যে স্যার জর্জের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা পুরোপুরি সন্তোষজনক। আর এমন কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই যে তিনি রকেটের কলকবজার সঙ্গে অকারণে হুলস্থুল বাধিয়ে নিজের জন্য কোনো বিপদ ডেকে আনবেন।

'স্যার জর্জের রকেটে আরোহণের সময় চেহারায় কোনো প্রকার ভয়ভীতি কিংবা অতঙ্ক-আশঙ্কার লক্ষণও দেখা যায়নি; বরং তাঁর ভাবভঙ্গিতে মনে হচ্ছিল যে তিনি মঙ্গল গ্রহে গিয়ে পৌঁছার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।'

'রকেট মহাশূন্যে মঙ্গল গ্রহ অভিমুখে উড্ডয়নের আর মাত্র বিশ মিনিট বাকি আছে। তাই শ্রোতাদের খেদমতে রেকর্ডের গান পরিবেশন করা হচ্ছে।'

'এখন সংগীতের কর্মসূচি সমাপ্ত হচ্ছে।'

'রকেট উড্ডয়নের আর মাত্র এক মিনিট বাকি আছে।' এইমাত্র রকেট মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে। দশ লক্ষাধিক কৌতূহলী দর্শক, যারা স্যার জর্জকে বিদায় অভিবাদন জানানোর জন্য সমবেত হয়েছিল। তাদের আনন্দ-উল্লাস ও গগনবিদারি স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠল। মহাশূন্যে তীব্র গতিতে ছুটে চলা এক অগ্নিশিখামাত্রই তাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল।'

এখন রকেট এত দূরে চলে গেছে যে তার আলো দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত দেখা যাচ্ছে না। এখন মাস্টার জর্জ নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে অপর এক মহাশূন্যে প্রবেশ করলেন।'

এবার রকেট স্টেশনের ইনচার্জ কন্ট্রোলরুম থেকে রেডিওর সাহায্যে মাস্টার জর্জকে জরুরি দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন এবং আপনারা তাদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছেন।'

'হ্যালো, হ্যালো, স্যার জর্জ! হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো, স্যার জর্জ! আপনি জবাব দিচ্ছেন না কেন? আপনি কেমন আছেন? সুধী দর্শকমণ্ডলী, রকেট থেকে তো কোনো কথা শোনা যাচ্ছে না। মনে হয় যেন স্যার জর্জ বেহুঁশ হয়ে পড়েছেন।'

'আমি বেহুঁশ হইনি।'

'তাহলে আপনি কথা বলছেন না কেন?'

'স্যার জর্জ, দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ আপনার আওয়াজ শোনার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আপনি তাদের নিরাশ করতে পারেন না। আপনার মানসিক অবস্থা কেমন আছে?'

'এখন আমি একটি মজবুত হাতুড়ির প্রয়োজন বোধ করছি।'

'সেটা আবার কী জন্য?'

'এই রকেট ভেঙে বাইরে আসার জন্য।'

'স্যার জর্জ, আপনার মনে জীবনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আপনি সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হোন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আপনার মেজাজ একেবারে ঠিক হয়ে যাবে। দেখুন আপনাকে অত্যন্ত কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে যে আপনি আমাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করুন এবং রকেটের কোনো কলকবজার ওপর আকারণে হাত লাগাবেন না। আমরা আপনার মনোরঞ্জন ও চিত্তবিনোদনের জন্য গানের এক বিশেষ প্রোগ্রাম প্রচার করছি। স্যার জর্জ, আপনি কী করছেন? আপনার রকেট লক্ষ্যপথ পরিবর্তন করছে। আপনি যথাক্রমে সুইচ নম্বর ৮, ২১ ও ৪৪ ওপরে তুলে দিয়েছেন। এখনই নিচু করে দিন, আর আমাদের নির্দেশনা ব্যতীত কোনো সুইচের ওপর হাত লাগাবেন না।'

স্যার জর্জ, স্যার জর্জ, হ্যালো, হ্যালো!

অতঃপর কয়েকজন মানুষের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

'ডাক্তারের অনুমান সঠিক ছিল। স্যার জর্জের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে।'

'এরূপ কর্মতৎপরতা কেবল একটি বানরের প্রদর্শন করতে পারে।'

'আমাদের রকেটটি অবতরণ করানোর চেষ্টা করতে হচ্ছে।'

কিন্তু স্যার জর্জের সহযোগিতা ব্যতীত এটি সম্ভব নয়।'

'স্যার জর্জ, জেনে-বুঝে আমাদের এই মহান পরীক্ষাকর্ম ব্যর্থ করে দিতে চাচ্ছেন। তিনি কোনো বিদেশি শক্তির হাতে দেল খাচ্ছেন।'

'এখন রকেট মঙ্গল গ্রহের পথ ছেড়ে অন্যদিকে চলেছে।'

তারপর সম্পূর্ণ নীরবতা নেমে আসে। কয়েক ঘণ্টা পর রকেট স্টেশন থেকে এরূপ ঘোষণা শোনা যাচ্ছিল :

'ভদ্র মহোদয়গণ, আমরা অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সঙ্গে জানাচ্ছি যে স্যার জর্জ আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। এখন রকেট আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। ট্রান্সমিটার বন্ধ হয়ে গেছে। অবশ্য নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না, স্যার জর্জের মানসিক অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। অথবা তিনি বুঝে-শুনে এরূপ করছেন। যা হোক, তিনি যদি রকেটের কলকবজা ও যন্ত্রপাতি নিয়ে আর কোনো টানা-হেঁচড়া না করেন, তাহলে এটি ন্যূনপক্ষে আগামী এক বছর পর্যন্ত মহাশূন্যে লক্ষ্যহীনভাবে উড়ে বেড়াবে। রকেটের মধ্যে একটি সুইচ এমন রয়েছে, যার ওপর চাপ দিলে এর গতি পৃথিবীর দিকে ফেরানো যেতে পারে। যদি স্যার জর্জ আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে থাকেন, তাহলে তার জীবিত অবস্থায় পৃথিবীতে ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি রকেট আপন গতি পরিবর্তনের পর পৃথিবীসংলগ্ন বায়ুমণ্ডলে এসে পৌঁছে এবং স্যার জর্জ আর কোনো অনিষ্ট সৃষ্টির চেষ্টা না করে, তাহলে তিনি প্রাণে বেঁচে যাবেন। বায়ুমণ্ডলে পুনরায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই রকেটের পতিবেগ কমানোরা কলকবজা আপনা-আপনিই কাজ শুরু করবে। আর রকেটের নিচের অংশ, যেখানে স্যার জর্জ অবস্থান করছেন-অমনিতেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তারপর ওপরের অংশকে মাটিতে নামানোর জন্য অটোমেটিক প্যারাসুট খুলে যাবে। কিন্তু স্যার জর্জের আশ্চর্যজনক ও অস্বাভাবিক বিধ্বংসী তৎপরতার কারণে সঠিকভাবে কোনো মন্ত ব্য করা যাচ্ছে না। যে পর্যন্ত রকেটের ট্রান্সমিটারের সঙ্গে পুনরায় আমাদের যোগাযোগ স্থাপিত না হয় এবং স্যার জর্জ আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য এগিয়ে না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পক্ষে আদৌ কোনো মন্তব্য করা সম্ভব নয় যে রকেট কোথায় আছে এবং কী অবস্থায় আছে?

আমাদের এই অভিমতের সঙ্গে শুধু ব্রিটেনের দুজন বিজ্ঞানী মতভেদ করে বলেছেন যে স্যার জর্জের মানসিক অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে অথবা তিনি স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে রকেটটি ধ্বংস করার চেষ্টা করছেন। তাঁদের মতে, 'রাতের আকাশে প্রদীপ্ত কোনো তারকার সঙ্গে রকেটের গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং সঙ্গে স্যার

জর্জ কোনো অসুবিধা বোধ করার পর আতঙ্কগ্রস্ত ও অধীরচিত্ত হয়ে এটির কলকবজার সঙ্গে তামাশা শুরু করে দিয়েছে।'

তারপর কয়েক দিন ধরে ব্রিটিশ রকেটের বিষয় বিশ্বের বিভিন্ন প্রখ্যাত সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হতে থাকে। বিজ্ঞানবিশারদ, চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও মনস্তত্ত্ব বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য ও মন্তব্য প্রকাশ পাচ্ছিল। অনেকে আবার ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের ওপর অযোগ্যতার অভিযোগ আরোপ করছিল। পক্ষান্তরে কেউ কেউ স্যার জর্জকেও দায়ী করছিল। ব্রিটেনের জনসাধারণ যারা এই রকেটের সফলতাকে তাদের জাতির মানসম্মানের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করছিল, তারা সগর্বে প্রচার করছিল যে রকেট তার রুটিন অনুযায়ী উড্ডয়ন অব্যাহত রেখেছে এবং স্যার জর্জ অতিরিক্ত অবেগে উদ্বেলিত হয়ে নীরবতা অবলম্বন করছেন।

সুদীর্ঘ এক মাস পর স্যার জর্জ ও তাঁর রকেটের কাহিনী সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিস্মৃতির অতল গর্ভে বিলীন হয়ে গেল। আর বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আবার রাশিয়া ও আমেরিকার নতুন নতুন পরীক্ষাকর্মের দিকে অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে নিবদ্ধ হয়ে পড়ল।

বাদশাহর অন্বেষণে

সফেদ জাজিরাহ কিংবা শ্বেতশুভ্র দ্বীপের মহামতি বাদশাহ্ পরকালে চলে গেছেন। ফলে দেশের উজিরে আজম চঙ্গ সিং অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মোকাবিলা করছিলেন। বাদশাহ ছিলেন নিঃসন্তান। এক্ষণে দেশের একশত দশ গোত্রের সরদাররা দেশের নতুন কর্ণধার নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁর অন্তিম ইচ্ছার কথা শোনার জন্য শাহীমহলের ভেতরই এক বিরাটকায় হলঘরে সমবেত হয়েছিলেন। তাঁদের প্রত্যকেই এ প্রত্যাশা করেছিলেন যে প্রয়াত বাদশাহ তাঁদের মধ্য থেকে কোনো একজনকে তাঁর উত্তরসূরি মনোনীত করে গিয়ে থাকবেন। আর সরদাররা প্রত্যেকেই নিজেকে অন্যের তুলনায় রাজমুকুট পরিধান ও সিংহাসনে আরোহণের জন্য অধিকতর যোগ্য বলে মনে করছিলেন।

এদিকে বাদশাহ তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর আগেই তাঁর অসিয়তনামা চান্দিনির্মিত একটি ছোট্ট বাক্সে বন্ধ করে উপদ্বীপের ধর্মনেতার কাছে রেখে দিয়েছিলেন। ধর্মগুরু সে বাক্সটি এখন উপস্থিত গোত্রপতিদের সামনে এনে খুলে দিলেন এবং বাদশাহর অসিয়তনামা তাঁদের পড়ে শোনালেন। অসিয়তনামার বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ :

'আমি স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে ও পূর্ণ বিবেচনার সঙ্গে আমার প্রজাসাধারণকে এই অসিয়ত করে যাচ্ছি যে যদি আমার আকস্মিক মৃত্যু হয় আর আমার উত্তরাধিকারী নিয়োগের সুযোগ না ঘটে, তাহলে এই গুরুদায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর ওপর বর্তাবে। আমি চঙ্গ সিং থেকে বেশি বুদ্ধিমান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বলে আর কারো ওপর আস্থা স্থাপন করতে পারছি না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস রয়েছে, তাঁর নির্বাচন আমার নিয়োগ প্রদান থেকে উত্তম হবে। তবে আমার দুঃখ যে চঙ্গ সিং নিজে না কোনো রাজপরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখে, আর না সে কোনো গোত্রপতির মর্যাদা লাভ করেছে। সংগত কারণেই দেশের প্রচলিত নিয়মে সে আমার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। তা না হলে আমি অসিয়ত রেখে যেতাম যেন আমার পর তাঁকেই বাদশাহ বানানো হয়।

আমার সর্বাধিক আগ্রহ ছিল এই যে দেশের বাদশাহী বা রাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা চালু করা হবে। কিন্তু আমরা প্রজাসাধারণ যেহেতু আজও শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসর রয়ে গেছি এবং সত্যিকার অর্থে প্রকৃত

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হলে তাদের দীর্ঘদিন পর্যন্ত রাজনৈতিক প্রশিক্ষণদানের প্রয়োজন রয়েছে, এ জন্য আমি চাই যে পর্যায়ক্রমে এমনই সংস্কারমূলক পদক্ষেপ কার্যকর করা হবে, যা একসময় গিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রবর্তনে ও এর উন্নতি বিধানে যুগান্তকারী সহায়করূপে প্রমাণিত হবে।

আমার প্রথম প্রস্তাব এই যে যিনি আমার স্থলাভিষিক্ত হবেন, তিনি যেন তিন বছরের অধিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না থাকেন। তাঁকে প্রয়োজনীয় সলাপরামর্শ দেওয়ার জন্য গোত্রীয় সরদারদের সমন্বয়ে একটি জাতীয় পরিষদ গঠন করতে হবে। তিন বছর অতিবাহিত হওয়ার পর আমার উত্তরসূরি জাতীয় পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী দেশের শাসন কর্তৃত্ব কোনো নতুন শাসকের হাতে সমর্পণ করে দেবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পরিষদ সদস্যগণ দেশের জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতির আইনকানুন তৈরি করতে থাকবে। আর যখন সংশ্লিষ্ট আইন তৈরি হয়ে যাবে, তখন দেশের শাসক জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবে। সঠিক গণতান্ত্রিক আইন কার্যকর করার পূর্ব পর্যন্ত প্রতি তিন বছর পর পর দেশের বাদশাহ পরিবর্তনের আবশ্যকতা এ জন্য বোধ করছি যে জনগণ এতে সরকার পরিবর্তনকে একটি অতি সাধারণ ব্যাপার হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। আর কারো মনে যেন স্থায়ীভাবে ক্ষমতার কলকাঠি নাড়াচাড়া করার লোভ দানা বেঁধে না ওঠে। অবশ্য উজিরদের জন্য কোনো গোত্রের সরদার হওয়া জরুরি নয়। পরন্তু আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা, তাঁদের সর্বসাধারণের মধ্য থেকেই মনোনীত করা হবে।'

অসিয়তনামা পাঠ করার পর এবার ধর্মনেতা সরদারদের উদ্দেশে বলতে লাগলেন :

'সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, আমাদের মহাপ্রাণ শাসক এই অসিয়তনামা তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বছর আগে লিখে আমার কাছে তা সমর্পণ করে দিয়ে ছিলেন। তারপর তাঁর ইচ্ছা ছিল, তিনি তাঁর জীবদ্দশায়ই কোনো উপযুক্ত লোককে তাঁর স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করে যাবেন। তিনি কয়েকবার আমাকে এরূপ বলেছিলেন যে তিনি এই অসিয়তনামায় কিছু পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতে চান, কিন্তু এটি আমাদেরই দুর্ভাগ্য যে অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তিনি তাঁর আরাধ্যকাজ সম্পন্ন করে যেতে পারেননি। তথাপি উজিরে আজম চঙ্গ সিংয়ের বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার ফলে আমি আশা করি, এই দুর্দিনে ও সঙ্গীন মুহূর্তে তিনি আপনাদের একটি সঠিক ও নির্ভুল পথনির্দেশনা দিতে পারবেন। এই অসিয়ত মোতাবেক আপনাদের সবাইকে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির মেম্বার বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর মাস্টার চঙ্গ সিংকে আপনাদের জন্য একজন উপযুক্ত

বাদশাহ খুঁজে বের করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।'

এবার একজন সরদার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এখন আমরা উজিরে আজমের ফয়সালা শুনতে চাই।'

চঙ্গ সিং স্বীয় আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত ব্যস্তসন্ত্রস্তভাবে সরদারদের প্রতি চোখ ফেরাতে লাগলেন। তারপর ধীর পদক্ষেপে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হয়ে ধর্মনেতার পাশে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি হঠাৎ বলতে শুরু করলেন :

'সুধীমণ্ডলী, আমার ওপর একটি গুরু দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এ জন্য আমি আরজ করতে চাই যে আমাকে কিছু সময় চিন্তা-ভাবনা করার অবকাশ দেওয়া হোক।'

একজন সরদার উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কত সময় পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করতে চান।'

চঙ্গ সিং আরজ করলেন, 'এ জন্য আমার কমপক্ষে তিন দিন সময় প্রয়োজন।'

দ্বিতীয় সরদার বলে উঠলেন, 'আপনি তো ভালোভাবেই অবগত আছেন যে আমাদের মধ্যে কে ক্ষমতা পাওয়ার বেশি উপযুক্ত। এ জন্য আলোচ্য বিষয়ে কোনো লম্বা-চওড়া চিন্তা-ভাবনার আবশ্যকতা নেই।'

অপর এক সরদার বললেন, 'আমাদের কোনো কোনো সাথী আপনার ওপর চাপ সৃষ্টি করে ভ্রান্ত ফয়সালা করানোর চেষ্টা করতে পারে। অতএব আপনি কালবিলম্ব না করে এখনই ফয়সালা বা সমাধান দিয়ে দিন।'

চঙ্গ সিং বললেন, 'ভদ্র মহোদয়গণ, আমি আপনাদের খেদমতে এই ওয়াদা করছি যে কারো চাপের মুখে নতি স্বীকার করে আমি সিদ্ধান্ত নেব না। কিন্তু আমি কোনো ফয়সালা পেশ করার আগে এ বিষয়ে আপনাদের মতামত জেনে নেওয়া জরুরি মনে করি। এর সহজ প্রক্রিয়া হচ্ছে এই যে আপনারা কাগজের টুকরোর ওপর ওই সব ব্যক্তির নাম লিখে দিন, যাঁদের আপনারা বাদশাহীর যোগ্য বলে মনে করেন।'

এ প্রস্তাব উপস্থিত সবার কাছে পছন্দনীয় বলে মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে গোত্রীয় সরদাররা কাগজের টুকরো লিখে লিখে চঙ্গ সিংয়ের কাছে সোপর্দ করতে লাগলেন। চঙ্গ সিং সব কাগজ একত্র করে সেগুলো পড়ার জন্য চেয়ারের ওপর গিয়ে বসে পড়লেন। সর্ব প্রথম তোলা কাগজে একজন সরদার লিখেছেন, 'আপনি জানেন যে আমার গোত্র সর্বাপেক্ষা বড়। যদি আপনি আমার পরিবর্তে অন্য কারো পক্ষে ফয়সালা দেন, তবে আমি আমার জন্য তা অপমানজনক বলে

মনে করব।'

দ্বিতীয় কাগজের টুকরায় এ রকম লেখা ছিল, 'আমি সবার থেকে বেশি শিক্ষিত। এতদসত্ত্বেও যদি তুমি আমার পক্ষে তোমার মতামত প্রকাশ না কোরো, তাহলে তোমাকে পরে আক্ষেপ ও অনুশোচনা করতে হবে।'

তৃতীয় সরদার ধমকের সুরে লিখেছিলেন, 'আমি তো তোমার বন্ধু মানুষ। তথাপি যদি তুমি আমার পরিবর্তে অন্য কারো মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দাও, তবে আমি তোমাকে গুলি করে হত্যা করব।'

চতুর্থজনের বক্তব্য ছিল, 'যদি তুমি আমাকে বাদশাহ বানিয়ে দাও, তাহলে আমি তোমাকে পুরস্কারস্বরূপ দশ লাখ ডলার প্রদান করব।'

অপর এক সরদার লিখেছেন, 'আমার গোত্রের এক হাজার পারদর্শী যোদ্ধা শাহী মহলের বাইরে অপেক্ষা করছে। যদি তুমি আমাকে ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে ফয়সালা দাও, তাহলে তারা তোমাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।'

একই নিয়মে অন্য সরদারগণও নিজ নিজ কাগজে মাস্টার চঙ্গ সিংকে বিভিন্ন ভাষায় ধমক প্রদান ও লেখা দেখিয়ে বশীভূত করার চেষ্টা করেছেন। অবস্থদৃষ্টে চঙ্গ সিংয়ের জীবন বাঁচানো এবং তাঁর আত্মরক্ষার একটিমাত্র পথই খোলা ছিল। অগত্যা তিনি কাগজের টুকরোগুলো নিজের পকেটে পুরে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং সমবেত লোকদের উদ্দেশে বলতে লাগলেন :

'উপস্থিত সুধীমণ্ডলী, আমি দুঃখিত এ জন্য যে আপনাদের মধ্য থেকে একজন সরদার আমাকে ধমক দিয়েছেন, আবার অন্যজন ঘুষ দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন। তবে জাতির ভাগ্য ভালো যে অন্য সব সরদার এক ব্যক্তিকে বাদশাহ বানানোর ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত, যে মতামতকে আমি আমার নিজের জন্যও অত্যন্ত সম্মানজনক বলে মনে করি। এখন আপনাদের নির্দেশ পাওয়া গেলে আমিও আমার ফয়সালা আপনাদের শোনানোর জন্য প্রস্তুত রয়েছি। যদি এ ব্যাপারে আমাকে তিন দিনের সময় ও অবকাশ দেওয়া হয়, তাহলে সেটা হবে উত্তম।'

সরদারগণের সমাবেশে নীরবতা নেমে আসে। অতঃপর তাঁরা সবাই একে একে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। তাঁরা বলতে শুরু করেন :

'এত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আপনার জন্য সমীচীন হবে না। কেননা, এমন নাজুক ও জটিল বিষয়ের ওপর চিন্তা-ভাবনা করার জন্য তিন দিনের সময় কিছুতেই যথেষ্ট হতে পারে না। আপনার কমপক্ষে এক সপ্তাহ পর্যন্ত ভেবে দেখা দরকার।'

২

তিন দিন পর মাস্টার চঙ্গ সিং পুনরায় সমবেত সরদাগদের সামনে দাঁড়িয়ে। তাঁর ডানপাশে একটি সোনালি চেয়ার আর চেয়ারের সম্মুখে টেবিলের ওপর রাখা হয়েছিল মূল্যবান মণিমুক্তাখচিত এক রাজমুকুট। টেবিলের পাশেই দণ্ডায়মান ছিলেন সেই ধর্মগুরু। চঙ্গ সিংয়ের চেহারায় আবেগ-উত্তেজনা আর উত্তাপ উচ্ছ্বাসের লক্ষণ সুস্পষ্ট। তিন দিন পর্যন্ত এই মুকুটের অসংখ্য প্রার্থী তাঁকে হত্যার ধমক দিচ্ছিলেন। কারণ প্রত্যেক সরদার আপনাপন মনে এরূপ পরিকল্পনা করছিলেন যে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মাস্টার চঙ্গ সিংকে ভয় দেখিয়ে এবং ধমক লাগিয়ে অথবা প্রলুব্ধ করে নিজের স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করবেন। তাই তো প্রায় সব সরদারই চঙ্গ সিংয়ের বাড়ির আশপাশে নিজেদের গুপ্তচরের প্রহরা বসিয়ে রেখেছিলেন। চঙ্গ সিং এই সমাবেশের এক দিন আগে পলায়ন ও আত্মগোপনের চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সরদারদের লোকজন তাঁকে বিমানবন্দর থেকে অবরুদ্ধ করে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন।

বাদশাহীর সব প্রার্থী নিজেদের পকেটে করে পিস্তল নিয়ে এসেছিলেন। আর চঙ্গ সিংয়েরও এ কথা ভালোভাবেই জানা ছিল, যেইমাত্র তিনি একজনের নাম মুখে উচ্চারণ করবেন, সঙ্গে সঙ্গে অবশিষ্ট ১০৯ জন তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়বেন। শাহী মহলের বাইরে গোত্রের হাজার হাজার লোক নিজ নিজ সরদারদের পক্ষে শক্তির মহড়া প্রদর্শন করতে ছিলেন। চঙ্গ সিং তাঁর শুষ্ক ঠোঁটের ওপর জিহ্বা ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন :

'সুধীমণ্ডলী, আমার দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সম্পাদনের আগে সবাই আসুন আমরা নতজানু হয়ে আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই সঙ্গীন মুহূর্তে আমাদের সঠিক পথের সন্ধান দান করেন।'

উপস্থিত সবাই এ প্রস্তাবে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সবাই নিজ নিজ আসন ত্যাগ করে নতজানু হয়ে নিচে বসে পড়েন। চঙ্গ সিং নিজেও এবার হাঁটু জোড় করে এই দোয়া করতে শুরু করলেন :

'ওগো আসমান ও জমিনের মালিক, আমাদের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের তওফিক দাও। আমাদের সবাইকে এতটুকু অনুভূতি দান করো যে আজ যিনি বাদশাহ মনোনীত হবেন, আমরা সবাই যেন সন্তুষ্টচিত্তে তাঁর আনুগত্য বরণ করে নিতে পারি। তুমি আমাদের মধ্যে এতটুকু বিবেকবোধ জাগ্রত করে দাও, যেন আমরা

গৃহযুদ্ধের হাত থেকে বিরত থাকতে পারি। তোমার তো জানা আছে, এই সব সরদারের মধ্যে কেবল একজনই বাদশাহ হতে পারেন। এ জন্য আমরা বিনয়ের সঙ্গে দোয়া কামনা করছি, যাতে আমাদের তুমি সর্বাধিক উপযুক্ত লোককে নির্বাচিত করার মতো জ্ঞানবুদ্ধি দান করো। এবং যে ১০৯ জন ব্যক্তি আমাদের বাদশাহ হওয়ার সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত থাকবেন, তাঁদের তুমি এতটুকু অনুভূতি দান করো, যেন তাঁরা হতভাগার ওপর নিজেদের ক্রোধ না ঝাড়ে, যাকে আমাদের প্রয়াত বাদশাহ তাঁর স্থলাভিষিক্ত নির্বাচিত করার অপ্রত্যাশিত গুরু দায়িত্ব অর্পণ করে গেছেন।'

হঠাৎ কামরার বাইরে লোকজনের শোরগোল শোনা যেতে লাগল। তাদের কয়েকজন 'উড়ন তশতরি', 'উড়ন তশতরি' স্লোগান দিতে দিতে কামরার ভেতর এসে প্রবেশ করল। উপস্থিত লোকজন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে একে অন্যের প্রতি তাকাতে লাগল। কিন্তু চঙ্গ সিং উদ্ভুত পরিস্থিতির দিকে ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করে তাঁর দোয়া অব্যাহত রেখে বলে যেতে লাগলেন :

'ওগো পরওয়ারদিগার, যদি এ দেশে গৃহযুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে 'উড়ন তশতরি'র ওপর এমন কোনো ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দিন, যিনি আমাদের আসন্ন গৃহযুদ্ধের অভিশাপ থেকে রক্ষা করতে পারে।'

অকস্মাৎ এক বিরাট আওয়াজ শোনা গেল। এবং কোনো এক ভারী বস্তু চঙ্গ সিং থেকে কয়েক গজ দূরে এসে পতিত হলো। এটি ছিল ব্রিটেনের হারিয়ে যাওয়া কেরটের ওই অংশ, যাতে মাস্টার জর্জ আরোহণ করেছিলেন। উপস্থিত সভাসদগণ হতবাক হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। তারপর 'উড়ন তশতরি', 'উড়ন তশতরি' বলতে বলতে পলায়ন করল। ছাদের কিছু অংশ চঙ্গ সিংয়ের একেবারেই কাছে এসে পড়েছে। তথাপি তিনি পলায়নের কিংবা আত্মরক্ষার কোনো চেষ্টা করেননি। ধর্মীয় নেতা ও অন্যান্য লোকজন পলায়নের ইচ্ছা করেছিল বটে। কিন্তু চঙ্গ সিংয়ের দিকে দেখে তারা বিরত রইল। তারা তার স্কন্ধের ওপর হাত রেখে বলতে লাগল :

'আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ তায়ালা আপনার ফরিয়াদ কবুল করেছেন। ফলে অন্তত আজ আর আপনার জীবনের কোনো আশঙ্কা নেই।'

রকেটের খোলসের ভেতর থেকে নিচু স্বরে কটমট শব্দ শোনা যাচ্ছিল এবং অন্যূন সাত-আট ফুট ওপর একটি লোহার দরজা আস্তে আস্তে খুলে যেতে লাগল। ধর্মগুরু ফিশফিশ করে চঙ্গ সিংকে লক্ষ্য করে বলল :

'আপনার আত্মবিশ্বাস রয়েছে যে আমাদের এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে কোনো ভয়

নেই।'

চঙ্গ সিং জবাবে বললেন : 'পুণ্যাত্মা পিতা, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যদি এই জিনিস আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় এসে থাকে, তাহলে এর ভয়ে আমাদের পালানোর চেষ্টা করা উচিত নয়। বরং শুধু আপাতত বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টাই করা উচিত।'

রকেটের দরজা খুলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি সিঁড়ি বেরিয়ে এল। এবং ধীরে ধীরে ময়লা-আবর্জনার স্তূপের ওপর এসে লাগল। স্যার জর্জ দরজার বাইরে ঝুঁকে তাকিয়ে দেখলেন। কয়েক সেকেন্ডে ইতস্তত করার পর হেলেদুলে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলেন। আর দোয়া মুনাজাতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মাস্টার চঙ্গ সিং ও ধর্মীয় নেতার প্রতি তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। অকস্মাৎ ছাদ থেকে একের পর এক কিছুসংখ্যক ভারী পাথর ছিটকে পড়তে লাগল। কিন্তু এবারও সবাই ভালোয় ভালোয় বেঁচে গেল।

ধর্মগুরুই সর্ব প্রথম সম্মুখে অগ্রসর হয়ে আগত মেহমানের হাত ধরে তাঁকে টেনে সোনালি চেয়ারের কাছে নিয়ে গেলেন। স্যার জর্জ কিছু বুঝতে না পেরে আনমনে চেয়ারের ওপর পড়ে গেলেন। এক্ষণে ধর্মগুরু আর বিলম্ব না করে মহামূল্যবান রাজমুকুট তুলে এনে তাঁর মাথায় পরিয়ে দিলেন। নতজানু হয়ে তাঁর সমীপে আরজ করতে লাগলেন :

'ওগো অচেনা-অজানা জগত থেকে আগত ফেরেশতা, আমি শ্বেতশুভ্র উপদ্বীপের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাচ্ছি আমাদের আন্তরিক অভিবাদন ও ঐকান্তিক স্বাগতম।'

চঙ্গ সিং সম্মুখে অগ্রসর হয়ে ধর্মীয় নেতার হাত চেপে ধরলেন এবং তাঁকে তুলে দাঁড় করানোর চেষ্টা করতে করতে বললেন :

'মহাপ্রাণ পিতা, আপনি বেশি তাড়াহুড়া করতে পারেন না। কারণ আমি এখনো তাঁর মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা ও এখতিয়ার আপনাকে অর্পণ করিনি।'

ধর্মীয় নেতা বললেন :

আপনি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চেষ্টা করবেন না। আল্লাহ তায়ালা তাঁর অপার অনুগ্রহে এক নাজুক মুহূর্তে আপনার প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করে দিয়েছেন। তাই এখন তাঁকে বাদশাহরূপে বরণ করতে এক সেকেন্ডও বিলম্ব করা উচিত নয়। আমি এক্ষণই জনসাধারণকে এই সুখবর শুনিয়ে দিতে চাই।'

ইত্যবসরে একজন সেনাপতি হলের ভেতর প্রবেশ করে তার অসৎ উদ্দেশ্য

চরিতার্থ করার চেষ্টা করতে গিয়ে চঙ্গ সিংকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন :

'জনাব, শহরের লোকজন শাহী মহলের ভেতর প্রবেশ করেছে। তাদের মতে এই 'উড়ন তশতরি' মঙ্গল গ্রহ থেকে এসেছে। আমরা অতিকষ্টে তাদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু জনতার ভিড় ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনগণ 'উড়ন তশতরি'-কে এক নজর দেখার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী। সব গোত্রপতিরাও শাহী মহলের বাইরেই অবস্থান করছেন। তাঁরা আপনার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। আপনাকে উড়ন তশতরির রঞ্জন রশ্মি হাতকড়ি পরিয়ে দিয়েছে বলে তাঁরা মনে করছেন।'

চঙ্গ সিং এবার ধর্মগুরুর দিকে তাকিয়ে বললেন :

'পুণ্যাত্মা পিতা, এক্ষণই তাঁর মাথা থেকে রাজমুকুট নামিয়ে নিন। যদি সরদাররা জানতে পারে, তবে তারা তাঁকে হত্যা করে ফেলবে বলে আমি আশঙ্কা বোধ করছি।'

ধর্মীয় নেতা জবাবে বললেন :

'তুমি কোনো চিন্তা করো না। এখন তাঁর প্রতি চোখ তোলো তাকানোর দুঃসাহসও কেউ করবে না। আমি এক্ষণই তাদের এই সুসংবাদ দিয়ে দিচ্ছি যে আমাদের দেশকে নিশ্চিত গৃহযুদ্ধের অভিশাপ থেকে মুক্তিদানের জন্য মহান আল্লাহ মঙ্গল গ্রহ কিংবা অন্য কোনো উপগ্রহ থেকে তাঁকে আমাদের বাদশাহ বানিয়ে পাঠিয়েছেন।'

ধর্মীয় নেতা ইতিমধ্যে শাহী মহলের বাইরে চলে গেছেন। চঙ্গ সিং এই সুযোগে সেনাপতির উদ্দেশে বলতে লাগলেন :

'তুমিও যাও এবং হলের সব দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে সেখানে সশস্ত্র পাহারা বসিয়ে দাও।'

নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেনাপতি হতচকিত, বিস্ময়ে বিস্ফারিত ও ভাববিহ্বল অবস্থায় মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠে স্যার জর্জের প্রতি একবার শ্যেন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বাহির হয়ে গেলেন।

৩

চঙ্গ সিং কয়েক সেকেন্ড নীরবে স্যার জর্জের দিকে তাকিয়ে দেখলেন ও অবশেষে বলে উঠলেন :

'গুড মর্নিং' অর্থাৎ সুপ্রভাত।'

স্যার জর্জ ভীতবিহ্বল হয়ে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে দাঁড়িয়ে জবাব দিলেন,

গুড মর্নিং! তুমি ইংরেজি জানো?

চঙ্গ সিং : তোমার নাম কি স্যার জর্জ?

জর্জ : তুমি তাহলে আমার নামও জানো!

চঙ্গ সিং : জি হ্যাঁ। আমি তোমার সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানি। আমি আরো জানি যে তুমি ইংল্যান্ড থেকে এসেছ এবং মঙ্গল গ্রহ পরিভ্রমণের জন্য যে লটারি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে তুমিই হয়েছিলে বিজয়ী। আর আমি এটাও জানি যে তোমার মানসিক অবস্থা তখন সন্তোষজনক ছিল না।

জর্জ : কিন্তু এসব কথা তুমি জানলে কী করে?

চঙ্গ সিং : আমি নিজেই সেই লটারির এক ডজন টিকিট কিনে ছিলাম।

জর্জ : কিন্তু সেই টিকিট মঙ্গল গ্রহ পর্যন্ত কিভাবে গিয়ে পৌাচেছে? আর মঙ্গল গ্রহের কোনো অধিবাসীর জন্য মঙ্গল গ্রহ সফরের টিকিট ক্রয় করারই বা কী প্রয়োজন?

চঙ্গ সিং : আমি সেই টিকিট টোকিও থেকে আনিয়ে ছিলাম।

স্যার জর্জ : অনুগ্রহপূর্বক আমার সঙ্গে ইয়ার্কি বা তামাশা-মশকরা করবেন না। আমি শুধু জানতে চাই যে তুমি আমার জন্য কী শাস্তির প্রস্তাব করছ?

চঙ্গ সিং : কিসের শাস্তি?

স্যার জর্জ : আমি যে অনুমতিপত্র ব্যতীতই তোমাদের দেশে এসে পড়েছি।

চঙ্গ সিং : আপনি মন খারাপ করবেন না। এখানে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না।

স্যার জর্জ : কিন্তু তুমি ইংরেজি কোত্থেকে আর আমার সম্পর্কে এত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করলে কিভাবে? আমার মনে হচ্ছে যেন আমি কোনো স্বপ্ন দেখছি।

চঙ্গ সিং : আমি ইংরেজ স্থানে পূর্ণ চার বছরকাল শিক্ষা লাভ করেছি।

জর্জ : মঙ্গল গ্রহেও কি কোনো ইংরেজ স্থান রয়েছে?

চঙ্গ সিং : (হাসতে হাসতে) আরো আপনার কি মনে আছে যে আপনি মঙ্গল গ্রহ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁচেছেন?

জর্জ : (হতচকিত হয়ে) তুমি কী মনে করো?

চঙ্গ সিং : আপনি এখন শ্বেতশুভ্র উপদ্বীপের রাজধানীতে অবস্থান করছেন আর আপনার নিচে শ্বেতশুভ্র উপদ্বীপের বাদশাহর কুরসি আর ওপরে তার রাজমুকুট রয়েছে।

জর্জ : শ্বেতশুভ্র উপদ্বীপ কোন গ্রহে অবস্থিত?

চঙ্গ সিং : (কৌতুকচ্ছলে) শ্বেতশুভ্র উপদ্বীপ পৃথিবীতে অবস্থিত।

জর্জ : কোন পৃথিবীতে?

চঙ্গ সিং : মনে হয় যেন আপনার সম্পর্কে সেই ডাক্তারের মতামত ছিল সম্পূর্ণ সঠিক।

জর্জ : কোন ডাক্তারের মন্তব্য ও ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলছ তুমি?

চঙ্গ সিং : সেই ডাক্তার, যিনি আপনার মস্তিষ্কে অস্ত্রপচার করেছিলেন।

জর্জ : আল্লাহর ওয়াস্তে সুস্পষ্টভাবে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বল।

চঙ্গ সিং : এখন যদি আপনি শুনতে চান, তাহলে আমি পুরো ঘটনা খুলে বলছি। আপনার রকেট প্রায় এক মাস দশ দিন নিখোঁজ থাকার পর পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। এই দেশ অলস সাগরের একটি উপদ্বীপ। আমি আপনার গৌরবোজ্জ্বল কৃতিত্বের জন্য মোবারকবাদ দিচ্ছি এবং শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

জর্জ : সেটা কি জন্য?

চঙ্গ সিং : আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন।

জর্জ : তোমার উদ্দেশ্য যে এটি ছাদ ভেঙে তোমার মাথার ওপর পড়েনি। দেখুন, এ ব্যাপারে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ অপারগ। নিচে অবতরণের সময় রকেটের গতি বেশি ছিল না। এর প্যারাসুট ছিল খুবই মজবুত। কিন্তু এ কামরার ছাদ এতটুকু ভারও সহ্য করতে পারল না। তবে আল্লাহ তায়ালার শোকর যে রকেটের অধিকতর ভারী অংশ পথিমধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না যে আমি পুনরায় পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছি।

চঙ্গ সিং : আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে রকেটটি ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন কেন?

জর্জ : আমি কী করেছিলাম, এখন আমার কিছুই মনে নেই। তবে এতটুকু স্মরণ করতে পারি যে আমি রকেটটি ফুটো করে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছিলাম। তারপর আমার আর কোনো জ্ঞান ছিল না। অনন্তর আমি জানি না কত সময় বেহুঁশ থাকার পর যখন আমি ট্রান্সমিটারের সাহায্যে রকেট স্টেশনের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সেখান থেকে কোনো জবাব আসছিল না। ট্রান্সমিটারেরও কতক অংশ আলাদা হয়ে পড়ে গিয়েছিল। আর সেগুলোকে মেরামত করা ছিল আমার সাধ্যাতীত'।

চঙ্গ সিং : ট্রান্সমিটারের অংশগুলো কে ভাঙল?

জর্জ : আমি জানি না।

চঙ্গ সিং : এখন আমি আপনার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা বলতে চাই। আমি আমার জীবনের আশঙ্কা করছি। কিন্তু যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তাহলে আমাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারেন।

জর্জ : এই মুহূর্তে আমি শুধু আমার জীবন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করছি। এতদসত্ত্বেও আমি যদি আমার নিজের জন্য কোনো বিপদ ডেকে না এনে তোমার কোনো উপকার করতে পারি, তাহলে আমি সানন্দে তা করতে চেষ্টা করব।

এতদশ্রবণে চঙ্গ সিং একটা চেয়ার তুলে নিয়ে জর্জের কাছে গিয়ে বসলেন আর কোনো বিরতি না দিয়ে অনর্গল আপন কাহিনী বর্ণনা করতে লাগলেন।

৪

চঙ্গ সিং তাঁর ইতিবৃত্ত বর্ণনা শেষ করার পর মাস্টার জর্জ বলে উঠলেন : একজন অসহায় মানুষের সঙ্গে ঠাট্টা-মশকরা করা তোমার উচিত নয়।

চঙ্গ সিং : আমি আদৌ কোনো ইয়ার্কি-ফাজলামো করছি না।

জর্জ : কিন্তু এসব তেলেসমাতি কথাবার্তা আমার কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। আমি এটা কিভাবে মেনে নিতে পারি যে আমাকে বাদশাহ বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

চঙ্গ সিং : আপনার মানতে পারা কিংবা না-পারায় কোনো কিছু যায় আসে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে এই রাজমুকুট আমাদের ধর্মীয় নেতা আপনার

মাথায় পরিয়ে দিয়েছেন, তা বাদশাহীর কোনো দাবিদার তুলে ফেলার চেষ্টা করবে না। গোত্রীয় সরদাররা ক্ষমতা লাভের যে পরিমাণ আকাঙ্ক্ষী, সে পরিমাণ ভীতুও বটে। আমাদে ধর্মীয় গুরুর ও তাঁদের মধ্যে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল করতে কোনো বেগ পেতে হবে না যে আপনি মঙ্গল গ্রহ থেকে এসেছেন। স্বভাবত আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল, যাতে দেশের সর্বময় কর্তৃত্ব কোনো ভালো মানুষের হাতে ন্যস্ত করা যায়। কিন্তু এখন আমি এই জাতির ভাগ্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার কোনো চেষ্টা করব না। তবে আমার আফসোস শুধু এই যে আপনার মানসিক অবস্থার ওপর আস্থা স্থাপন করা যাচ্ছে না।

জর্জ : তুমি অনুগ্রহপূর্বক বারবার আমার মানসিক অবস্থার সমালোচনা করবে না। আর আমি তো তোমার সঙ্গে এখনো পর্যন্ত এরূপ কোনো ওয়াদা-অঙ্গীকারও করিনি যে আমি এই রাজ্যের শাসন পরিচালনার গুরু দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হয়ে যাব।

চঙ্গ সিং : আপনি সানন্দে এই দায়িত্ব পালনে সম্মতি প্রকাশ করবেন এই বিশ্বাস আমার রয়েছে।

জর্জ : যদিও আমি এই মহান দায়িত্ব গ্রহণে প্রস্তুত হয়ে যাই, তথাপি এটি কী করে সম্ভব হতে পারে যে আপনার আমির-ওমরাহ, পরিষদ-সভাসদরা ও জনসাধারণ একজন অপরিচিত ভিনদেশি মানুষকে নিজেদের শাসনকর্তারূপে মেনে নেবে। যাঁর জন্ম ও বংশপরিচয় ও স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে আদৌ কিছুই তাদের জানা নেই।

চঙ্গ সিং : এরা আশ্চর্যজনক জিনিসের প্রতি খুবই অনুরাগী। যদি তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায় যে আপনি মঙ্গল গ্রহ থেকে এসেছেন, তাহলে তারা আপনাকে দেখতে, আপনার সঙ্গে কথা বলতে কিংবা আপনার একটু ছোঁয়া পাওয়ায়ও গর্ব অনুভব করবে।

জর্জ : কেউ যদি এটা জানতে পারে যে আমি মঙ্গল গ্রহের পরিবর্তে ইংরেজ স্থান থেকে এসেছি, তবে আমার কী পরিণতি হবে?

চঙ্গ সিং : আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকুন। আমার জোরালো বিশ্বাস রয়েছে যে এই উপদ্বীপে আমি ব্যতীত আর গুটিকয়েক মানুষের মধ্যেই আপনার সম্বন্ধীয় জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকবে। আর আমাদের বৈচিত্র্য অনুরাগী জনগণ দুষ্ট লোকদের কথায় কান দেবে না। এ প্রসঙ্গে আরো কতিপয় সতর্কতামূলক পদক্ষেপও গ্রহণ করা যাবে। উদাহরণস্বরূপ আপনার নাম পরিবর্তন করে দেওয়া যেতে পারে। আমি আপনার নাম জর্জের পরিবর্তে সায়মন রাখার প্রস্তাব করছি। অর্থাৎ সায়মন

কাহারুল্লাহ হবে পুরো নাম। কিন্তু এখানে কিছুসংখ্যক লোক কাহারুল্লাহর অর্থ যে বুঝে ফেলবে, তাই এই নাম রাখাও ঠিক হবে না। অতএব, আপনাকে শুধু কিং সায়মনই বলা হবে।

জর্জ : আমার অবশ্য এই নামের ব্যাপারে কোনো আপত্তি নেই। তবে সমস্যা হচ্ছে এই যে আমি এখানে কোন ভাষায় কথা বলব।

চঙ্গ সিং : ইংরেজিতে আমার জনগণের মধ্যে এমন বিশ্বাস সৃষ্টি করা কঠিন হবে না যে মঙ্গল গ্রহের অপেক্ষাকৃত প্রতিভাশালী ও উন্নত অধিবাসীরা নিজেদের বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক আবিষ্কারের বদৌলতে পৃথিবীতে বাসিন্দাদের কথাবার্তা শুনতে পায়। ফলে তারা দুনিয়ার সব উন্নত দেশের ভাষা রপ্ত করে নিয়েছে।

স্যার জর্জ : আমি সাধারণত মানবসেবা করাকে একটি ফরজ কাজ বলে মনে করি। কিন্তু এত বড় দায়িত্বভার গ্রহণের আগে আমি জেনে নেওয়া জরুরি বলে মনে করি যে তোমাদের দেশে কী কী সমস্যা রয়েছে?

চঙ্গ সিং : আমাদের দেশে এমন কোনো জটিল ও গুরুতর সমস্যা নেই যে এমন ন্যায়পরায়ণ ও মহাপ্রাণ শাসকের জন্য অশান্তির ব্যস্ততার কারণ হতে পারে। এখানকার লোকজন খুবই শান্তিকামী। তার উজ্জ্বল প্রমাণ হচ্ছে এই যে দেশের মধ্যে গৃহযুদ্ধের অগ্রিম আশঙ্কা করে, তারা আপনাকে তাদের তত্ত্বাবধায়করূপে মেনে নিতে সম্মত হয়ে যাবে। অর্থাৎ নৈতিক দিক থেকে আমাদের অবস্থা খুবই ভালো। এখানকার ভূমি খুব উর্বর। খাদ্যশস্য ও ফলফলাদি প্রতিবছর আমাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে থাকে। আমাদের সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হচ্ছে এই যে পার্শ্ববর্তী উপদ্বীপ, যাকে আমরা কৃষ্ণ উপদ্বীপ বলে থাকি। আয়তন ও জনসংখ্যার দিক থেকে এটি আমাদের দেশের তুলনায় অনেক বড়। সেই দেশের অধিবাসীরা আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য মারাত্মক হুমকি ও দুশমন। তাই তাদের প্রতিহত করার জন্য আমাদের সর্বদা সজাগ ও সতর্ক থাকতে হয়। চার বছর আগে আমাদের দেশে তাদের একদল গুপ্তচর ও গোয়েন্দা ধরা পড়েছিল। আর অনুসন্ধানের পর জানা গেল যে দেশের কিছু লোকও আমাদের শত্রুদের সঙ্গে গোপনে আঁতাত করেছে। আমরা অনুরূপ কয়েক শ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে প্রেরণ করেছি। কিন্তু এখনো কিছু গাদ্দার ও বিদ্রোহী সরকারের দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন করে রয়েছে। তারা যেকোনো আপৎকালে সুযোগমতো আমাদের পিঠে ছুরি ঢুকিয়ে দিতেও ইতস্তত করবে না। আপনার অন্যতম গুরুদায়িত্ব হবে এই যে আপনি শ্বেতশুভ্র উপদ্বীপের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সুসজ্জিত করে গড়ে তুলবেন। আমি মনে-প্রাণে

বিশ্বাস করি যে এখানকার লোকজন আপনার সঙ্গে অকৃতজ্ঞতাপূর্ণ আচরণ করবে না।

স্যার জর্জ : আমি এ দেশের শাসনদণ্ড শুধু সৃষ্টির সেবার দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করব। কিন্তু এই ময়দানে কোনো উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখার জন্য তিন বছরের মেয়াদকাল অপর্যাপ্ত হবে না। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, তিন বছরের নির্ধারিত মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পর যদি সরদার ও জনগণ অতিরিক্ত আরো কয়েক বছরের জন্য আমার খেদমতের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে, তাহলে তিন বছরের এই শর্ত বাতিল করা যাবে কি না?

চঙ্গ সিং : বাহ্যত এটি কোনো সহজ কাজ নয়। কিন্তু যদি তিন বছর সময়ে আপনি জনসাধারণের মধ্যে বিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারেন, যাতে তারা আরো বেশি সময়ের জন্য আপনার সেবার প্রয়োজন বোধ করতে থাকে, তাহলে হয়তো ওমরাহগণের অ্যাসেম্বলি এই শর্তের মধ্যে সংশোধনী আনয়নের জন্য এগিয়ে আসবে। এখন আমাকে কিছু সময়ের জন্য বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিন। আমি একটু দেখে আসতে চাই বাইরে কী হচ্ছে।

স্যার জর্জ : আমার কিছু বিশ্রাম গ্রহণ করা জরুরি। কাজেই তুমি বেশি দেরি করবে না।

চঙ্গ সিং মহলের বাইরে চলে গেলেন। এরই মধ্যে জর্জ আসন ছেড়ে উঠে পায়চারী করতে লাগলেন। তিনি মাথা থেকে রাজমুকুট নামিয়ে রাখলেন এবং তা একবার দেখে নিয়ে পুনরায় মাথার ওপর রাখতে গিয়ে আনমনে বলতে লাগলেন 'সায়মন কিং! সায়মন হিজ ম্যাজেস্ট্রি! কিং সায়মন! শ্বেতশুভ্র উপদ্বীপের মহামান্য বাদশাহ! শুধু তিন বছরে আমাকে এই সব নিয়ম পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু এসব কিছু যে আমার কাছে তামাশা বলে বোধ হয়।'

স্যার জর্জ প্রায় আধা ঘন্টা পায়চারী করার পর পুনরায় চেয়ারে গিয়ে বসে পড়লেন। হলঘরের বাইরে হৈহুল্লোড়ের পরিবর্তে লাউড স্পিকারের সাহায্যে কারো বক্তৃতার আওয়াজ ভেসে আসছিল। আবার মাঝেমধ্যে সহস্র জনতার তাকবির ধ্বনিও শোনা যাচ্ছিল। স্যার জর্জের পক্ষে অনলবর্ষী বক্তার ভাষা কিন্তু তার কাছে ছিল দুর্বোধ্য। তবে জোরেশোরে প্রদত্ত তাকবির ধ্বনিতে তিনি এতটুকু অনুমান করতে পাচ্ছিলেন যে শ্রোতারা বক্তার কোন কোন কথায় প্রভাবিত হয়ে অত্যধিক উল্লাসে ফেটে পড়ছে।

৫

এভাবে আরো প্রায় চল্লিশ মিনিট সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। স্যার জর্জ আতঙ্কিত মনে পুনরায় উঠে পায়চারী করতে লাগলেন। মঞ্চের নিচে হলের দেয়ালের মধ্যে কিছুসংখ্যক ছোট আপৎকালীন দরজা দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু স্যার জর্জ সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বাইরে ঝুঁকে দেখার সাহস পাচ্ছিলেন না। অবশেষে চঙ্গ সিং হলের ভেতর এসে প্রবেশ করলেন এবং তিনি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বলতে লাগলেন : আমি আপনাকে ধন্যবাদ ও আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। এখন সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে। ধর্মীয় গুরু নিজ প্রচেষ্টায় সর্ব সাধারণ ও সরদারদের মধ্যে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দিতে সক্ষম হয়েছেন যে আপনি মঙ্গল গ্রহ থেকে আগমন করেছেন। আর আমাকেও তাদের সামনে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার কোনো প্রয়োজন পড়েনি।

এদিকে জনসাধারণের আবেগ-উচ্ছ্বাসের স্বরূপ ছিল এমন যে যদি আমি সত্য প্রকাশের চেষ্টা করতাম, তাহলে তারা আমার কথার প্রতি কোনো গুরুত্বই দিত না। সরদাররা আপনাকে স্বাগত জানানোর জন্য শামিয়ানার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু এখন নগরবাসী শাহী মহলের ভেতর এসে সমবেত হয়েছে। তাই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে সরদাররা হলের মধ্যেই আপনার সম্মুখে আনুগত্যের শপথ করবেন। তারপর আপনি কিছু সময়ের জন্য বাইরে গিয়ে জনগণকে আপনার সাক্ষাৎকারের সুযোগ দিন। আমার আরো কয়েক মিনিট আপনাকে এখানে রাখতে কোনো অসুবিধে নেই। ছাদ এর থেকে বেশি কিছু করবে না। ধর্মীয় নেতা অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা-ভাবনা না করে আপনার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়ে আমাদের কয়েক ঘণ্টার অপ্রয়োজনীয় নিয়মনীতি ও আনুষ্ঠানিকতা পালনের কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

এখন আমি শুধু একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করব। তারপর আপনি কিছু হেদায়েতি বক্তব্য পেশ করবেন। অতঃপর সবাই আনুগত্যের শপথ ব্যক্ত করবে। আমি তাদের বলে দিয়েছি যে আপনি ইংরেজি জানেন। আর এই লোকরা আজ প্রতিটি সত্য-মিথ্যা কথা মেনে নেওয়ার মানসিকতা রাখে। নিন, তারা সবাই এসে যাচ্ছে। আপনি অপনার চেয়ারে গিয়ে বসুন। তবে ভুলে

যাবেন না, আপনার নাম সায়মন, জর্জ নয়।

গোত্রীয় সরদাররা ফুলের মালা হাতে নিয়ে একের পর এক কামরার ভেতর প্রবেশ করতে লাগলেন।

তাঁরা সবাই আসন গ্রহণ করলেন। অনন্তর চঙ্গ সিং প্রথমে স্থানীয় ভাষায় কিছু কথাবার্তা বলার পর ইংরেজি ভাষায় মঙ্গল গ্রহ থেকে আগত মেহমানের উদ্দেশে বলতে লাগলেন : মহাত্মন, আপনার অনুমতি পেলে আমরা এই মহতি অধিবেশনের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করতে পারি।

স্যার জর্জ সম্মতিজ্ঞাপক মাথা ঝোঁকালেন। অতঃপর চঙ্গ সিং উপস্থিত সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন : সম্মানীত সুধীমণ্ডলী, আজ আমাদের দেশের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় দিন। দয়াময় আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহপূর্বক সব গুণে গুণান্বিত মঙ্গল গ্রহের এক মহামানবকে আমাদের দেশের শাসনভার গ্রহণের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।

উপস্থিত সবাই জোরে করতালি বাজাল। চঙ্গ সিং পুনরায় বক্তৃতা শুরু করতে গিয়ে বললেন : আমাদের প্রয়াত শাসক তাঁর অন্তিম অসিয়তে আমাকে একটি গুরু দায়িত্ব অর্পণ করে গেছেন। আমিও ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার কাছে এই দোয়া করেছিলাম। ফলে আমার নির্বাচনী দৃষ্টি এমন এক ব্যক্তির ওপর গিয়ে পড়ে, যিনি আপনাদের উচ্চতর প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবেন। আমার দৃষ্টিতে আপনাদের সবারই সমভাবে এই মহান দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা ছিল। তাই আমার জন্য কোনো একজনের পক্ষে ফয়সালা দেওয়া ছিল কঠিন। কিন্তু আমার ইতস্তত করার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে কুদরতে এলাহি আগেই একজন মহামানবকে নির্ধারিত করে রেখেছিলেন। আমি তো এইমাত্র আপনাদের খেদমতে আরজ করেছিলাম যে মঙ্গল গ্রহের ভাষায় আমাদের সম্মানিত মেহমানের নাম ছিল খুবই জটিল। আমরা যাতে সহজে বলতে পারি, তাই তিনি তার জন্য 'কিং সায়মন' নাম পছন্দ করেছেন। তাঁর নামের সঙ্গে 'স্যার' যুক্ত থাকায় আপনারা বিষয়টি অন্যভাবে নেবেন না। আমাদের মুহতারাম মেহমান বলেন যে ওই সব তর্কবিতর্কের কত উত্তম বিনিময় যা মঙ্গল গ্রহের সরকার তাদের দান করেছে। এবার এই রাজমুকুট মাথায় রেখে মহামান্য 'স্যার সায়মন' এখন 'কিং সায়মন' হয়ে গেলেন। আর আমি আপনাদের সবার পক্ষ থেকে তাঁকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

উপস্থিত জনতা আরো জোরেশোরে হাততালি দিচ্ছিল। চঙ্গ সিং বললেন : আপনারা আশ্চর্য হবেন এই শুনে যে এখান থেকে কোটি কোটি মাইল দূরে

অবস্থিত মঙ্গল গ্রহের অত্যন্ত উন্নত অধিবাসীরা আমাদের অনগ্রসর দেশের অবস্থা সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে অবহিত ছিল। হিজ ম্যাজেস্ট্রি যদি আমেরিকা অথবা ইউরোপের কোনো উন্নত দেশে গমন করতেন, তাহলে সেখানেও তাঁকে রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা উজিরে আজমের চেয়ার অলংকৃত করার জন্যই প্রস্তাব দেওয়া হতো। আমরা সংগত কারণেই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এই জন্য যে তিনি মেহেরবানি করে আমাদের দেশকেই তাঁর লক্ষ্যের উপযুক্ত মনে করেছেন। আমি আপনাদের বলেছিলাম যে মহামান্য বাদশাহ মঙ্গল গ্রহের বহু ভাষার অতিরিক্ত ইংরেজি ভাষাও জানেন। তার কারণ এই যে তিনি দীর্ঘকাল থেকে নিয়মিত পাশ্চাত্যের বহু উন্নত দেশের রেডিও অনুষ্ঠান শুনতে ছিলেন। আর জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ে মঙ্গল গ্রহবাসীর উন্নতি-অগ্রগতি সম্বন্ধে মহামান্য বাদশাহ আমাকে যেসব কথা বলেছেন, তা আমার বোধগম্য নয়।

প্রয়াত বাদশাহর অসিয়ত মোতাবেক সম্মানিত বাদশাহ শুধু তিন বছরের নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত শ্বেতশুভ্র উপদ্বীপের শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। আমি খুবই আশাবাদী, এই তিন বছরের মেয়াদে আমাদের জাতির ইতিহাসে সোনালি অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। আর আমরাও আমাদের প্রাণপ্রিয় শাসকের সুযোগ্য পরিচালনা থেকে পুরোপুরি উপকৃত হতে পারব। আকাশে যেভাবে মঙ্গল গ্রহের সুখ্যাতি রয়েছে, তেমনিভাবে পাতালে আমাদের দেশের সুনাম ছড়িয়ে পড়বে। আমি মহামান্য সম্রাটের খেদমতে আরজ করেছি যে সর্বদা আমাদের বিদেশি শত্রুরা ও দেশীয় গাদ্দারদের ভয়ে ভীত ও আতঙ্কিত থাকতে হয়। তিনি আমাদের অভয় দিয়েছেন যে তিনি গাদ্দারদের ওপর কড়া নজর রাখবেন। আর বাইরের যত বড় শক্তিশালী শত্রুই হোক না কেন, আমাদের দিকে চোখ তুলে দেখার সাহসও তাদের হবে না। যদি কৃষ্ণ উপদ্বীপের সরকার কোনো দুর্ব্যবহার করে, তাহলে মঙ্গল গ্রহের বিজ্ঞানী ও বিস্ময়কর আবিষ্কারগুলোর সাহায্যে পলকের মধ্যেই কৃষ্ণ উপদ্বীপ ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

উপস্থিত সবাই প্রায় দুই মিনিট পর্যন্ত দাঁড়িয়ে হাততালি ও হর্ষধ্বনি দিতে থাকে। অতঃপর চঙ্গ সিং বলতে লাগলেন : এখন আমার একান্ত ইচ্ছা যে আর কোনো বিলম্ব না করে আমরা আমাদের নতুন শাসনকর্তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করি। আর তাঁকে দেশের সর্বময় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করি। সর্বাগ্রে আমিই আমাদের নতুন বাদশাহর সম্মুখে আনুগত্যের শপথ গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করতে চাই।

চঙ্গ সিং সম্মুখে অগ্রসর হয়ে ফুলের মালা মহামান্য কিং সায়মনের গলায় পরিয়ে দিলেন। তারপর নতজানু হয়ে আনুগত্যের শপথবাক্য পাঠ করলেন। অনন্তর

গোত্রপতিরাও একের পর এক চঙ্গ সিংয়ের অনুসরণ করলেন এবং মহামান্য বাদশাহকে ফুলের তোড়ায় একেবারে ডুবিয়ে দিলেন। যখন এই আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়ে গেল, তখন চঙ্গ সিং কিং সায়মনের প্রতি ফিরে বললেন : মহাত্মন, তিন বছরের জন্য আপনি আমাদের জান-মাল, ইজ্জত-আবরু ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের তত্ত্বাবধায়ক। আপনি আপনার ইচ্ছামতো নতুন মন্ত্রিপষিদ গঠন করতে পারেন। কেবল নিয়ম অনুযায়ী ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সঙ্গে বিষয়টি আলাপ-আলোচনা করে নিতে হবে। আমি অবশ্য ততক্ষণ পর্যন্ত উজিরে আজম থাকছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না হুজুরে আলা কোনো নতুন লোককে এই দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। এখন জাতীয় পরিষদ সদস্যরা আপনার দিকনির্দেশক বক্তব্য শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। এখানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেওয়ার পর আপনি বাইরে গিয়ে জনসাধারণকে আপনার সাক্ষাৎকারদানে ধন্য করবেন।

কিং সায়মন বিস্ময়ে বিস্ফারিত নয়নে এই তামাশা দেখতে ছিলেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ললাটের ওপর হাত ঘোরাতে লাগলেন। উপস্থিত জনতা কিছু সময় নীরব হয়ে বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে ও চাপা স্বরে কানা-ঘুষা করতে লাগল।

চঙ্গ সিং সামনে এগিয়ে গিয়ে ফিস ফিস করে বললেন : মহাত্মন, আপনার কী হয়েছে? হুজুরের মেজাজ ঠিক আছে তো?

স্যার সায়মন জবাব দিলেন : আমার ঘুম পাচ্ছে। আর আমি এখনো নাশতা করিনি।

চঙ্গ সিং বলতে লাগলেন : মহামান্য বাদশাহ, আপনি ইংরেজিতে কিছু বলুন। আমি তার অনুবাদ করে দেব। তারপর আমি আপনাকে আপনার শাহী মহলে নিয়ে যাব। বাইরে লোকজনের সামনে আপনার বক্তৃতা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আর আপনি খানা খাওয়ার পর নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়তে পারবেন।

স্যার সায়মন তাঁর শুষ্ক ঠোঁটের ওপর জিহ্বা ঘোরাতে ঘোরাতে ভাষণ দিতে লাগলেন। আর চঙ্গ সিং তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে দোভাষীর দায়িত্ব পালন করছিলেন।

আমার কাছে এটি এখনো স্পষ্ট নয় যে আপনি কী পরিমাণ অভিজ্ঞ ও মার্জিত এবং কী পর্যন্ত আমার সঙ্গে ইয়ার্কি-ফাজলামো করছেন। কিন্তু যদি এটি সত্য হয় যে আপনি এই দেশের শাসন কর্তৃত্ব আমার ওপর অর্পণ করেছেন, তাহলে আমি এই দোয়া করব যে মানবতার সেবার যে অনুপ্রেরণা ও অনুভূতি আমাকে এই দায়িত্ব গ্রহণে উৎসাহিত করেছে, কুদরত যেন আমার মধ্যে ন্যূনপক্ষে এতটুকু শক্তি ও সামর্থ্য অবশ্যই সৃষ্টি করে দেন, যাতে আমি আমার

বয়োভারাক্রান্ত স্কন্ধে আমার বোঝা তুলে নিতে পারি।

মজলিসের কোনো কোনো ইংরেজি জানা লোককে অস্থির হয়ে উঠতে দেখে চঙ্গ সিং বললেন : সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, আমাদের প্রাণপ্রিয় শাসক বলছেন যে তিনি মানবসেবার অনুভূতিতাড়িত হয়ে দুর্বল কাঁধে এই রাজ্য শাসনের বোঝা তুলে নিয়েছেন। আর তিনি এই দোয়া করছেন যেন দেশের প্রত্যেকে জাতির সামগ্রিক কল্যাণের জন্য পরিপূর্ণ সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁকে সহযোগিতা করে অর্থাৎ যার যার অংশে যে দায়িত্ব বর্তায়, তা পালনের জন্য আপনাদের সবাইকে সমানভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

এতদশ্রবণে উপস্থিত জনতার অধিকাংশই করতালি দিতে থাকল। ইংরেজি জানা লোকজন অধিকতর আশ্চর্যান্বিত হয়ে একে অপরের প্রতি তাকাতে লাগল।

স্যার জর্জ বললেন : আমি তোমাকে এই মর্মে আশ্বস্ত করতে পারি যে আমার শাসনকাল শুধু তোমাদের দেশের ইতিহাসে নয়; বরং সারা দুনিয়ার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমি ওই সব কাজ থেকে বিরত থাকব, যা সম্ভব চেষ্টা করব, যা এই দেশের প্রয়াত শাসক করেছিলেন। এমন সব কাজ করব, যা এই দেশের কোনো শাসকই কোনোকালে করেনি। তোমাদের অনেক কথাই আমার কাছে বোধগম্য নয়। কিন্তু আগামী দিনগুলোতে যদি তোমাদের সহ্যশক্তি কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করে, তাহলে আমার প্রত্যেকটি কথাও তোমাদের কাছে দুর্বোধ্যই মনে হবে। তোমরা আমাকে এ জন্য পছন্দ করছ যে আমি মঙ্গল গ্রহ থেকে এসেছি। আমি আমার কথা ও কাজের মাধ্যমে তা প্রমাণ করব যে আমি সমগ্র পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ থেকে ব্যতিক্রম।

চঙ্গ সিং ইংরেজি শিক্ষিত লোকদের আরো বেশি বিস্মিত দেখে এই বাক্যগুলোর অর্থ এরূপ বর্ণনা করলেন : মহাত্মন বর্ণনা করছেন যে তিনি তাঁর শাসনকালকে সারা পৃথিবীর জন্য অবিস্মরণীয় করার লক্ষ্যে সাধারণ শাসনকর্তাদের অনুসৃত নীতি-পদ্ধতির অনুসরণ করা পছন্দ করবেন না। বরং তিনি এমন মহৎ কর্ম সম্পাদন করবেন, যা এই দেশের কোনো প্রাক্তন শাসনকর্তার চিন্তা জগতেও কখনো উঁকি মারেনি। অসম্ভব নয় যে তোমরা নিজেদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের কারণে তাঁর সব কথা বুঝতে পারছ না। কিন্তু ধীরে ধীরে তোমাদের মধ্যে এই অনুভূতি সৃষ্টি হতে থাকবে যে তোমাদের সীমিত প্রজ্ঞা এই শাসকের বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ধারণ করতে সক্ষম নয়, যাকে কুদরত মঙ্গল গ্রহ থেকে এখানে পাঠিয়েছেন।

এই বলে চঙ্গ সিং স্যার জর্জের দিকে তাকালেন এবং সম্মুখে ঝুঁকে ফিস ফিস

করে বললেন : আল্লাহর ওয়াস্তে এই লোকদের সামনে একটু বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কথা বলুন। আমি ভুল ব্যাখ্যা করে ইংরেজি না জানা লোকদের তো শান্ত করে দিয়েছি; কিন্তু যারা নিজেরাই ইংরেজি বুঝতে পারে, তারা অত্যন্ত হতবাক হয়ে পড়ছে। আপনি যদি ইংরেজিতে কোনো জ্ঞানের কথা বলতে না পারেন, তাহলে এমন কোনো ভাষায় বলতে চেষ্টা করুন, যা এসব লোক বুঝতে না পারে। আর যাতে আমিও আপনার মর্জি মোতাবেক কিছু না কিছু বলে দিতে পারি।

স্যার জর্জ বলে উঠলেন : আমি এখনো মনে করি যে এসবই রহস্যজনক।

চঙ্গ সিং : আল্লাহর শপথ, এটি কোনো রহস্যজনক বিষয় নয়! আপনি আমাকে এদের সামনে আহাম্মক প্রমাণিত করার চেষ্টা করবেন না। আমি আশঙ্কা করছি যে পাছে আবার আমাদের দুজনকেই পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেওয়া না হয়।

স্যার জর্জ : যদি তোমাদের দেশে কোনো পাগলা গারদ থাকে, তাহলে এসব বেকুব ও নির্বোধ এখানে কী করছে?

চঙ্গ সিং : কোন বেকুব ও নির্বোধ?

স্যার জর্জ : তারা সবাই, যারা আমাকে রকেট থেকে বের করে এনে শাহী গদিতে বসিয়ে দিয়েছে।

চঙ্গ সিং রাগত স্বরে ও তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত করে বলতে লাগলেন

: আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। আমার সঙ্গে কথা বলার পরিবর্তে তাদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার চেষ্টা করুন। কিছু না কিছু তো অন্তত বলতে থাকুন। অন্যথায় আমাদের দুজনেরই ভাগ্য ভালো হবে না।

স্যার জর্জ বলে উঠলেন : তুমি অমার্জিত ও অশালীন ভাষায় কথা বলতে চেষ্টা করছ। আমি তোমাকে নিশ্চয়তা সহকারে বলতে পারি যে এই দেশের শাসনকর্তার কোনো অসভ্য কথক মানুষের জিহ্বা উপড়ে ফেলার এখতিয়ার যদি থাকে, তাহলে আমি সেই এখতিয়ার কাজে লাগানোর জন্য পুরোপুরি চেষ্টা করব। তবে এবার আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিচ্ছি। এখন আমি কিছু সময় পর্যন্ত নিরর্থক শব্দ করতে থাকব, যাতে তুমি এই গর্ধভদের বোঝাতে পারো যে আমি মঙ্গল গ্রহের ভাষায় কথা বলছি।

চঙ্গ সিং উপস্থিত লোকদের দিকে ফিরে বললেন : সুধীমণ্ডলী, আমাদের শত-সহস্র সম্মানিত শাসক ইংরেজি ভাষা মঙ্গল গ্রহ থেকেই রপ্ত করেছেন। কিন্তু পৃথিবীতে প্রথমবার এই ভাষায় নিজের মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছেন যে তিনি এই ভাষায় সঠিকভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে

পারছেন না। তাই তিনি এখন মঙ্গল গ্রহের ভাষাতেই আপনাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা মঙ্গল গ্রহের মানুষদের ব্রড কাস্টিং শোনার পর সেখানকার ভাষায় একটি অভিধান তৈরি করেছেন। যখন আমি ইউরোপ গিয়েছিলাম, তখন আমার ওই অভিধান থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ মেলে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি মহামান্য বাদশাহ অধিকতর বিশুদ্ধ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষা প্রয়োগ করেন, তাহলে আমি আপনাদের সামনে সেই কথাগুলোর বিষয়বস্তু তুলে ধরতে পারব।

উপস্থিত সবাই আবার মুহুর্মুহু তালি বাজাতে লাগল। অনন্তর কিং সায়মন প্রায় দশ মিনিট পর্যন্ত তাঁর মুখ থেকে এমন কিছু শব্দ ও ধ্বনি বের করতে থাকলেন, যা জমিনের অধিবাসীদের কানের জন্য ছিল বেমানান, অসহনীয় ও অশালীন। শ্রোতাদের অবস্থা ছিল এই যে তিনি যখন মাঝেমধ্যে আবেগ ও উত্তেজনার সঙ্গে বলতে থাকতেন, তখন হাততালি দিতে থাকত। তিনি তাঁর ভাষণ সমাপ্ত করার পর চঙ্গ সিং বলতে লাগলেন : সুধীমণ্ডলী, আমার অসম্পূর্ণ কাণ্ডজ্ঞান অনুযায়ী হুজুর কিবলা বলেছেন যে 'আমি তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এ জন্য যে তোমরা মঙ্গল গ্রহের একজন মুসাফিরকে তোমাদের খেদমতের সুযোগ দিয়েছে। আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে এই ওয়াদা করছি যে আমরা উঠতে-বসতে, শুতে ও জাগতে আপনার সফলতা ও অগ্রগতির পরিকল্পনা করতে থাকব। আজ থেকে মহামান্য বাদশাহ কিং সায়মনের সব সন্তোষ হবে তোমাদেরই জন্য। পক্ষান্তরে তোমাদের সব দুশ্চিন্তা ও হতাশা হবে তার জন্য। দেশের প্রত্যেক বস্তি ও প্রতিটি শহরে স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হবে। মৌলিক খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম এতদূর সস্তা করে দেওয়া হবে যে সর্বাপেক্ষা দরিদ্রতম ব্যক্তিটিও নিজেকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী মনে করতে পারবে। অধিক শস্য উৎপাদনের জন্য নদী ও সাগরগুলোতে বাঁধ তৈরি করা হবে। নতুন নতুন খাল খনন করা হবে। এভাবে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই দেশে এত বেশি বাগবাগিচা সৃষ্টি হবে যে পানির তৃষ্ণায় কাতর মানুষ ফলের রসে স্বীয় রসনা সিক্ত করবে। অযোগ্য ও অপদার্থ কর্মচারীদের টনক নড়ে উঠবে। সমাজে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের উৎপাটিত করা হবে। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের শত্রু ও গাদ্দারদের জনগণের সামনে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে। কৃষ্ণ উপদ্বীপের সরকারের অকারণ ও গায়ে পড়ে হামলার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে। মোদ্দাকথা, তিন বছর পর আমাদের এই হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু যখন আমাদের বিদায় অভিবাদন জানাবেন, তখন এই দেশের প্রতিটি শিশু-কিশোর, যুবক-বৃদ্ধ কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে মুহ্যমান হয়ে তাঁকে 'আল্লাহ হাফেজ' বলবে। তখন

আমাদের শত-সহস্র সম্মানিত মেহমানের আরাম করা আবশ্যক। এ জন্য আপাতত দরবারের কাজের সমাপ্তি ঘোষণা করছি। আমার মনে হয় শাহী মহলের বাইরে আমাদের জনসাধারণ তাঁর সাক্ষাতের অপেক্ষায় ধৈর্যহারা হয়ে পড়েছে। কিন্তু তোমরা বাইরে গিয়ে তাদের বুঝিয়ে বলো, যাতে তারা সম্মানিত মেহমানকে দেখতে ও তাঁর বক্তব্য শুনতে পীড়াপীড়ি না করে। মঙ্গল গ্রহের ভাষায় যে বক্তৃতা ভাষণ তিনি দিয়েছেন, তা কিছু সময় পর্যন্ত রেডিওতে সম্প্রচার করা হবে।

কিং সায়মন ও মাদাম ওয়ারেট রোজ

মহামান্য সম্রাট কিং সায়মন ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্যরা পরিবেষ্টিত হয়ে হল থেকে বাইরে এলেন। চলতে চলতে হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন সম্মুখে এক প্রশস্ত বাগান ও অন্যূন দেড় শ গজ দূরে এক আলীশান শাহী মহল দেখা যাচ্ছিল। হলের বাইরের সিঁড়ি থেকে শুরু করে শাহী মহলের দরজা পর্যন্ত জায়গায় জায়গায় সুদৃশ্য ফটক তৈরি করা হয়েছে। এক প্রশস্ত পথে রং বেরংয়ের গালিচা ও মূল্যবান পরশ বিছানো ছিল। সুসজ্জিত সেনাবাহিনী সেই পথের দুই পাশে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। তাদের পশ্চাতে শত-সহস্র নরনারী আবাল-বৃদ্ধবনিতা বিভিন্ন রঙের পতাকা ওপরে তুলে নেড়ে নেড়ে বাদশাহকে অভিবাদন জানাচ্ছিল। কিং সায়মন সামনে আসতেই সিপাহিরা নিজ নিজ চমকদার তলোয়ার ওপরে তুলে তাঁকে স্বাগত জানাল। সঙ্গে সঙ্গে ফাঁকা আওয়াজ ও তোপধ্বনি বেজে উঠতে লাগল।

চঙ্গ সিং আবেগাপ্লুত স্বরে ও দরাজ কণ্ঠে বলে উঠলেন : মহোদয়, আপনাকে এক শ ত্রিশবার তোপধ্বনির সালাম জানানো হচ্ছে।

: এক শ ত্রিশ গুলির সালাম!

: জি হ্যাঁ।

: আর এই ফটকগুলোও কি আমার জন্যই তৈরি করা হয়েছে?

: অবশ্যই। তন্মধ্যে আপনার সৌজন্যে একাধারে এগারোটি।

: আর এই মূল্যবান গালিচা, পরশ ও পতাকা সব ব্যবস্থাপনা তো তোমরা এই মাত্রই সম্পন্ন করেছ।

: জি হ্যাঁ।

: আপনি কি বলতে চান যে আমরা কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসব ব্যবস্থা করেছি।

: আপনি ঠিক ধরেছেন। তবে এটা কোনো বিশেষ গৌরবজনক কৃতিত্ব নয়। আমাদের জাতি স্বগত ফটক তৈরিতে মূল্যবান পরশ সাজানো ও পতাকা উত্তোলনে পর্যাপ্ত দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জন করেছে। এমন সব অনুষ্ঠান চটজলদি আয়োজনের জন্য আমাদের কাছে রেডিমেট ফটকও মজুদ থাকে। তবে আমাদের আফসোস হচ্ছে এ কারণে যে এখান থেকে শাহী মহল পর্যন্ত খুব

বেশি ব্যবধান নেই। তা না হলে আমরা মাত্র আধা ঘণ্টার মধ্যেই এক শ ফটক তৈরি করে দিতে পারতাম।

: আমি তোমাদের সুন্দর ব্যবস্থাপনার প্রশংসা না করে পারছি না।

: জনাব, যদি সময় পাওয়া যেত, তাহলে এই স্বাগতম অনুষ্ঠান আমাদের জাতির ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হয়ে থাকত। যখন আমাদের বিদায়ী শাসনকর্তা ইন্তেকাল করেছিলেন, তখন আমরা একাধারে তিন দিন তাঁর জানাজা বের করার ব্যবস্থাপনায় ব্যয় করেছিলাম। আমরা শাহী মহল থেকে শাহী কবরস্থান পর্যন্ত দু শ বাইশটি ফটক দাঁড় করেছিলাম। অথচ গোরস্তান ছিল শাহী মহলের সংলগ্ন। তথাপি আমরা বেশি থেকে বেশি ফটক তৈরির জন্য সুযোগ করতে গিয়ে একা লম্বা রাস্তা বেছে নিয়েছিলাম।

রাস্তায় বিছানো গালিচায় সদ্য তোলা ফুলের তোড়া ছড়ানোর জন্য আমরা এত ফুল জমা করেছিলাম যে সেগুলোর ওজন কয়েক হাজার মণ হবে বলে অনুমান করা হয়েছিল। আমরা শাহী কফিনকে তিন শ পঁচিশ গুলির ফাঁকা আওয়াজের সালামি দিয়েছিলাম। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ পরে আরজ করব।

তোপধ্বনির সালামি সমাপ্ত হলো। বাদ্য বাজতে লাগল। মহামান্য সম্রাট সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলেন। এবার জনসাধারণের পালা। তারা পতাকা নাড়তেছিল। উচ্চ স্বরে তাকবির ধ্বনি দিচ্ছিল। আর আনন্দে উথলে উঠে তাদের প্রাণপ্রিয় রাষ্ট্রপতিকে একনজর দেখার চেষ্টা করছিল। পুলিশের সিপাহিরা তাদের অত্যন্ত কঠোরভাবে তাঁর যাওয়ার পথ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। শাহী মহলের দরজার নফর ও খানসামাদের একদল ছিল দাঁড়িয়ে। চঙ্গ সিং ও জাতীয় পরিষদের সদস্যরা এরই মধ্যে মহামান্য বাদশাহ্ থেকে বিদায়ের অনুমতি নিয়ে নিল। শাহী মহলের তত্ত্বাবধায়ক কিং সায়মনকে খাওয়ার ঘরে নিয়ে গেল। টেবিলে বিভিন্ন রকম খাদ্য, পানীয় সামগ্রী ও ফলমূল স্তরে স্তরে সাজানো ছিল। কিং সায়মনের উদর পূর্ণ হতে না-হতেই নিদ্রা তাঁর চোখে জেঁকে বসল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চেয়ারের সঙ্গে হেলান দিয়ে আনমনে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন। চাকর-নফররা কিছুক্ষণ ইতস্তত করতে করতে তাঁর দিকে তাকাতে লাগল। এরই মধ্যে এক কৃষ্ণকায় সুন্দরী কিন্নরী ডাইনিং হলে এসে ঢুকল। সে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে নেওয়ার পর পরিচারিকাদের সম্বোধন করে বলতে লাগল,

: তাঁকে অত্যন্ত সন্তর্পণে তুলে শোবার ঘরে নিয়ে শুইয়ে দাও।

চাকররা নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করতে লেগে গেল। কিছুক্ষণ কিং

সায়মন একটি আরামদায়ক বিছানায় পার্শ্ব পরিবর্তন করছিলেন।

শ্বেতশুভ্র উপদ্বীপের রাজধানীতে রাতভর গোলাপের প্রদীপ জ্বালানো হয়েছিল। হাট-বাজারে, অলিগলিতে মানুষ ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কোনো কোনো সতেজ প্রাণ নিজেদের নতুন শাসকের আগমনে সংগীত পরিবেশন করছিল। প্রত্যেক মহল্লার বিত্তশালীরা গরিবদের মধ্যে টাকা-পয়সা ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করছিল। শহরের ইবাদতখানাগুলোতে কিং সায়মনের সফলতা কামনা করে দোয়া কামনা করা হচ্ছিল।

রেডিও স্টেশন থেকে কিছুক্ষণ পরপর কিং সায়মনের ভাষণের তরজমা প্রচার করা হচ্ছিল, যা তিনি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সামনে দিয়েছিলেন। কিন্তু মহামান্য বাদশাহ এসব ঘটনা থেকে নির্লিপ্ত ও উদাসীন হয়ে পড়ে ঘুমাচ্ছিলেন।

২

প্রাতঃকালে কিং সায়মন আঁখি মেলেন। বাইরে মানুষের সোরগোল শোনা যাচ্ছিল এবং মনে হচ্ছিল যে শহরের অধিবাসীরা শাহী মহলের মধ্যে এসে প্রবেশ করেছে। কিং সায়মন স্বীয় সত্ত্বার অস্বস্তিকর কল্পনা অনুভব করছিলেন এবং অনেকক্ষন পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিশ্চল ও অসাড় হয়ে পড়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর এই আওয়াজ ধীরে ধীরে কমে আসতে লাগল এবং মহামান্য বাদশাহ কিছুক্ষণ পার্শ্ব পরিবর্তন করার পর পুনরায় ঘুমিয়ে পড়লেন। প্রায় দশটার সময় কিং সায়মন আবার জাগ্রত হলেন। তখন সর্ব প্রথম তাঁর মনে পড়ে যে 'আমি কোথায় আছি?' কয়েক সেকেন্ড পর্যন্ত তিনি অস্থিরচিত্ত ও চঞ্চলমতি অবস্থায় বিছানায় শুয়ে শুয়ে এদিক-সেদিক তাকাচ্ছিলেন। অবশেষে হঠাৎ অতীত ঘটনাবলির স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে তাঁর মস্তিষ্ক টগবগ করতে লাগল। তিনি উঠে বসে পড়লেন। এরই মধ্যে দরজায় করাঘাতের আওয়াজ শোনা গেল এবং তিনি অন্তরে অস্বস্তিকর কল্পনা অনুভব করতে করতে জিজ্ঞাসা করলেন : কে?

শাহী মহলের নির্মাতা দারোগা কামরায় প্রবেশ করল আর সে তিনবার প্রাতঃকালীন সালাম ঠুকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে বলল,

: মহাত্মন, আপনি অনেক সময় পর্যন্ত আরাম করেছেন। আমি এরই মধ্যে দুবার

নাশতা তৈরি করিয়েছি। এখন আপনি গোসল সেরে নিন। ততক্ষণে আবার নাষতা তৈরি হয়ে যাবে। ক্ষৌরকার পাশের কক্ষে হুজুরের নির্দেশের অপেক্ষা করছে।

কিং সায়মন বললেন : সর্ব প্রথম আমাকে বলো যে সারা রাত শাহী মহলের বাইরে শোরগোল করছিল কারা?

দারোগা জবাবে আরজ করল : মহামান্য বাদশাহ, শহরের লোকজন জোরপূর্বক শাহী মহলের ভেতর এসে সমবেত হয়েছিল। কেউ তাদের এই সন্দেহে ফেলে দিয়েছিল যে আপনি বেশি দিন এখানে থাকা পছন্দ করবেন না। এক দিন হঠাৎ করে আপনার উড়ন তশতরির ওপর আরোহণ করে চলে যাবেন। এখন অবশ্য তাদের এই আশঙ্কা দূর হয়ে গেছে।

: সেটা কিভাবে?

: মহাত্মন, তারা আপনার উড়ন তশতরি শাহী মহল থেকে বের করে নিয়ে গেছে।

: তারা সেটা কোথায় নিয়ে গেছে?

: মহামান্য সম্রাট, সমুদ্রের দিকে। তারা এটাকে গভীর পানিতে ফেলে দিতে চায়, যাতে করে আপনি আপনার শাসনকালের মেয়াদ পূর্তির আগেই এখান থেকে চলে যেতে না পারেন।

কিং সায়মন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বললেন : আমার আফসোস হচ্ছে এই ভেবে যে আমার সব ফালতু পোশাক রকেটের ভেতরেই পড়েছিল।

দারোগা জবাবে আরজ করল : মহামান্য বাদশাহ, আপনি পোশাক পরিচ্ছদের জন্য ভাববেন না। ডাইনিং রুমে আপনার সৌজন্যে অর্ধডজন নতুন স্যুট রেখে দেওয়া হয়েছে।

কিছু সময় পর কিং সায়মন গোসলখানা সেরে ডাইনিং রুমে প্রবেশ করে দেখলেন, সেখানে একটি আলমারিতে প্রায় আধা ডজন রং বেরংয়ের স্যুট সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কিং সায়মন খুব ভেবে-চিন্তে নীল রঙের একটি স্যুট পছন্দ করলেন। তারপর দ্বিতীয় আলমারি খুলে মণি-মুক্তাখচিত একটি আসকান বের করলেন। আবার এক সেল্ফ থেকে মোজা ও অন্য সেল্ফ থেকে মূল্যবান এক জোড়া জুতা বের করে নিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি তৈরি হওয়ার পর আবার তাঁর কক্ষে প্রবেশ করলেন। তখন সেখানে দারোগা ছাড়াও একজন মহিলা সেবিকা ও দুজন চাকর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন।

কিং সায়মন দারোগার উদ্দেশে বললেন : আমি তোমার দায়িত্বসচেতনতা ও

কর্তব্যপরায়ণতার প্রতিদান না দিয়ে থাকতে পারছি না। ডাইনিং রুমে যে জুতা ও স্যুট পড়ে রয়েছে, তা একেবারেই আমার সাইজের।

দারোগা বললেন : মহাত্মন, যখন আপনি ঘুমুচ্ছিলেন, তখন আপনার পরিমাপ নিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং শহরের সর্বোত্তম মুচি ও দরজি সারা রাত জেগে এগুলো তৈরিতে ব্যস্ত ছিল।

কিং সায়মন কিছু চিন্তা-ভাবনা করে বললেন : আশ্চর্য কথা যে রাতে আমি পোশাক পরিবর্তন না করেই শুয়ে পড়েছিলাম! কিন্তু যখন আমি জাগ্রত হলাম তখন দেখি, পোশাকের পরিবর্তে আমি স্লিপিং স্যুট পরিহিত!

: মহাত্মন, এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। কর্তব্যরত চাকরদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যাতে তারা আপনার পোশাক পাল্টানোর সময় যথাসম্ভব সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বন করে।

দারোগা বললেন : শাহেন শাহ, আপনার সন্তুষ্টি আমাদের সর্বাপেক্ষা বড় পুরস্কার। চলুন এখন আপনার প্রাতরাশ প্রস্তুত।

কিং সায়মন তার সঙ্গে সঙ্গে চললেন।

৩

রাস্তার মাঝেমধ্যে বালাখানার চাকর-নফর ও প্রহরীরা কুর্নিশ করে করে সালাম জানাচ্ছিল। মহামান্য বাদশাহ গিয়ে প্রশস্ত ডাইনিং হলে প্রবেশ করলেন এবং খাবার টেবিলে বসে পড়লেন। টেবিলের আশপাশে কয়েক ডজন বেয়ারা ও খানসামা মস্তকাবনত করে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাল। দারোগা কিং সায়মনকে সালাম জানিয়ে বাইরে চলে গেল। এর এক মিনিট পর সুদর্শনা ও সুনয়না এক চটপটে তরুণী এক হাতে নোটবুক, অন্য হাতে কয়েকটি খবরের কাগজের বান্ডিল নিয়ে ডাইনিং হলে প্রবেশ করল। বেয়ারা ও খানসামারা মাথা ঝুঁকিয়ে তাকে সালাম জানাল আর সে তাদের হাতের ইশারায় জবাব দিতে দিতে সামনে এগিয়ে কিং সায়মনের সম্মুখে পত্রিকার প্যাকেট রেখে একেবারে অকপটে টেবিলের অপর পাশের একটি চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ল। কিং সায়মন একের পর এক সব পত্রিকা খুলে দেখলেন। কিন্তু পত্রিকার লেখা বুঝতে তিনি ছিলেন অপারগ।

তরুণী মুচকি হেসে বলতে লাগলেন : আপনি কি আমাদের ভাষা বুঝতে পারেন?

: না, মঙ্গল গ্রহে আমার শুধু ইংরেজি জানার সুযোগ হয়েছিল। তোমাদের দেশের রেডিও স্টেশন এত দুর্বল যে এর প্রচারিত অনুষ্ঠানমালা সেখানে পৌঁছতে পারে না।

: আপনি যথার্থই বলেছেন।

তরুণী তার মুখে দুষ্ট হাসির আমেজ টেনে বলল। সায়মন এক মুহূর্তের বেশি তার অপলক নেত্রের তীক্ষ্ণ চাহনির তেজ সহ্য করতে পারলেন না। অবশেষে তিনি সাহসে ভর করে তরুণীর দিকে তাকিয়ে বললেন : তুমি কে?

তরুণী তার মুখের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে দেখে জবাব দিল : আমি আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারি।

: আমার জানা ছিল না যে সুদূর প্রাচ্যের এই দেশেও এতটুকু জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। আমার ধারণা ছিল, এখানে এখনো পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে দূরতিক্রম্য ও অপ্রতিরোধ্য দেয়াল আড়াল ও বাধা সৃষ্টি করে আছে।

: দেয়ালগুলো এখনো বিদ্যমান রয়েছে জনাব। কিন্তু যেসব লোক সেটা ভেদ করার সাহস নিয়ে অগ্রসর হয়, তাদের বাধা দেওয়া হয় না। তদুপরি আমার ব্যাপারটি এই দেশের সাধারণ মহিলাদের থেকে ব্যতিক্রম। আমার দাদা এই উপদ্বীপের বাসিন্দা ছিলেন। কিন্তু দাদি ছিলেন একজন ইংরেজ। নানা অস্ট্রেলিয়ান আর নানি ছিলেন জাপানি।

: আমার সচিবের দায়িত্বে নিযুক্ত হওয়ার আগে তুমি কী করতে?

: আমি গোয়েন্দা বিভাগের সরকারি সচিব ছিলাম। গতকাল সন্ধ্যায় উজিরে আজম চঙ্গ সিং আমাকে ডেকে আপনার খেদমতের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি বলেছিলেন যে আপনি আমার দেশের ভাষা জানেন না। এ জন্য আপনার একজন ইংরেজি জানা ব্যক্তিগত সচিব আবশ্যক।

: তুমি নাশতা করবে না?

: না, আমি প্রত্যুষে নাশতার কাজ সেরে ফেলি।

কিং সায়মন কী যেন চিন্তা করে বলতে লাগলেন : আমার মনে হয় যেন এই দেশের শাসনকর্তাদের সেক্রেটারিদের বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে।

: আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

: আমি বলতে চাই, এ পর্যন্ত যত লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, তারা

সবাই মাথা হেঁট করে আমাকে সালাম জানিয়েছে। কিন্তু তুমি যে জড়তা ও আড়ষ্টতার পরিচয় দিচ্ছ, তা আমার কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। এটি অবশ্য আমারও পছন্দ নয় যে আমার সেক্রেটারি আমার সম্মুখে আসার সময় শাহী মহলের কর্মচারীদের মতো মাথা নত করে তিনবার আমাকে সালাম জানাবে। কিন্তু তোমাকে অন্তত পক্ষে একবার হলেও কুর্নিশ করতে হবে। তারপর তুমি আমার সঙ্গে কথা বলার সময় ইউর ম্যাজেস্টি বলার কষ্ট স্বীকার করাও আমার কাছে মানানসই বলে মনে হয় না।

তরুণী ফিস ফিস করে বলল : দেখুন সাহেব, এই চাকরদের মধ্যে দুজন তো অল্পবিস্তর ইংরেজি জানে। এ জন্য আমি তাদের সামনে অকপটে ও খোলামেলাভাবে কথা বলা পছন্দ করি না। আপনি নাশতার পর্ব শেষ করে ফেলুন। তারপর আপনাকে সান্ত্বনাদানের ব্যবস্থা করছি।

স্যার সায়মন চায়ের পেয়ালার সর্বশেষ চুমুক দিতে দিতে বললেন

: আমি নাশতা শেষ করলাম।

তরুণী চাকরদের দিকে দেখে স্থানীয় ভাষায় কিছু কথা বলল। সঙ্গে সঙ্গে তারা কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। এবার সে স্যার সায়মনের দিকে লক্ষ্য করে বলল : কাউকে খামোখা বেকুব বানানো আমি আদৌ পছন্দ করি না। আপনি যদি প্রকৃতই মঙ্গল গ্রহ থেকে তাশরিফ আনতেন, তাহলে আপনাকে সাতবার কুর্নিশ করতে এবং সালাম জানাতেও আমি গর্ব অনুভব করতাম।

স্যার সায়মন অপ্রস্তুত হয়ে বলল : আমার মনে হয় যে চঙ্গ সিং তোমাকে আমার সম্পর্কে অনেক কিছু বলে দিয়েছে।

: তিনি আমকে কিছুই বলেননি জনাব। কিন্তু আমার জানা আছে যে আপনি মঙ্গল গ্রহ থেকে নয়; বরং ইংরেজ স্থান থেকে আগমন করেছেন। আর আপনার নামও কিং সায়মন নয়; বরং স্যার জর্জ। সৌভাগ্যবশত আপনার সম্পর্কে সঠিক তথ্য অবগত হওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে। গত রাতে যখন দরজি আপনার পোশাকের পরিমাপ নেওয়ার জন্য এসেছিল, তখন আমি শুধু সতর্কতাবশত আপনার কোটের পকেট খুঁজে দেখেছিলাম, আর অমনি আপনার পরিচিতিপত্র আমার হাতে পড়ে গেল। তারপর আমি আপনার পোশাক গভীরভাবে নিরীক্ষণ করতে থাকি। তাতে ইংরেজ স্থানের কোনো এক দরজি দোকানের লেবেল লাগানো দেখতে পাই। আপনার ব্যবহৃত জুতার মধ্যেও 'ইংল্যান্ডের তৈরি' লিখিত ছিল। আপনার সিগারেটের প্যাকেট থেকে যে সিগারেট বের করা হয়, সেটাও ছিল ইংরেজি। আমি তৎক্ষণাৎ মাস্টার চঙ্গ সিংয়ের সঙ্গে দেখা করি,

আর অগত্যা তাঁকেই আমার গোপন তথ্যের সংরক্ষক বানাতে হয়।

কিং সায়মন মস্তকাবনত করে কিছু সময় ভেবেচিন্তে বলতে লাগলেন : এখন আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে আমার এখান থেকে প্রাণে বেঁচে যাওয়ার এবং জীবন নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার কী কী উপায় আছে?

: আপনার এখানে কোনো ভয়ভীতি বা আশঙ্কা নেই, জনাব!

: তুমি হয়তো বলতে চাও যে তুমি আমার এসব গোপন তথ্য জনসমক্ষে ফাঁস করে দেবে না।

: আরে না না। আমি তো তেমন নির্বোধ নই। যদিও এই দেশের জনগণের সমর্থনের বদৌলতে আপনি বাদশাহী লাভ করেছেন। সেখানে আমিও একজন বাদশাহর সেক্রেটারির পদ লাভ করেছি। তদুপরি আপনার সঙ্গে যদি আমার কোনো সহানুভূতির সম্পর্ক না থাকত, তথাপি এমন নির্বুদ্ধিতার পরিচয় আমি দিতে পারতাম না। যার ফলে চঙ্গ সিং বিপজ্জনক কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে পড়বে। তিনি তো তাঁর জীবন বাঁচাতে গিয়েই আপনার ওপর এই দেশের শাসন কর্তৃত্ব অর্পণ করে দিয়েছেন।

সায়মন বললেন : যদি আমি এই দায়িত্ব থেকে রক্ষা পেতে চাই, তবে তার জন্য সর্বাপেক্ষা সহজ পন্থা কী হতে পারে?

তরুণী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সায়মনের প্রতি তাকাল এবং তার ঠোঁটে এক অর্থবোধক হাসির রেখা টেনে বলল : যদি আপনার জন্ম ও বংশপরিচয় সম্পর্কে চঙ্গ সিংয়ের ধারণা এক শ ভাগ অবাস্তব না হয়, তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি কিয়ামত পর্যন্ত এই দায়িত্ব থেকে আত্মরক্ষা করা ও অব্যাহতি লাভ করা পছন্দ করবেন না।

: চঙ্গ সিং আমার সঙ্গে অত্যন্ত বেইমানি আচরণ করেছেন। তিনি ওয়াদা করেছিলেন যে তিনি আমার কোনো গোপন কথা প্রকাশ করে দেবেন না।

: আমি তো আপনার সম্পর্কে এতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছি যে তিনি আমাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সায়মন বললেন : যদি আমি জানতাম যে এতদূর হুঁশিয়ার ও বিপজ্জনক সেক্রেটারির সংস্পর্শে আমাকে আসতে হবে, তাহলে আর আমি এ দেশের শাসনকর্তার গুরুদায়িত্ব গ্রহণই করতাম না।

: জনাব, আমি কেবল হুঁশিয়ার, কিন্তু বিপজ্জনক নই।

: তোমার নাম কিন্তু জানা হলো না এখনো ।

: আমার নাম 'নীলুফার ইয়াসমিন অ্যালিজাবেথ ব্রাওনিং বেরাস্টার আয়ুব গ্রিন সুশ্রীং গ্রিং ওয়াইট রোজ ।' নিজের নাম থেকে আমি আমার জাতীয় ভাষার কয়েকটি শব্দ বাদ দিয়েছি । তথাপি যদি আপনি আরো সংক্ষিপ্ত করার প্রয়োজন বোধ করেন, তাহলে আপনি আমাকে 'নীলুফার আয়ুব গ্রিন বেরাস্টার' কিংবা 'ওয়ায়েট রোজ' বলতে পারেন ।

সায়মন বললেন : যদি তুমি এটাকে নিজের অধিকার বঞ্চনা মনে না করো, তাহলে আমি তোমাকেও খুব সহজেই 'রোজ' বলে ডাকতে পারি ।

: আমার জানা ছিল না যে আপনার স্মরণশক্তি এত দুর্বল । যা হোক, আমাকে 'রোজ' ডাকলে তাতে আমার কোনো আপত্তি থাকবে না ।

: আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এ জন্য যে তুমি আমার অসুবিধা ও সমস্যার ব্যাপারে এতটুকু সতর্ক থাক যে আমি বিশ্বাস করি, যদি তুমি এরূপ সহযোগিতা অব্যাহত রাখ, তাহলে আমার এখানে থাকা অবস্থায় কোনো সংকটের সম্মুখীন হতে হবে না ।

: আপনিও যদি বুদ্ধি-বিবেচনা খাটিয়ে কাজ করতে থাকেন, তবে আমার সার্বিক সহায়তা লাভ করতে আপনার কোনো সমস্যায় পড়তে হবে না ।

: দেখো, তুমি যদি প্রতিটি ক্ষেত্রে আমার বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার পরীক্ষা নিতে চেষ্টা করো, তবে তাতে তুমি নিরাশ হবে । আমার স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে আমি এক স্বাভাবিক দেমাগের অধিকারী মানুষ । তবে যে বিষয়ে আমি গর্ব ও পুলক অনুভব করি, তা হচ্ছে আমার ভাগ্য । ইংরেজ স্থানের বিজ্ঞানীরা তাঁদের রকেটে আমাকে এ জন্য আরোহণ করাননি যে আমার মহাশূন্যে বিচরণের কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল; বরং এর কারণ ছিল এই যে লটারির টিকিট, যার মূল্যও আমি আমার পকেট থেকে আদায় করিনি, তাতে আমার নামই উঠেছিল । তারপর মঙ্গল গ্রহের পরিবর্তে রকেট এখানে এসে পৌছার সঙ্গে সঙ্গে আমার স্মৃতিশক্তির কোনো সম্পর্ক নেই । এটি ছিল এক দুর্বিপাক আকস্মিক দুর্ঘটনা । তারপর এটিও আর এক সুবর্ণ সুযোগ যে এই উপদ্বীপের অধিবাসীরা এত বেশি নির্বোধ যে, তারা আমার সম্পর্কে কোনো প্রকার খোঁজখবর না নিয়েই আমাকে তাদের শাসনকর্তারূপে মেনে নিয়েছে । চঙ্গ সিং অবশ্য আমার সম্বন্ধে জানতেন । সংগত কারণেই আমার বিরোধিতা করা তাঁর কর্তব্য ছিল । কিন্তু এ ক্ষেত্রেও ভাগ্য আমার সুপ্রসন্নই প্রমাণিত হলো । অবশ্য তিনি মনে করেছেন যে স্বীয় গুরু দায়িত্বের বোঝা আমার ঘাড়ের ওপর

সঁপে দিয়ে তিনি এই দেশের সরলপ্রাণ জনগণের আক্রোশ থেকে নিজের প্রাণ রক্ষা করতে পারবেন। তারপর যদি আমি সৌভাগ্যবান না হতাম, তবে তোমার হাতে আমার পরিচিতিপত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হট্টগোল বাধানো তোমার উচিত ছিল। কিন্তু কুদরত এখানেও আমাকে সাহায্য করল। তাই এখন শতকরা এক শ ভাগ আমার আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি হেয়েছে যে এই দেশে শাসনকার্য পরিচালনা করা আমার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ জন্য আমি আর নিয়তির অমোঘ বিধান থেকে পালিয়ে বেড়ানোর কোনো চেষ্টা করব না। কেননা, আমার মধ্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে যে আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে মিশন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যে গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচন করেছেন, তুমি সে মিশন বাস্তবায়নের অন্যতম উপলক্ষ। এখন আমি জানতে চাই যে আজ আমার কর্মসূচি কী কী?

: আজ সর্ব প্রথম আপনাকে শাহজাদি লিকাসিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। তারপর ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির এজলাসে আপনি আপনার শাদি মোবারকের দিন-তারিখ ঘোষণা করবেন।

: একেবারেই বিয়ের দিন-তারিখ নির্ধারণ?

: জি হ্যাঁ। আমাদের দেশের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী যদি কোনো শাসনকর্তা ক্ষমতায় আরোহণের আগে বিবাহিত না হন, তাহলে তাঁকে চল্লিশ দিনের মধ্যেই বিয়ে করে নিতে হয়।

: যদি কোনো শাসনকর্তা শাদি করতে অনীহা প্রকাশ করে, তাহলে?

: বিয়ে না করার ইচ্ছা প্রকাশ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না! বাদশাহদের জন্য দেশের প্রচলিত নিয়ম-নীতির অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।

: এ প্রস্তাবিত শাহজাদি লিকাসিকা কে? কি-ইবা তার পরিচয়?

: শাহজাদি লিকাসিকা আমাদের প্রয়াত বাদশাহর নাতনি। যদি সে ছেলে হতো, তবে তাকে সিংহাসনে বসানো যেত। কিন্তু এটা আপনার সৌভাগ্য যে দেশের নিয়মানুযায়ী কোনো মহিলা শাসক হতে পারেন না।

সায়মন বললেন : তাহলে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে লিকাসিকার সঙ্গেই আমার বিয়ে হবে।

: জি হ্যাঁ। অর্ধরাতের সময় যখন আপনি গভীর নিদ্রায় অচেতন, তখন চঙ্গ সিং জাতীয় পরিষদের সদস্যদের এক জরুরি অধিবেশন আহ্বান করেছিলেন, আর সে মজলিশেই আপনার বিয়ের ফয়সালা গৃহীত হয়েছে।

এই বলে রোজ তার নোটবুক খুলে একটি ছবি বের করল ও তার হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে সেটা সায়মনের সামনে রেখে দিল।

: এটি কী?—সায়মন জিজ্ঞাসা করলেন।

: এটি শাহজাদি লিকাসিকার ছবি।

সায়মন ছবিটি হাতে তুলে দেখলেন আর এক মুহূর্তের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করে নিলেন। তারপর তিনি রোজের দিকে মুখ তুলে বললেন : এরূপ ইয়ার্কি আমার পছন্দনীয় নয়।

: কেন, জনাব? আপনার কি এ ছবিটি পছন্দ হয়নি?

: আমি আজীবন বাদশাহীর বিনিময়েও এমন কুৎসিত কদাকার একটি মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারব না।

রোজ এবার বলতে লাগল : আমার বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাস রয়েছে যে সারা জীবনের বাদশাহীর লোভে আপনি আমাদের দেশের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট মেয়েটিকে বিয়ে করতেও প্রস্তুত হয়ে যাবেন।

সায়মন শুনে বলতে লাগলেন : আমি এরূপ শপথ করে ফেলেছি যে আমি কখনো আমার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনাকে স্বীয় দায়িত্ব-কর্তব্যের পথে প্রতিবন্ধক হতে দেব না। এতদসত্ত্বেও এই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে করার তো প্রশ্নই ওঠে না। অবশ্য আমি সৌন্দর্যের পূজারি নই। কিন্তু এই ছবিতে আমার কাছে মানবতা-মনুষ্যত্বের সামান্যতম কোনো ঝলকও পরিদৃষ্ট হচ্ছে না। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ঠিক ঠিক করে বলো, যদি আমি এই মেয়ের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে অস্বীকার করি, তাহলে এই দেশের জনসাধারণ ও জাতীয় পরিষদের সদস্যদের আচরণ ও পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে?

: তারা অস্থির তো হবে অবশ্যই। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার ওপর চাপ প্রয়োগের চেষ্টা করা হবে না। আমাদের অধিবাসীরা একবার যখন কাউকে নিজেদের বাদশাহ বলে মেনে নেয়, তখন আর তাঁকে কোনো দাবি মেনে নেওয়ার জন্য বাধ্য করে না। তাদের মতে, একজন বাদশাহ সাধারণ জনগণ থেকে অধিকতর জ্ঞান ও বিবেকের অধিকারী হয়ে থাকেন, আর তারা বাদশাহর প্রতিটি পদক্ষেপকে সঠিক ও নির্ভুল বলে মনে করে।

: বাদশাহ সাধারণত এই দেশের নিয়মনীতির বিরোধিতা করে না। আর এই দেশের পুরাতন নিয়ম রয়েছে যে বাদশাহ সর্বদা কোনো শাহজাদিকেই বিয়ে করে থাকে। কিন্তু যদি আপনি কোনো নিয়ম পরিবর্তন করতে চান, তাহলে প্রজারা প্রচলিত নিয়মের বিরোধিতা করা ব্যতীত আর কিছু করবে না। আপনাকে এই লোকেরা তিন বছর মেয়াদের জন্য তাদের বাদশাহরূপে বরণ করে নিয়েছে। এই দীর্ঘ সময় ধরে তারা সবাই আপনার ইঙ্গিতে চলতে থাকবে।

আপনার প্রতিটি বৈধ-অবৈধ কথা সমর্থন করে যাবে। যদি কারো মনে কোনো অশান্তি দেখা দেয়, তথাপি তারা দুশ্চিন্তা ও ক্রোধ প্রকাশের জন্য আপনার শাসনকালের সমাপ্তির অপেক্ষা করতে হবে। পক্ষান্তরে আপনার কোনো কর্মকাণ্ড যদি তাদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার অনুরূপও হয়, তবে তারা আপনাকে কৃতজ্ঞতার অশ্রু দিয়ে বিদায় জানাবে। নতুবা তারা আপনাকে ধাক্কা দিয়ে শহরের বাইরে বের করে দেবে।

সায়মন বললেন : যদি কোনো বড় বিপদাশঙ্কা না হয়, তাহলে কয়েক ধাক্কা আমার জন্য পেরেশানির কোনো কারণ হতে পারবে না। আমি তিন বছর পুরো হওয়ার দু-চার দিন আগেই এখান থেকে পালিয়ে যাব। এখন আমার সামনে প্রশ্ন হলো, আমরা এই তিন বছরকে পরস্পরের জন্য বেশি থেকে বেশি উপভোগ্য ও আরামদায়ক করার জন্য কী করতে পারি?

: আমি আপনার কথার কোনো অর্থ ও তাৎপর্য বুঝে উঠতে পারছি না।

: রোজ, আমি বলতে চাই যে আমার প্রতিটি পদক্ষেপেই তোমার প্রয়োজন পড়বে। যদি আমার তিন বছরের বাদশাহীতে আমার বন্ধুত্ব তোমার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে আমি তোমাকেই আমার সম্রাজ্ঞী বানাতে প্রস্তুত।

রোজ জবাব দিল : আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি তিন বছর রানি নামে অভিহিত হওয়ার জন্য আমার সারা জীবন বরবাদ করে দিতে পারি না। আমার বলিষ্ঠ আস্থা রয়েছে, এই শ্বেতশুভ্র উপদ্বীপের শাসকদের সেক্রেটারিরূপে আমার চাকরি স্থায়ী হয়ে যাবে। আপনার পর যে নতুন বাদশাহ আসবে, তিনিও আমাকে ওই চাকরি থেকে বরখাস্ত করবেন না। অথচ আপনার বেগম হয়ে তিন বছর অতিবাহিত করার পর এই দেশের কোথাও আমার আর জায়গা হবে না। আপনি ইজ্জত-সম্মানের সঙ্গে বিদায় হোন অথবা অপমান-অপদস্ত হয়ে বহিষ্কৃত হোন–সব অবস্থায়ই আমাকে আপনার সঙ্গ দিয়ে যেতে হবে। শাহজাদি 'লিকাসিকা' খুবই ভোঁতা মস্তিষ্ক। সে শুধু বর্তমান সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে। কিন্তু আমি ভবিষ্যৎকে অবহেলা করতে পারি না। যদি আপনি আমাকে সত্যি আপনার জীবন সঙ্গিনী বানাতে চান, তাহলে আপনার ক্ষমতার মেয়াদের অধিক কোনো উপায় চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।

সায়মন কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে রোজের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। তাঁর সুউচ্চ শব্দের হাসি পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেতে লাগল, আর রোজ অপ্রস্তুত ও বিচলিত হয়ে এদিক-সেদিক তাকাতে লাগল। পরিশেষে সে হকচকিত হয়ে বলে উঠল : আমি অট্টহাসির কোনো কারণ ও গূঢ়

রহস্য বুঝে উঠতে পারিনি।

: রোজ, তুমি কেমন অজ্ঞ ও অপরিপক্ব লোক।—সায়মন অত্যন্ত ভাবগম্ভীরভাবে পুনরায় বললেন : আমি কোনো সাধু সন্ন্যাসী বা ফকির-দরবেশ নই যে তিন বছর পর আমি স্বেচ্ছায় ক্ষমতার মসনদ ছেড়ে চলে যাব। আমার বংশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এই যে দু শ বছর আগে আমাদের পূর্ব-পুরুষদের এক ব্যক্তি অত্যন্ত সাদামাটা অবস্থা থেকে উন্নতি-অগ্রগতির সিঁড়ি বেয়ে অগ্রসর হতে হতে শেষ পর্যন্ত উজির পদ অলংকৃত করেছিল। তারপর সে এক সফল অভ্যুত্থানের পর ক্ষমতার মসনদ উল্টে দিয়ে রাজকীয় মসনদ এবং রাজমুকুট দখল করে নেয়। অতঃপর তার কতিপয় স্বনামধন্য পুত্র ও পৌত্র তাদের অগ্রজদের সুনাম ও সুখ্যাতি অক্ষুণ্ন রাখে। তাদের ষড়যন্ত্রের ফলে প্রায় অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত অন্যূন চারজন সুলতানকে দৃষ্টান্তমূলক ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হয়। ইতিহাস সাক্ষী, ক্ষমতার দণ্ড লাভ করার জন্য আমার বংশের নিকৃষ্টতম ব্যক্তিও অত্যন্ত সফল ও অব্যর্থ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। আর আমার তো অনায়াসেই বাদশাহী মিলে গেছে। তুমি আমার সম্পর্কে এরূপ ভ্রান্তিতে কিভাবে নিপতিত হয়েছ যে আমি এই লোকদের সরলতা ও বর্বরতার সুযোগ গ্রহণ করত কোনো উপকার লাভের চেষ্টা করব না এবং হায়াত থাকতেই বাদশাহী থেকে অবসর গ্রহণ করব! অদ্যাবধি আমার নিভৃতে ও প্রশান্ত মনে ভেবে দেখার সুযোগ মেলেনি। কিন্তু যদি আমার মন ও মস্তিষ্ক আমার মনোবলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়, তাহলে আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি, এই লোকেরা এখন থেকে তিন বছর পর আরো তীব্রভাবে আমার প্রয়োজন বোধ করবে। আমি তাদের জন্য এমন সব সমস্যা ও জটিলতা সৃষ্টি করব, যা এখন তাদের চিন্তা-চেতনা ও ভাবনা-কল্পনারও অতীত। তিন বছর পর এই লোকেরা বিপদ-মুসিবত ও দুঃখ-কষ্টের আতঙ্কজনক তুফানে পরিবেষ্টিত হয়ে আমাকেই তাদের সর্বশেষ আশ্রয় ও ভরসা মনে করবে। আমি শ্বেতশুভ্র উপদ্বীপের প্রতিটি জাগ্রত বিবেক মানুষের মনে এটা সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেব যে এই দেশের কোনো রাজনীতিবিদ সরকার পরিচালনার কঠিন দায়িত্ব সামাল দেওয়ার যোগ্য নয়।

এতদশ্রবণে রোজের চোখে আনন্দাশ্রু ঝলমল করে উঠল এবং সে বলতে লাগল : সায়মন, ডারলিং আমার! আফসোস লাগছে এই ভেবে যে আমি তোমার যোগ্যতার সঠিক অনুমান করতে পারিনি। আমি তোমারই। আর তুমি আগামী দিনগুলোর কঠিন পর্যায়সমূহ অতিক্রম করার সময় আমাকে তোমার সর্বোত্তম সাহায্যকারীরূপে পাবে।

: আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, রোজ। কিন্তু এখন শাহজাদি

লিকাসিকার সাক্ষাতের কল্পনা আমাকে অত্যন্ত অস্থির করে তুলছে। তার সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যাপারে আমাকে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্যদেরও কিছু জবাবদিহি করতে হবে।

: আপনার শাহজাদির কাছে যাওয়ার কোনো আবশ্যকতা নেই। এরূপে বিষয়টি আরো জটিল আকার ধারণ করবে। এখন উত্তম পন্থা হচ্ছে, আপনি কালবিলম্ব না করে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করুন এবং সেখানে নির্দ্বিধায় এটি ঘোষণা করে দিন যে আপনি এই দেশের জনসাধারণের সফঙ্গ একাত্মতা প্রকাশ করার লক্ষ্যে একটি সাধারণ রমণীর পাণি গ্রহণ করত তাকে জীবনসঙ্গিনী করার ফয়সালা করেছেন।

: তুমি সাধারণ রমণী নও, রোজ।

: ধন্যবাদ। কিন্তু জাতীয় পরিষদ সদস্যদের আশ্বস্ত করার জন্য আপনাকে এরূপ মন্তব্য করতে হবে। ইহা শুনে তারা অবশ্য অস্থির হয়ে পড়বে। তবে কেউ আপনার ফয়সালার ওপর কোনো প্রশ্ন উত্থাপনের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করবে না কিংবা এর বিরোধিতা করার দুঃসাহস দেখাবে না। আমি এক্ষণই আপনার কক্ষ থেকে মাস্টার চঙ্গ সিংকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের নির্দেশ পাঠাচ্ছি।

সায়মন বললেন : এই চঙ্গ সিং বহুত হুঁশিয়ার এবং খুব ধুরন্ধর প্রকৃতির লোক বলে আমার মনে হয়।

রোজ বলল : তিনি যতটুকু সাবধান ও সতর্ক, ঠিক ততটুকু শরিফ ও সভ্রান্ত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি আমাদের বিয়ের বিরোধিতা করবেন না।

: আমি তাঁর হুঁশিয়ারি অপেক্ষা তাঁর শরাফতকে আমার ভবিষ্যতের জন্য বিপজ্জনক বলে মনে করি। আমার ভয় হচ্ছে এই ভেবে যে তাঁর উপস্থিতিতে আমি স্বাধীনভাবে ও নিশ্চিন্ত মনে রাজ্য শাসন করতে পারব না।

রোজ জিজ্ঞাসা করল : তাহলে আপনি কী করতে চান?

: আমি চাই, তিনি অন্তত তিন বছরকাল এই উপদ্বীপের বাইরে কোথাও গিয়ে অবস্থান করুন।

রোজ বলতে লাগল : আপনি তাঁকে ওজারত থেকে বাদ দিতে পারেন, কিন্তু দেশ থেকে বহিষ্কার করতে পারেন না। কারণ তিনি জনসাধারণের কাছে খুবই প্রিয়।

সায়মন মৃদু হাসলেন। তারপর বলতে লাগলেন : আমি জনগণকে বলে দিয়েছি,

পাশ্চাত্যের দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুপ্রতিম সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য আমার একজন হুঁশিয়ার ও বুদ্ধিমান দূত আবশ্যক। আর চঙ্গ সিং এই গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত লোক। আমি তাঁকে এক সপ্তাহের মধ্যে আমেরিকা পাঠিয়ে দেব। যদি শাহজাদি লিকাসিকা ও রাষ্ট্রদূতের চাকরি গ্রহণে সম্মত হয়, তাহলে তাঁকে ব্রিটেন কিংবা ইউরোপের অন্য কোনো দেশে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।

রোজ বলল : কিন্তু চঙ্গ সিং কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর দায়িত্ব সম্পন্ন করে চলে আসবেন। তাহলে আপনি তখন কী করবেন?

সায়মন জবাবে বললেন : আমি তাঁর জন্য এমন কাজ স্থির করে রেখেছি, যাতে তাঁর ভ্রমণের শেষ না হয়। যখন তিনি আমেরিকা থেকে অবসর হবেন, তখন তাঁকে ইউরোপের অন্যান্য দেশ ভ্রমণের নির্দেশ দেওয়া হবে। যখন ইউরোপের দায়িত্ব শেষ হবে, তখন আমি এই নির্দেশ পাঠাব যে তুমি পুনরায় আমেরিকা গিয়ে সেখানকার সর্বশেষ অবস্থা ও পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হতে চেষ্টা করো।

জাপানি সাংবাদিকের পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

মহামান্য কিং সায়মন ক্ষমতার মসনদে সমাসীন থাকাকালে জাপানের এক প্রখ্যাত পত্রিকার রিপোর্টার শানকু মানকু শ্বেতশুভ্র উপদ্বীপের রাজধানীতে বসবাস করতে ছিলেন। তাঁকে দুই মাসের জন্য উপদ্বীপের সার্বিক পরিস্থিতির ওপর বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। শানকু মানকু প্রায় আট সপ্তাহ পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করার পর পুনরায় উপদ্বীপের রাজধানীতে এসে পৌছেন। তখন সেখানে কিং সায়মনের আগমনে উল্লাস ও স্ফুর্তি করা হচ্ছিল। শানকু মানকু বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করে তাঁর পত্রিকার এডিটরের নামে এ বিষয়ের ওপর একটি তারবার্তা প্রেরণ করেন :

: উপদ্বীপের দৈর্ঘ ও প্রস্থের সব প্রান্তিক পরিভ্রমণ সমাপ্ত করার পর আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল দুদিন রাজধানীতে আরাম করব এবং তারপর আপনার খেদমতে গিয়ে পৌছব। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে আমাকে আরো কিছু দিন এখানে অবস্থান করতে হবে। কারণ এখানে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। গতকাল শাহী কিল্লার চার দেয়ালের মধ্যে আকাশ থেকে একটি রকেট এসে পড়ে আর সেই রকেট থেকে বেরিয়ে আসে একজন জীবিত-জ্যান্ত মানুষ, যাঁর সম্পর্কে সবার বিশ্বাস যে তিনি মঙ্গল গ্রহ থেকে আগমন করেছেন। দেশবাসী তাঁকেই তাদের বাদশাহরূপে বরণ করে নিয়েছে। তাঁর নাম 'সায়মন'। এই মুহূর্তে নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না যে প্রকৃতপক্ষে তিনি কোথা থেকে এসেছেন? সম্ভবত ইংরেজ স্থানের সেই রকেট, যা মঙ্গল গ্রহ অভিমুখে রওনা হয়েছিল, তা এখানে এসে পড়েছে। কিন্তু এখানকার বৈচিত্র্যে অনুরাগী জনগণ রকেট থেকে বেরিয়ে আসা 'মুসাফির' সম্বন্ধে এমন কথা শুনতেও প্রস্তুত নয় যে তিনি মঙ্গল গ্রহ ব্যতীত অন্য কোথাও থেকে এসেছেন। তাঁর সম্পর্কে আরো সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে যে তিনি একজন স্বনামধন্য শাহজাদির পরিবর্তে একজন অতিসাধারণ তরুণীকে তাঁর সম্রাজ্ঞীরূপে বরণ করে নেওয়ার ফয়সালা করেছেন। চলতি মাসের বিশ তারিখে তাঁদের বিয়ের কাজ সুসম্পন্ন হতে যাচ্ছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই উপদ্বীপে অবিলম্বে আরো কিছু চিত্তাকর্ষক ও রোমঞ্চকর ঘটনা সংগঠিত হবে, এ জন্য অতিরিক্ত আরো কিছু সময় আমাকে এখানে অবস্থান করার অনুমতি দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

কয়েক ঘণ্টা পর শানকু মানকু উপরিউক্ত তারবার্তার জবাব পেয়ে গেলেন যে তোমার প্রেরিত সংবাদ খুব রহস্যজনক। তাই তোমাকে নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে যে যত দিন পর্যন্ত মঙ্গল গ্রহ থেকে আগত মুসাফির সম্পর্কে আদিঅন্ত ও বিস্ত ারিত তথ্য অবগত হতে না পার, তত দিন তুমি সেখানে থাকতে পারো। শ্বেতশুভ্র উপদ্বীপের নতুন বাদশাহ সম্বন্ধে তোমার পক্ষ থেকে যেসব খবর ও তথ্য পাওয়া যাবে, তা সবই আমাদের পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপানো হবে। তোমার বেতন-ভাতাদিও শতকরা পঞ্চাশ ভাগহারে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

অতঃপর সুদীর্ঘ এক বছর পর্যন্তশানকু মানকু সেখানে অবস্থান করতে থাকেন। যেহেতু কিং সায়মন ক্ষমতার মসনদে আরোহণের আটচল্লিশ ঘণ্টা পর বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ডাক ও তার বিভাগের ওপর সেন্সরশিপ আরোপ করেন এবং বিদেশি সাংবাদিকদের ওপর এক সরকারি নির্দেশে এই বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়, যেন তাঁরা মহামান্য বাদশাহ সম্পর্কে এমন কোনো তথ্য পরিবেশন না করেন, যাতে তাঁর অনুগত প্রজাসাধারণ আহত হয়ে পড়তে পারে। সেহেতু শানকু মানকুকে তাঁর সেখানে অবস্থানকালে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রিপোর্ট প্রেরণের ওপরই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তাঁর পত্রিকার এডিটরকে তিনি অবশ্য এক গোপন পয়গামের সাহায্যে অবহিত করেছিলেন যে যত দিন পর্যন্ত আমি এখানে অবস্থান করছি, তত দিন অবধি কিং সায়মনের কীর্তিকলাপের বিস্তারিত বিবরণ প্রেরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

অন্যথায় এক মিনিটের জন্যও আমাকে এখানে থাকার অনুমতি দেওয়া হবে না। শ্বেতশুভ্র উপদ্বীপের সার্বিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভরযোগ্য, তথ্যবহুল ও প্রামাণ্য বিস্তারিত প্রতিবেদন আমি তখন আপনার সামনে হাজির করব, যখন আপনি আমাকে এখান থেকে ডেকে পাঠাবেন। একমাত্র আমি ব্যতীত সব বিদেশি সাংবাদিককে এরই মধ্যে এখান থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। অদ্যাবধি আমার এখানে থাকার সুযোগ লাভের কারণ হচ্ছে এই যে আমি কিং সায়মনের অসন্তোষজনক কোনো আচরণ করিনি। একমাত্র বিদেশি সাংবাদিকরূপে এখানে আমার অত্যধিক মর্যাদা রয়েছে। আমি অবাধে শাহী মহলে যাতায়াত করতে পারি। কিং সায়মন ও তাঁর বেগম প্রতি সপ্তাহে দু-একবার আমাকে ভোজের নিমন্ত্রণ জানান। সে সুবাদে আমি এমন সব তথ্য অবগত হয়েছি, যা সমগ্র বিশ্বকে বিস্মিত করে দেবে। আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস, যখন আমার মূল প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে, তখন আমাদের পত্রিকার সার্কুলেশন দ্বিগুণ হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে থাকা অবস্থায় আমি কিং সায়মনের বিরাগভাজন হওয়ার ঝুঁকি নিতে পারি না।

এক বছর পর শানকু মানকু অপর এক গোপন সংবাদের সাহায্যে তাঁর পত্রিকার এডিটরকে অবহিত করেন যে এ উপত্যকায় আমার ধৈর্যের পাল্লা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। আমার কাছে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য এত বেশি তথ্য জমা হয়েছে যে আমরা অন্তত তিন মাস পর্যন্ত সারা দুনিয়ার মানুষের কৌতূহলী দৃষ্টি আমাদের পত্রিকার প্রতি নিবদ্ধ রাখতে পারব। তবে আমার ভয় হচ্ছে এই ভেবে যে যদি আমার ওপর কোনো দুর্ঘটনা আপতিত হয়! এরই মধ্যে যদি আমার তৈরি প্রতিবেদনও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে যায়, তবে তো আমাদের পত্রিকার অপূরণীয় ক্ষতি হবে। আমি এখানে যা দেখেছি তা শুধু জাপানিদেরই নয়, সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে বিস্মিত করে দেবে। তাই আমি অত্যন্ত বিনয় ও বিনম্রতার সঙ্গে কালবিলম্ব না করে আমাকে ডেকে পাঠানোর আবেদন জানাচ্ছি।

পত্রিকার সম্পাদক এই সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শানকু মানকুর কাছে এই খবর প্রেরণ করে দেন যে তুমি এক্ষনি চলে এসো।

রওনা দিয়ে চলে যাওয়ার অব্যবহিত-পূর্বে শানকু মানকুকে স্থানীয় সাংবাদিকরা জাঁকজমকপূর্ণ এক বিদায়ী পার্টি দিলেন। শ্বেতশুভ্র উপদ্বীপের সরকার সেই দেশের ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষকে এই নির্দেশ দিয়েছিল যে একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ সাংবাদিকরূপে শানকু মানকুর সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে যেন পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

শানকু মানকু টোকিও (Tokyo) পৌছার কয়েক দিন পর স্বচক্ষে দেখা শ্বেতশুভ্র উপদ্বীপের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে তাঁর নতুন প্রতিবেদন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পেতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বের প্রখ্যাত ও উল্লেখযোগ্য সব পত্রিকায় সেই প্রতিবেদনের অনুবাদও প্রকাশিত হতে থাকল। মহামান্য সম্রাটের সরকারও তাৎক্ষণিক জবাবে এর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার প্রয়োজন বোধ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্ব প্রকার বিদেশি পত্রিকা আমদানি বন্ধ করে দিল।

২

এখন আমরা শানকু মানকুর তৈরি প্রতিবেদনের সারাংশ সুধী পাঠকদের সম্মুখে উল্লেখ করছি। তিনি লিখেন-

'মহামান্য বাদশাহ কিং সায়মন পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। আমার শত ভাগ আত্মবিশ্বাস, তিনি মঙ্গল গ্রহের অধিবাসী নন। তাঁর নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক যোগ্যতার মূল্যায়ন করার পর আমি পরিপূর্ণ আস্থার সঙ্গে বলতে পারি যে যদি মঙ্গল গ্রহে তাঁর মতো মন-মেজাজ ও চিন্তা-চেতনার অধিকারী আরো কিছুসংখ্যক মানুষের বসতি থাকে, তাহলে সূর্যের নিয়মিত পরিক্রমায় ও আবর্তনে এক দিনের জন্য ভারসাম্য রক্ষা পাওয়া সম্ভব হতো না। অবশ্য এই সৌভাগ্য আমাদের এই মাটির পৃথিবী ব্যতীত অন্য গ্রহের ভাগ্যে জোটেনি যে সেটা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বহু অস্বাভাবিক ঘাত-প্রতিঘাতের শিকার হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করে টিকে রয়েছে।

আমি আমার এর আগেকার ওই সব লেখা ফিরিয়ে নিচ্ছি, যা আমি আমার বিগত প্রতিবেদনে কিং সায়মন ও তাঁর প্রজাসাধারণ সম্পর্কে লিখেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সুধী পাঠকদের শপথ করে এ কথার আশ্বাস দিচ্ছি যে পরবর্তী রিপোর্টে আমি মাত্রাতিরিক্ত ও অবাস্তব কোনো বিবরণ উপস্থাপন করিনি। অধিকন্তু আমার বর্তমান প্রতিবেদন শোনা শোনা কথার পরিবর্তে বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে রচিত।

প্রয়াত বাদশাহর অসিয়ত তথা অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী শ্বেতশুভ্র উপদ্বীপের জনগণ কিং সায়মনকে মাত্র তিন বছরের জন্য তাদের বাদশাহ হিসেবে মনোনীত করে। তিন বছরের নির্ধারিত মেয়াদের জন্য কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্র কিংবা মন্ত্রিসভার বিষয় তো সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তিন বছরের মেয়াদি বাদশাহীর কল্পনা করতেও অবাক লাগে। সম্মানিত পাঠকদের বিস্ময়ের পরিমাণ কিছুটা হালকা করার জন্য এ পর্যায়ে আমি একটি কথা বলে রাখা জরুরি বলে মনে করি, শ্বেতশুভ্র উপদ্বীপের অধিবাসীরা নতুনের প্রতি তাদের অনুরাগ-আসক্তির দিক থেকে সমগ্র দুনিয়াবাসী থেকে ব্যতিক্রম। নিত্যনতুনের প্রতি আকর্ষণের এর থেকে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে যে আকাশ থেকে একটি রকেট মাটিতে এসে পড়ে, আর রকেট থেকে বেরিয়ে আসে একজন মানুষ। অবিকল আমাদের মতোই মানুষ। কিন্তু তারা তাঁকে মঙ্গল গ্রহের অধিবাসী বলে মনে

করে, রাজমুকুটের মালিকে মুখতার বানিয়ে দেয়। এমনকি কেউ একটু জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করার কোনো প্রয়োজন বোধ করি না যে যদি সত্যি তিনি মঙ্গল গ্রহ থেকে এসে থাকেন, তাহলে ইংরেজি জানলেন কী করে? অধিকন্তু প্রাথমিকভাবে কিছুদিন তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনার অবস্থা ছিল এই যে যদি কেউ তাঁর সম্বন্ধে শুধু এতটুকু বলে দিত যে তাঁর কথাবার্তা সাধারণ মানুষ থেকে ব্যতিক্রম নয়, তখন তাঁকে সর্বসাধারণের সামনে নির্ঘাত উত্তমমধ্যম লাগানো হতো।

আমি তো ছিলাম একজন সাংবাদিক। তাই কিং সায়মনের সঙ্গে কয়েকবার একান্ত পরিবেশে মিলিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আর সুযোগ পেলেই আমি তাঁর কাছে মঙ্গল গ্রহের আবহাওয়া, জলবায়ু, ভৌগোলিক অবস্থান, মঙ্গল গ্রহবাসীর ইতিহাস-ঐতিহ্য, তাদের স্বভাবচরিত্র, আচার-আচরণ ও রসম-রেওয়াজ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতাম। কিন্তু তিনি আমার কোনো প্রশ্নেরই সন্তোষজনক জবাব দিতে পারতেন না। আমি কতবার এ কথা নোট করেছিলাম যে মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে প্রশ্ন করতেই তিনি অপ্রস্তুত হয়ে যেতেন ও হকচকিত হয়ে উঠতেন।

আমার প্রাথমিক প্রতিবেদনে আমি লিখেছিলাম, শাহজাদি লিকাসিকার পরিবর্তে 'ম্যাডাম ওয়ায়েট রোজ'-এর সঙ্গে কিং সায়মনের বিবাহ হওয়ার কারণ এই ছিল যে তিনি এই প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের কাছাকাছি আসতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু আসল ঘটনা এরূপ ছিল না। কিং সায়মন তাঁর প্রজাসাধারণ, বিশেষত সরলমনা মানুষকে এত বেশি ঘৃণা করেন, যেমন খারাপ মনে করতেন নব জাগ্রত ও সম্প্রতি উন্নত ইউরোপবাসী তাদের বিজিত দেশের জনসাধারণকে। ম্যাডাম ওয়ায়েট রোজের সঙ্গে কিং সায়মনের বিয়ে ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রয়োজনের অবশ্যম্ভাবী ফল। এই বিচক্ষণ ও হুঁশিয়ার মহিলা সম্ভবত প্রথম সাক্ষাতেই কিং সায়মনকে তাঁর যোগ্যতা ও গুরুত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বুঝিয়ে দিয়েছিল। এখন অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে মহামান্য সম্রাট তাঁর অঙ্গুলি হেলনেই ওঠে আর বসে। এমনকি তাঁর নির্দেশ মতোই সব কাজ করে থাকে। কয়েকটি সাক্ষাৎকারে মিলিত হওয়ার পর বাদশাহ ও বেগমের পারস্পরিক সম্পর্কের যে বৈশিষ্ট্য আমার কাছে ফুটে উঠেছে তা এই, তাঁরা উভয়েই সমভাবে তাঁদের অপারগ ও অসহায় প্রজাদের অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখে থাকেন। তাঁদের সম্মুখে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, তাঁরা কী করে কিয়ামত পর্যন্ত এই উপদ্বীপের ওপর তাঁদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারেন।

এ ক্ষেত্রে বাদশাহ ও বেগম সর্বদা দুই ব্যক্তিকে বিপজ্জনক বলে মনে করতে ছিলেন। তাঁদের একজন ছিলেন মাস্টার চঙ্গ সিং, যিনি তাঁর স্বভাবজাত

বিচক্ষণতা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও প্রবল আত্মবিশ্বাসের বদৌলতে কিং সায়মনের জন্য কোনো বিপদের কারণ হতে পারতেন। অপরজন ছিলেন শাহজাদি লিকাসিকা, যাঁর প্রতিটি আন্তরিক প্রয়াস-প্রচেষ্টা যেকোনো সময় তাঁদের জন্য সমূহবিপদ ডেকে আনতে পারত। তাই কিং সায়মন তাঁদের দুজনকেই রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন।

অতঃপর বাদশাহ ও বেগম প্রত্যেকে পৃথক পৃথকভাবে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির প্রতিটি সদস্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দেশের জাগ্রত বিবেক, সচেতন জনগণ এ সাক্ষাৎকারের প্রত্যয় ও প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য ছিল অস্থির। সাংবাদিকরা শাহী মহলের দরজায় অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে থাকতেন। আর যেইমাত্র জাতীয় পরিষদের কোনো সদস্য বাদশাহ কিংবা বেগমের সঙ্গে দুপুর অথবা রাতের খাবার খেয়ে বেরিয়ে আসতেন, তখনই তাঁরা অত্যন্ত অস্থিরচিত্তে ও ব্যস্তসন্ত্রস্তভাবে জিজ্ঞাসা করতেন, বাদশাহ অথবা বেগমের সঙ্গে আপনার কী কী কথা হয়েছে? কেউবা জবাবে বলতেন, বাদশাহ ও বেগম প্রজাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থা সংশোধন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁরা একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার ব্যাপারে আমার মতামত জানতে চেয়েছেন। কেউবা এই বলে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন যে আমার আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল কৃষ্ণ উপদ্বীপের জঙ্গি প্রস্তুতি সম্পর্কিত। আবার কেউবা জবাব দিতেন, আমি সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর কাছে দেশদ্রোহী বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর ধ্বংসাত্মক তৎপরতা প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ পেশ করেছি। কিন্তু আমি পয়েন্টটি বিশেষভাবে নোট করেছিলাম তা ছিল এই যে রাজা ও রানির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর জাতীয় পরিষদের প্রতিটি সদস্যকে অত্যন্ত সন্তুষ্ট, পরিতৃপ্ত, উৎফুল্ল ও উল্লসিত দেখাত। অথচ শাহী মহলের ভেতর যাওয়ার সময় তাঁদের চেহারা থাকত খুবই মলিন, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও আতঙ্কিত। কিন্তু সাক্ষাৎকারের পর শাহী মহল থেকে বেরিয়ে আসার সময় তাঁদের ভাবভঙ্গি ও কথাবার্তায় খুবই গর্ব, অহংকার ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেত।

অপর যে পয়েন্টটি আমি নোট করেছিলাম, তা ছিল এই, যে ব্যক্তি তাঁর ব্যক্তিগত জনসভায় বাদশাহ ও বেগমের কঠোর সমালোচনায় মুখর থাকতেন, তিনিই সাক্ষাৎকারের পর তাঁদের স্তুতি-প্রশংসা, গুণকীর্তন ও মর্যাদা-বিশ্বস্ততার জয়গানে বিভোর হয়ে যেতেন। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির অন্যতম সদস্য গাওলি অ্যাসেম্বলির মেম্বারদের একটি ছোট গ্রুপের নেতা ছিলেন, যিনি প্রকাশ্যে বলে বেড়াতেন যে আমরা অজ্ঞাত-অপরিচিত একজন লোককে নিজেদের ভাগ্য-বিধাতা বানিয়ে দিয়ে অত্যন্ত অদূরদর্শিতা, নির্বুদ্ধিতা, অপরিপক্বতা ও

অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দিয়েছি। তিনি তো একেবারে আমাদের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে ও নাগালের ভেতরেই ছিল। কিং সায়মন যখন সাক্ষাৎকারের জন্য তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তখন শহরে এরূপ গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে তাঁকে বিদ্রোহাত্মক ভাবভঙ্গি প্রদর্শন করার অপরাধে গ্রেপ্তার করে নেওয়া হবে। যখন বাদশাহর পক্ষ থেকে ডেকে পাঠানো হলো, তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে টেলিফোন করে বললেন, তুমি এক্ষুনি চলে এসো। আমি যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছি, ততক্ষণে তিনি খুবই ভাববিহ্বল ও অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন। আমাকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, তুমি জান যে আমাকে বাদশাহ্ ও বেগমের পক্ষ থেকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। আমি জবাবে আরজ করলাম, হ্যাঁ, স্থানীয় একটি পত্রিকার সম্পাদক এই মাত্র আমাকে সংবাদ দিয়েছেন। গাওলি তাঁর গ্রেপ্তারির আশঙ্কা ব্যক্ত করে আমার কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করলেন যে যদি তাঁর সঙ্গে কোনো প্রকার অসদাচরণ করা হয়, তখন আমি যেন সভ্য দুনিয়ার সব দেশের সংবাদপত্রের দৃষ্টি শ্বেতশুভ্র উপদ্বীপের অত্যাচারিত-উৎপীড়িত ও নির্যাতিত-নিগৃহীত জনগণের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করি।

আমরা কথাবার্তা বলতে ছিলাম। এরই মধ্যে গাওলির পার্টির চারজন সদস্যও সেখানে এসে উপস্থিত হলো। তারাও ছিল অত্যন্ত ব্যস্ত। তাদের একজন প্রস্তাব করল, গাওলির কোথাও গিয়ে আত্মগোপন করা, অথবা গা-ঢাকা দেওয়া উচিত। জবাবে গাওলি বললেন, আমি নির্বোধ ও কাপুরুষদের পথ অবলম্বন করতে পারব না। যখন তিনি তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁর চার সঙ্গীই পর্যায়ক্রমে তাঁর সঙ্গে কোলাকুলি করল। আমাকেও তাঁর সঙ্গে আলিঙ্গন করতে হলো। তাঁকে বিদায় অভিবাদন জানানোর পর আমরা স্থির করলাম, আমরা বসে তাঁর ফেরত আসার অপেক্ষা করতে থাকব। একটানা তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর আমাদের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে গাওলিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমি মনে করেছিলাম, পুলিশ এখন তাঁর সঙ্গীদের তালাশে বেরিয়ে পড়বে। অতএব, তাদের সঙ্গে একত্রে আমার বসে থাকা ঠিক হবে না। এই ভেবে আমি সেখান থেকে কেটে পড়তে চাচ্ছিলাম। এরই মধ্যে সাড়ে তিন ঘণ্টায় গাওলির গাড়ি গৃহের আঙ্গিনায় এসে প্রবেশ করল।

আমরা তাড়াতাড়ি তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য বেরিয়ে এলাম। গাওলি যখন গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁর চোখে-মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল। তাঁর এক বন্ধু সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তাঁর সঙ্গে কোলাকুলি করার চেষ্টা করতেই তিনি এককদম পেছনে সরে গিয়ে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমরা তাঁর এত দেরি করে ফিরে আসার কারণ জানতে চাইলাম। তিনি জবাবে

বললেন যে বাদশাহ ও বেগম আমাকে দুপুরের খানা খাওয়ার জন্য রেখে দিয়েছিলেন। আমরা সাক্ষাৎকারের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : মহামান্য বাদশাহর সঙ্গে আমার অত্যন্ত আন্তরিক ও বন্ধুপ্রতিম সাক্ষাৎকার হয়েছিল। তাই এখন আমার আগাম অবাস্তব ও আনুমানিক ধারণার ওপর হাসি আসছে।

গাওলির সঙ্গী-সাথীরা বাদশাহ ও বেগমের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত বিবরণ শোনার জন্য অস্থির হয়ে পড়ে। অথচ তিনি তাদের এই বলে সান্তনা দিতে চাইলেন যে আমার মনে কিছু শংসয় ছিল, তা মহামান্য বাদশাহ দূর করে দিয়েছেন। এখন আমি অত্যন্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তাই আমার আরাম করা আবশ্যক।

অগত্যা গাওলির বন্ধুরা অপারগ অবস্থায় ও পেরেশান হয়ে সেখান থেকে চলে গেল। কিন্তু আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। গাওলি মুচকি হেসে আমার দিকে তাকালেন এবং বলতে লাগলেন : তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।

এতদশ্রবণে আমি একেবারে তাঁর কাছে গিয়ে বসে পড়লাম। তারপর তিনিও ঢোক গিলে কী যেন ভেবেচিন্তে বলতে লাগলেন,

: আমি আমার একজন বন্ধু থেকে কোনো কথা গোপন করার চেষ্টা করব না। কিন্তু তার আগে আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, যদি আমাকে গ্রেপ্তার করা হতো, তাহলে তোমরা কী করতে?

আমি জবাব দিলাম : আপনাকে মুক্ত করা বা ছাড়িয়ে আনার কোনো ক্ষমতা তো আমার ছিল না। তবে আমি মনে মনে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আপনি যদি গ্রেপ্তার হয়ে যান, তাহলে আমি জাপান থেকে শুরু করে আমেরিকা পর্যন্ত প্রতিটি সভ্য দেশের সংবাদপত্রে কিং সায়মনের বিরুদ্ধে একেবারে তোলপাড় সৃষ্টি করে দেব। এমনকি আমার মনে কখনো এরূপ চিন্তাও স্থান পেত না যে পাছে এই দেশের সরকার আমার সঙ্গে কিরূপ আচরণ করে বসে।

অবশ্য এটা ছিল আমার এক কূটনৈতিক চাল। এতে আমি গাওলির মধ্যে এরূপ বিশ্বাস সৃষ্টি করার প্রয়াশ পাচ্ছিলাম। তা না হলে শ্বেতশুভ্র উপদ্বীপের হালহকিকত বিশদভাবে জানা ও তা স্বচক্ষে দেখার জন্য আরো কিছু সময় আমার সেখানে অবস্থান করা এত জরুরি ছিল যে যদি গাওলির মতো এক হাজার লোককে ফাঁসিতে ঝোলানো হতো, তথাপি আমি সেখান থেকে এক কদমও নড়তাম না। ফলে গাওলি আমার বিশ্বস্ততায় খুবই প্রভাবিত হন এবং

বলে উঠেন : আমাদের দেশের সংবাদপত্র একেবারেই নিম্নমানের। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, একটি উন্নত পত্রিকা বের করার জন্য কী পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হবে?

আমার জানামতে, গাওলির কোনো বিত্তবান ধনী লোক ছিল না। তাই আমি বললাম : একটি উন্নতমানের খবরের কাগজ বের করার জন্য যে পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন, তা আপনাদের দেশের সর্বাপেক্ষা বিত্তশালী ব্যক্তিও জোগান দিতে পারবেন না। তাই এরূপ অদ্ভুত খেয়াল ও কল্পনাবিলাস নিজের মন থেকে ঝেড়ে মুছে ফেলুন।

কিন্তু গাওলি অত্যন্ত বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রত্যুত্তরে বলতে লাগলেন : আমি আমাদের দেশে একটা 'স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকা প্রকাশের ফয়সালা করে ফেলেছি। এ জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জোগান দেওয়ার ব্যাপারে আমার কোনো প্রকার ব্যতিব্যস্ত হওয়ারও প্রয়োজন হবে না। তবে একটি শর্ত আছে, আর তা হচ্ছে, সে পত্রিকার এডিটরের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে তোমাকেই।

আমি বলতে লাগলাম : আপনি ইয়ার্কি মারছেন না ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছেন!

তিনি বললেন : আমি আদৌ কৌতুক করছি না। তিন বছর পর এই দেশের শাসনক্ষমতা আসবে আমার হাতে। হিজ ম্যাজেস্ট্রি কিং সায়মন শপথ করে আমার সঙ্গে ওয়াদা করেছেন, তিনি তাঁর মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর বাদশাহীর জন্য আমার নাম প্রস্তাব করবেন। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি যদি আমার শাসনকালে আর কোনো উল্লেখযোগ্য কিছু করতে না পারি, তাহলে কমপক্ষে অন্তত জাতিকে একটি স্ট্যান্ডার্ড খবরের কাগজ অবশ্যই দিয়ে যাব।

আমিও বললাম : যখন আপনি বাদশাহ হিসেবে আমাকে ডেকে পাঠাবেন, তখন আমি অবশ্যই সে ডাকে সাড়া দিয়ে হাজির হয়ে যাব।

বিদায়ের প্রাক্কালে গাওলি আমার কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করলেন যে আমি এ কথা আর কারো কাছে প্রকাশ করব না।

এই সাক্ষাৎকারের পর আমার জন্য এটি উপলব্ধি করা কঠিন ছিল না যে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্যদের বাদশাহ ও বেগমের সঙ্গে সাক্ষাতের পর কেন যে এত আনন্দিত, উল্লসিত ও উৎফুল্ল দেখায়?

একই নিয়মে পরের দিন জাতীয় পরিষদের অপর এক সদস্য সাক্ষাৎকার প্রদানের পর যখন ফিরে আসেন, তখন আমি কৌতূহলবশত তাঁর বাসায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি এবং তাঁকে বলি : মহাত্মন, আমার পক্ষ থেকে যথাসময়ের আগেই মোবারকবাদ কবুল করুন।

: কোন সুবাদে এই ধন্যবাদ জ্ঞাপন?–তিনি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

আমি জবাবে আরজ করলাম : আমি শুনেছি, কিং সায়মন আপনাকে তাঁর উত্তরাধিকারী কিংবা স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেছেন।

কয়েক মুহূর্ত তাঁর মুখ থেকে কোনো কথা বেরোতে পারল না। পরিশেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমাকে এই কথা কে বলেছে?

আমি প্রত্যুত্তরে আরজ করলাম : আমি আমার জানার উৎস সম্পর্কে আপনাকে বলতে পারছি না। তথাপি আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, বাদশাহ ও বেগম আপনার সঙ্গে যেসব কথাবার্তা বলেছেন, তা আমি ব্যতীত বাইরের আর কোনো মানুষের জানা নেই। তদুপরি আমি আপনার সঙ্গে এই ওয়াদা করছি যে এই মূল্যবান গোপন তথ্য আমি আর কারো কাছে প্রকাশ করব না।

তিনি বললেন : তুমি বড় মারাত্মক, ভয়ংকর ও বিপজ্জনক মানুষ। যদি তুমি তোমার বুকে এই গোপন কথা ধরে রাখতে পারো, তাহলে তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমি বাদশাহ হওয়ার পর তোমাকে রাজদরবারে গোয়েন্দা বিভাগের ইনচার্জ বানাব।

অনন্তর একের পর এক ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির প্রতিটি সদস্যের সঙ্গে আমি মিলিত হই। ফলে আমার আর কোনো সন্দেহ রইল না যে কিং সায়মন ও তাঁর বেগম জাতীয় পরিষদের প্রতিটি সদস্যকে নিশ্চিতরূপে আশ্বস্ত করে ফেলেছেন যে আমাদের পরে শ্বেতশুভ্র উপদ্বীপের ক্ষমতার মসনদের একমাত্র অধিকারী হবে তুমিই!

ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির প্রত্যেক সদস্যকে পৃথকভাবে বাদশাহীর স্বপ্ন দেখানোর পর কিং সায়মন হঠাৎ ঘোষণা দিলেন, জাতীয় পরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে ভাবি বাদশাহীর জন্য নির্ধারণ করা হবে, যিনি দেশের উচ্চস্তরের লোকদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখবেন।

আমার একান্ত ইচ্ছে, উজিরে আজম ও তাঁর ক্যাবিনেট সদস্যদের সাধারণ জনতার মধ্য থেকে নেওয়া হবে। প্রয়াত শাসনকর্তার অভিলাষও ছিল তা-ই।

যেহেতু জাতীয় পরিষদের প্রত্যেক সদস্যকে বাদশাহীর স্বপ্ন দেখানো হয়েছে, সেহেতু তাঁদের কেউ-ই উজির হওয়ার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করেননি এবং সর্বসম্মতিক্রমে কিং সায়মনকে এই এখতিয়ার দিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে তিনি তাঁর পছন্দমতো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন ও পরিষদ গঠন করে দেন।

কিং সায়মন অপর এক সরকারি ফরমান দ্বারা জাতীয় পরিষদের উপরিউক্ত সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ওপর আস্থা স্থাপন করতে গিয়ে বলেন : আমি জাতীয়

পরিষদের সদস্যদের কাছে কৃতজ্ঞ যে তাঁরা বিভিন্ন স্তরের মন্ত্রী পদের জন্য জনগণের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত রয়েছেন। জনসাধারণের খাদেম হিসেবে এটা আমার মৌলিক দায়িত্ব ও অন্যতম কর্তব্য, এই জন্য আমি এমন লোকদের খুঁজে বের করি, যারা তাদের সব গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে। আমি এমন এক মন্ত্রণালয় গঠন করব, যা সব দিক থেকেই হবে ব্যতিক্রম ও অনন্যবৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আমার সরকার উপযুক্ত প্রার্থীদের তালাশ করে বের করার জন্য তাঁর সার্বিক প্রয়াস ও আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার সব ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে ফেলেছেন।

৩

প্রায় তিন সপ্তাহ চিন্তা-ভাবনা করার পর কিং সায়মন আটাশজন উজির নিয়োগ করলেন। তার মধ্যে বিশজন পুরুষ ও আটজন মহিলা। সম্রাজ্ঞী ওয়ায়েট রোজের দাবি ছিল, মন্ত্রিসভায় মহিলাদের সংখ্যা পুরুষের সমান হওয়া উচিত। কিন্তু কিং সায়মন জাতীয় পরিষদ ও জনগণের বিরোধিতার কারণে আটজনের অধিক মহিলাকে মন্ত্রী পদ ন্যস্ত করা মঞ্জুর করেননি। যেদিন মন্ত্রীদের তালিকা প্রকাশ পেয়েছিল, ঠিক সেই দিনই সম্রাজ্ঞী ওয়ায়েট রোজ দেশের নারীসমাজের উদ্দেশে এক গুরুত্বপূর্ণ পয়গাম প্রকাশ করেছিলেন। পয়গামটি ছিল নিম্নরূপ,

: প্রিয় বোনেরা আমার, শ্বেতশুভ্র উপদ্বীপের ইতিহাসে এটাই প্রথম ঘটনা যে এই দেশের সরকারি কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া গেছে। তবে অত্যন্ত আফসোসের বিষয়, পুরুষদের বিরোধিতার কারণে তাদের সমপরিমাণ ও সমানসংখ্যক মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ মেলেনি। বাদশাহ আলমপনা নিজে অবশ্য মহিলাদের সমান প্রতিনিধিত্ব প্রদানের সুযোগ দিতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু দেশের পুরুষদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তাঁকে তাঁর ইচ্ছা পরিবর্তন করতে হয়েছে। তথাপি আমি আপনাদের কাছে এই ওয়াদা করছি যে যত দিন পর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদে মহিলাদের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় বেশি না হয়েছে, আমি বসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলব না। আমাদের দেশের পুরুষদের একটি ভুল ধারণা রয়েছে যে মহিলারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে পারে না। অথচ আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমার যে আটজন বোন দেশের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁদের প্রতিভা ও

যোগ্যতা প্রমাণ করার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁদের এই ভুল ধারণা দূর করে দিতে পারবেন। যদি মহিলারা আমার এই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেন, তাহলে সে দিন বেশি দূরে নয়, যখন পুরুষ জাতি মেয়েদের অধিকার কড়ায়গণ্ডায় বুঝিয়ে দিতে বাধ্য হবে।

উপদ্বীপের নারীসমাজ সম্রাজ্ঞীর এই বাণীর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং অস্বাভাবিক উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে স্বাগত জানান। আবেগপ্রবণ মহিলারা তাদের পঞ্চাশ হাজারের এক বিশাল মিছিল বের করে রাজধানীতে। তারা অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে গগনবিদারি স্লোগান তোলেন 'কিং সায়মন জিন্দাবাদ', 'সম্রাজ্ঞী ওয়ায়েট রোজ জিন্দাবাদ', 'মহিলাদের ন্যায্য অধিকার কেড়ে নেওয়ার পক্ষপাতিরা মুর্দাবাদ' প্রভৃতি। আমি বাজার থেকে ফেরার পথে তারা তাদের ব্যবহারিক শক্তির প্রদর্শনী করার তীব্র প্রয়োজন বোধ করে। এমনকি তাদের কয়েকজন পুরুষদের দুই কান শক্ত হাতে কষে ধরে টেনে-হেঁচড়ে বাজারে নিয়ে আসে। তাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকেরা অবস্থা বেগতিক দেখে মেয়েদের পক্ষে স্লোগান দিতে শুরু করে। কিন্তু পনেরো-বিশজন লোক মহিলাদের সমাবেশে অংশ গ্রহণ করতে তথা সেখানে যোগদান করতে অস্বীকার করে বসে। যাদের তারা অত্যন্ত কঠোরভাবে মারধর করে। সন্ধ্যায় শহরের বিভিন্ন পুলিশ স্টেশন থেকে আমি সংবাদ পেতে লাগলাম যে প্রায় পঞ্চাশজন হালকা-পাতলা ও দুর্বল লোক তাদের গিন্নিদের অসদাচরণ ও অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে ডায়রি করেছে। পরের দিন একজন স্কুলশিক্ষক জনৈক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এরূপ এক মোকদ্দমা ঠুকে দিয়েছেন যে গতকাল যখন মহিলাদের মিছিল আমার বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, তখন উচ্ছ্বসিত ও গগনবিদারি স্লোগানের শব্দ আমার সুস্বাস্থ্যের অধিকারী স্ত্রীর কান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। আমার স্ত্রীও মিছিলে অংশগ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিল। কিন্তু আমি তাকে বারণ করেছিলাম। আমরা যখন কথা কাটাকাটি করছিলাম, তখন মহল্লার কয়েকজন মহিলা আমাদের ঘরে এসে প্রবেশ করে। তারা আমার স্ত্রীকে এত বেশি অস্থির করে তোলে যে তা হাতাহাতির পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়। মহল্লার অন্য মহিলাদেরও তারা গোসলখানায় ঢুকিয়ে বন্দি করে রাখে। একটানা চৌদ্দ ঘণ্টা পর আমাকে সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়।

মহিলা ও পুরুষদের এই বিবাদ ও বিতর্কের কারণে জনসাধারণের চিন্তা করারই অবকাশ ছিল না যে যেসব লোককে মন্ত্রীরূপে মনোনীত করা হয়েছে, তাদের চৌহদ্দী কী? কয়েক দিন পর যখন এই দাবানল সর্বত্র লেলিহান বহ্নিশিখার মতো জ্বলে ওঠে, তখন জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়ে যে মহামান্য বাদশাহ জাতির সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত উপাদানগুলোকে জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। অধিকাংশ মন্ত্রীই ছিলেন প্রখ্যাত স্মাগলার, যাঁর যৌবনের অধিকাংশ সময় কয়েদখানায়ই অতিবাহিত হয়েছে। একজন ছিলেন ব্যবসায়ী, যিনি চোরাকারবারির অপরাধে পরপর তিনবার জেল ও জরিমানার শাস্তি পেয়েছেন। দুজন ছিলেন প্রখ্যাত ও সুপরিচিত পকেটমার। যাঁদের জেল-হাজতে থাকা অবস্থায়ই এই সুখবর দেওয়া হয়েছিল যে তোমাদের দেশের উজির নিযুক্ত করা হয়েছে। অপর দুজন ছিলেন সরকারি কর্মচারী, যাঁদের একজনকে অযোগ্যতার কারণে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। অপরজন ছিলেন ঘুষের চল্লিশটি মোকদ্দমার আসামি। অন্য দুজন ছিলেন রাজনৈতিক নেতা, যাঁরা দেশের নিরাপত্তাবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে যাবজ্জীবন শাস্তি ভোগ করেছিলেন। তাঁদের অপরাধ ছিল এই যে তাঁরা কৃষ্ণ উপদ্বীপের সরকারের ইঙ্গিতে দেশে গৃহযুদ্ধ লাগানোর জন্য বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়কে একে অন্যের বিরুদ্ধে উসকানি দিচ্ছিলেন।

বাদশাহ আলমপনা স্বয়ং জেলের ভেতর গিয়ে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তাঁদের এই সুখবর শুনিয়েছিলেন যে তোমাদের আজই সূর্যাস্তের আগে জেল থেকে বের করে উজিররূপে নিয়োগ করা হবে। অন্যান্য উজির সম্পর্কেও আমি অবগত হয়েছি যে তাঁদের অধিকাংশের জীবন নির্দোষ ও নিষ্কলুষ নয়। কেউবা গুণ্ডামিতে, কেউবা চুরিতে, কেউবা জুয়া-জালিয়াতিতে, কেউবা রাহাজানির অপরাধে ছিলেন শাস্তিপ্রাপ্ত। অপরদিকে মহিলা মন্ত্রীদের মধ্যে একজন সম্পর্কে আমি জানতে পেরেছি, তিনি শহরের এক প্রখ্যাত নাট্যক্লাবের নর্তকি ছিলেন, আর তাঁকে উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনার প্রদর্শনী করার অপরাধে তিন তিনবার দেশান্তর করা হয়েছিল। দ্বিতীয় মহিলা মন্ত্রী এ জন্য মশহুর ছিলেন যে তিনি ছিলেন ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের গ্রুপের সর্দারণী। তৃতীয়জনের সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, তিনি তাঁর পঞ্চম স্বামীকে প্রত্যহ অন্তত একবার অবশ্যই প্রহার

করে থাকেন। অন্যান্য মহিলার সুখ্যাতি অবশ্য মন্দ নয়। তন্মধ্যে দুজন সম্পর্কে তো আমি শুনেছি, তাঁরা ভালো বংশের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু তাঁদের সবারই এই আশঙ্কা রয়েছে যে একদিন তাঁদের হুঁশিয়ার বোনেরাই তাঁদের চুল উপড়ে ফেলবে।

এই নির্বাচনের ব্যাপারে দেশের প্রতিটি সচেতন মানুষ অস্থির ছিল। এতদসত্ত্বেও জনসাধারণের দুই দলের প্রতিক্রিয়া পরস্পরবিরোধী ছিল। কিছুসংখ্যক খোলামেলা মনের অধিকারী মানুষ কিং সায়মনের সমালোচনা করছিল। তারা মন্তব্য করছিল যে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ আস্ত এক পাগলের ওপর সোপর্দ করেছি। আবার কেউবা বলছিল, এই নির্বাচনের ওপর আমাদের কোনো মতামত পেশ করার আগে এই মন্ত্রীপ্রবরদের তাঁদের কীর্তিকলাপ প্রদর্শনের সুযোগ দেওয়া উচিত। পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যাধিক্য এই নির্বাচন সম্পর্কে কোনো অতিরিক্ত জটিলতার সৃষ্টি করেনি; বরং তারা এ ব্যাপারে ছিল অধিকতর উৎফুল্ল, দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আটজন মহিলা সরকার পরিচালনায় অংশ গ্রহণের সুযোগ লাভ করেছেন। তাঁরা নিম্নস্বরে পুরুষ মন্ত্রীদের নির্বাচনের সমালোচনা করছিলেন। কিন্তু মহিলা উজিরদের ব্যাপারে কোনো মন্ত ব্য শুনতে তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না। কিছুসংখ্যক শিক্ষিতা ও রাজনীতিসচেতন মহিলা ছিলেন এমন, যাঁরা এই নির্বাচনের দোষ-ত্রুটি বর্ণনায় ও সমালোচনায় পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছিলেন। রাতের বেলায় শহরের অলিগলি ও হাট-বাজার পুরো মন্ত্রিপরিষদের বিরুদ্ধে বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য পোস্টার লাগানো হতো। একদিন রাতে কোনো তাজাপ্রাণ লোক আমার রুমের দরজার সামনে পোস্টার লাগিয়ে যায়। আমি আমার এক বন্ধুকে দিয়ে পোস্টারে লেখা কথাগুলো তরজমা করিয়েছিলাম। এর বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ :

মহামান্য সম্রাট কিং সায়মনের অসংখ্য উজিরের প্রয়োজন। আপনি যদি বেকার থাকেন অথবা সম্মানের সঙ্গে রোজগারের কোনো পন্থা আপনার জানা না থাকে, তাহলে কিং সায়মনের বরাবর এই মর্মে দরখাস্ত প্রেরণ করুন, যেন আপনাকে উজির বানিয়ে দেওয়া হয়। তবে উজিরের পদ লাভ করার জন্য নিম্নেবর্ণিত শর্তাবলি পূরণ করতে হবে :

(১) দেশের কোনো পুলিশ স্টেশনে আপনার নামে অপরাধের রেকর্ড মজুদ থাকতে হবে।

(২) আপনি কমপক্ষে তিন বছর সময় দেশের কোনো জেল কিংবা পাগলখানায় কাটিয়েছেন।

(৩) আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা হবে এতটুকু যে আপনি অতিকষ্টে নিজের নাম পদে ফেলতে পারেন।

(৪) আপনার মহল্লা অথবা অন্ততপক্ষে আপনার পরিবারের সব সদস্য এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে আপনি আপনার জীবনে কোনো ভালো কাজ করেননি।

০ ০ ০

পরদিন আমার রুমের দরজায় আরো একটি পোস্টার লাগানো ছিল। এর বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ :

আমাদের পুণ্যাত্মা, মহাপ্রাণ ও আলমপনা কিং সায়মন এই মর্মে অত্যন্ত দুঃখিত যে মন্ত্রীরা তাঁদের দায়িত্ব গ্রহণের সময় যে শপথবাক্য পাঠ করেছিলেন, তার ব্যাখ্যা ও বাকপদ্ধতি ছিল একেবারেই অসম্পূর্ণ। আমরা কিং সায়মনের অশ্বস্তি দূর করার জন্য শপথনামার বাক্যবিন্যাসে কিছু সংশোধনী আনয়ন করতে চাই। আর তা হচ্ছে :

: আমি আল্লাহ তায়ালাকে সদা সর্বত্র বিদ্যমান ও সর্বদর্শী মনে করে এই ঘোষণা দিচ্ছি যে আমি দেশের প্রচলিত সব নিয়মনীতি ও প্রথাপদ্ধতির মাটি অপরিষ্কার, অপবিত্র ও অপরিচ্ছন্ন করার জন্য আমার সব ধ্বংসাত্মক যোগ্যতাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে চেষ্টা করব।

* আমি আমার অসাংবিধানিক শাসনকর্তা মহামান্য কিং সায়মনের নির্দেশের বিরোধিতা কখনো করব না।

* আমি এমন এক সমাজব্যবস্থার রূপরেখা প্রণয়ন ও প্রবর্তনের জন্য কিং সায়মনকে সম্ভাব্য সব সহযোগিতা দান করব, যা দেশের সর্বস্তরের অপরাধপ্রবণ লোকদের আরো বেশি সহায়তা দিতে পারে।

* আমি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে কখনো এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করব না, যাকে দেশের মানুষ ভালো মনে করতে পারে।

* আমি একাধারে বৈষয়িক, চারিত্রিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধের মূলোৎপাটনে তিলমাত্র অবহেলা বা উপেক্ষা প্রদর্শন করব না, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে আমাদের সমাজপদ্ধতির পথে অপ্রতিরোধ্য অন্তরায় সৃষ্টি করে আছে।

* আমি দেশের মানুষের সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বন্ধনকে সমূলে বিনাশ করার জন্য সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতার বিদ্বেষ ও ঘৃণা পুনরুজ্জীবিত করব এবং জনসাধারণকে স্বাধীনচেতা, বিচ্ছিন্নতানুরাগী, হতাশ ও কুধারণার দৌলতে ধন্য করে দেব।

মোদ্দাকথা, আমি দেশের কোনো জটিল সমস্যাসংকুল বিষয় ফয়সালা ও মীমাংসা করার পরিবর্তে সর্বদা এ জন্য সচেষ্ট থাকব, যাতে কিং সায়মনের বাদশাহী ও আমার মন্ত্রিত্ব এই দেশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে পরিগণিত হয়।

দ্বিতীয় পোস্টারের মতো এই ইশতেহারও সরকারের পক্ষ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তদুপরি প্রশাসনের পক্ষ থেকে আরো ঘোষণা করা হয়েছে যে দেশের সব প্রেস আগামী তিন সপ্তাহের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তথাপি জনসাধারণের আনন্দ-উল্লাসে ভাটা পড়ল না। এরই মধ্যে কিং সায়মন তাঁর মন্ত্রিসভার এক জরুরি অধিবেশন আহ্বান করলেন এবং তাঁদের এরূপ পরামর্শ দিলেন যে তাঁরা যেন উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সরকারের পক্ষে সব প্রদর্শনমূলক প্রচারণা ও প্রপাগান্ডা অব্যাহত রাখে। বাদশাহর পদলেহি ও অনুগত মন্ত্রী বাহাদুররা নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে ব্যাপক ভিত্তিতে মিটিং-মিছিল করতে শুরু করেন। স্কুল-কলেজের ছাত্র ও সরকারি কর্মচারীদের বাধ্যগতভাবে এসব জনসভা ও মিছিলে অংশগ্রহণ ও যোগদান করতে হতো। কিন্তু জনগণ এতে অংশগ্রহণ থেকে সার্বিকভাবে বিরত থাকত। দেশের সব অপরাধপ্রবণ লোকজন এই মন্ত্রিপরিষদ গঠনের পর কিং সায়মনকে দেবতা, অবতার কিংবা আল্লাহ তায়ালার আশীর্বাদ মনে করতে লাগল। তারা লোকজনকে জোরপূর্বক তাদের ঘর-বাড়ি থেকে টেনে বের করে নিয়ে আসত।

কিন্তু পরবর্তী দিনগুলোতে জনসাধারণের সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান আতঙ্ক, অশ্বস্তি ও অস্থিরতার ফলে কিং সায়মনের এই স্কিম সফলতার মুখ দেখেনি। অতএব একদিন রেডিও থেকে এক বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করা হলো, আগামী সপ্তাহে মন্ত্রীবর্গের নির্বাচন সম্পর্কে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির মতামত জানা যাবে। যদি জাতীয় পরিষদ সদস্যরা কোনো মন্ত্রীর বিপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন, তাহলে তাঁকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। এতে জনগণ কিছুটা আশ্বস্ত হলো এবং সর্বত্র কিং সায়মনের গণতন্ত্রপ্রীতির ব্যাপকচর্চা শুরু হয়ে গেল। কিন্তু পরবর্তী সপ্তাহে জাতীয় পরিষদের প্রত্যেক সদস্যের সঙ্গে কিং সায়মন ও বেগম ওয়ায়েট রোজ পৃথকভাবে মিলিত হন। তাঁরা সম্মিলিতভাবে এই ঘোষণা দেন

যে মন্ত্রিপরিষদের নির্বাচন শতকরা এক শ ভাগ দেশের বর্তমান জরুরি অবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ও সময়োপযোগী হয়েছে।

জনগণ এই সিদ্ধান্তে হতভম্ব ও হতবাক হয়ে পড়ে। আমি জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের পরপরই গাওলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং জানতে পারি যে বাদশাহী লাভের উদগ্র বাসনাই ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির প্রত্যেক সদস্যকে কিং সায়মনের সুরে সুর মেলাতে বাধ্য করেছিল। জনসাধারণের তো ঐকান্তিক প্রত্যাশা ছিল যে জাতীয় পরিষদ এই মন্ত্রিপরিষদ সম্পর্কে তাদের অনুভূতিরই প্রতিনিধিত্ব করবে। কিছুক্ষণ শোরগোল করার পর হতাশা ও নিরাশার গ্লানিতে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বসে পড়ল। এখনো কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করা হয়নি। আর তাঁদের সর্বশেষ প্রত্যাশা ছিল এই যে যদি কোনো উপযুক্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তি উজিরে আজম পদ অলংকৃত করতে পারেন, তাহলে হয়তোবা অবস্থার কিছুটা উন্নতি হতে পারে, হতে পারে বিরাজমান সন্ত্রাস ও স্বৈরাচারের কিছুটা লাঘব।

শ্বেতশুভ্র উপদ্বীপের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে জাপানি সাংবাদিক মাস্টার শানকু মানুক প্রণীত রিপোর্ট যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনি অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

তিনি তাঁর প্রতিবেদনে লিখেন :

সাধারণত বাদশাহর পক্ষ থেকে দেশের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রীরূপে তাঁর কেবিনেট গঠন করর জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়ে থাকে। যেহেতু শ্বেতশুভ্র উপদ্বীপে কোনো রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ছিল না, সেহেতু দেশের জাগ্রত বিবেকসচেতন জনগণ মনে করেছিল যে মহামান্য বাদশাহ কিং সায়মন নিজেই ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্যদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে উপযুক্ত, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে মন্ত্রণালয় গঠনের জন্য আহ্বান জানাবেন। কিন্তু আলমপনা প্রত্যেক ব্যাপারেই নতুনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ও অনুরাগী প্রমাণিত হলেন। তাই সর্বপ্রথম স্বয়ং তিনিই কেবিনেট গঠন করলেন। তারপর মন্ত্রীবর্গ ও অ্যাসেম্বলির মেম্বারদের এক যৌথ অধিবেশন আহ্বান করে সবাইকে তাঁদের উজিরে আজম নির্বাচন করার পরামর্শ দিলেন। মহামান্য সম্রাট এই এজলাসে অংশগ্রহণকারী সবাইকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যানুভূতি জাগ্রত করার জন্য নিম্নোক্ত নীতিনির্ধারণী ও দিকনির্দেশক বক্তৃতা প্রদান করেন :

: আমি অত্যন্ত দুঃখিত এই জন্য যে কতিপয় নির্বোধ ও অবিবেচক লোক মন্ত্রীদের নামকরণ ও নিয়োগদানের ব্যাপারে অকারণে এত বেশি সমালোচনামুখর হয়ে উঠেছে, যা ছিল আমার কল্পনাতীত। অথচ আমি এই দেশে মঙ্গল গ্রহের অভিজ্ঞতা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সর্বাত্মক উপযোগিতা লাভ

করতে চাচ্ছিলাম। তাই আমার খুব আফসোস লাগছে এটা দেখে যে তারা তাদের লোকসানকে লাভ এবং লাভকে লোকসান মনে করে বসে। আমরা এই দেশকে ঘুষখোরি, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও অন্য সব প্রকার অপরাধপ্রবণতার অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে চাই। আর ওই সব লোক যারা আজীবন যাবতীয় অন্যায়-অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকার পক্ষপাতি, তাদের জন্য এই শুদ্ধি অভিযানের সুদূরপ্রসারী সুফল উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কূপমণ্ডূক এই রক্ষণশীলরা কোনো বড় রকম সংস্কারপ্রক্রিয়া দেখলেই আঁতকে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ আমার চোরাচালানি বন্ধ করার জন্য এমন একজন উজিরের প্রয়োজন ছিল, যিনি নিজেই স্মাগলারদের যাবতীয় নীতিপদ্ধতি সম্বন্ধে থাকবেন সম্যক পরিজ্ঞাত ও পুরোপুরি ওয়াকিফহাল। অনুরূপভাবে দাঙ্গাবাজ, প্রতারক, চোর ও ডাকাতদের সমূলে বিনাশ করার জন্য আমাদের এ দেশের সর্বাপেক্ষা হুঁশিয়ার কোনো ঠক, বাটপার, জালিয়াত জোচ্চোরের খেদমতের আবশ্যক ছিল। আমরা এটাকে যেমন কুকুর তেমন মুগুর পরিভাষায় নামকরণ করতে পারি। কিন্তু তোমরা এ কথাগুলোকে বুঝে উঠতে পারবে না। এখন আমি চাই, বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করার লক্ষ্যে উজিরে আজম নির্বাচনের দায়িত্ব তোমাদের উত্তম প্রস্তাব না-ও মঞ্জুরির ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। আমরা এ দেশকে গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর করতে চাই। এ জন্য তোমাদের এই পরামর্শ দিচ্ছি, তোমরা তোমাদের উজিরে আজম নির্বাচন করার সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে যে সে দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রগতির জন্য সেটা কতদূর উপযোগী।

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় উজিরে আজমের সর্ব প্রথম বৈশিষ্ট্য এই হওয়া উচিত যে সেসব রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা লাভ করার কৌশল জানে। দুর্ভাগ্যবশত এখানে আজ পর্যন্তও কোনো রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠেনি। তাই যদি তোমরা উজিরে আজমের নির্বাচনে বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পার, তাহলে আগামী দিনগুলোতে বহু টানাপড়েন, জটিলতা, সমস্যা ও আতঙ্ক থেকে বেঁচে যাবে। উজিরে আজমের জন্য এটা জরুরি হয়ে থাকে যে পার্লামেন্টে তার পার্টি হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর পার্লামেন্ট সদস্যদের অধিকাংশকে নিজের পক্ষে রাখার জন্য আরো আবশ্যক হয় যে তিনি বেচাকেনা ও চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্রে হবেন অস্বাভাবিক রকম পারদর্শী। যদি কখনো পার্লামেন্টে তাঁর সহযোগী অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে, তখন তাঁর ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া ব্যতীত আর কোনো গত্যন্তর থাকে না। এ কারণে এটাও জরুরি যে তিনি তাঁর সহযোগীদের সন্তুষ্ট রাখতে ও তাদের মনমতো চলতে সদাসচেষ্ট থাকেন। তাদের সুরে সুর আর তাদের কথায় তাল মিলিয়ে চলতে থাকবেন। তাদের সব কঠোর সমালোচনার জবাব দিতে

থাকবেন হাসিমুখে। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিরোধীদের সঙ্গেও তিনি বেচাকেনার চাল ও দাবার ঘুঁটি প্রয়োগ করতে থাকবেন। তাদের সংখ্যা কম রাখার জন্য প্রতি মাসে দু-চারজন সদস্যকে কোনো না কোনো লোভ দেখিয়ে ও টোপ গিলিয়ে বিদায় জানাতে থাকবেন। এ জন্য উজিরে আজমের এক অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য হতে হবে যে তিনি হবেন স্মৃতিশক্তি ও বিবেকের অনুভূতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও বঞ্চিত। চারিত্রিক, বৈষয়িক ও নৈতিক কোনো প্রকার গুণাবলি চর্চার পরিবর্তে তিনি তাঁর গদির প্রেমে হবেন আসক্ত অনুরাগী, থাকবেন একেবারে পাগলপারা। ঐকান্তিক অনুরাগে মানুষের গালমন্দ পর্যন্ত হজম করতে হবেন অভ্যস্ত। তিনি কেবল ভালো কাজের ওপরই সন্তুষ্ট হবেন না; বরং মন্দ, পাপ ও অন্যায় কাজে ইন্ধন জোগাতে হবেন সদাপারঙ্গম। একজন সাধারণ মন্ত্রী মেধাবী, হুঁশিয়ার, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ হলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। পক্ষান্তরে একজন প্রধানমন্ত্রীর সার্থকতা এতেই নিহিত যে তিনি হবেন প্রথমসারির বেকুব ও বির্বোধ। নিজের কথা ও কাজের দ্বারা সব সঙ্গীসাথীর মধ্যে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করতে ও এমন আস্থা জন্মাতে সক্ষম হবেন যে আমার অসন্তোষ তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। শ্বেতশুভ্র উপদ্বীপের প্রখ্যাত গোত্রীয় সরদারদের মজলিস কিংবা ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি হবে অবশ্য এমন সব গুণাবলিমণ্ডিত, যা কোনো গণতান্ত্রিক দেশের পার্লামেন্টের পক্ষেই অর্জন করা সম্ভব। এ জন্য আমার একান্ত প্রত্যাশা যে তোমরা উজিরে আজম নির্বাচনে পুরোপুরি দায়িত্বশীলতা, সচেতনতা ও বিচক্ষণতার প্রমাণ দেবে।

: আমি তোমাদের এই পরামর্শ দিচ্ছি যে যদি তোমরা একজন সফল ও সার্থক কিংবা এমন একজন উজিরে আজম নির্বাচন করতে চাও, যিনি তাঁর কেবিনেট ও ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির প্রত্যেক সদস্যের সব ভালো-মন্দ, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনার দাবি ও চাহিদা পূরণ করতে পারেন, তাহলে তাঁর ধৈর্য ও সহ্যশক্তির পরীক্ষা নিতে হবে তোমাদের। এ কাজের জন্য আমি সাত দিন সময় দিচ্ছি।

জাতীয় পরিষদ ও মন্ত্রিপরিষদের যৌথ অধিবেশন একাধারে সাত দিন চলতে থাকে। এই সুদীর্ঘ সময়ে উজিরে আজম পদের জন্য কয়েকজন প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রায় দেড় শ নাম কোনো না কোনো প্রকার দুর্বলতার কারণে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছয়জন প্রার্থী সম্পর্কে মেনে নেওয়া হয়েছে যে তাঁরা কিং সায়মনের উপস্থাপিত ও পেশকৃত এবং প্রস্তাবিত শর্তাবলি মোটামুটিভাবে পুরো করেন। কিন্তু এ কথার ফয়সালা হতে পারেনি যে এই ছয়জনের মধ্যে উজিরে আলার পদের জন্য কে সর্বাধিক উপযুক্ত।

ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা বিভিন্ন প্রার্থীর সমর্থকদের জোশে ছয়টি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দল নিজ নিজ প্রার্থীর পক্ষে ফয়সালা আদায়ের প্রত্যাশা করছিল। অবশেষে যখন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হলো না, তখন তারা কিছুসংখ্যক নেতৃস্থানীয় লোককে মহামান্য সম্রাটের কাছে প্রেরণ করল এই মর্মে যে আমাদের আরো তিন দিন সময় বাড়িয়ে দেওয়া হোক।

প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন

আরো তিন দিন গরম গরম আলোচনা, পর্যালোচনা ও বাগ্‌বিতণ্ডতার পর সংশ্লিষ্ট সব মহল ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে ছয়জন প্রার্থী একই মানের নির্বোধ, সমান বেকুব, নির্বাক, সুবিধাবাদী, সুযোগ সন্ধানী ও সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম। এ জন্য তাঁদের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তিকে বেছে নেওয়া যেতে পারে, যাঁর ধৈর্য ও সহ্যশক্তি সর্বাপেক্ষা বেশি। তাই একজন প্রস্তাব করল, প্রার্থীদের সবাইকে দাঁড় করিয়ে রাখা হোক আর যিনি সর্বাধিক সময় দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম, তাঁকেই উজিরে আজম পদে নিযুক্ত করা হোক।

অপর একজন প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, এই কর্মপদ্ধতি সঠিক নয়। তা থেকে বরং এমন প্রার্থী কামিয়াব হতে পারে, যিনি সবার থেকে বেশি শারীরিক কষ্ট সহ্য করতে পারেন। কিন্তু আমাদের মনস্তাত্ত্বিকভাবেও সহ্যশক্তির পরীক্ষা নেওয়া উচিত। আমার দৃষ্টিতে এ জন্য সর্বোত্তম প্রত্যাশা এটা হতে পারে যে প্রার্থীদের সবাই পর্যায়ক্রমে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে এবং প্রত্যেক গোত্রের সদস্যরা একে একে উঠে প্রথমে তাঁদের কষে গালমন্দ করবে। তারপর আচ্ছারকমভাবে জুতা লাগাবে। অনন্তর যে প্রার্থী হাস্যোজ্জ্বল চেহারার স্বাক্ষর রাখতে পারবে, তাঁকেই উজিরে আজমের সম্মানিত পদে নিযুক্ত করা হবে।

প্রত্যেক মহলই এ প্রস্তাবক সদস্যদের বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার যারপরনাই প্রশংসা করল এবং মনের দরজা খুলে তাকে ধন্যবাদ জানাল। আর এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাসও হয়ে গেল। কিন্তু তিনজন প্রার্থী এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য পেশ করলেন এবং তাঁদের নাম প্রার্থী তালিকা থেকে তুলে নিলেন। একজন প্রার্থী তো কিছু গালি শোনার পরই তাঁর নীরবতা ও ধৈর্যের বন্ধন হারিয়ে ফেলেন। তাই সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। পঞ্চম প্রার্থী গালমন্দের পর্যায়ে তো দর্শকদের মুচকি হাসি উপহার দিতে দিতে চলে গেলেন। কিন্তু যখন জুতার ঘা খাওয়ার সুযোগ এল, তখন তাঁর সহ্যের বাঁধও টুটে গেল। ষষ্ঠ প্রার্থীর নাম ছিল সুশীলং। তিনি গালিগালাজ শোনার সময় অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিলেন আর জুতার ঘা খাওয়ার সময় তাঁর চোখে-মুখে মৃদু হাসির রেখা খেলে যাচ্ছিল। ক্রমান্বয়ে একেকজন প্রতিনিধি তাঁকে বাকপটু ও কটূ ভাষায় উন্নতমানের গালমন্দে ভূষিত করার পর তাঁর মাথার ওপর পাঁচ পাঁচটি জুতা ঝুলিয়ে দিলেন। তারপর তাঁর গলায় ফুলের মালা ঝুলিয়ে ব্যান্ড

বাজিয়ে হিজ ম্যাজেস্ট্রি কিং সায়মন ও হিজ ম্যাজেস্ট্রি কুইন ওয়ায়েট রোজের গমানগমন পথে হাঁকিয়ে নিয়ে চললেন। বেগম ও বাদশাহ উভয়ে এক কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে একের পর এক সুশীলংয়ের সঙ্গে করমর্দন করলেন এবং তাঁকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় আন্তরিক মোবারকবাদ জানালেন।

পরদিন তথ্য বিভাগের একজন উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তার নির্দেশে দেশের সব সংবাদপত্রে এই ব্যবস্থাপনার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে উজিরে আজম সুশীলংয়ের নিঃস্বার্থপরায়ণতা, প্রজ্ঞা, সুযোগ সন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি এবং ধৈর্য ও সহ্যশক্তির প্রশংসায় নিবন্ধ লেখা হয়। শহরের কোনো কোনো রাজনৈতিক ফোরামে আনন্দ-উল্লাসের অনুষ্ঠান পালন করা হয়। কিন্তু তৃতীয় দিন সংবাদপত্রে শহরের একজন সিগারেট ব্যবসায়ীর এই বিবরণ প্রকাশ পায় যে সুশীলং আবাল্য আমার খুব কাছের বন্ধু মানুষ। সেই সুবাদে আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে আমার সহ্যশক্তি তাঁর থেকে অনেক বেশি। আমি এ ব্যাপারে অত্যন্ত মর্মাহত যে এর সহ্যক্ষমতার পরীক্ষা নেওয়ার জন্য যে জুতা ব্যবহার করা হয়েছে, তা ছিল জাপানের তৈরি এবং এর ওজনও ছিল এক পাউন্ডের কম। খুবসম্ভব, তার তলা ছিল রবারের। কিন্তু আমি ঘোষণা দিচ্ছি, যদি আমাকে উজিরে আজম মনোনীত করা হয়, তাহলে আমি ওই রকম আরো অনেক ভারী জুতার আঘাত খেয়েও হাসতে থাকব। অধিকন্তু সুশীলংয়ের মাথা চুলে পরিপূর্ণ ছিল, যে কারণে জুতার ঘা হয়তোবা সে তেমন বোধ করেনি। আমি ক্ষুর দিয়ে মাথা একেবারে মুণ্ডিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত। মহামান্য বাদশাহর সমীপে যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে আরজ এই যে তিনি যেন আমাকে সহ্যশক্তির মহড়া প্রদর্শনীর সুযোগ দেন। জুতা যদি সেনাবাহিনীর স্ট্যান্ডার্ড হয় এবং তার তলায় লৌহনির্মিত পেরেক লাগানো থাকে, তবু আমি অতি উৎসাহের সঙ্গে তা বরদাস্ত করে নেব।

বাদশাহ আলমপনা এ দাবির কোনো জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। তাই সুশীলং নিজেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে পুলিশকে নির্দেশ দিলেন যে এই পাগল ও মাথা খারাপ লোকটির গলায় জুতার মালা পরিয়ে মিছিলে বের করা হোক এবং তাঁকে শহরের প্রত্যেক চৌরাস্তায় একেক ডজন জুতার ঘা লাগানো হোক।

আমি স্বচক্ষে সে লোকের মিছিল দেখেছিলাম। বস্তুত জুতার আঘাত খাওয়ার সময় মুচকি হাসির ঝলক দেখা যাচ্ছিল। আমার বিস্ময়ের কোনো অন্ত থাকল না। পরদিন শুনতে পেলাম যে মহামান্য বাদশাহ তাঁকে মধ্যাহ্ন ভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তাঁকে সরকারের কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয়নি যদিও,

তথাপি তাঁকে শাহী মহলে অবাধে যাতায়াতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আর বাদশাহ আলমপনা এক স্পেশাল নির্দেশ দ্বারা পুলিশকে এই হেদায়েত প্রদান করেন, তাঁকে যেন কোনো প্রকার কষ্ট দেওয়া না হয়। মহামান্য বাদশাহ তাঁর ওপর এ জন্য এত দয়ার্দ্র ও সহানুভূতিশীল ছিলেন যে যদি কখনো সুশীলংয়ের মনমানসিকতায় কোনোরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তখন তাঁকে যেন এই বলে সতর্ক করে দেওয়া যায় যে উজিরে আলার পদের জন্য তোমার থেকেও উত্তম প্রার্থী মজুদ রয়েছে।

কিন্তু সুশীলংকে কাছে থেকে দেখার পর আমার মনে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস জন্মেছে যে সময়ের কাঁটার বড় রকমের কোনো পরিবর্তনও তাঁর মনমানসিকতায় কোনো পরিবর্তন সূচিত করতে পারবে না। নিজের গদি সংরক্ষণের জন্য বাদশাহ বরং ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ও তার কেবিনেট সদস্যরা তাঁকে প্রত্যেক অপমান ও অসম্মান সহ্য করার জন্য পাবে সদা প্রস্তুত।

মাস্টার সুশীলংয়ের উজিরে আজম পদে বরিত হওয়ার এক সপ্তাহ পর জাতীয় পরিষদের চৌদ্দজন শিক্ষিত সদস্য বিভিন্ন দেশ ভ্রমণে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মতবিনিময়ের পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে তাঁরা মহামান্য বাদশাহ কিং সায়মনের বাদশাহ ও মাস্টার সুশীলংয়ের মন্ত্রিত্বের সময় আর দেশে ফিরে আসবেন না।

২

কিং সায়মনের আগমনের আগে প্রথমবার এই দেশ পরিদর্শনার্থে ভ্রমণের পর কয়েকটি বিষয়ে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলাম আমি। জনগণ স্মৃতিবিজড়িত অতীত নিয়ে গর্ব করছিল। তারা পরিস্থিতির ওপর ছিল পরিতৃপ্ত, মুগ্ধ ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ছিল আশাবাদী। তারা তাদের সীমিত সম্পদ সামর্থ্য সত্ত্বেও সুখে-শান্তিতে জীবনযাপন করছিল। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে এমন ব্যবধান ছিল না, যা উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর জন্য একটা চিন্তা-ভাবনা ও মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ের সরদাররা এবং সর্বস্তরের জনসাধারণের সার্বিক জীবনযাত্রার মানে কোনো পার্থক্য ছিল না। কৃষকরা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করছিল। ছোট কুটিরশিল্পগুলো উন্নতি করে যাচ্ছিল। ট্যাক্সের পরিমাণ ছিল খুবই সামান্য। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা পরিশোধ করে দিচ্ছিল। ঘুষখোরীকে মারাত্মক অপরাধ ও নিন্দনীয় কাজ বলে মনে করা

হতো। জনসাধারণ অত্যন্ত কঠোরভাবে দুশ্চরিত্র সরকারি কর্মকর্তাদের সমালোচনা করত। বহির্বিশ্ব থেকে শুধু ওই সব পণ্য সামগ্রী আমদানি করা হতো, যা অত্যন্ত জরুরি বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু কালো ভেড়ার দল প্রত্যেক সমাজেই পাওয়া যায়। তাই এমন কিছু লোকও ছিল, যারা গোপনে ও লোকচক্ষুর অন্তরালে নিষিদ্ধ দ্রব্যের ব্যবসাও করত। কোথাও কোথাও কোনো দুর্লভ জিনিসের কালোবাজারির আলোচনাও শোনা যেত। কিন্তু জনসাধারণের সমালোচনাশক্তি এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, দুশমন লোকদের জন্য মাথা গোঁজার জায়গা ছিল না সামাজের কোথাও। খাদ্য ও পানীয় সামগ্রীতে ভেজাল দেওয়াকে খুবই নিকৃষ্ট অপরাধ বলে বিবেচনা করা হতো। যদি কোনো দোকানদার এই অপরাধে গ্রেপ্তার হতো, তখন তাকে অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো। সাধারণ মানুষ দেশমাতৃকার প্রতি আন্তরিক প্রেম ও ভালোবাসার সম্পর্ক রাখত। নিজ দেশের রসম-রেওয়াজ, আবহাওয়া, সরকারপদ্ধতি এমনকি জন্মভূমির মাটির প্রশংসা পর্যন্ত তাদের আনন্দিত করত। প্রত্যেক চাষি, রাখাল, মৎস্যজীবী, ব্যবসায়ী শিল্পপতি ও সরকারের সর্বস্তরের কর্মচারী নিজ নিজ কাজকর্ম সম্পাদনের সময় উপলব্ধি করত যে সে নিজ দেশ ও জাতির উন্নতি, অগ্রগতি ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করে চলেছে। যে জিনিস আমাকে সর্বাপেক্ষা বেশি মুগ্ধ করেছিল, তা ছিল তাদের আতিথেয়তা। আপনি কোনো গ্রাম, শহর, লোকালয় অথবা জনপদের যেখানেই যাবেন, সেখানেই আপনাকে সাদরে বরণ করার লোক মজুদ দেখতে পাবেন।

সুধী পাঠকদের জন্য এটি বিস্ময়ের কারণ হবে যে শ্বেতশুভ্র উপদ্বীপবাসীর সামাজিক জীবনে এত বেশি সাম্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কিং সায়মনের আগমনের আগে প্রত্যেক গোত্রের সর্দাররা বাদশাহীর মসনদ লাভ করার জন্য ছিল অস্থির। এমন সোসাইটির কয়েক ব্যক্তির ক্ষমতার দণ্ড হস্তগত করার উদগ্র কামনা যেন অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। কিন্তু অনেক করে খোঁজ-খবর নেওয়ার পর আমি জানতে পেরেছি, ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্যদের মধ্যে বাদশাহী লাভের আকাঙ্ক্ষা করার কারণ এটা ছিল না যে তারা জনসাধারণের ওপর তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে চাচ্ছিল। বরং তার কারণ ছিল এই যে এখানে প্রত্যেক গোত্র কোনো না কোনো ভালো কাজে অপর গোত্রের ওপর বেশি কৃতিত্ব লাভের অভিলাষী ছিল। এই লোকদের খেয়াল ছিল যে একজন সাধারণ মানুষ অপেক্ষা গোত্রের সরদার ও একজন সরদারের তুলনায় একজন বাদশাহ আল্লাহর বান্দাহদের সেবা করার সুযোগ বেশি পেয়ে থাকে। অতএব, সংগত কারণেই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই অনুভূতি ছিল বেশ সোচ্চার ও সক্রিয়

যে ওই সেবার ক্ষেত্রে আমি যেন অন্য কোনো সম্প্রদায়ের তুলনায় পেছনে পড়ে না থাকি।

শ্বেতশুভ্র উপদ্বীপের অধিবাসীদের সম্মুখে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল দেশমাতৃকার স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ। কালো উপদ্বীপের বাসিন্দারা ছিল তাদের সর্বাপেক্ষা বড় দুশমন। সেখানকার রাষ্ট্রক্ষমতাও ছিল এমন লোকদের হাতে, যারা তাদের জনসাধারণকে সর্বদা সাদা উপদ্বীপের শান্তিপ্রিয় জনগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করত ও খেপিয়ে তুলত। তদুপরি কালো উপদ্বীপের লোকসংখ্যা ছিল অনেক বেশি এবং আয়তনেও ছিল তা বেশ বড়। অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণের দিক থেকে সাদা উপদ্বীপ ছিল অনেক এগিয়ে। এতদসত্ত্বেও সাদা উপদ্বীপের জনগণের দেশপ্রেম ও বীরত্বের কারণে কালো উপদ্বীপের সরকার বিগত ত্রিশ-চল্লিশ বছরের নিরলস প্রয়াস-প্রচেষ্টা ও প্রস্তুতি সত্ত্বেও সাদা উপদ্বীপের ওপর আক্রমণ করার দুঃসাহস করেনি। অতএব কালো উপদ্বীপের সরকার এটি জরুরি মনে করেছিল যে হামলা করা ও অভিযান পরিচালনার আগে সাদা উপদ্বীপের অধিবাসীদের অভ্যন্তরীণ বিবাদ ও পারস্পরিক সংঘাত লেলিয়ে দেওয়া যেতে পারে। দেশে আমার আগমনের কয়েক সপ্তাহ আগে সাদা উপদ্বীপের পুলিশ বাহিনী কালো উপদ্বীপের ত্রিশজনের একদল গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছিল। এই গোয়েন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার একপর্যায়ে এটি ফাঁস হয়ে পড়েছিল যে তারা টাকা-পয়সা দিয়ে বশীভূত করে সাদা উপদ্বীপে কিছু গাদ্দার তথা দেশ ও জাতির দুশমন সৃষ্টি করে ফেলেছে। এ গাদ্দাররা দেশের ক্ষমতার হাতবদলের পর কালো উপদ্বীপের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আন্দোলন পরিচালনা করবে। একজন গোয়েন্দার কাছ থেকে কালো উপদ্বীপের প্রধানমন্ত্রীর যে লিখিত বিবরণ উদ্ধার করা হয়, তাতে সাদা উপদ্বীপের একজন প্রখ্যাত অধ্যাপক কাঁচুমাচুর সঙ্গে ওয়াদা করা হয়েছিল যে যদি তুমি আমাদের দেশের সঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রচেষ্টায় সফল হয়ে যাও, তাহলে তোমাকে আজীবন সাদা উপদ্বীপের গভর্নর পদে বহাল রাখা হবে। আর তোমার সঙ্গীদের খেদমতেরও যথাযোগ্য স্বীকৃতির বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। কাঁচুমাচু ছিল প্রতিটি মানুষের প্রিয় ব্যক্তিত্ব। কিন্তু সাদা উপদ্বীপের জনগণ তার সম্পর্কে এটি মেনে নিতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না যে সে কালো উপদ্বীপের উজিরে আজমের সঙ্গে তার উপদ্বীপের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে দেওয়ার গোপন আঁতাত করতে পারে। তথাপি তার একজন ছাত্র ওস্তাদ ও তার সঙ্গীদের ধ্বংসাত্মক তৎপরতার হাঁড়ি হাটে ভেঙে দিয়ে দিল। ফলে তাদের সবাইকে কারাগারে আটক করে রাখা হলো।

সম্মানিত পাঠক, এ ঘটনাবলি এর আগেও হয়তো শুনে থাকবে। তথাপি আমি সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তি শুধু এ জন্যই করলাম, যাতে তারা অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সহজে তুলনা করতে পারে।

কিং সায়মনের আগমনের আগে সমগ্র সাদা উপদ্বীপ পরিভ্রমণ ও পর্যবেক্ষণ করার পর আমি উপলব্ধি করছিলাম যে এ দেশটি বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর তুলনায় প্রায় অর্ধশতাব্দী পিছিয়ে আছে। অথচ এখন আমি মনে করছি, গত ছয় মাসে দেশটি ছয় শতাব্দী পশ্চাতে গিয়ে পড়েছে।

কিং সায়মন যেসব লোককে উজির পদে নিয়োগ করেছেন, তাঁদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাঁরা অত্যন্ত অযোগ্য ও নিতান্ত অবিশ্বস্ত। আর তাঁদের কার্যকলাপের ফলে জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ বিষিয়ে উঠছিল। এই মন্ত্রিসভার কাজ দেশের বর্তমান সমস্যার সমাধান করা নয়; বরং দেশের জন্য নতুন নতুন বিপদ ডেকে নিয়ে আসা এবং সমস্যা সৃষ্টি করাই হলো তাঁদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও করণীয়। আমি পুরোপুরি আস্থাসহকারে বলতে পারি, যদি মহামান্য বাদশাহ এই অযোগ্য ও অপদার্থ মন্ত্রণালয় নিয়োগ করার কষ্ট স্বীকার না করতেন, তথাপি তাঁর নিজের স্বভাবজাত বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করে কাজ করতে গিয়ে তিনি একাই জাতির জন্য এত বেশি সমস্যা ও জটিলতা সৃষ্টি করতে পারতেন, যেগুলো হয়তো সারা দুনিয়ার সব জাতির সম্মিলিত প্রয়াস-প্রচেষ্টা দ্বারাও সমাধান করা সম্ভব হতো না।

সাদা উপদ্বীপে খাদ্যশস্যের ছিল প্রাচুর্য। কিং সায়মন যে ব্যক্তিকে খাদ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করেন, তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত স্মাগলার। সুতরাং এখন যদি খাদ্য বিভাগকে চোরাচালানি বিভাগ বলা হয়, তবে তাতে অতিশয়োক্তি হবে না। স্মাগলাররা এ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের সস্তা দামের সব খাদ্যশস্য বাইরে পাঠিয়ে দেয়। আবার যখন দুর্ভিক্ষের লক্ষণ দেখা দেয়, তখন বিদেশ থেকে উচ্চমূল্যে খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়। বলা হয়ে থাকে, এই কারবারে সাদা উপদ্বীপের স্মাগলাররা কালো উপদ্বীপের চোরাকারবারিদের সার্বিক সহযোগিতা করতে থাকে।

খাদ্যমন্ত্রী প্রথমদিকে বাইসাইকেলযোগে তাঁর অফিসে যাতায়াত করতেন। অথচ এখন তাঁর কাছে চার-চারখানা প্রাইভেট কার রয়েছে। যেগুলোর আমদানি পর্যন্ত কিং সায়মনের ক্ষমতার মসনদ দখল করার আগে নিষিদ্ধ বলে মনে করা হতো। পক্ষান্তরে জনসাধারণের অবস্থা হচ্ছে এই যে আগে তাদের পারিবারিক রেশন তাদের টুকরিতে করে নিতে হতো, এখন পকেটে করেই নিয়ে নিতে পারে।

বাজারে ভেজাল মিশ্রণ দুষ্ট ব্যতীত খাঁটি কোনো জিনিসই পাওয়া যায় না। আগে

দুগ্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হতো যে এটা তাজা না বাসী? গরম না ঠাণ্ডা? এখন প্রশ্ন করা হয় এতে যে পানি মিশ্রিত করা হয়েছে তা কুয়ার, নাকি পুকুরের? মিশ্রণ বা ভেজালের কারবার ক্রমে উন্নতি লাভ করছে। আগে ঘৃতে তৈল মিশ্রিত করা হতো, অথচ এখন তৈলের মধ্যে শুধু ঘৃতের খোশবু ও সুঘ্রাণ ঢেলে দেওয়া হয়।

শিল্পমন্ত্রীকে মহামান্য বাদশাহ এ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে এই দেশের উন্নতি-অগ্রগতির জন্য বিরাট শিল্পবিপ্লব ত্বরান্বিত করা আবশ্যক। অতএব শিল্পমন্ত্রী বাদশাহ আলমপনার কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট বিপ্লবের অর্থ জেনে নেওয়ার পর ছোটখাটো শিল্প কারখানা বন্ধ করে দিলেন। আর বৃহদায়তনের শিল্পকারখানাগুলো রাষ্ট্রায়াত্ত ও জাতীয়করণ করে নিলেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী ঔষধ দাওয়াই তৈরি করার জন্য তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়াস-প্রচেষ্টায় একটা কারখানা স্থাপন করেন। ওষুধ তৈরির যেসব ছোট কলকারখানা এত দিন কাজ করে আসছিল, তিনি সেগুলো এই বলে বন্ধ করে দিলেন যে দেশের প্রয়োজনে এখন খুব বেশি ওষুধ তৈরির আবশ্যকতা নেই। ফলে সকল প্রকার ওষুধের দাম তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়ে জনগণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেল এবং এরূপ মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার গতি অব্যাহত থাকতে লাগল।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী যখন দেখতে পেলেন যে অন্য কোনো মন্ত্রী তাঁর থেকে বেশি মালপানি কামাচ্ছে, তখন তিনি কিছুদিনের জন্য তাঁর কারখানাও বন্ধ করে দিয়ে ওষুধ দাওয়াইয়ের এক কৃত্রিম অভাব ও সংকট সৃষ্টি করলেন। তারপর মূল্যবৃদ্ধির আসল উদ্দেশ্য হাসিল করলেন। শিল্পমন্ত্রী একটি সিমেন্ট ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা করেন এবং কেবল ওই সব ঠিকাদারের টেন্ডারই মঞ্জুর করেন, যারা কমপক্ষে দ্বিগুণ মূল্যে এই কারখানার তৈরি সিমেন্ট ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুত ও সম্মত হয়।

কৃষিমন্ত্রী সরকারি কোষাগার থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ কর্জ নিয়ে বিদেশ থেকে ট্রাক্টর আমদানি করেন এবং কৃষকদের ওপর এই ফরমান জারি করেন যে কৃষির উন্নতির জন্য সেকেলে হালের পরিবর্তে চাষের কাজে যাতে ট্রাক্টর ব্যবহার করা হয়। এসব ট্রাক্টর তাদের ভাড়ায় সরবরাহ করা হতে থাকে। ভাড়ার পরিমাণ এমনভাবে ধার্য করা হয়েছিল যে ফসল তোলার পর কোনো কৃষকের ঘরে এক কানাকড়িও যেতে পারত না। অর্থমন্ত্রী তাঁর ব্যক্তিগত কিছু অর্থ সরকারি তহবিলে প্রবেশ করানোর বিনিময়ে জনসাধারণের কাছ থেকে সর্ব প্রকার পাওনা আদায়ের ঠিকাদারি নিয়ে নিলেন। মোটামুটিভাবে রাষ্ট্রীয় ধানগারে অর্থাগমনের সব উৎস মন্ত্রীপ্রবরদের হস্তগত হয়ে যায়। যাদের কিং সায়মনের আগমনের আগে দেশের কালো ভেড়া মনে করা হতো।

বাদশাহ আলমপনা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রতি মাসে মন্ত্রিপরিষদে কোনো না কোনো রদবদল করতে থাকেন। একজন অপরাধপ্রবণ মন্ত্রীকে অপসারিত করা হলে তৎপরিবর্তে দু-তিনজন নতুন লোককে কেবিনেটের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। যেহেতু অব্যাহতিপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা জনগণের সামনে যেতে পারতেন না, তাই তাঁদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির মেম্বার নিযুক্ত করা হতো। আমার অবস্থানকালে মন্ত্রীদের সংখ্যা ষাট পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু তখনো এই ধারা বন্ধ হয়নি। অনুরূপভাবে মহিলা মন্ত্রীদের সংখ্যাও সতেরো পর্যন্ত পৌঁছেছিল। তাঁদের অধিকাংশই পুরুষ মন্ত্রীদের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

যদি মহামান্য সম্রাট মন্ত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধির আগ্রহ অব্যাহত রাখেন, তাহলে একসময় মন্ত্রীদের গিন্নিরাও কেবিনেটের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন এবং তাঁদের সংখ্যা জাতীয় পরিষদ সদস্যদের সংখ্যা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। উজিরদের এই বিরাট বাহিনীর জন্য বিভাগ উদ্ভাবন করা মাস্টার শুশীলংয়ের জন্য ছিল এক জটিল বিষয়। কিন্তু বাদশাহ আলমপনা এই সমস্যার সমাধান করে দিলেন যে প্রত্যেক বিভাগে একজন সিনিয়র মন্ত্রী থাকবেন মূল দায়িত্বে, আর পাঁচ-ছয়জন জুনিয়র থাকবেন তাঁর তল্পিবাহক। তবে সর্বস্তরের মন্ত্রীদের মূল বেতনকাঠামো হবে সমান। যদিও উপরি আমদানি বণ্টনের ক্ষেত্রে সিনিয়র মন্ত্রীরা পাবেন এক গুণ বেশি।

৩

কোনো কোনো মন্ত্রী ছিলেন এমন, যাঁদের ব্যক্তিগত আয়ের উৎস ছিল তাঁদের অন্য সঙ্গীদের তুলনায় সীমিত। এ জন্য তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ন ও ক্ষুব্ধ। যেমন শিক্ষামন্ত্রী সব স্কুল-কলেজের জন্য পাঠ্যপুস্তক ছাপানো ও বিক্রয় করা সত্ত্বেও তিনি খাদ্যমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী কিংবা পূর্তমন্ত্রীর তুলনায় অস্বাভাবিক গরিব ও অভাবগ্রস্ত। তাই তিনি উজিরে আজমের কাছে অভিযোগ করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর কেবিনেটে ফাটল ধরার আশঙ্কা করে বিষয়টি মীমাংসার দায়িত্ব অর্পণ করেন কিং সায়মনের ওপর। মহামান্য বাদশাহ চিন্তা-ভাবনা করার পর ফয়সালা করেন যে শিক্ষামন্ত্রীর জীবনযাপনের মান উন্নত করার লক্ষ্যে আমি তাঁকে নির্মাণমন্ত্রীর অফুরন্ত আমদানির কিছু অংশ দিতে চাই। তাই আগামীতে সব স্কুল-কলেজের নির্মাণ অথবা সংস্কারের যে কাজ নির্মাণ বিভাগের তত্ত্বাবধানে

হয়ে থাকে, সকল প্রকার ঠিকাদারি শিক্ষামন্ত্রীকে দেওয়া হবে।

একই নিয়মে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আপত্তি উত্থাপন করেন যে স্বাস্থ্য ও খাদ্য অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্কযুক্ত। অথচ ওষুধের কারখানা থেকে আমার আমদানি খাদ্যমন্ত্রীর আমদানির দশ ভাগের এক ভাগের সমানও নয়। যা কিনা স্মাগলিংয়ের বদৌলতে তিনি হাসিল করে থাকেন। কিন্তু যে পর্যন্ত দেশে কোনো সর্বগ্রাসী ও ব্যাপক মহামারি বিস্তার না করে, আমি তাঁর সমকক্ষতার দাবি করতে পারি না। এতদশ্রবণে মহামান্য সম্রাট তাঁর মানসিক যাতনা নিরসনের জন্য যে প্রতিকার প্রদান করেন, তা ছিল নিম্নরূপ :

জনসাধারণকে এক সরকারি তথ্য বিবরণী দ্বারা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনগণের হজমিশক্তি বৃদ্ধির উন্নতমানের বিশেষ ট্যাবলেট তৈরি করিয়েছেন। সরকারি ডিপোগুলো থেকে রেশনের সঙ্গে লোকজনকে প্রত্যেক মাসে ওই ট্যাবলেটের বোতল অবশ্যই কিনে নিতে হবে।

ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্যরা প্রথমদিকে মন্ত্রীদের নির্বাচনের ব্যাপারে ছিলেন অতঙ্কগ্রস্ত। এখন তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে দেশের সম্পদ নির্বিঘ্নে-নির্বিচারে চোর ও ডাকাতদের হাতে গিয়ে কুক্ষিগত হচ্ছে। প্রথম প্রথম তাঁরা এই লুটপাট তৎপরতা ও অরাজকতাকে ঘৃণার চোখে দেখে আসছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে তাঁদের কারো কারো উজিরদের মোকাবিলায় নিজেদের দৈন্য ও দারিদ্র্যকে কষ্টদায়ক মনে হতে থাকে। একদিন তাঁরা মহামান্য বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে প্রথমে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার ফিরিস্তি বর্ণনা করলেন। তারপর আস্তে আস্তে তাঁদের কষ্ট ক্লেশের বিবরণ তুলে ধরলেন। অনন্তর যখন মন্ত্রীদের সমালোচনা শুরু হলো, তখন বাদশাহ আলমপনা হাত উঠিয়ে তাঁদের থামিয়ে দিলেন। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির প্রত্যেক সদস্যের এই অনুভূতি জাগ্রত হওয়া আল্লাহ তায়ালার একান্ত রহমতের ফলেই সম্ভব হয়েছিল যে যদি মহামান্য সম্রাট এতে অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন, তাহলে বাদশাহীর প্রার্থী তালিকা থেকে হয়তো তাঁর নাম বাদ দিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তাই মহামান্য বাদশাহর মাথা নত দেখে তাঁরা কিছুটা ঘাবড়ে যান।

বাদশাহ আলমপনা বলতে লাগলেন : আপনাদের কষ্টকর অবস্থার বর্ণনা শুনে আমি অত্যন্ত মর্মাহত। অথচ এটি আমার জানাই ছিল না যে এই অযোগ্য ও অকর্মণ্য মন্ত্রিপরিষদ আপনাদের ব্যাপারে এত বেশি দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেবে, যার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল এ দেশের সম্পদের ইনসাফভিত্তিক সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা। জনসাধারণের সমস্যাটি হয়তো তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান করা যাবে না। কিন্তু আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি

যে ভবিষ্যতে আপনাদের আর কোনো অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না। আগামীকালের মধ্যে আপনাদের প্রত্যেকে সংবাদ পেয়ে যাবেন যে এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।

পরদিন আমি আমার বন্ধু গাওলির কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। তিনি আমাকে অবহিত করলেন যে মহামান্য সম্রাট তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির অস্থিরচিত্ত ও চঞ্চলমতি সদস্যদের মন্ত্রিবর্গের অবৈধ আমদানিতে ভাগিদার বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাউকে শিল্পমন্ত্রীর কারখানার উৎপাদিত বস্ত্রের ডিপো লুট করে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আবার কাউকে বা নির্মাণমন্ত্রী এ আশ্বাস প্রদান করেছেন, তিনি যে ইটের ভাটা চালু করেছেন, নির্মাণ বিভাগ তাঁর ভাটার তৈরি ইট ক্রয় করবে এবং তার ওপর শতকরা এক শ ভাগ মুনাফা প্রদানের দায়িত্ব তারা স্বীকার করেছে। কাউকেবা বিলাস সামগ্রী আমদানির লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এর পরও যারা বাদ রয়ে গেছে, তাদের বলে দেওয়া হয়েছে যে তারা খাদ্যমন্ত্রীর আমদানিতে ভাগ বসানোর জন্য তন্দুর খুলে নেবে। ভবিষ্যতে জনসাধারণকে আনাজের পরিবর্তে একেবারে তৈরি রুটি সরবরাহ করা হবে।

আমি পুলকিত হয়ে প্রশ্ন করলাম : বেচারা রুটি বিক্রি করে কতইবা কামাই করতে পারবে? তা ছাড়া এই কারবারও তো খুব নিচুমানের।

: তুমি কিছুই জান না। গাওলি প্রত্যুত্তরে বলতে লাগলেন। রুটি বিক্রির ধান্ধা খুবই লাভজনক প্রমাণিত হবে। রুটির ন্যায্য মূল্য বর্তমান বাজার মূল্য অপেক্ষা শতকরা এক শ ভাগ বৃদ্ধি করা হবে। এতদ্ব্যতীত আমাদের জন্য শতকরা পঞ্চাশ থেকে এক শ ভাগ পর্যন্ত ভেজাল দেওয়ার অনুমতিও দেওয়া হবে।

আমি বলে উঠলাম : তাহলে জনসাধারণের অবস্থা কী দাঁড়াবে?

গাওলি রাগত স্বরে উত্তর দিলেন : জনসাধারণ সম্পর্কে আমি তখন চিন্তা করব, যখন আমার হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা এসে যাবে। এখন তো আমার তড়িঘড়ি করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হচ্ছে ওই সব উজিরের বিরুদ্ধে, যারা গতকাল পর্যন্ত অনাহারে-অর্ধাহারে ধুঁকে ধুঁকে মরছিল। অথচ আজ দেশের সব উপায়-উপকরণ কুক্ষিগত করে বসেছে। আল্লাহর শপথ, এই উপদ্বীপের কোনো শাসনকর্তা এমন আরাম-আয়েশের মুখ কখনো দেখেনি, যা এই অপরাধপ্রবণ মন্ত্রিরা তাঁদের হাতে পেয়েছেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম : আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে কিং সায়মনও তাঁদের মতো আরাম-আয়েশ পাননি?

তিনি বললেন : কিং সায়মরনর কথা আলাদা।

আমি বললাম : যদি আপনি কিছু মনে না করেন, তাহলে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। আমি শুনেছি যে মহামান্য বাদশাহ নিজেও মন্ত্রিদের অবৈধ আমদানির একটা উল্লেখযোগ্য অংশ আদায় করে থাকেন।

তিনি জবাবে বললেন : বাদশাহ আলমপনা কোনো কিছু আদায় করেন না। তবে মন্ত্রিদের শর্ত আরোপ করে তিনি জুয়া খেলে থাকেন। আর তাঁকে খুশি করার জন্য প্রত্যেক উজির বেশি বেশি পরিমাণ টাকা হেরে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

পুনরায় যখন আমি জিজ্ঞেস করলাম যে কিং সায়মন এত টাকা দিয়ে কী করেন? তখন তিনি জবাব দিলেন : তিনি কিছু করেন না। তবে আমার মনে হয়, যখন জাতির সব ধনসম্পদ তাঁর হাতে এসে জমা হয়ে যাবে, তখন তিনি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সংস্কার করার কাজ শুরু করবেন।

আমার অপর এক প্রশ্নের জবাবে মাস্টার গাওলি স্বীকার করেন যে কতিপয় সদস্য এমনও রয়েছেন, যাঁরা দেশের অর্থনৈতিক লুটপাটে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। তথাপি ওই মেম্বাররা সম্পর্কে গাওলির মতামত ছিল এই যে তাঁরা হয়তো খুবই সরলপ্রাণ, নয়তো বেকুব। আবার তাঁদের সংখ্যাও এত কম যে তাঁরা কার্যকলাপে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেন না। যেভাবে উজিরদের অবাধ আমদানি ও অবৈধ রোজগার আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি থেকে লাভবান হতে উৎসাহিত করেছে। ঠিক তেমনিভাবে কোনো দিন আবার আমাদের সুখী ও সমৃদ্ধ দেখে এই লোকেরাও তাদের সাবেক নির্বুদ্ধিতার জন্য হবে লজ্জিত ও অনুতপ্ত।

৪

এখন কিং সায়মনের ক্ষমতাসীন হওয়ার একাদশ মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছে, শ্বেতশুভ্র উপদ্বীপে বসবাসরত জনগণ একাদশ শতাব্দী পেছনে গিয়ে পড়েছে। কয়েক মাস অবধি আমি এই উপদ্বীপের সুখীসমৃদ্ধ লোকদের মধ্যে কারো মুখে হাসির লেশমাত্র দেখিনি। প্রথমত জনসাধারণের অবস্থা ছিল এই যে তারা তাদের সরকারের সাধারণ দোষ-ত্রুটির বিরুদ্ধেও তুফান সৃষ্টি করত আর ঘটিয়ে বসত প্রলয়কাণ্ড। শহরের পার্ক ও চৌরাস্তাগুলোতে একত্র হয়ে তারা তাদের জাতীয় সমস্যাগুলো পর্যালোচনা করত। সরকারের ভালো ভালো কাজ ও পদক্ষেপগুলোর প্রশংসা করত এবং

দুর্বলতাগুলোর করত সমালোচনা। প্রত্যেক ব্যক্তি তার বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী জাতীয় সমস্যাগুলোর সমাধানে অবদান রাখার চেষ্টা করত। কৃষ্ণ উপদ্বীপের শত্রুতামূলক আচরণ তাদের প্রতিরক্ষামূলক সচেতনতাকে সর্বদা সজাগ রাখত। কিং সায়মনের আগমনের কয়েক সপ্তাহ আগে কৃষ্ণ উপদ্বীপের উজিরে আজম যুদ্ধের হুমকি দিয়েছিলেন। আমি তখন ছিলাম সেখানেই। এই হুমকির বিরুদ্ধে আমি শ্বেতশুভ্র উপদ্বীপের জনগণের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া দেখেছিলাম, তা ছিল খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। স্থানে স্থানে মিছিল বের করা হচ্ছিল। নিয়মিত সেনাবাহিনী ছাড়াও সারা দেশের চাষি, মজুর, জেলে, ডাক্তার, ফৌজি উর্দিতে আবৃত হয়ে প্যারেড করছিল এবং প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল, না জানি সাদা উপদ্বীপের জনগণ কালো উপদ্বীপের অধিবাসীদের আক্রমণের অপেক্ষা করার পরিবর্তে উল্টো তারাই ওদের ওপর হামলা করে বসে।

কিন্তু এখন কিং সায়মনের এগারো মাসের শাসনের পর এই লোকগুলোর অভ্যন্ত রীণ কোনো সমস্যা কিংবা কোনো আশঙ্কার প্রতি কোনো প্রকার আগ্রহ-উদ্দীপনা অবশিষ্ট থাকেনি। এখন তাদের জন্য মহামান্য কিং সায়মন দেশের সর্ব বৃহৎ এবং সর্বাপেক্ষা জটিল সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। কোন গলিতে কোন বাজারে কোন হোটেলে কিংবা রেস্টুরেন্টে আমি দুই ব্যক্তিকে যখনই কানা-ঘুষা করতে দেখি, তখনই আমার মধ্যে এই বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যায় যে তাদের কথোপকথনের বিষয়বস্তু কিং সায়মন ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রথম প্রথম কিছু লোকের মধ্যে এরূপ সংশয় ছিল যে কিং সায়মন হয়তো মঙ্গল গ্রহের পরিবর্তে এই ভূ-পৃষ্ঠেরই কোনো উন্নত দেশের অধিবাসী হবেন। এখন এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে আর কোনো সন্দেহ অবশিষ্ট নেই। এখন তারা মনে করে, এত বড় অভিশাপ মঙ্গল গ্রহ ব্যতীত অন্য কোনো জায়গা থেকে আপতিত হতে পারে না। যখন তাদের সম্মুখে কিং সায়মনের প্রতিভা ও যোগ্যতার বিকাশ হয়নি, তখন মঙ্গল গ্রহের সঙ্গে কোনো কোনো সরলপ্রাণ মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস এবং মহব্বত ও ভালোবাসার স্বরূপ ছিল এই যে তারা তাঁর পূজা করতেও ছিল প্রস্তুত। আর এখন তাদের বিদ্বেষ ও ঘৃণার অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে মঙ্গল গ্রহের দিকে চোখ তুলে তাকাতেও তারা অন্তরে ব্যথা অনুভব করে।

কিং সায়মন সাদা উপদ্বীপে তাঁর শিকড় মজবুত ও ভিত্তি শক্ত করার জন্য যে পলিসি ও কৌশল অবলম্বন করেছিল, তা খুবই সফল ও ফলপ্রসূ প্রমাণিত হচ্ছিল। কেননা অপরাধপ্রবণ মন্ত্রীদের মধ্যে কারো তাঁর সামনে উচ্চ স্বরে নিঃশ্বাস ফেলার সাহস পর্যন্ত ছিল না।

তারা নিজেরাও জানে, সায়মন যখনই ইচ্ছা করবেন, তাদের পদ তখনই কেড়ে

নিতে পারবেন। তারা মনে করে, কিং সায়মনের বিরাগভাজন হওয়ার পর এই উপদ্বীপে তাদের জন্য নিঃশ্বাস নেওয়া কিংবা মুহূর্তকাল অবস্থান করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে যাবে। জনগণ তাদের নিকৃষ্টতম দুশমন বলে মনে করে। তার পরও কিং সায়মন এই লোকদের দেমাগ ঠিক রাখার জন্য মন্ত্রিপরিষদের আকৃতি ও প্রকৃতিতে সর্বদা কোনো না কোনো রদবদল করতেই থাকেন। একজন অপরাধপ্রবণ মন্ত্রীর হঠাৎ অব্যাহতি মিলে যায় তো তদপেক্ষা অধিক অপরাধপ্রবণকে মন্ত্রিপরিষদে এসে যোগদানের জন্য আহ্বান জানানো হয়। নতুন উজির আনন্দ-উল্লাসে স্বীয় পদের শপথ গ্রহণের জন্য শাহী মহলে প্রবেশ করতেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার জবানিতে ধ্বনিত হতে থাকে মহামান্য বাদশাহ কিং সায়মন জিন্দাবাদ, হিজ ম্যাজেস্ট্রি কুইন ওয়ায়েট রোজ জিন্দাবাদ, মঙ্গল গ্রহ জিন্দাবাদ প্রভৃতি স্লোগান। দুর্ভাগা মন্ত্রী, যিনি তাঁর আসন ছেড়ে দিয়ে বাইরে চলে আসেন, তিনিও তাঁর ভাবাবেগ দমন করে একই স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠতে সচেষ্ট হন। প্রথমোক্ত ব্যক্তি মনে করে যে কিং সায়মন তাকে ময়লা-আবর্জনার স্তূপ থেকে বের করে এনে একেবারে সপ্তম আকাশের ওপর পৌঁছে দিয়েছে। আর শেষোক্ত ব্যক্তি মন্ত্রিত্ব থেকে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও মনে করে যে মাত্র কয়েক মাসেই সে জনসাধারণের যে পরিমাণ রক্ত সঞ্চয় করে নিয়েছে, তা তাঁর পরবর্তী কয়েকটি বংশের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। তাই বাকি জীবন জনতার অভিশাপ থেকে বাঁচার জন্য তথা জনগণের পাকড়াও থেকে আত্মরক্ষার জন্য হিজ ম্যাজেস্ট্রির সাহায্য সহায়তার তো প্রয়োজন রয়েছে।

কিং সায়মন বরখাস্তকৃত উজিরদের এই অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন যে তাঁরা তাঁদের নিরাপত্তার প্রশ্নে ব্যক্তিগত দেহরক্ষী রাখতে পারবেন। এমনকি যদি কেউ বেশি সম্পদ জমা করে থাকেন, তাহলে তাঁরা নিজের জন্য ছোটখাটো প্রইভেট দুর্গও নির্মাণ করে নিতে পারবেন।

তবে যদি কোনো মন্ত্রী এরূপ অসুবিধার কথা ব্যক্ত করেন যে আমার আঠারো পুরুষের সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় করে নেওয়ার সুযোগ মেলেনি। তাহলে তাঁকে হয়তো তন্দুরি স্টার্ট করার অনুমতি দিয়ে দেওয়া হতো। নয়তো তাঁর আমদানি ও রপ্তানি কারবার পরিচালনার জন্য লাইসেন্স মিলে যেত। আমার মনে হয়, বরখাস্তকৃত মন্ত্রীদের যদি এরূপ সহায়তা লাভের সুযোগ না হতো, তবু জনগণের সমালোচনার ভয়ে তাঁদের জন্য কিং সায়মনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ব্যতীত কোনো গত্যন্তর ছিল না। যেসব লোক এই লুটতরাজে অংশগ্রহণ করেছে, তাদের মনে সর্বদা এই ভয় জাগ্রত হচ্ছে যে যদি কোনো দিন সায়মন তাদের ছেড়ে চলে যায়, তখন তাদের অবস্থা কি দাঁড়াবে!

আমার কাছে এটা সর্বদা কৌতুকপ্রদ বলে মনে হতো যে হিজ ম্যাজেস্ট্রি এত স্তুতি প্রশংসা ও গুণকীর্তন লাভ করা সত্ত্বেও তাঁর ভবিষ্যতের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ নন। তাঁর অন্তরে সর্বদা এই আশঙ্কা জাগরুক থাকে যে জনসাধারণের সীমাহীন দৈন্য-দারিদ্র্য ও জুলুম-নিপীড়নে প্রভাবিত হয়ে যদি কোনো অপরাধপ্রবণ মন্ত্রী কখনো সত্য-সঠিক পথে চলে আসেন, তাহলে তাঁদের জন্য কিছু আতঙ্কজনক ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। অতএব কয়েক মাস থেকে স্বয়ং বাদশাহ আলমপনা তাঁর কৃপা ও বন্ধুত্বের হস্ত এমন কিছু লোকের দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছেন, যাদের স্বদেশের প্রতি শত্রুতামূলক আচরণের পরিমাণ অনেক কম। গত মাসে তিনি ওই জেলখানা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন, যেখানে সাদা উপদ্বীপের নিকৃষ্টতম গাদ্দার কাচুমাচু নজরবন্দি ছিল। তিনি কয়েদিদের রেজিস্টার দেখে কাচুমাচু ও তার সঙ্গীদের সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। সুতরাং পরের দিন দুপুরে তারা মহামান্য বাদশাহর সঙ্গে লাঞ্চের টেবিলে উপস্থিত ছিল। সন্ধ্যার সময় রেডিও থেকে এই সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছিল যে কাচুমাচু ও তার সঙ্গীদের অবশিষ্ট কারাবাসের শাস্তি রহিত করে দেওয়া হয়েছে। এতদ্ব্যতীত তার দুজন সঙ্গীকে মন্ত্রিপরিষদের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া কালো উপদ্বীপের কয়েকজন গুপ্তচরকেও মুক্তি দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কাচুমাচু সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে আরজ করেছিলাম যে তাকে দেশের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে কালো উপদ্বীপের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তার পরের দিন কালো উপদ্বীপের প্রধানমন্ত্রী এক বিশেষ বিবৃতি প্রচার করতে গিয়ে হিজ ম্যাজেস্ট্রি কিং সায়মনের চিন্তা-চেতনা ও বুদ্ধি-বিবেচনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ফেটে পড়েন। তিনি বলেন, গত শতাব্দীতে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের জনগণ যদি কোনো ভালো কাজ করে থাকে, তবে তা হচ্ছে এই যে তারা কিং সায়মনকে তাদের দেশের বাদশাহ মনোনীত করে নিয়েছে। বস্তুত কিং সায়মনের বিচক্ষণতা, তাঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বিশ মাইল চওড়া ও কয়েক ফুট গভীর নদীর টুকরা এই দুই নিকটতম প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অধিবাসীদের বেশি দিন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারবে না। আমি নিজে কিং সায়মনকে এই মর্মে আগাম নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে আমার সরকার কিং সায়মনের দেশকে নিজের দেশ ও কিং সায়মনের প্রজাদের নিজেদের প্রজা বলে মনে করে থাকে। আর সে দিন বেশি দূরে নয়, যখন আমরা সাদা উপদ্বীপের জনগণের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব ও মহব্বতের বাস্তব প্রদর্শনী করতে পারব। আমাদের দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে বর্তমানে

বিরাজমান যেসব সমস্যা আপস আলোচনায় মীমাংসা হতে পারে, তার জন্য অস্ত্র ধারণ করা নির্বুদ্ধিতা মাত্র। আমি ঘোষণা করছি, আমি সাদা উপদ্বীপের হাল অবস্থায় নিশ্চিন্ত হয়ে আমাদের সামরিক ব্যয় বরাদ্দ শতকরা দুই ভাগ কমিয়ে দিয়েছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই ঘোষণায় মহামান্য কিং সায়মন তাঁর দেশে আদৌ কোনো সেনাবাহিনী রাখার প্রয়োজনই বোধ করবেন না।

মন্ত্রিপরিষদের জন্য কাচুমাচুর দুই সঙ্গীর নির্বাচন ও এই নির্বাচনের স্বপক্ষে কালো উপদ্বীপের উজিরে আজমের বক্তব্য ও মন্তব্য শোনার পর ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্যরা চমকে ওঠেন। কিন্তু বিরোধিতা ও প্রতিক্রিয়া শুধু একে অপরের সঙ্গে কানাঘুষা করা পর্যন্তই সীমিত থাকে। এমনকি কারো খোলাখুলিভাবে ও প্রকাশ্যে এর বিরুদ্ধাচরণের সাহস হয়নি। তাদের অনুভূতিহীনতার কারণ এটা ছিল না যে তাদের কালো উপদ্বীপের সৎ প্রতিবেশীসুলভ আচরণ সম্পর্কে কোনো ভালো ধারণা রয়েছে। পরন্তু তার কারণ হচ্ছে এই যে উজিরদের সঙ্গে লুটপাটে ভাগ বসানোর পর এই লোকেরাও তাদের ভবিষ্যৎ জনগণের পরিবর্তে কিং সায়মনের সঙ্গেই সম্পর্কিত করে নিয়েছে। আর উজিরদের মতো তাদের ওপরও মহামান্য বাদশাহ অত্যন্ত কড়া নজর রাখছেন, যদি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির কোনো সদস্যের বিশ্বাসযোগ্যতার ব্যাপারে তাঁর মনে কোনো রকম সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হয়ে যায়। তাই পরের দিন তিনি তাঁর গোত্রের কোনো অপদার্থ ও অথর্ব ব্যক্তিকে চা অথবা পানের দাওয়াতে ডেকে এনে তার মধ্যে এই অনুভূতি জাগ্রত করে দেওয়া হতো যে আমাদের কাছে একটি বাজে মহড়া মজুদ রয়েছে। যে ব্যক্তি এই সূক্ষ্ম ইশারা যথাসময়ে বুঝে না উঠতে পারত, তাকে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্য পদ ব্যতীত তার গোত্রের সরদারি কিংবা অন্য সব গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকেও বঞ্চিত থাকতে হতো।

কিং সায়মনের রাজত্বের প্রথম বার্ষিকী

জাপানি সাংবাদিকের রিপোর্টের শেষাংশ, যেখানে তিনি কিং সায়মনের রাজত্বকালের প্রথমবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে পালিত অনুষ্ঠানের যেসব কার্যকলাপ বর্ণনা করেছেন, তা খুবই চিত্তাকর্ষক, আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য। শানকু মানকু তাঁর প্রণীত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন

: আগামী মাসে কিং সায়মনের প্রথম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হবে। উজিরে আজম সুশীলং প্রস্তাব করেছেন, মঙ্গল গ্রহ থেকে মহামান্য বাদশাহর আগমনের দিনকে 'কিং সায়মন ডে' নামে অভিহিত করা হবে। আমাদের দুর্ভাগ্যহেতু হিজ ম্যাজেস্ট্রি তিন বছরের নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আমাদের ছেড়ে পুনরায় মঙ্গল গ্রহে চলে যাবেন। কিন্তু তাঁর গৌরবোজ্জ্বল শাসনকাল আমাদের স্মৃতিতে সর্বদা তাঁকে জাগরুক রাখবে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, আমরা ও আমাদের ভাবি বংশধররা কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও অনুরাগের পরিচয় দেওয়ার জন্য প্রতিবছর 'কিং সায়মন ডে' পালন করব। আমি সাধারণের কাছে এই আবেদন জানাচ্ছি যে তারা যেন পুরোপুরি উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে 'কিং সায়মন ডে'র সব কর্মকাণ্ড ও অনুষ্ঠানমালায় অংশগ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে আমি জনসাধারণকে একটি খোশ খবর শোনাতে চাই । আর তা হচ্ছে, বাদশাহ নামদার এই অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন যে তাঁর শাসনকালের প্রথমবর্ষ পূর্তির অভিষেক উপলক্ষে তাঁর সর্বস্ত রের প্রজাদের অন্ততপক্ষে দুবেলার জন্য খাঁটি আটার রুটি সরবরাহ করা হোক। কিন্তু আমার কেবিনেট এই ফয়সালা করেছে যে এই দিবসের উল্লাসে ন্যূনপক্ষে এক সপ্তাহের জন্য খাদ্য-পানীয়ের যাবতীয় সামগ্রীতে সকল প্রকার মিশ্রণ ভেজাল ঘোষণা করা হোক। 'কিং সায়মন ডে'র অনুষ্ঠানমালা ও কর্মসূচি পোস্টার, সংবাদপত্র ও রেডিওর মাধ্যমে প্রচার করা হবে। আশা করি, হিজ ম্যাজেস্ট্রির প্রজাসাধারণ এই প্রোগাম সফল করার জন্য সম্ভাব্য সব প্রচেষ্টার কোনো ক্রটি করবে না।

তারপর মাস্টার শানকু মানকু লিখেন :

আমি আমার নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ইতিমধ্যে আমার পত্রিকার সম্পাদকের পক্ষ থেকে আমাকে সাদা উপদ্বীপকে বিদায়

অভিবাদন জানানোর অনুমতি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কিং সায়মন ডের অনুষ্ঠানের কর্মসূচি দেখার পর পুনরায় আমি আমার ইচ্ছা পরিবর্তন করেছিলাম এবং পত্রিকার সম্পাদক সমীপে এই দরখাস্ত পেশ করলাম যে আমাকে আরো কয়েক দিন এখানে থাকার অনুমতি দেওয়া হোক। এবার আমি কিং সায়মন ডের অনুষ্ঠানের স্বচক্ষে দেখা কর্মকাণ্ডের বিবরণ সুধী পাঠকদের সম্মুখে তুলে ধরছি :

সকাল সাতটায় হিজ ম্যাজেস্ট্রিকে শাহী মহলে তার বডিগার্ডরা সালাম জানাল। সেই বর্ণাঢ্য ঘোড়ার গাড়ি বের করা হলো, যাতে উপদ্বীপের প্রয়াত শাসনকর্তা বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে আরোহণ করতেন। এই ঘোড়ার গাড়িটি এক ডজন শ্বেতশুভ্র ঘোড়া টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু উজিরে আজম তাঁর মন্ত্রীবর্গ ও ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্যদের পক্ষ থেকে এরূপ এক আবেদন পেশ করেছিলেন যে যদি মহামান্য বাদশাহ সদয় অনুমতি প্রদান করেন, তাহলে ঘোড়ার পরিবর্তে আমরাই আপনার গাড়িখানা টেনে নিয়ে যাওয়ার গৌরব অর্জন ও এই বিরল সম্মান লাভ করতে চাই। এই দরকাস্ত মঞ্জুর করা হলো। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী যথাসময়ে গাড়িতে এসে বসেন। শাহী মহলের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা গাড়ির সম্মুখের দিকে বেঁধে রাখা রেশমি রশি হাতে নিয়ে চার সারিতে দাঁড়িয়ে গেলেন। উজিরে আজম ছিলেন সবার অগ্রভাগে। তিনি একটা রশির এক প্রান্ত তাঁর কোমরের মধ্যে বেঁধে নিয়েছেন। গাড়ির আগে-পিছে ছিল অশ্বারোহী ও পদাতিক সিপাহির দল। সম্মুখে ছিল প্রায় দেড় শ লোকের জাঁকজমকপূর্ণ এক পার্টি। ঠিক সতটা বেজে দশ মিনিট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিছিল শাহী মহল থেকে বেরিয়ে পড়ে। জনসাধরণকে বারবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা যাতে শাহী মিছিলে অংশগ্রহণের জন্য সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাহী মহলের দরজায় এসে সমবেত হয়ে যায়। মিছিল যখন বাজার দিয়ে অতিক্রম করছিল, তখন প্রত্যেক দোকান ও বাড়ির ছাদে সমবেত মহিলারা শাহী সওয়ারির ওপর পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে থাকে। কিন্তু যখন এই মিছিল শাহী মহল থেকে বের হয়েছিল, তখন শহরের সব সড়ক ও বাজার শ্মশান বলে মনে হচ্ছিল। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা যারা বাদশাহ ও বেগমের বেগির সামনে জুড়ে ছিলেন, এই অপ্রত্যাশিত দৃশ্যেও অত্যন্ত অস্থির ছিলেন। মিছিল যখন বড় বাজারের মাঝে গিয়ে পৌঁছে, তখন দুদিক থেকে বাড়ির ছাদ থেকে ফুলের বদলে ডিম ও টমেটো এসে পড়ল একেবারে সম্রাজ্ঞীর মাথায়। বাদশাহ আলমপনা ব্যস্ত হয়ে এক বাড়ির ছাদের দিকে তাকাতেই পরপর তিনটি টমেটো এসে পড়ল তাঁর মুখের ওপর। বেগম ও বাদশাহ অবস্থা বেগতিক দেখে মখমলের দুটি গদি তুলে নিয়ে নিজ নিজ মাথার

ওপর রাখলেন। কিন্তু অন্যান্য লোকজন বিশেষ করে বেগিতে বড় বড় পারিষদদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠল। অগত্যা তারা আস্তে আস্তে চলার পরিবর্তে তাড়াতাড়ি পালাতে হলো। কিছুক্ষণ পর পুলিশের হুইসেল আশপাশের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছতে লাগল। ফলে ডিমের বৃষ্টিবর্ষণ বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু কয়েক কদম অগ্রসর হওয়ার পর মন্ত্রীরা ও ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সম্মানিত সদস্যরা পুরোদস্তুর হাঁফিয়ে উঠল। মিছিল আর কোনো দুর্ঘটনাকবলিত না হয়ে এবার শাহী গোরস্তানে গিয়ে প্রবেশ করল। এক্ষনে বাদশাহ ও বেগম বেগি থেকে নেমে পড়লেন এবং সরকারের আমির-ওমরাহরা নিজ নিজ রুমাল বের করে তাদের শরীরের ময়লা পরিষ্কার করতে লাগল। এখানে কিং সায়মন প্রয়াত বাদশাহ ও সম্রাজ্ঞী ওয়ায়েট রোজ মরহুম বেগমের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

অতঃপর বাজারের ঘটনাবলির ওপর সমালোচনা শুরু হয়ে গেল। উজিরে আজম সুশীলংয়ের চক্ষুদ্বয় ছিল অশ্রুসিক্ত এবং তিনি তাঁর মস্তক অবনত করে আরজ করলেন : মহামান্য সম্রাট, শহরের লাখ লাখ লোক ছিল আপনার মিছিলে অংশগ্রহণের জন্য অস্থির। তারা আপনার যাওয়ার পথে তিন শ ফটক নির্মাণ করেছিল। কিন্তু যথাসময়ে লোকজন ছিল অনুপস্থিত। তাই হুজুরে আলা, আমার ইচ্ছা করছে যে আমি আত্মহত্যা করি। আমার সব মন্ত্রী ও জাতীয় পরিষদ সদস্যরা আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর থেকে বেশি বেইজ্জতি আর অপমান-অপদস্ত হওয়ার কী আছে? যদি এই লোকরা সমগ্র উপদ্বীপের ডিম আর টমেটো একত্র করে আপনার এই অধম গোলামের ওপর তাদের হাতের কসরত ও অনুশীলন করত, তথাপি আমার তাতে কোনো পরোয়া ছিল না। কিন্তু তারা আপনার সঙ্গে এমন অশালীন ও অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছে যে কালো উপদ্বীপের অগণিত ও অসংখ্য গোয়েন্দা এখানে তৎপর হয়ে রয়েছে, তারাই রাতের মধ্যে আপনার প্রজাদের এভাবে উত্তেজিত করে দিয়েছে।

অন্যান্য মন্ত্রী ও ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির কতিপয় সদস্য এসে উজিরে আজমের সুরে সুর মেলালেন। তাঁরা বলতে লাগলেন : জাহাপনা, প্রধানমন্ত্রী একেবারে ঠিক কথাটিই বলেছেন। এই ষড়যন্ত্রে নিঃসন্দেহে কালো উপদ্বীপের সরকারের হাত রয়েছে।

এসব কথা শুনে কাচুমাচুর ধৈর্যের পাল্লা ভারী হয়ে উঠল। সে বলতে লাগল : জাহাপনা, এরা সবাই বাজে বকছে। কালো উপদ্বীপের অধিবাসীরা এবং কালো উপদ্বীপের সরকার সবাই আপনাকে তাদের অকৃত্রিম বন্ধু বলে মনে করে। আমি আজ সকালেও কালো উপদ্বীপের প্রধানমন্ত্রীর রেডিওতে প্রচারিত ভাষণ শুনেছি।

তিনি আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর এই দোয়া কামনা করেছেন যে বাদশাহ নামদার যেন কমপক্ষে আরো এক হাজার বছর জীবিত থাকেন। তিনি আরো বলেছেন যে যদি সাদা উপদ্বীপের জনসাধারণ আমাদের বিরোধী না হতো, তাহলে আমি স্বশরীরে এখানে এসে এই মহান দিবসটি উদ্‌যাপনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতাম। এসব অপরাধের সমুদয় দায়দায়িত্ব ওই সব লোককে বহন করতে হবে, যারা জনসাধারণের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার ঐকান্তিক আগ্রহে তাদের বিশেষ রেশন সরবরাহ করার ভ্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

কিং সায়মন জবাব প্রত্যাশী দৃষ্টিতে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি তাকালেন। তিনিও ঢেঁকুর তুলে বলতে লাগলেন : আলমপনা, খাঁটি আটা বন্টন করার নির্দেশ তো আপনি নিজেই দিয়েছিলেন।

কাচুমাচু বলে উঠল : কিন্তু হিজ ম্যাজেস্ট্রি তো কেবল আজকের জন্যই এ অর্ডার দিয়েছিলেন। অথচ তোমরা গত পরশু বা তিন দিন আগে থেকেই এই বন্টন প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছ। আর তোমাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখনো আরো চার দিন পর্যন্ত জনগণ খাঁটি রেশন পাবে। আজকের অবস্থা পর্যবেক্ষণের পর আমার কাছে অনুমিত হচ্ছে যে সাত দিন একাধারে খাঁটি আটা খাওয়ার পর এই লোকেরা শাহী মহলের ওপর চড়াও হতে ইতস্তত করবে না।

উজিরে আজম অবনত মস্তকে ও আনত নয়নে তাঁর সঙ্গীদের দিকে তাকাতে লাগলেন। তারপর বাদশাহ বাহাদুরের প্রতি লক্ষ করে বলতে লাগলেন : ইউর ম্যাজেস্ট্রি, যদি আপনার কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয় থাকে আমার আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার ওপর, তাহলে অমি প্রতিটি আন্ডা ও টমেটোর পরিবর্তে এক ডজন জুতার ঘা খেতে প্রস্তুত রয়েছি।

কিং সায়মন প্রত্যুত্তরে বললেন : তোমার বিশ্বস্ততার পরীক্ষা পরে নেওয়া যাবে। এখন আমি চাচ্ছি, বিশুদ্ধ রেশন বন্টন এক্ষনই বন্ধ করে দেওয়া হোক।

সুশীলং এতক্ষণে প্রথমবারের মতো মুখ খুলল এবং এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলতে লাগল : মহামান্য সম্রাট, আপনার নির্দেশ যথাযথভাবে কার্যকর করা হবে।

কিং সায়মন বললেন : পুনরায় এই পথে আমি শাহী মহলে ফিরে যেতে চাই না।

উজিরে আজম বললেন : জাহাপনা, আপনার আবার এই রাস্তায় যাওয়ার কোনোই প্রয়োজন নেই। শাহী মহলের পশ্চাদ্দিকের এক দেয়াল কবরস্থানে এসে মিলিত হয়েছে। অবশ্য আপনি যদি সিঁড়ি বেয়ে তা অতিক্রম করা পছন্দ না

করেন, তবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটা দরজা তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে।

বাদশাহ বললেন : দরজা তৈরি করার কোনো দরকার নেই। আমি সিঁড়িযোগে ভেতরে চলে যাব।

২

কিং সায়মনের অবশিষ্ট সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শাহী মহলের ভেতরেই উদ্‌যাপন করা হয়। আমার পরম সৌভাগ্য ও গর্বের ব্যাপার যে আমি ব্যতীত কোনো বিদেশি সাংবাদিক সেখানে উপস্থিত ছিল না। কর্মসূচি মোতাবেক শাহী বাগিচার এক প্রশস্ত শামিয়ানার নিচে নাচ-গানের আসর অনুষ্ঠিত হয়। নাচ-গানের এই প্রোগ্রাম অনেক মেহনতের পর তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু তথাপি বাদশাহ ও বেগম এই আকর্ষণীয় কর্মসূচি উপভোগের কোনো মুডে ছিলেন না। তাঁরা ডিম ও টমেটোর দাগযুক্ত শাহী পোশাক বদল করে নিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও বাজারের ঘটনাবলি এখনো তাঁদের অন্তরে বারবার তাজা হয়ে উদিত হচ্ছিল। এই আসরে আমি কয়েকজন ইউরোপিয়ান লোক দেখতে পেলাম। বিগত এক বছর অবধি সাদা উপদ্বীপে কোনো পাশ্চাত্য দেশের পর্যটক ও পরিব্রাজকের প্রবেশ ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এমনকি উড়োজাহাজে সফরকারি যেসব আমেরিকান, ইউরোপিয়ান, চৈনিক, জাপানি কিংবা রুশীয় মুসাফির ট্রানজিট রুটে কিছু সময়ের জন্য সাদা উপদ্বীপের এয়ারপোর্টে অবস্থান করত, তাদেরও কোনো শহর বা জনপদে গমনের অনুমতি দেওয়া হতো না। আমি তাই কৌতূহলবশত সংবর্ধনা মন্ত্রীর কাছে এই শ্বেতাঙ্গ মেহমানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান, এই লোকজন হিজ ম্যাজেস্ট্রির স্বাস্থ্যগত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য এসেছে। এদের একজন জার্মানি, একজন রুশীয় আর দুজন ইংরেজ স্থানের সুপ্রসিদ্ধ ও প্রখ্যাত চিকিৎসক। সোনালি চুল, নীলাভ আঁখি তরুণী ফ্রান্সের একজন নার্স। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই ডাক্তাররা মহামান্য বাদশাহর মেডিক্যাল চেকআপ করার পর বলবেন, পৃথিবীর আবহাওয়া ও জলবায়ুর কী প্রভাব তার শারীরিক ও মানসিক শক্তির ওপর পড়েছে।

আমি বললাম : আমার তো হিজ ম্যাজেস্ট্রিকে প্রথমদিকের তুলনায় বহুত স্বাস্থ্যবান বলে মনে হচ্ছে।

সংবর্ধনামন্ত্রী এদিক-ওদিক তাকিয়ে ফিসফিস করে আমার কানে কানে বলতে

লাগলেন : আমারও তাই বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু সম্রাজ্ঞী মনে করেছিলেন, ভূপৃষ্ঠের আবহাওয়ায় অধিক কাজকর্ম করার ফলে জাঁহাপনার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে। তাঁর বর্ষপূর্তির সংবর্ধনা থেকে অবসর পাওয়ার পর হিজ ম্যাজেস্ট্রি এই ডাক্তার দ্বারা চেকআপ করাবেন।

আমি আবেগপ্রবণ হয়ে সংবর্ধনামন্ত্রীকে অবশিষ্ট দুই ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি জবাব দিলেন, এই দুজন আমেরিকান বিজ্ঞানী। এই বিজ্ঞানীরা বাদশাহ আলমপনার জন্য তাঁদের সরকারের পক্ষ থেকে একটি দুরবিনের খেলায়াত নিয়ে এসেছেন। আজ রাতে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে হিজ ম্যাজেস্ট্রি এই দুরবিনের সাহায্যে তাঁর প্রিয় মাতৃভূমি অর্থাৎ মঙ্গল গ্রহ পর্যবেক্ষণ করবেন।

৩

শাহী মহলে সমবেত মেহমানদের সঙ্গে দ্বিপ্রহরের খানা খাওয়ার পর হিজ ম্যাজেস্ট্রি ও ফার্স্ট লেডি কয়েক ঘণ্টা আরাম করার জন্য তাঁদের শয়নকক্ষে তাশরিফ নিয়ে চলে গেলেন। বিকেল চারটার সময় পুনরায় তাঁদের আসর জমে ওঠে। হিজ ম্যাজেস্ট্রি সম্মানিত মেহমানদের বিভিন্ন বক্তব্য দ্বারা ধন্য করেন। তাঁদের স্মাগলিং ও স্টকিংয়ের পারমিট বা অনুমোদনপত্র, আমদানি ও রপ্তানি লাইসেন্স প্রদান করেন। তারপর সম্রাজ্ঞী, সম্রাট ও তাঁদের মেহমানরা প্রশস্ত এক শামিয়ানার নিচে সমবেত হয়ে বাজিকরদের কর্মকাণ্ড দেখতে লাগলেন। সন্ধ্যায় জাপানি বোমা পোড়ানো ও পটকা ফোটানো দল তাদের চমৎকার কৃতিত্ব প্রদর্শন করল। ইতিমধ্যে হিজ ম্যাজেস্ট্রির মুডের পরিবর্তন হয়েছিল এবং তিনি তাঁর ইউরোপিয়ান মেহমানদের সঙ্গে বিশেষত সোনালি চুল ও নীল আঁখিধারিণী ফ্রান্সের নার্সের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছিলেন। কিন্তু বোমাবাজির সময় এক অদ্ভুত দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। এই দুর্ঘটনা যেমন ছিল অপ্রত্যাশিত ও অনভিপ্রেত, তেমনি ছিল আকর্ষণীয় ও চিত্তাকর্ষক। জাপানি আতশবাজি বাতাসে বড় রকমের ফানুস তরঙ্গ সৃষ্টি করল, যা আগুনের লেলিহান বহ্নিশিখা ছুড়তে ছুড়তে শূন্যে মিলে গেল। অতঃপর সেই বেলুন ফেটে যাওয়ার ভয়ংকর বিস্ফোরণজনিত শব্দ শোনা গেল এবং কয়েকটি ছোট গুলি মহাশূন্যে রং-বেরংয়ের আলো বিচ্ছুরিত করতে করতে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ল। ভূপৃষ্ঠের অল্প দূরে গিয়েই এই গুলিগুলো ফাটতে লাগল। একটি গুলি তো মেহমানদের একেবারে কাছে এসে

ফাটল। আর অমনি তার বিচ্ছুরিত অগ্নিস্ফূলিঙ্গ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য সবাই এদিক-সেদিক পালাতে লাগল। জাদুকর লাউড স্পিকারের সাহায্যে জোরে জোরে বলতে লাগল, উপস্থিত সম্মানিত মেহমান, আপনারা নিশ্চিন্তে বসে থাকুন। এগুলো অগ্নিস্ফূলিঙ্গ নয়, বরং ক্ষতিকরও নয়; এমন কিছু উজ্জ্বল আলোকবর্তিকাপূর্ণ কেমিক্যালের সংমিশ্রণ মাত্র।

এদিকে কিং সায়মন সেই বাতাসের নিনাদ শুনেই বিচলিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর পরিহিত জরির পোশাকে অগ্নিবৃষ্টি বর্ষণ হতে দেখে তীব্র গতিতে দৌড়ে পালিয়ে তাঁর পশ্চাতে জাদুকরদের জন্য রক্ষিত চেয়ার ডিঙ্গিয়ে একটি গাছের ওপর গিয়ে উঠে পড়লেন। উপস্থিত সবাই এই তৎপরতাকে তাদের বাদশাহর প্রাণচাঞ্চল্য ও কর্মতৎপরতা বলে ব্যাখ্যা করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। তাদের ঐকান্তিক অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে জাদুকররা সেই আলোর আরো কয়েকটি গুলি শূন্যে ছুড়ে মারে। সঙ্গে সঙ্গে শূন্যলোক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকায় ভরে ওঠে, আর কিং সায়মন অমনি নিকটবর্তী গাছের এক ডালের সঙ্গে জড়সড় হয়ে অত্যন্ত কঠোরভাবে কাঁপতে থাকেন। জাদুকররা যথানিয়মে আলোর গুলি নিক্ষেপ করতে থাকে আর কৌতূহলী দর্শকমণ্ডলী কিং সায়মনের ভাবভঙ্গি দেখে হা হা করে হাসতে থাকে। হিজ ম্যাজেস্ট্রি কয়েক সেকেন্ড অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে দাঁত বের করে জাদুকরদের প্রতি তাকালেন। তারপর একটি বানরের ভঙ্গিতে প্রবল স্ফুর্তিতে গাছের চূড়ার দিকে উঠে যেতে লাগলেন। সম্রাজ্ঞী রোজ বিচলিত হয়ে তাঁর আসন থেকে উঠে পড়লেন এবং মাইক্রোফোনের কাছে গিয়ে উচ্চ স্বরে বলে ওঠেন : এটা মঙ্গল গ্রহের প্রচলিত নিয়ম। মহামান্য সম্রাট দেখতে চান যে তোমাদের কেউ তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে কি না?

এই ঘোষণার পর মন্ত্রীবর্গ ও জাতীয় পরিষদ সদস্যদের জন্য হিজ ম্যাজেস্ট্রির শরীরে হাত লাগানো জীবন-মরণ সমস্যা হয়ে দেখা দিল। তারা কোনো পরিণাম পরিণতি চিন্তা না করে ও দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সংশ্লিষ্ট গাছের দিকে দ্রুত ধাবমান হতে লাগল। অবস্থা বেগতিক দেখে এবং উপায়ন্তর না দেখে পুলিশ মুহূর্তের মধ্যে চার্চলাইটের ব্যবস্থা করে দিল। গাছের ওপর ভাগ্য পরীক্ষায় অংশ গ্রহণকারী গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অধিকাংশই ছিলেন বয়স্ক লোক। তাই তাঁরা চারদিকে বাহু বিস্তার করে থাকা শাখা-প্রশাখার ওপর আরোহণের ব্যর্থ প্রয়াস-প্রচেষ্টার পর নিরাশ হয়ে পড়লেন। কয়েকজন স্থূলকায় আধা বয়সী বিশ-পঁচিশ ফুট ওপরে উঠে গেছেন। কিন্তু তারপর গাছের দুর্বল শাখার সঙ্গে আড়ষ্ট হয়ে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার সময় তাঁদের উদ্যম ও সাহস নেতিবাচক জবাব দিয়ে

দিল। উজিরে আজম সুশীলং তখনো পর্যন্ত বিস্ময়ে বিমূঢ় ও ভাববিহ্বল হয়ে গাছের একটি ডাল ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। তাঁর সমস্যার সমাধান প্রদানের লক্ষ্যে পুলিশ ফায়ার ব্রিগেডকে আহ্বান জানাল। অমনি দমকল বাহিনীর জওয়ানরা গাছের চূড়া পর্যন্ত প্রলম্বিত একটি সিঁড়ি দাঁড় করিয়ে দিল। আর যায় কোথায়। সঙ্গে সঙ্গে সব মন্ত্রী মহোদয় ও ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্যরা একযোগে এই সিঁড়িতে ওঠার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ার দৃশ্য পরিস্ফুট হতে লাগল। এখন এই বিষয়ের ওপর গরম গরম আলোচনা হচ্ছিল যে হিজ ম্যাজেস্ট্রিকে ধরার সর্বাপেক্ষা অধিক হকদার কে? এতে সম্রাজ্ঞী হস্তক্ষেপ করলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ফয়সালা প্রদান করেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক উজিরে আজম কাঁপতে কাঁপতে এবং ইতস্তত করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন। যখন তিনি চূড়ার প্রায় কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেন, তখন নিচ থেকে মোবারকবাদ মোবারকবাদের ধ্বনি উঠতে লাগল। হঠাৎ উজিরে আজমের মুখ থেকে এক বিকট চিৎকার বেরিয়ে এলো আর অমনি তিনি তীব্র গতিতে নিচের দিকে ধেয়ে আসতে লাগলেন। নিচ থেকে শব্দ ভেসে আসতে লাগল : কী হলো?

যখন তিনি নিচে নেমে এলেন, তখন আমি দেখতে পেলাম যে তাঁর কান থেকে তপ্ত তাজা খুন ঝরে পড়ছে এবং গালের একপাশে আঁচড়ের দাগ সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। বেগম সম্মুখে এগিয়ে এলে উজিরে আজম তাঁর আহতকরণ গাল মুছে নিয়ে আরজ করলেন : ইউর ম্যাজেস্ট্রি, অনুগ্রহপূর্বক আপনি ওপরে যেতে চেষ্টা করবেন না। বাদশাহ আলমপনা মঙ্গল গ্রহের এই খেলায় তাঁর দাঁতও ব্যবহার করছেন আর নখও। অতএব, তাঁকে স্পর্শ করার জন্য কোনো মজবুত ও শক্তিশালী লোককে পাঠাতে চেষ্টা করুন।

এরই মধ্যে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির তিনজন সদস্য ঝড়ের বেগে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছিলেন। আর বেগম দম বন্ধ করে অপলক নেত্রে চূড়ার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কিছুক্ষণ পর ওপর থেকে এই আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল : ইউর ম্যাজেস্ট্রি, আমার নাক ছেড়ে দিন। আর কানের ওপরও আঘাত করবেন না। মহাত্মন, আপনার জন্য আমি আমার বাজু পেশ করছি।

: ভাই, আল্লাহর ওয়াস্তে তোমরা একদিকে সরে দাঁড়াও এবং আমাকে নামতে দাও।

: আলমপনা, আমার নাক ছেড়ে দিন।

: ভাই, আমাকে আগে যেতে দাও। লক্ষ্য করো তুমি আমার কাঁধের ওপর পা রেখে দিয়েছ।

কিছুক্ষণ পর তারা তিনজনই নিচে নেমে এসে পর্যায়ক্রমে ফার্স্ট লেডিকে তাদের শরীরের ক্ষতচিহ্ন দেখাতে লাগল। একজনের গলার কাছাকাছি থাবা লেগেছিল। দ্বিতীয়জনের নাকে আঘাত লেগেছিল। আর তৃতীয়জনের জামা ছিঁড়ে গিয়েছিল। সে তার বুকের ওপর আঁচড়ের দাগ দেখাল। এরই মধ্যে ইউরোপিয়ান ডাক্তাররা পরস্পর সলাপরামর্শ সেরে নিচ্ছিলেন। ফার্স্ট লেডি আবার ঘোষণা দিলেন : আমার মনে হচ্ছে, হিজ ম্যাজেস্ট্রি আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে চাচ্ছেন।

তাই তিনি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। কয়েক মিনিট পর বেগম সাহেবাও চিৎকার দিতে দিতে নিচে নেমে এলেন। তাঁর মাথার কেশরাশি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। মুখে কয়েকটি থাবার দাগও সুস্পষ্ট। বাহু থেকে অঝোরে রক্ত ঝরছে।

জার্মানির ডাক্তার সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বললেন : ফার্স্ট লেডি, মঙ্গল গ্রহের এই খেল্যার রহস্য কিন্তু আমার বুঝে আসছে না।

সম্রাজ্ঞী ঈষৎ রাগত স্বরে বলে উঠলেন : যদি বুঝে না আসে, তাহলে একটু ওপরে উঠে গিয়ে দেখে আসুন। আল্লাহর ওয়াস্তে অতিসত্তর তার চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। পৃথিবীর আবহাওয়া তার পেশির ওপর খুবই খারাপ প্রভাব ফেলেছে। কখনো কখনো তিনি কাউকেই শনাক্ত পর্যন্ত করতে পারেন না। আবার কখনোবা যৎসামান্য শোরগোল তার মতিভ্রম ঘটিয়ে দেয়।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করেন : আপনি এর আগে কখনো তাঁকে গাছে উঠতে দেখেছেন?

: কখখনো না।–বেগম জবাব দিলেন। অবশ্য কখনো কখনো তাঁর কামরায় ফানুসের সঙ্গে ঝুলে ব্যায়াম করে থাকেন। দু-তিনবার আমি তাঁকে গালিচার ওপর ডিগবাজি খেতেও দেখেছি।

ডাক্তার বিচলিত হয়ে বলতে লাগলেন : এই বয়সেও হিজ ম্যাজেস্ট্রির এমন প্রাণবন্ত ও কর্মতৎপরতা সত্যিই আশ্চর্যজনক!

যখন ডাক্তার সাহেবরা সম্রাজ্ঞী, উজিরে আজম ও অন্যান্য সাহেবের জখমের ওপর ওষুধ লাগাচ্ছিলেন, তখন ইংরেজ ডাক্তার সম্রাজ্ঞীকে প্রশ্ন করলেন : হিজ ম্যাজেস্ট্রি এর আগে কখনো আপনাকে কোনো আঘাত করেছেন?

: হ্যাঁ, একবার যখন আমি তাঁকে প্যারাসুট থেকে নিচে নামিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলাম, তখন তিনি আমার কনিষ্ঠ অঙ্গুলি চিবিয়ে এবড়োথেবড়ো করে ফেলেছিলেন।

ইংরেজ ডাক্তার আবার জিজ্ঞেস করলেন : আমার পরামর্শ হচ্ছে এই যে বাজি

ফোটানো বন্ধ করে দেওয়া হোক। নতুবা হিজ ম্যাজেস্ট্রি গাছ থেকে নিচে নেমে আসার কোনো চেষ্টা করবেন না।

বেগমের নির্দেশে সঙ্গে সঙ্গে বাজি ফোটানো বন্ধ করে দেওয়া হলো। তার প্রায় দশ মিনিট পর হিজ ম্যাজেস্ট্রি সিঁড়ির সাহায্যে আস্তে আস্তে নিচে নেমে আসতে লাগলেন।

৪

বাদশাহ নিচে অবতরণ করতে না-করতেই সম্রাজ্ঞী আনন্দ-উল্লাসে এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। আগত ও সমবেত মেহমানরা হিজ ম্যাজেস্ট্রি কিং সায়মন জিন্দাবাদ স্লোগান দিতে দিতে সেখান থেকে চলে যেতে লাগলেন। আমি কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলাম। কিং সায়মনের চেহারা এখনো সীমাতিরিক্ত নীলাভ এবং তাঁর চক্ষু থেকে হিংস্রতা ও ক্ষিপ্রতা ঝরে পড়ছে। ইংরেজ ডাক্তার এগিয়ে গিয়ে কিং সায়মনের নার্ভ দেখার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি হাত ঝাড়া মেরে ডাক্তারকে পেছনে হটিয়ে দিলেন।

সম্রাজ্ঞী ওয়ায়েট রোজ বলতে লাগলেন : হিজ ম্যাজেস্ট্রির মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেছে। এটাই উত্তম হবে যে আপনারা ভেতরে গিয়ে তাঁর চেকআপ করুন।

সম্রাজ্ঞী সামনে অগ্রসর হয়ে কিং সায়মনের হাত ধরে ফেললেন। আর তিনিও কোনো রকম উচ্চবাচ্য না করে সম্পূর্ণ সুবোধ বালকের মতো তাঁর সঙ্গে নিজের শয়নকক্ষের দিকে যেতে লাগলেন। ডাক্তাররা তাঁদের অনুসরণ করলেন। আমি আমার হোটেল অভিমুখে রওনা দিলাম। শহরের অলিগলি ও হাট-বাজারে পুলিশের লোক, মন্ত্রীবর্গ ও ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির চাকরবাকর, যাদের অধিকাংশই সারা দেশের অপরাধপ্রবণ লোকদের অন্তর্গত ছিল, তারা সবাই মোমবাতি জ্বালাচ্ছিল। কিন্তু জনসাধারণ যারা 'কিং সায়মন ডে' পরিপূর্ণরূপে বয়কট করেছিল, যথানিয়মে তারা তাদের ঘরেই বসে থাকল।

আমি আমার কামরায় এসে পৌছে রেডিওর সুইচ অন করলাম। দেখলাম সেখানে 'সায়মন ডে'র বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ওপর একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ফলাও প্রচার করা হচ্ছে। আমার কাছে প্রচারিত বিবরণীর শেষাংশ খুবই আকর্ষণীয় বলে মনে হয়েছিল। উপস্থাপক বলছিলেন : আমার আফসোস লাগছে

এই ভেবে যে শহরের কিছু কিছু লোক হিজ ম্যাজেস্ট্রির এই জাঁকাল মিছিলে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি। তার পরও এই গুজবে বাস্তব সত্যের লেশমাত্র নেই যে আনন্দ-উল্লাসের এই অনুষ্ঠানমালা তারা বয়কট করেছে। আসল ঘটনা হচ্ছে এই যে যখন মিছিল বের হচ্ছিল, তখন কিছু লোক শহরের বিভিন্ন এবাদতখানায় সমবেত হয়েছিল। আবার কেউবা তাদের ঘরে বসে হিজ ম্যাজেস্ট্রির সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়া-মুনাজাতে রত ছিল। এই সুযোগে কতিপয় নিকৃষ্টমনা লোক এরূপ প্রচার করার চেষ্টা করছিল যে শাহী সওয়ারির ওপর টমেটো ও ডিম নিক্ষেপ করা হয়েছে। অথচ এই খবর ছিল একেবারেই ভিত্তিহীন, ডাহা মিথ্যা। বাদশাহ ও বেগমের জন্য পুষ্পবৃষ্টি ছাড়া আর কোনো কিছুর বৃষ্টি হয়নি। আজ রাতে শাহী মহলে এক চিত্তাকর্ষক ঘটনা হয়েছে। হিজ ম্যাজেস্ট্রি তাঁর স্বাস্থ্য যে নিরোগ ও প্রাণবন্ত, তা প্রমাণ করার জন্য হঠাৎ এক উঁচু গাছের চূড়ায় গিয়ে ওঠেন। উজিরে আজম ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গীও এই আকর্ষণীয় খেলায় অংশ নেওয়ার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের এই বাস্তব সত্য স্বীকার করতে হয়েছে যে ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের কোনো ক্ষেত্রেই মঙ্গল গ্রহবাসীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে ওঠা সম্ভব নয়।

আমার অন্তরে এই সংশয় সৃষ্টি হয়েছিল যে কিং সায়মন কোনো মানসিক দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতার স্বীকার হয়ে আছেন। তাই পরদিন আমি উজিরে আজমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার কাছে কিং সায়মনের অবস্থা জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বড় আস্থা সহকারে বললেন যে কিং সায়মন সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। ডাক্তাররা তাঁর মেডিক্যাল চেকআপ করার পর এই রিপোর্ট দিয়েছেন যে তাঁর স্বাস্থ্য আশাব্যঞ্জক পর্যায়ে রয়েছে। এমনকি কোনো অস্বাভাবিক দুর্ঘটনার শিকার না হন, তাহলে কমপক্ষে তিনি আরো পঞ্চাশ-ষাট বছর জীবিত থাকবেন। আমি কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কথায় আশ্বস্ত হতে পারলাম না। তাই পরদিন আমি আমার পুরনো দোস্ত গাওলির কাছে গিয়ে উপস্থিত হই। তিনি এটা অকপটে স্বীকার করেন যে কিং সায়মনের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করার কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তবে আমার ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও আমি তার কুশলাদি কামনা করার সুযোগ পাইনি। আমার মতে গাছের ওপর ওঠা কোনো অসম্ভব ও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু কিং সায়মনের বয়সের লোকদের এরূপ স্ফূর্তি আমার কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হয়।

আমি বললাম : গাছের ওপর আরোহণ করা কোনো বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। কিন্তু এরূপ মুখে আঁচড় দেওয়া, কামড় দেওয়ার বিষয়টি আমার বুঝেই আসে না।

: এটি মঙ্গল গ্রহের কোনো মনমোহিনী খেলাবিশেষ। আমি হিজ ম্যাজেস্ট্রিকে

সন্তুষ্ট করার এ ফন্দি এঁটেছি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম : সেটা আবার কী?

গাওলি জবাব দিল : আমি জাতীয় পরিষদের সামনে এই প্রস্তাব পেশ করব যে বাদশাহী প্রার্থীদের জন্য গাছে ওঠার প্রশিক্ষণ লাভ করা যেন বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়।

তৃতীয় দিন আমি সাদা উপদ্বীপকে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছিলাম। হাওয়াই জাহাজে আরোহণের পর আমার মানসপটে সার্বিক কার্যকলাপ স্বপ্নের মতো দোল খাচ্ছিল। কেন যেন আমার এখনো এই কথার ওপর আস্থা সৃষ্টি হয়নি যে সভ্য দুনিয়ায় কিং সায়মনের চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমার প্রতিবেদন সঠিক বলে মেনে নেওয়া হবে। তথাপি আমি সুধী পাঠকদের এই মর্মে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে আমি আমার প্রণীত রিপোর্টের কোথাও কোনো প্রকার অতিশয়োক্তি করিনি বা অতিরঞ্জনের ধার ধারিনি। আমার জন্য অবশ্য ওই সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া খুব মুশকিল হবে যে কিং সায়মন কে ও কোত্থেকে তিনি আগমন করেছেন? তথাপি একটি কথা ধ্রুব সত্য যে তিনি এই পৃথিবীরই আধিবাসী। আমি তাঁর সঙ্গে কয়েকবার সাক্ষাৎ করেছি। কয়েকবার খানা খেয়েছি। তাঁর আকৃতি-প্রকৃতি, স্বভাব-চরিত্র ও ভাবভঙ্গি কোনো কিছুই এই পৃথিবীর সাধারণ মানুষ থেকে ব্যতিক্রম নয়। অবশ্য তাঁর মধ্যে যে বিচিত্র ও বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছে তা হচ্ছে এই যে তিনি অতুলনীয় ধ্বংসাত্মক যোগ্যতার অধিকারী। তদুপরি তিনি এত বেশি স্মৃতিশক্তির মালিক যে তাঁর অত্যন্ত হাস্যস্পদ এবং অতি কৌতুকপ্রদ কথা ও হিকমত তথা বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা থেকে খালি হয় না। তার অসহায় প্রজাদের জন্য নতুন নতুন সমস্যা ও জটিলতা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে তিনি আধিপত্যবাদী ফিরিঙ্গি শাসকদেরও পশ্চাতে ফেলে দিয়েছেন।

: কিং সায়মন চায় কী? আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করার পরও এই প্রশ্নের কোনো সঠিক জবাব আজও পর্যন্ত জানতে পারিনি। আমি যদি আরো কয়েক মাস সেখানে অবস্থান করতে পারতাম, তাহলে হয়তো এই প্রশ্নের কোনো উপযুক্ত জবাব আমার বুঝে এসে যেত। কিন্তু আমি তো ফেরত চলে এসেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই রিপোর্ট প্রকাশের পর আমার অথবা অন্য কোনো ভিনদেশি সাংবাদিকের সাদা উপদ্বীপে পা রাখার অনুমতি মিলে যাবে। কিং সায়মন নিঃসন্দেহে দুনিয়ার এক আশ্চর্য জিনিস। আর আমি তো সদাসর্বদা এ ব্যাপারে গর্ব করতে পারব যে আমিই ছিলাম প্রথম বিদেশি সাংবাদিক যে এই রহস্যজনক ব্যক্তিটিকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। সাদা উপদ্বীপ

একটি অতি ছোট্ট দেশ। আমার অত্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাস, কিং সায়মন যদি আরো কিছু দিন এই উপদ্বীপের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহলে এই উপদ্বীপের জনসাধারণ দুঃখ-দৈন্য, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, অজ্ঞতা-মূর্খতা ও শারীরিক-মানসিক অশান্তি-অস্থিরতার সেই সব রেকর্ড ভঙ্গ করে ফেলবে, যা বিগত কয়েক শতাব্দীতে আদম সন্তানরা কোনো অতিমাত্রায় পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর দেশে স্থাপন করেছেন। এক বছরের অবিশ্বাসযোগ্য চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার পর আমার নিজ দেশে পৌঁছে আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি যে আমি বাস্তবিকই এক বিরাট পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে এসেছি।

এখানেই জাপানি সাংবাদিকের রিপোর্ট শেষ হচ্ছে। এবার আমি সাদা উপদ্বীপের ওই সব ঘটনার দিকে মনোনিবেশ করব, যা হিজ ম্যাজেস্টি কিং সায়মনের ক্ষমতায় আরোহণের দ্বিতীয় বছর সংগঠিত হয়েছিল।

ম্যাডাম লুইজাহ

কিং সায়মন শাহী মহলের এক কক্ষে তাঁর বিছানায় চক্ষু বন্ধ করে শুয়েছিলেন। তাঁর মাথায় সাদা পট্টি বেঁধে রাখা হয়েছিল। বিছানার পাশেই একটি ছোট্ট টেবিলের ওপর কয়েক শিশি ওষুধ আর একটি বই রাখা ছিল। টেবিলের কাছেই একটি আরাম কেদারার ওপর ইউরোপিয়ান এক নার্স শুয়েছিল। কিং সায়মন হঠাৎ তাঁর আঁখি মেলে এদিক-ওদিক দেখে নিলেন। আর অমনি তাঁর লোভাতুর দৃষ্টি নার্সের চেহারার ওপর কেন্দ্রীভূত হয়ে গেল। তিনি সহসা তাঁর শয্যা থেকে উঠে বসলেন এবং কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করেন। তারপর অত্যন্ত সংগোপনে ও অতিসন্তর্পণে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে নার্সের ইজি চেয়ারের নিকটবর্তী হয়ে খুব মোলায়েম আবেশে তাঁর সোনালি কেশরাজির ওপর হাত ফেরাতে লাগলেন।

সাড়া পেয়ে অকস্মাৎ নার্স চক্ষু মেলল এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে গেল।

সায়মন (কিছুটা পেছনে সরে এসে) : কী ব্যাপার, তুমি ভয় পেয়েছ?

নার্স : ইউর ম্যাজেস্ট্রি, আমি শুয়ে পড়েছিলাম। আর আমার জানা ছিল না যে আপনি জেগে উঠেছেন। এখন আপনি কেমন বোধ করছেন?

সায়মন : আমার খুব আক্ষেপ লাগছে এ জন্য যে আমি ঠিক হয়ে যাচ্ছি।

নার্স : আমি আপনার কথার অর্থ ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

সায়মন : আমার ভয় হচ্ছে, সুস্থ হওয়ার পরপরই আমি তোমার সেবা শুশ্রূষা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাব।

নার্স : ইউর ম্যাজেস্ট্রি, আস্তে কথা বলুন। ডাক্তারদের নির্দেশ রয়েছে, আপনার আরো কিছুদিন উচ্চ স্বরে কথা বলা উচিত নয়।

সায়মন : কিন্তু ডাক্তার এ সময় মেহমানখানায় শুয়ে রয়েছে। তারা আমাদের কথা শুনতে পাবে না।

নার্স : কিন্তু সম্রাজ্ঞী তো সম্মুখের কামরায় শুয়ে আছেন। আর তিনি আমাদের কথাবার্তা শুনে ফেলতে পারেন।

সায়মন : তুমি বেগমকে ভয় পাও?

নার্স : জি হ্যাঁ। সম্রাজ্ঞীকে ভয় পাওয়ার সংগত কারণ রয়েছে। তিনি গত পরশু আমাকে ধমক দিয়ে রেখেছেন এই মর্মে যে যদি আমি আপনাকে একজন

রোগীর সীমা অতিক্রম করার অনুমতি প্রদান করি, তাহলে আমাকে চিতা বাঘের সম্মুখে ফেলে দেওয়া হবে। অথচ আমার মাথার চুল ধরার সময় আপনি একবার সীমা লঙ্ঘন করে ফেলেছেন। আপনি শান্ত হয়ে আপনার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ুন। অন্যথায় আমি এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হব।

সায়মন : বেগমকে তুমি এতদূর ভয় পাও?

নার্স : না, জনাব। বরং আমি চিতা বাঘকে ভয় করি। আর ম্যাজেস্ট্রি আমাকে বিস্তারিতভাবে বলেছিলেন যে ক্ষুধার্থ চিতাবাঘ একজন মানুষের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করে থাকে।

সায়মন : কী নাম তোমার?

নার্স : আমার নাম লুইজাহ। আমি হয়তোবা এর আগেও দু-তিনবার বলেছিলাম।

সায়মন : তখন হয়তোবা আমি সজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম না। কিন্তু এখন আর আমার মৃত্যু পর্যন্ত এই নাম আমি ভুলব না।

লুইজাহ : তাতে কী লাভ হবে? আগামীকাল আপনার মাথার পট্টি খুলে দেওয়া হবে, আর তার পরদিন আমি ডাক্তারদের সঙ্গে চলে যাব।

সায়মন : তুমি যেয়ো না লুইজাহ। তুমি সর্বদা আমার কাছে থাকবে।

লুইজাহ : কিন্তু এখানে যে আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে।

সায়মন : না না! এখানে তোমার কাজ শেষ হয়নি। তোমাকে বিরত রাখার জন্য যদি আমার অন্য কোনো পলিসি কার্যকর প্রমাণিত না হয়, তাহলে আমি পুনরায় গাছের ওপর গিয়ে উঠব। আর তুমি ব্যতীত আর কেউ আমাকে সেখান থেকে নামাতে পারবে না।

লুইজাহ : জনাব, ডাক্তাররা সবাই এমকমত যে এখন আর আপনাকে আগামী বেশ কয়েক বছর এই রোগের শিকার হতে হবে না। আর অসুখ ছাড়া আপনি এই বয়সে গাছের ওপর উঠতে পারবেন না।

সায়মন : তাহলে আমাকে অন্য কোনো অজুহাত খুঁজতে হবে।

লুইজাহ : যদি আপনি মনে কিছু না করেন, তাহলে আমি বলব যে সম্রাজ্ঞী আপনার থেকে অনেক বেশি হুঁশিয়ার ও বুদ্ধিমতী। আপনি আমাকে এখানে রাখার জন্য যদি একটা কূটবুদ্ধি আবিষ্কার করেন, তাহলে তিনি শত রকমের বিচক্ষণতা দ্বারাই আমাকে এখান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করবেন।

সায়মন : আমি বেগমের কাছে এত অসহায় নই। আমি নিজে একজন বাদশাহ

লুইজাহ! আমি তোমাকে সর্বদা আমার চোখের সামনে রাখতে চাই। সম্রাজ্ঞীকে আমার কামনা-বাসনার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেই হবে। তা না হলে...

লুইজাহ : তা না করলে কী হবে?

সায়মন : অন্যথায় বেগমকে কোনো দূরবর্তী দেশের রাষ্ট্রদূতের পদ গ্রহণ করতে হবে।

লুইজাহ : আপনাকে আমি ভয় করি। সে দিন আপনি সম্রাজ্ঞীর চেহারায় থাবা মেরে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছিলেন।

সায়মন : আমার বিশ্বাসই হয় না যে আমি এমন অশালীন কাজ করতে পারি। ডাক্তার কি তোমাকে বলেছে যে আমার রোগটা কী?

লুইজাহ : আপনার মাথা অপারেশন করার সময়ও ডাক্তারদের আপনার ব্যধি সম্পর্কে সঠিক ধারণা ছিল না। কিন্তু সম্রাজ্ঞী জার্মানির ডাক্তারের কানে কানে কী যেন বলে দিয়েছিলেন।

সায়মন : কী বলেছিল সে?

লুইজাহ : তা আমি আপনাকে বলতে পারছিনে।

সায়মন : আমি তোমাকে আদেশ করছি।

লুইজাহ : বহুত আচ্ছা। আমি বলে দিচ্ছি কিন্তু আপনি বেগমের সঙ্গে কখনো এই আলোচনা করবেন না। তিনি বলেছিলেন যে আপনি কোনো দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলেন হয়তো। তখন আপনার দেমাগে বানরের গদুদ ঠেলে দেওয়া হয়েছিল।

সায়মন : (কিছুক্ষণ নীরব থেকে) লুইজাহ, ডার্লিং! আমার জানা নেই এই কথা কতটুকু সত্য ও সঠিক। এক দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার পর অবশ্য আমার অপারেশন হয়েছিল। কিন্তু আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে যদি আমি শতকরা এক শ ভাগ বানরও হতাম, তবু আমার পক্ষ থেকে তোমার কোনো বিপদাশঙ্কা করা উচিত নয়।

লুইজাহ : তথাপি আমি বেগমকে ভয় পাচ্ছি।

সায়মন : সেদিন যদি আমার জানা থাকত যে তোমাকে এত দূর পেরেশান করব, তাহলে তো তার চেহারায় আঁচড় দিয়েই আমি ক্ষান্ত হতাম না কিংবা মুখে দাগ কাটাকেই আমি যথেষ্ট বলে মনে করতাম না।

লুইজাহ : তবে আপনি কী করতেন?

সায়মন : সিঁড়িসহ আমি তাকে নিচে ছুড়ে ফেলতাম।

লুইজাহ : কিন্তু জনগণ আপনার বিরুদ্ধে চলে যেত।

সায়মন : প্রজা সাধারণ আমাদের উভয়কেই সমভাবে ঘৃণার চোখে দেখে থাকে। লুইজাহ। তুমি আমায় কথা দাও। যদি আমি তোমার নিরাপত্তার সন্তোষজনক ব্যবস্থা করে দিই, আর তোমাকে আমার সালতানাতের ওই সব অধিকার প্রদান করি, যা একজন রানি লাভ করে থাকেন, তাহলে তুমি আর এখান থেকে চলে যাবে না।

লুইজাহ : আমাকে কি এই অধিকারও দেওয়া হবে যে যখন আমি রানির ওপর ক্রোধান্বিত হয়ে পড়ব, তখন তাকে চিতা বাঘের সামনে নিক্ষেপ করতে পারব।

সায়মন : হ্যাঁ, লুইজাহ। এই বিষয়টি তোমার সম্পূর্ণ এখতিয়ারাধীন থাকবে। আর শুধু এটাই নয়, বরং কখনো যদি তোমার মুড খারাপ হয়ে পড়ে, তাহলে আমি রাজ্যের প্রজাদের চিতা বাঘের সম্মুখে দিয়ে দেওয়ার অনুমতিও তোমাকে দিয়ে দেব।

লুইজাহ : (হাসতে হাসতে) কিন্তু এত চিতা আসবে কোত্থেকে?

সায়মন : বিদেশ থেকে চিতা আমদানি করার জন্য আমি এ দেশের সব সম্পদ ওয়াকফ করে দেব।

লুইজাহ : আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এমন উদ্যোগ গ্রহণ করার প্রয়োজন হবে না। আপনার প্রজাদের কাবু করার জন্য আপনার মন্ত্রীপ্রবরাই যথেষ্ট। ইউর ম্যাজেস্ট্রি, আমি আরো এক বিপদের আশঙ্কা করছি।

সায়মন : সেটা আবার কী?

লুইজাহ : আপনার রাজ্যে এত বেশী ক্ষুধা-দারিদ্র্য, বিদ্রোহ আর অসন্তোষ বিরাজ করছে যে আমি সর্বদা একটা গণ-অভ্যুত্থান তথা মারাত্মক গণবিপ্লবের আশঙ্কা করছি। জনসাধারণ আপনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে। কিছুসংখ্যক মন্ত্রী, যাঁদের পেশির জোর ও দাপটের ওপর আপনি আপনার শক্তি ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত রাখতে চান, বেশি দিন এই তুফানের মোকাবিলা করতে পারবে না।

সায়মন : তুমি আমার শক্তি-সামর্থ্যের ভুল অনুমান করেছ। আমি সর্বদা এই তুফানের গতি অন্য দিকে ফিরিয়ে দিতে পারি। আমি সব সময় এই ঘোষণা দেওয়ার পজিশনে রয়েছি যে এই উজিররা আমার ও আমার প্রজাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেনি, তাই তাদের বরখাস্ত করে দেওয়া যাচ্ছে। তারপর তুমি দেখতে পাবে যে আমাকে জনগণ তাদের মুক্তিদাতা ও ত্রাণকর্তা বলে মনে করবে এবং কিং সায়মন জিন্দাবাদ স্লোগানে তারা মুখরিত হয়ে উঠবে। তারপর আমি আবার নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠন করব। যাদের উদ্দেশ্যে বর্তমান সব অন্যায়

অপরাধকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া ছাড়াও এটাও হবে যে তারা জনগণের জাতীয় ঐক্য সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করে দেবে।

লুইজাহ : ইউর ম্যাজেস্ট্রি, এ কথাটি কিন্তু আমার বুঝে আসেনি। যদি নতুন মন্ত্রণালয় বর্তমান মন্ত্রিপরিষদ অপেক্ষাও বেশি অনুপযুক্ত প্রমাণিত হয়, তাহলে তো জনগণের মধ্যে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে অধিকতর জনমত এবং ঐক্য সৃষ্টি হয়ে যাবে।

সায়মন : (টেবিল থেকে বই তুলে লুইজাকে দিতে দিতে) তোমার জানা নেই যে আমি কী করতে চাই? দেখো এটি এ দেশের ইতিহাস। আর আমি অসুস্থ থাকাকালে আমি এর প্রতিটি শব্দ আমার মন-মগজে গেঁথে নিয়েছি। এই গ্রন্থে বারবার এই দেশের সুবিধাবাদী ও সুযোগ সন্ধানী বংশের আলোচনা করা হয়েছে।

বিশৃঙ্খল অবস্থায় যারা বিদেশি শাসকদের ক্ষমতার জন্য শেষ ভরসা হিসেবে বিবেচনা করত। এই উপদ্বীপ পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে ইংরেজ বেনিয়াদের অধীন ছিল। ইংরেজদের আগে কয়েক বছর এখানে কালো উপদ্বীপের অধিবাসীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাদেরও আগে আরো বহু দেশ এখানে তাদের বিজয়ের পতাকা উড্ডীন করেছিল। পনেরোটি বংশ প্রত্যেক বিদেশি আক্রমণকারীর জন্য পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে। ইংরেজরা এই সব বংশের লোকদের বড় বড় জায়গির ও উচ্চ রাজপদ প্রদান করেছে। কিন্তু স্বাধীণতা লাভ করার পর তারা সবকিছু হারিয়ে ফেলেছে। আমি সেই মুর্দাদের কবরস্থান থেকে বের করে এনে আবার জাতির ওপর চাপিয়ে দিতে চাই। আমি বিশ্বাস করি, ওই লোকেরা এই অপরাধপ্রবণ মন্ত্রীবর্গ অপেক্ষা আমার জন্য বেশি সহায়ক বলে প্রমাণিত হবে। ঐক্যের সব সম্ভাবনা নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য আমি ওই লোকদের উৎসাহিত করব, যেন তারা দেশটাকে দশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত করার দাবি তোলে। দেশ যখন দশ রাজ্যে পরিণত হয়ে যাবে, তখন তাদের থেকে এই রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ আদায় করা যাবে। ফল এই দাঁড়াবে যে জনগণ দশ দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। পরে যখন গৃহযুদ্ধের সূচনা হবে, তখন আমি আবারও তাদের মুক্তিদাতা ও রক্ষাকর্তারূপে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

এদিকে জনসাধারণের মধ্যে এই অনুভূতি জাগ্রত করানোর প্রচেষ্টা চালানো হবে যে এখন দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে উন্নয়নের রাজনীতি শুরু করা দরকার। জাতীয় ঐক্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা হবে। ফলে লোকজন নিশ্চিন্ত ও আশাবাদী হয়ে যাবে। আবার কয়েক বছর

নিরাপদ-নির্বিবাদে কেটে যাবে। তার পরও যদি কোনো পর্যায়ে জনগণের মধ্যে জীবনের স্পন্দনের কোনো লক্ষণ আমার কাছে প্রতীয়মান হয়, তখন অন্য কোনো ষড়যন্ত্র কার্যকর করা যাবে। হতে পারে যে আমাকে তাদের জন্য তখন চিতা বাঘের ব্যাটেলিয়ান আমদানি করতে হবে।

২

সম্মুখের কামরা থেকে এতক্ষণে সম্রাজ্ঞী ওয়ায়েট রোজের আওয়াজ শোনা গেল। লুইজাহ, লুইজাহ, তুমি কী করছ?

লুইজাহ : আমি কিছুই করছি না ইউর ম্যাজেস্ট্রি। (বাদশাহর প্রতি লক্ষ্য করে ফিশ ফিশ শব্দে) আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি শুয়ে পড়ুন। সম্রাজ্ঞী : আমি হিজ ম্যাজেস্ট্রিকে চিতা বাঘ সম্পর্কিত কী যেন বলতে শুনেছি।

লুইজাহ : ফার্স্ট লেডি, হিজ ম্যাজেস্ট্রি ঘুমের ঘোরে বিড়বিড় করছে। (বাদশাহর প্রতি) আল্লাহর ওয়াস্তে এক্ষণই শয্যা গ্রহণ করুন (বাদশাহ গিয়ে সটান শুয়ে পড়বে)।

সম্রাজ্ঞী : লুইজাহ, তুমি আমার রুমে এসে ঘুমিয়ে পড়ো।

লুইজাহ : খুউব ভালো ইউর ম্যাজেস্ট্রি (লুইজাহ উঠে যেতে চায় কিন্তু তাকে চলতে দেখে সায়মন তাড়াতাড়ি করে সামনে ঝুঁকে পড়ে তার হাত ধরে ফেলে।)

সায়মন : (ফিশ ফিশ শব্দে) আমার সঙ্গে ওয়াদা করো যে তুমি আমাকে ছেড়ে কখনো চলে যাবে না।

লুইজাহ : (ভীত কম্পিত কণ্ঠে) আল্লাহর ওয়াস্তে আমায় ছেড়ে দিন ও যেতে দিন।

সায়মন : আগে কথা দাও।

লুইজাহ : ধন্যবাদ, আমি ওয়াদা করছি।

সম্রাজ্ঞী : কী হয়েছে, লুইজাহ?

লুইজাহ : (হতভম্ভ হয়ে) হিজ ম্যাজেস্ট্রি উঠে বসে পড়ছেন। (সম্মুখের কামরার দরজা খুলে যায়। সম্রাজ্ঞী ওয়ায়েট রোজ ঝুঁকে পড়ে ভেতরে তাকাচ্ছেন। সায়মন লুইজাহর হাত ছেড়ে দেয়। লুইজাহ সঙ্গে সঙ্গে অন্য দরজা পথে বাইরে বেরিয়ে যায়।)

রোজ : (সম্মুখে অগ্রসর হয়ে) তোমর লজ্জা করা উচিত।

সায়মন : কোন বিষয়ে?

রোজ : তুমি যে লুইজাহর হাত ধরে রেখেছিলে।

সায়মন : (বালিশের ওপর মাথা রাখতে রাখতে তুমি মঙ্গল গ্রহের আদব-লিহাজ, সভ্যতা-শালীনতা ও শিষ্টাচার সম্বন্ধে অবগত নও। আমি তো তার সঙ্গে করমর্দন করতেছিলাম।

রোজ : আমি তোমাকে শতবার বলেছি যে আমার সামনে মঙ্গল গ্রহের প্রসঙ্গ টেনে কোনো কথা বলো না। তোমার কোনো কথা কিন্তু আমার কাছে গোপন নেই।

সায়মন : (মাথা নেড়ে) দেখ রোজ, তুমি যদি বারবার আমাকে খেপাতে চেষ্টা কর, তাহলে আমার তো আবার সেই ব্যাধির শিকার হতে হবে। আর তাই যদি হয়, তবে এ যাত্রায় আমি শাহী বাগিচার সর্বাপেক্ষা উঁচু গাছটির চূড়ায় গিয়ে বসব।

রোজ : এসব ধমক কোনো প্রকার প্রভাব সৃষ্টি করতে পারবে না। ডাক্তাররা তোমার ব্রেইন অপারেশনের সময় এমন সব ওষুধ ব্যবহার করেছেন যে ওই সব ওষুধের প্রতিক্রিয়া অনেক দিন পর্যন্ত থাকবে। তবে এখানে তোমার শাসনকালের অবশিষ্ট দিনগুলো সেই লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। কিন্তু আমাদের উভয়ের কল্যাণের জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই উপদ্বীপ থেকে আমাদের কেটে পড়া উচিত।

সায়মন : যদি আমি এই উপদ্বীপ থেকে পালিয়ে যেতে প্রস্তুত না হই, তাহলে?

রোজ : তাহলে আল্লাহ আমাদের উভয়ের ওপর তাঁর রহমত বর্ষণ করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিন বছরের মেয়াদ পুরো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উপদ্বীপের মস্ত জনগণ শাহী মহল অবরোধ করে ফেলবে। জনগণ আপনার ওপর এত অধিক অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছে যে এখন যদি আপনি উপদ্বীপের সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তিকেও আপনার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন, তথাপি তা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

সায়মন : তাতে কী আছে? মন্ত্রীরা তো আমার সঙ্গেই রয়েছে।

রোজ : জনসাধারণ আপনাকে ও আপনার মন্ত্রীদের একই রকম ঘৃণার যোগ্য বলে মনে করে।

সায়মন : জনগণ মন্ত্রীদের ঘৃণার চোখে দেখতে পারে, কিন্তু ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি

বড় বড় গোত্রীয় সরদারদের সমন্বয়ে গঠিত। তাদের সহযোগিতা পেলে প্রজাসাধারণকে আমি আবারও বেকুব বানিয়ে দিতে পারি।

রোজ : আপনি তো কোনো সর্দারকে এরূপ উপযুক্ত রেখে ছাড়েননি, যাতে তারা তাদের গোত্রের কাছে মুখ দেখাতে পারে।

সায়মন : এ কারণেই তো আমি আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব বেশি নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ। জনগণের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর কোনো সর্দারই আমার পৃষ্ঠপোষকতা থেকেও বঞ্চিত হওয়া পছন্দ করবে না।

রোজ : আমি বলছি প্রজাদের ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা এখন শেষ সীমায় গিয়ে পৌছে গিয়েছে।

সায়মন : আমি যেকোনো সময় জনগণের ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার গতি অন্য কোনো দিকে ফিরিয়ে দিতে পারি।

রোজ : (কিঞ্চিৎ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে) আপনি কী করতে চাচ্ছেন?

সায়মন : আমি সেটা তোমাকে বলব না।

রোজ : কিন্তু কেন?

সায়মন : কারণ তুমি কোনো গোপনীয়তা মনের গভীরে ধরে রাখতে পারো না।

রোজ : আমি আপনার কোন সে গোপন কথা ফাঁস করে দিয়েছি?

সায়মন : তুমি বলে দিয়েছিলে যে আমার মস্তিষ্কে বানরের মগজ রয়েছে। এখন তুমি তাদের আরো বলে দিয়ে থাকবে যে আমি প্রকৃতপক্ষে মঙ্গল গ্রহের অধিবাসী নই।

রোজ : আমি যদি তাদের বানরের মগজের তথ্য না-ও দিতাম, তথাপি তাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ছিল এই যে তোমাকে পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। আর এখন তুমি কিনা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে উল্টো আমাকে দোষারোপ করছ!

সায়মন : যদি ইংরেজ ডাক্তার জেনে গিয়ে থাকেন যে আমার মস্তিষ্কে বানরের মগজ রয়েছে, তাহলে আর রক্ষে নেই। তার দেশে গিয়ে পৌছার সঙ্গে সঙ্গেই আমার সব গোমর ফাঁস হয়ে যাবে।

রোজ : আমি তোমার অবগতির জন্য জানিয়ে দিতে চাই যে ইংল্যান্ড কিংবা ইউরোপ কোনো দেশের কাছেই তোমার ব্যক্তিত্ব গোপন নেই। সেখানকার সবাই এটা ভালো করেই জানে, যে রকেট মঙ্গল গ্রহ অভিমুখে রওনা হয়ে গিয়েছিল, তা 'বাহরুল কাহেল' বা কামচোর সাগরের কোনো অংশে গিয়ে

পতিত হয়েছে। তারপর যখন সেখানে এই খরব পৌঁছল যে কোনো মানবরূপী প্রাণী সাদা উপদ্বীপে গিয়ে পৌঁছে গেছে। সেখানকার অধিবাসীরা তাঁকে তাদের বাদশাহ মনোনীত করেছে। তাই কারো জন্যই এটা বুঝতে পারা কঠিন ছিল না যে এই মহামান্য বাদশাহ বাহাদুর কে?

সায়মন : যদি ব্যাপারটি তাই হয়ে থাকে, তাহলে ইউরোপের লোকজন এখানকার জনসাধারণকে আমার সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করত।

রোজ : ইউরোপের কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের এখানকার জনসাধারণের ব্যাপারে কী এমন ঐকান্তিক আগ্রহ থাকতে পারে। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইংল্যান্ডের অধিবাসীরা তাদের বদনাম ও দুর্নামের ভয়ে তোমার ব্যাপারে কোনো উচ্চবাচ্য করা সঠিক ও যথার্থ মনে করেনি। রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা যাদের পক্ষ থেকে কোনো সমস্যা ও জাটিলতা সৃষ্টির সমূহ সম্ভাবনা ছিল, প্রথমেই দাবি করে যে ইংল্যান্ডের রকেট মহাশূন্যে ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। আর ব্রিটেনের বিজ্ঞানীদের নির্বুদ্ধিতার কারণে একজন নিরীহ নিরপরাধ মানুষকে জীবনের মায়া ত্যাগ করতে হয়। উন্নত বিশ্বের অন্যান্য দেশের অধিবাসীরা মঙ্গল গ্রহ থেকে তোমার আগমন বার্তাকে একটা হাস্যস্পদ ও রোমাঞ্চকর এবং সম্পূর্ণ অলীক কল্পকাহিনী অপেক্ষা বেশি গুরুত্ব দেয়নি।

সায়মন : কিন্তু আমেরিকাবাসী এটাকে হাসি-তামাশা বলে মনে করেনি। তারা তো আমাকে দুরবিন পর্যন্ত পাঠিয়েছে।

রোজ : জনাব, সেই দুরবিন তো শাহজাদী লিকাসিকার নির্দেশে পাঠানো হয়েছে। তিনি তখন আমেরিকা পরিভ্রমণ করছিলেন। আর দুরবিন প্রেরণের উদ্দেশ্য এই ছিল যে আপনার পুনরায় মঙ্গল গ্রহে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

৩

কিং সায়মন শাহী মহলের কোনো এক কামরায় বসেছিলেন। তাঁর আসনের সম্মুখে একটি প্রশস্ত টেবিলের ওপর কয়েকটি সংবাদপত্র ও ফাইল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। এরই মধ্যে উজিরে আজম সুশীলং কক্ষের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন। তিন-তিনবার মস্তক অবনত করে সালাম করার পর টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন।

কিং সায়মন : আসন গ্রহণ করুন।

আজ্ঞা পেয়ে সুশীলং একটি চেয়ারে গিয়ে বসে পড়লেন।

কিং সায়মন : (একটি পত্রিকা তুলে নিয়ে সুশীলংকে দেখাতে দেখাতে) আপনি কি এটি পড়েছেন?

সুশীলং : জি, হ্যাঁ। আজ সকালে শহরের তিনটি পত্রিকাই বিশেষ পদ্ধতিতে আমার ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। আর আমি তখনই পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যেন তিন পত্রিকার সম্পাদককেই হাতকড়া লাগিয়ে আমার কাছে নিয়ে আসে। আমি এই ভেবে আশ্চর্য বোধ করছিলাম যে এই পত্রিকাগুলোকে আমার সরকার কাগজের জোগান দিয়ে থাকে...

কিং সায়মন : তোমার সরকার, না কি আমার সরকার?

সুশীলং : জাঁহাপনা, আপনার সরকার। আমি তো শুধু আপনার চাকর মাত্র। আমার উদ্দেশ্য ছিল এই যে এই পত্রিকাগুলো সব বিবেচনায় সরকারের দয়া ও অনুগ্রহের পাত্র। সরকারই তাদের কাগজের জোগন দিয়ে থাকে। আর যেসব প্রেস থেকে এগুলো প্রকাশিত হয়ে থাকে, সেগুলোও তথ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। তারপর গত মাসে আমি আপনার ইচ্ছানুযায়ী এই পত্রিকাগুলোর সম্পদকমণ্ডলী ও মালিকদের যথাক্রমে দু শ পাউন্ড করে আফিম ও এক শ পাউন্ড করে কোক আমদানির লাইসেন্স দিয়েছিলাম। আলমপনা, আমার বুঝেই আসছিল না যে এই সম্পাদকদের এরূপ দুঃসাহস কী করে হলো? তারা আমার মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে এমন অগ্নি-উদ্দীপক প্রবন্ধ লিখে বসল! সম্পাদকরা তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বলেছিল যে আমরা যা কিছ লিখেছি, তার সব কিছুই তথ্যমন্ত্রীর নির্দেশক্রমেই লিখেছি। আমি তথ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলেছিলাম। তিনি বলেন যে এ বিষয়বস্তুর ওপর বাদশাহ আলমপনার ইঙ্গিতেই লেখা হয়েছে। মহাত্মন, আমি এটা বুঝতে পারছি না যে এতে সহস্যটা কী? গালমন্দ আপনার এই অধম গোলামের জন্য কোনো নতুন জিনিস নয়। এই মহলের বাইরে দেশের প্রতিটি যুবক-বৃদ্ধ আমাকে ও আমার সঙ্গীদের গালি দেওয়া জাতীয় কর্তব্য বলে তারা মনে করে নিয়েছে। কিন্তু সংবাদপত্রগুলোর শুধু আমাদের গুণকীর্তন আর স্তুতি লেখারই অনুমতি ছিল। এখন জাঁহাপনা, যদি আপনার উজিরে আজম সম্পর্কে এমন নিবন্ধ লেখানো যুক্তিসংগত ও সমীচীন বলে মনে করেন, তবে তা এই গোলামকে জানিয়ে দিন। আমি আমার নিজের বিরুদ্ধে এর থেকেও কঠিন ও কঠোর প্রবন্ধ ছাপানোর দায়িত্ব নিচ্ছি।

কিং সায়মন : আমার মতে এখন আর এই প্রযোজন অবশিষ্ট থাকেনি। খুব শিগগিরই আমাকে এই ঘোষণা দিতে হবে যে আমি আমার প্রিয় প্রজাসাধারণের

ইচ্ছা ও দেশের পত্রিকাগুলোর বক্তব্য ও মন্তব্যের ওপর যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বর্তমান মন্ত্রিসভা ভেঙে দিচ্ছি।

সুশীলং : না না, আলমপনা, আমি আমার মৃত্যু পর্যন্ত আপনার সাহচর্যে থাকতে চাই। আমার ওপর একটু অনুগ্রহ করুন। আমি এই দুনিয়ার মন্ত্রিত্ব ব্যতীত আর কোনো কাজই করতে পারব না।

সায়মন : আমি বিশ্বাস করি যে এখন তোমার অন্য কোনো কাজ আর করার প্রয়োজন হবে না।

সুশীলং : জাঁহাপনা, আমাকে দয়া করে বলুন যে আমার কী অপরাধ আর কি-ইবা কসুর? আমি ওই সব দায়িত্ব পালনে ও কর্তব্য সম্পাদনে কোনোরূপ কমতি বা ত্রুটি করেছি, যা আপনি আমার ওপর অর্পণ করেছেন? আমি কি জুতা খাওয়ার পরীক্ষায় সফলতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হইনি? আমার আমলে এই দেশের জনগণ কি একেকটা খাদ্য শস্যের বা শস্য কণার মুখাপেক্ষী হয়নি? আমার বা আমার কেবিনেটের কোনো সদস্যের কি এই উপযুক্ততা রয়ে গেছে যে তারা জনগণকে মুখ দেখাতে সক্ষম? আপনার বা ফার্স্ট লেডির এমন কোনো অভিলাষ কি এমন রয়ে গেছে, যা আমি পূরণ করিনি?

সায়মন : আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করি যে তুমি আমাদের সব উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে দিয়েছ। কিন্তু এখন আমরা চাই যে তুমি এবার আরাম করো।

সুশীলং : ইউর ম্যাজেস্ট্রি, আমার বিশ্রাম বা অবসর গ্রহণের আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। আমার শারীরিক অবস্থা আগের তুলনায় অনেক ভালো হয়ে গেছে। আপনি ডাক্তারদের জিজ্ঞেস করে দেখুন। আমার ওজন ত্রিশ পাউন্ড বৃদ্ধি পেয়েছে।

সায়মন : তুমি তো আমাদের সঙ্গে এই অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলে যে তুমি আমাদের ইশারানুযায়ী চলবে।

সাশীলং : আলমপনা, আমি তো সেই অঙ্গীকার পুরো করেছি।

সায়মন : কিন্তু এখন তোমার এই বিতর্ক আমাদের জন্য অসহ্য।

সুশীলং : বাদশাহ নামদার, আপনি যদি আমাকে জীবন্ত মাটিতে প্রোথিত করে দেন, তবু আমি উহ-আহ পর্যন্ত করব না। কিন্তু আমি মন্ত্রিত্ব ব্যতীত জীবনের কল্পনাও করতে পারি না।

সায়মন : কিন্তু যদি আমি নির্দেশ দিই যে তুমি মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দাও, তাহলে?

সুশীলং : জাঁহাপনা, আমি আপনার নির্দেশের সম্মুখে কোনো প্রকার ধৃষ্টতা

প্রদর্শন করব না। তবে আপনাকে আমার আত্মহত্যার অনুমতি দিতে হবে।

সায়মন : যদি আমি তোমাকে আত্মহত্যার অনুমতি না দিই, তবে?

সুশীলং : তবে তো আমাকে জীবিতই থেকে যেতে হবে আলমপনা!

সায়মন : তাহলে এই আলোচনা বা বিতর্ক এখানেই সমাপ্ত হয়ে যেতে পারে।

সুশীলং : (চেয়ার থেকে উঠে টেবিলের নিচে ঢুকে পড়ে এবং হামাগুঁড়ি দিয়ে সায়মনের পদযুগল জড়িয়ে ধরে) বাদশাহ বাহাদুর, আমার ওপর রহম করুন।

সায়মন : অপদার্থ, অথর্ব! আমার পাগুলো ছেড়ে দাও। অন্যথায় আমি তোমাকে মহলের বাইরে বের করে দিয়ে জনগণের আদালতে সোপর্দ করব।

সুশীলং : না না, জাঁহাপনা, আমাকে মাফ করে দিন। আমার ভুল হয়ে গেছে (তাড়াতাড়ি টেবিলের নিচ থেকে বেরিয়ে দাঁড়িয়ে যায়)।

সায়মন : বসে পড়ো। আমি তো তোমাকে বলিনি যে যদি আমি ইচ্ছে করি, তবে তোমার কখনো পুনরায় মন্ত্রী পরিষদ গঠনের সুযোগ মিলে যেতে পারে।

সুশীলং : (চেয়ারের ওপর গিয়ে বসতে বসতে) আলামপনা, আল্লাহ আপনাকে এক কোটি বছর জীবিত রাখুন। আমার যদি এক হাজার বছর পরও মন্ত্রী হওয়ার আশা থাকে, তথাপি আমি কোনো অভিযোগ উত্থাপন করব না।

সায়মন : তোমার অবশ্য এত বেশি নিরাশ হওয়া উচিত নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি আগামী বছর কয়েকটি মন্ত্রিপরিষদ পরিবর্তন করব।

সুশীলং : মহাত্মন, আমি তো আপনার সেবা দাস। এখন আর আমার মুখে অভিযোগের শব্দও প্রকাশ পাবে না। কিন্তু যদি বে-আদবি মাফ করেন, তবে জিজ্ঞাসা করতে চাই, উজিরে আজম কে হবেন?

সায়মন : (টেবিলের ওপর থেকে একটা কাগজ তুলে নিয়ে) নতুন প্রধানমন্ত্রীর নাম হবে ইচুলিচু।

সুশীলং : (হতচকিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে) ইচুলিচু, জাঁহাপনা?

সায়মন : হ্যাঁ , তুমি তাকে জানো?

সুশীলং : তাকে কে না জানে আলমপনা! সে এমন এক বংশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, যার গাদ্দারির কীর্তিকলাপের বদৌলতে আমাদের আট শ বছরের অতীত ইতিহাসের পাতা পরিপূর্ণ হয়ে আছে। এই বংশের ষড়যন্ত্রের ফলে বিগত তিন শতাব্দীতে কমপক্ষে চারবার সাদা উপদ্বীপের স্বাধীনতার পতাকার মস্তকাবণত হয়েছে। আলামপনা! আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, এই দেশের জনসাধারণের

প্রতি আমার আদৌ কোনো সহানুভূতি নেই। কিন্তু ইচুলিচু কে প্রধানমন্ত্রী বানানোর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই দাঁড়াবে যে এখানে কোনো দিন বাইরের চোর এবং ডাকাত বিজয়ীর বেশে ঢুকে পড়বে। আমি পুরোপুরি বলিষ্ঠতার সঙ্গে বলতে পারি, ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি কোনো অবস্থায়ই এই ব্যক্তিকে উজিরে আজম মনোনীত করা পছন্দ করবে না।

সায়মন : ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিকে আমার ইচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেই হবে। (সুশীলংয়ের দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে) তুমি অন্যান্য মন্ত্রীর নাম পড়ে নিতে পারো।

সুশীলং : বাদশাহ্ নামদার এই চব্বিশ ব্যক্তি এই দেশের নিকৃষ্টতম গাদ্দার। আর এটা আমার কিছুতেই বুঝে আসতে চায় না যে আপনি ওদের দ্বারা কী কাজ নিতে চান ?

সায়মন : আমার কথা মনোযোগ সহকারে শোনো। আমি চাই, এই দেশের জনসাধারণ যখন নতুন মন্ত্রী পরিষদের কার্যকলাপ দেখতে পাবে, তখন তোমার মন্ত্রিপরিষদকে তাদের জাতীয় ইতিহাসের সোনালি অধ্যায় বলে মনে করবে।

ইচুলিচুর মন্ত্রিসভা যে পরিমাণ দুর্নাম ও বদনাম কুড়াবে, ঠিক সেই পরিমাণ আমাদের জন্য তা থেকে মুক্তি লাভ করা সহজ হবে। আমি বলতে চাচ্ছি, তোমার এক হাজার বছর প্রতিক্ষার প্রহর গুনতে হবে না।

সুশীলং : (টেবিলের আশপাশে ঘুরেফিরে সম্মুখে অগ্রসর হয় এবং নতজানু হয়ে কিং সায়মনের হাতে চুমু খায়)।

শাহানশাহ, আফসোস! এ কথাটি প্রথমে আমার বুঝে এলেই হতো! মূলত অপনার এই অধম গোলাম একটা আস্ত গাধা। কিন্তু জাঁহাপনা, এতটুকু আমাকে বলে দিন যে এ ব্যাপারেও কি আপনার আত্মবিশ্বাস রয়েছে যে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি এই মন্ত্রণালয় বহাল রাখার কিংবা পুনর্বহাল করার পক্ষেই রায় দেবে?

সায়মন : ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির কোনো সদস্য কি এমনও রয়েছে যে আমাদের সাহচর্য ত্যাগ করে জনগণের কাতারে গিয়ে শামিল হওয়ার দুঃসাহস দেখাতে পারে?

সুশীলং : না জাঁহাপনা, কক্ষনো নয়।

সায়মন : তাহলে তোমার মনে এই সংশয় কিভাবে দেখা দিল যে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি আমাদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে বৈরিতা পোষণ করবে?

সুশীলং : আলমপনা, আমি এই বেআদবির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছি।

সায়মন : মনে রাখো, আমি শিগগিরই এই ঘোষণা দিতে যাচ্ছি যে জনগণের জোর দাবি ও ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির অনমনীয়তার কারণে তোমাদের মন্ত্রিসভা ডিসমিস করে দেওয়া হলো। তারপর প্রজাদের এই সুখবরও শুনিয়ে দেওয়া হবে যে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠন করার জন্য ইচুলিচু ও তার চব্বিশজন সঙ্গীর নাম প্রস্তাব আকারে পেশ করে দিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই ধমকও দিয়েছেন যে আমি যদি প্রস্তাবিত নামগুলো মঞ্জুর না করি, তাহলে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সব সদস্য একযোগে পদত্যাগ করবে এবং ঘোষণা দেবে যে আমি দেশের বৃহত্তর স্বার্থে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির এই দাবি অনুমোদন করেছি। তারপর জনগণ যদি উত্তেজনা প্রকাশ করে, তাহলে আমি নতুন মন্ত্রিপরিষদ ভেঙে দেব।

সুশীলং : তারপর কী হবে আলমপনা?

সায়মন : অতঃপর এমন সম্ভাবনা দেখা দেবে যে তুমিই উজিরে আজম হয়ে যাবে, আর তোমার তত্ত্বাবধানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

সুশীলং : (উঠে চেয়ারের ওপর বসতে বসতে) জাঁহাপনা, আমি সাধারণ নির্বাচনের অর্থ বুঝতে পারিনি।

সায়মন : সাধারণ নির্বাচন হবে জনসাধারণের ভোটে।

সুশীলং : কিন্তু আলমপনা, এটা খুবই বিপজ্জনক। জনগণ আপনার অনুগত খাদেমদের কখনো ভোট দেবে না।

সায়মন : যদি তুমি একেবারে গর্দভ প্রমাণিত না হও, তাহলে জনগণের ভোটে কোনো প্রার্থক্য সূচিত হবে না। তুমি আমার ইচ্ছার প্রতিচ্ছবি ও মানসপুত্র। প্রার্থী নির্বাচনের জন্য তোমাকে দুটো প্রক্রিয়ার কথা বলে দেব, যা জনগণের চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণায়ও আসবে না।

সুশীলং : কিন্তু জাঁহাপনা, এই খেলায় কী লাভ হবে?

সায়মন : এতে লাভ হবে অনেক। কিন্তু এ কথাগুলো এখন তোমর বুঝে আসবে না। একজন বাদশাহর এটা কর্তব্য যে তিনি সর্বদা জনগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবেন তার দিকে। এবার তুমি যেতে পারো।

সুশীলং : (চেয়ার ছেড়ে উঠে) আমি কোথায় যাব, জাঁহাপনা? আপনি জানেন যে এই মহলের চার দেয়ালের বাইরে আমার জন্য কোনো জায়গা নিরাপদ নয়।

সায়মন : আমার অবশ্যই জানা আছে। আর তাই তো আমি শাহী মহলের দারোগাকে এই নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি যে বরখাস্তকৃত মন্ত্রী সাহেবদের শাহী বাগানে তাঁবু লাগানোর অনুমতি দিয়ে দিন। তারপর দেশের অবস্থা যখন সন্তোষজনক হবে, তখন তোমাদের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে।

সুশীলং : আলমপনা, আমি জানতে চাই, মন্ত্রিত্ব থেকে বরখাস্ত হওয়ার পর আমার ও আমার অন্য সঙ্গীদের সরকারি মর্যাদা কী হবে?

সায়মন : পরিষ্কার করে বলো, কী বলতে চাও তুমি?

সুশীলং : জাঁহাপনা, আমি বলতে চাই, আমি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির নিয়মিত সদস্য নই। আমি শুধু মন্ত্রীরূপে পদাধিকার বলে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির অধিবেশনে অংশগ্রহণ করতে পারতাম।

সায়মন : আর এখন তুমি চাচ্ছ যে তোমাকে পরিপূর্ণভাবে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির মেম্বার বানিয়ে দিতে।

সুশীলং : ঠিক তাই, জাঁহাপনা! তাহলে আমি শাহী মহলের ভেতরেই থাকতে পারব বলে লজ্জানুভব করব না। আর এতে করে আপনার জন্য জীবন বাজি রাখা লোকের সংখ্যা যাবে বেড়ে। আলমপনা, আমার উদ্দেশ্য এটা নয় যে জাতীয় পরিষদের কোনো সদস্য আপনার সান্নিধ্য ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু বিপদে-দুর্দিনে তাদের তুলনায় মন্ত্রীদের অংশগ্রহণের সুযোগ মেলে বেশি। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্যরা কখনো এই ভ্রান্তিতে নিমর্জ্জিত হতে পারেন যে জনগণ তাঁদের অত্যাচার-উৎপীড়নের কাহিনী ভুলে যাবে, কিন্তু আমার মনে কখনো এরূপ চিন্তা স্থান পায় না। এ জন্যই আপনার আনুগত্যের ব্যাপারে আমরা সব অবস্থায়ই ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্যদের থেকে কয়েক মঞ্জিল এগিয়ে থাকব। আমাকে পৃথকভাবে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্য বানানো আপনার জন্য কোনো জটিল কাজ নয়। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির জন্য আপনার অঙ্গুলি হেলনই যথেষ্ট।

সায়মন : আমি তোমার এ আবেদন মঞ্জুর করছি।

সুশীলং : জাঁহাপনা, আপনার এই অধম গোলাম আর একটা দরখাস্ত পেশ করার অনুমতি কামনা করছে। আপনি অবগত আছেন যে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির কাছে আপনার কোনো নির্দেশের সত্যায়ন ব্যতীত কোনো কাজ হয় না। অথচ মন্ত্রিত্বের আসন ছেড়ে দেওয়ার পর বেকার বসে খাওয়া আমার জন্য হবে ধৈর্যের খুবই কঠিন পরীক্ষা। তাই আমি আরজ করছি যে আমাকে কোনো কাজে লাগিয়ে দিন।

সায়মন : উজির পদে নিযুক্ত হওয়ার আগে তুমি কী কাজ করছিলে?

সুশীলং : আলমপনা, আপনার কাছে তো আমার কোনো কথা গোপন নেই। উজির হওয়ার আগে আমি ছিলাম কয়েদখানায়। আর জেল-হাজতে যাওয়ার আগে আমার পেশা ছিল চুরি করা, পকেট মারা, জুয়া খেলা ইত্যাদি।

সায়মন : তুমি তো বেশ কাজের লোক বলে মনে হয়। আমার বারবার তোমার প্রয়োজন পড়বে। তোমার শরীর কিছুটা খারাপ বলে মনে হচ্ছে। তাই আমি চাই, তুমি চিকিৎসা ও ভ্রমণ-পর্যটন ইউরোপ চলে যাও। কয়েক মাস পর যখন তুমি সুস্থ-সবল হয়ে ফিরে আসবে, তখন আমি একান্তভাবে বিশ্বাস করি, উজিরে আজমের চেয়ার তোমার প্রতীক্ষা করতে থাকবে।

সুশীলং : মহাত্মন, আমার শারীরিক কোনো অসুবিধা নেই। তথাপি আপনার নির্দেশ যদি এটাই হয়, তাহলে আমি ইউরোপে যেতে প্রস্তুত।

সায়মন : এখন তুমি বুদ্ধিমানের মতো কথাবার্তা বলছ। তোমার মতো সম্রাজ্ঞীর স্বাস্থ্যেরও কিছুটা অবণতি দেখা দিয়েছে। আর তাই আমি মনে করি কালবিলম্ব না করে তাকেও ইউরোপ পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

৪

সম্মুখের কামরার দরজায় ঝোলানো পর্দার আড়াল থেকে সম্রাজ্ঞী ওয়ায়েট রোজের আওয়াজ শোনা গেল। : আমার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ঠিক আছে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্য আমার ইউরোপ যাওয়ার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই।

সায়মন : (একটু অপ্রস্তুত হয়ে সুশীলংয়ের দিকে তাকিয়ে) তুমি যাও। বেগম পর্দা তুলে কামরার ভেতর এসে পড়ায় পেছনের দরজা দিয়ে সুশীলং বাইরে বেরিয়ে যায়।

রোজ : আমি কবে আপনার কাছে এই আবেদন করেছিলাম যে আমার শরীর খারাপ।

সায়মন : তোমার অভিযোগ করার দরকার নেই। তোমার চেহারাই সাক্ষী দিচ্ছে যে তুমি ঠিক নেই। আর আমার ভয় হচ্ছে, আগামী কিছু দিন পর্যন্ত যেসব ঘটনা সংঘটিত হবে, তা তোমার স্বাস্থ্যের ওপর আরো খারাপ প্রভাব ফেলবে।

রোজ : আমার জানা আছে। আমি তোমার কথাবার্তা সবই শুনে ফেলেছি এবং

তোমাকে শেষবারের মতো বলে দিতে চাই, তুমি আগুন নিয়ে খেলা করছ।

সায়মন : যদি তুমি আমার কথাবার্তা শুনে থাক, তাহলে আবার তোমাকে বুঝিয়ে বলার কোনো প্রয়োজন বোধ করি না যে তোমার জন্য কিছু দিন দেশের বাইরে গিয়ে থাকা হবে অনেক উত্তম। আমি এখন সব কিছু শর্তসাপেক্ষে জুড়ে দিয়েছি। যদি আমি বাজিমাত করে ফেলি, তাহলে এই উপদ্বীপে আমাদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ হয়ে যাবে। আর তখন তুমি অতি উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে দেশে ফিরে আসতে পারবে। পক্ষান্তরে যদি আমি হেরে যাই, তবে অন্ততপক্ষে এটাই হবে আমার সান্ত্বনা যে তোমার কোনো ভয় নেই।

রোজ : এখন আর তোমার জয়-পরাজয়ের সঙ্গে আমার মনের কোনো আকর্ষণ নেই। এ দেশটা আমার জন্য জাহান্নাম হয়ে গেছে। তুমি ভাবছ যে আমি এখান থেকে পালিয়ে যাব, আর তোমার লুইজাহর সঙ্গে গাঁজা ও আফিমের নেশা বৃদ্ধি করার সুবর্ণ সুযোগ মিলে যাবে।

সায়মন : লুইজাহর ব্যাপারে আমার কোনো দুর্বলতা নেই।

রোজ : তুমি আমাকে বেকুব, নির্বোধ কিংবা অথর্ব বানাতে পারবে না। তুমি তাকে এখানে রাখার জন্য এই দেশের নাগরিকত্ব প্রদান করছ। আর তুমি তাকে মেহমানখানার পরিবর্তে শাহী মহলেরই সের্বাচ্চ মঞ্জিলে স্থান দিয়েছ। আর আমার জন্য এটা বুঝতে পারা মোটেই কষ্টসাধ্য নয় যে তুমি তার সঙ্গে কী কী ওয়াদা করেছ। তুমি ক্ষমতার মোহে একেবারে অন্ধ হয়ে গেছ। আমি তোমার সব ধৃষ্টতা সহ্য করতে পারি, কিন্তু যদি সে মেয়েটি এখানে থেকে যায়, তবে নিশ্চিত জেনে রেখো, আমি আর এখানে থাকব না।

লুইজাহ কক্ষে প্রবেশ করল। সে তার পকেট থেকে একটি থার্মোমিটার বের করে কিং সায়মনের মুখে পুরে দিল। রোজ ক্রোধান্বিত হয়ে সম্মুখে এগিয়ে গেলেন আর অমনি এক ঝাঁপটায় তার মুখ থেকে থার্মোমিটার বের করে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলেন।

রোজ : (লুইজাহকে লক্ষ্য করে) তোমার কোনো সেবা-শুশ্রূষার প্রয়োজন নেই। উনি পুরোপুরি সুস্থই আছেন।

সায়মন : লুইজাহ, আমার পরিবর্তে সম্রাজ্ঞীর দিকে তোমার লক্ষ্য করা উচিত ছিল। আজ তার মেজাজ আমার থেকেও বেশি খারাপ। যাও, ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসো। (লুইজাহ মুচকি হেসে বেগমের দিকে তাকায় এবং কামরা থেকে বাইরে চলে যায়)।

রোজ : আমি এই মেয়েটিকে গলা টিপে হত্যা করব। আর তোমাকে এত বেশি অস্থির করে তুলব যে তুমি পুনরায় গাছের ওপর গিয়ে উঠতে বাধ্য হয়ে যাবে।

সায়মন : খামুশ! তোমার ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে তুমি একজন বাদশাহর সঙ্গে কথা বলছ।

রোজ : বাদশাহ! আমার দৃষ্টিতে তুমি একজন ভিখারি অপেক্ষাও অধিক ঘৃণার যোগ্য। তোমার জানা থাকার কথা যে তোমার প্রজারা তোমার সম্পর্কে কী চিন্তা করে।

সায়মন : (মৃদু হেসে) আমার জানা আছে। কিন্তু আমার সান্ত্বনা যে কিছুদিন পর এই নির্বোধ লোকগুলোর মধ্যে চিন্তা-ভাবনার কোনো যোগ্যতা বাকি থাকবে না।

রোজ : তুমি কিছুই জানো না। তোমার জানা নেই যে এই দেশের জনসাধারণ যখন কোনো জানাজা বা লাশের কফিন দেখতে পায়, তখন তারা বলাবলি করে যে এটি যদি আমাদের শাসনকর্তার জানাজা হতো। আবার যখন কোনো মৎস্য শিকারিদের নৌকা সাগরে নিমর্জিত হয়। তখন তারা আফসোস করে বলে ওঠে, এই নৌকায় আমাদের মহামান্য বাদশাহ কেন আরোহণ করেনি। যখন কোনো মোটরগাড়ি দুর্ঘটনাকবলিত হয়, তখন তারা মনে করে, যদি কিং সায়মন এই মোটরগাড়িতে সওয়ার হতো। তারা তিন বছরের মেয়াদ পূর্তির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তারপর তুমি দেখতে পাবে যে এই হলের প্রতিটি ইট তোমার দুশমন হয়ে গেছে। আল্লাহর ওয়াস্তে এখান থেকে তুমি পালিয়ে যাও।

সায়মন : আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এখন আর শোরগোল করো না। এই যে ডাক্তার সাহেবরা এসে পড়েছেন।

রোজ : আমি তোমার ডাক্তারদের হাড্ডি চিবিয়ে খাব। আমি তাদের বলে দেব যে তুমি কে! তোমার পরিচিতিপত্র আমি এখনো পর্যন্ত যত্ন করে রেখে দিয়েছি।

সায়মন : ডাক্তাররা আমার সম্বন্ধে সব কিছুই জানেন। তোমার নিজের চিন্তাই করা উচিত। যদি তাঁরা তোমার সম্পর্কে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত দিয়ে দেন, তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে এই ঘোষণা দিতে হবে যে আমি আমার প্রিয় প্রজাগদের জোর ও সোচ্ছার দাবির কারণে একজন পাগল বেগমকে সাম্রাজ্যের সব দায়-দায়িত্ব থেকে অপসারিত করে দিয়েছি।

রোজ : তোমার ডাক্তার আমার দিকে চোখ তুলে তাকানোর দুঃসাহসই দেখাতে পারবে না। তুমি তাদের নির্বোধ কিংবা অথর্বও বলতে পারবে না। কারণ তারা জানে যে বানরের মগজ কার দেমাগের মধ্যে রয়েছে।

সায়মন : হতে পারে বিদেশি ডাক্তার এই ক্ষেত্রে কিছুটা নমনীয়তার পরিচয় দেবেন। কিন্তু আমি সর্বদা আমার প্রজাগদের মধ্য থেকে একজন আধা হাকিমের খেদমত লাভ করে থাকি। ডার্লিং, তুমি বেকুব হতে চেষ্টা করো না। এক মিনিটের মধ্যেই তোমাকে ফয়সালা করে ফেলতে হবে যে তোমার জন্য একজন সম্রাজ্ঞী হিসেবে ইউরোপের সফরও এমন বেশি উপকারী না–মানসিক হাসপাতালের এমন এক কক্ষে তোমার জীবন গুজরান করতে চাও, যার বাইরে এই সাইন বোর্ড ঝোলানো থাকবে যে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যেন তারা এই বিপজ্জনক রোগিনীর নাগালের ভেতর কখনো না আসে।

রোজ : (অবনত মস্তকে) তুমি ঠাট্টা করছ?

সায়মন : তুমি জানো যে আমি প্রতিটি কাজই অত্যন্ত চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিবেচনার পরই করে থাকি। (লুইজাহ ডাক্তারদের সঙ্গে কামরার ভেতর প্রবেশ করে)।

একজন ডাক্তার : কী হয়েছে ইউর ম্যাজেস্টি?

সায়মন : না, তেমন কিছু নয়। তবে হার ম্যাজেস্ট্রি আপনার সঙ্গে ইউরোপ যেতে চাচ্ছেন। আমারও মনে হচ্ছে আবহাওয়ার পরিবর্তনে তাঁর স্বাস্থ্যের ওপর খুব ভালো প্রভাব পড়বে।

নতুন মন্ত্রণালয় ও নতুন প্রেক্ষাপট

পরদিন সম্রাজ্ঞী ওয়ায়েট রোজ ইউরোপিয়ান ডাক্তারদের সঙ্গে এক হাওয়াই জাহাজযোগে ইউরোপ অভিমুখে রওনা করেছিলেন। সরকারি তথ্যবিবরণী অনুযায়ী ফার্স্ট লেডি তাঁর প্রজাদের পক্ষ থেকে আমেরিকা ও ইউরোপের জনগণের জন্য শুভেচ্ছাবাণী নিয়ে যাচ্ছিলেন।

সম্রাজ্ঞীর রওনা হয়ে যাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর শাহী মহল থেকে ঘোষণা করা হলো, এই মাত্র সাদা উপদ্বীপের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এক প্রতিনিধিদল হিজ ম্যাজেস্ট্রির মহান খেদমতে এই দরখাস্ত পেশ করেছেন যে দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা, সংকট ও জনসাধারণের সোচ্চার দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মাস্টার সুশীলংয়ের অযোগ্য ও অবিশ্বস্ত মন্ত্রিপরিষদ বরখাস্ত করে দেওয়া হোক।

দ্বিতীয় দিন এই খবর রটে গেল যে অদ্য ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সব সদস্য ঐক্যবদ্ধভাবে এই সুপারিশ করেছেন যে সুশীলংয়ের মন্ত্রিসভা অবিলম্বে ভেঙে দেওয়া হোক। তারও কয়েক ঘণ্টা পর রেডিওতে মাস্টার সুশীলংয়ের এই বিবৃতি প্রচার করা হয় যে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির কোনো সদস্য ওই সব অভিযোগ থেকে মুক্ত কিংবা ব্যতিক্রম নন, যা কি না আমার মন্ত্রিসভার ওপর আরোপ করা হয়েছে। আমি দেশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে পদচ্যুত হয়ে যেতে প্রস্তুত। কিন্তু একইভাবে দেশ ও জাতির স্বার্থের কথা বিবেচনা করে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিও ভেঙে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

তারপর একাধারে চার দিন পর্যন্ত দেশের সব গণমাধ্যম তথা সংবাদপত্র ও রেডিওতে মন্ত্রিসভা এবং জাতীয় পরিষদের বিরুদ্ধে এমন কিছুসংখ্যক নামের সঙ্গে মহামান্য বাদশাহর প্রজারা আদৌ পরিচিত ছিলেন না। পঞ্চম দিবসে মহামান্য বাদশাহ মন্ত্রীবর্গ এবং কাউন্সিলার সমন্বয়ে এক যৌথ অধিবেশন আহ্বান করেন এবং সবার ওপর এই পরোয়ানা জারি করেন, তারা যেন দেশের সাম্প্রতিক তাজা হাল-অবস্থা সম্পর্কে নতুন পদালঙ্কৃত ব্যক্তির জন্য জরুরি বুদ্ধি-পরামর্শ পেশ করেন। এই অধিবেশনের সার্বিক কার্যবিবরণী মহামান্য বাদশাহর আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্যরা প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য অনুশীলনী মঞ্চ বানাতে চেষ্টা করে। এদিকে মন্ত্রী মহোদয়রা ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্যদের ওপর পাল্টা আক্রমণ রচনা করে বসে। ভালো,

মন্দ ও তিক্ত-মিষ্ট বাগ্‌বিতণ্ডা যখন চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করল, তখন দুই পক্ষের প্রত্যেকে একে অন্যের ওপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। যখন হাত দ্বারাও কাজ চলছিল না, তখন তারা চেয়ার হাতে তুলে নিল। মন্ত্রীপ্রবররা সংখ্যায় ছিলেন অপেক্ষাকৃত কম, অথচ অ্যাসেম্বলির মেম্বাররা ছিলেন বেশি। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সংখ্যালঘিষ্ট দলের ওপর বিজয় লাভ করল। অবশেষে মহামান্য বাদশাহ একজন নীরপেক্ষ শালিশরূপে বস্তুনিষ্ঠ ফয়সালা দিলেন যে মাস্টার সুশীলং ও তাঁর সঙ্গীরা প্রতিযোগিতায় হেরে গেছেন।

অনন্তর মহামান্য সম্রাট এই ফরমান জারি করলেন যে আমি আমার প্রিয় প্রজাসাধারণের ইচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে বর্তমানে মন্ত্রিপরিষদ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়ে নিয়েছি। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির পরামর্শক্রমে বিদায়ী মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য মাস্টার ইচুলিচুকে নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠন করার জন্য আহ্বান জানিয়েছি। এই ঘোষণার কিছুক্ষণ পর এ খবর শোনা গেল যে উজিরে আজম মাস্টার ইচুলিচু ও তাঁর কেবিনেটের চব্বিশজন মন্ত্রী আনুগত্যের শপথ নিয়ে ফেলেছেন। আরো মন্ত্রী তালাশের ধারা অব্যাহত রয়েছে।

সুশীলংয়ের পদত্যাগের ফলে জনগণকে যেন উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল তেমনিভাবে নতুন মন্ত্রিপরিষদের গঠন প্রক্রিয়ায় তারা ছিল শঙ্কিত। মন্ত্রিসভা গঠন করার ঘোষণা দেওয়ার কিছুক্ষণ পর হাজার হাজার লোক বিশাল চত্বরে সমবেত হয়ে একজন অনলবর্ষী বক্তার বক্তৃতা শুনছিল। তাঁর ভাষণে তিনি বলতে ছিলেন :

উপস্থিত সুধীমণ্ডলী, আমি বিশ্বাস করি, কিং সায়মন মঙ্গল গ্রহের কোনো পাগলখানা থেকে পালিয়ে এখানে এসেছিলেন। আর ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্যরা আমাদেরকে আমাদেরই অতীত দুষ্কর্ম ও অপকর্মের শাস্তি দেওয়ার জন্য তাঁকে আমাদের ঘাড়ের ওপর বসিয়ে দিয়েছেন। শুরু থেকেই কিং সায়মনের তরফ থেকে আমাদের কোনো কল্যাণের প্রত্যাশা ছিল না। কিন্তু অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভের পর ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্যদের কাছ থেকে এমন আশাও ছিল না যে তারা দেশকে চোরদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ডাকাতদের হাতে সোপর্দ করে দেবে। ইচুলিচু কালো উপদ্বীপের একজন গোয়েন্দা, গুপ্তচর, এজেন্ট ও দালাল। তার বেশির ভাগ সঙ্গী ওই সব বংশের সঙ্গে সম্পর্কিত, যারা বিগত শতাব্দীগুলোতে আমাদের দেশকে বিদেশের গোলাম বানানোর জন্য একে অন্য থেকে অগ্রসর হয়ে অংশগ্রহণ করছিল। কিং সায়মন হয়তো বলতে পারেন যে আমি এই লোকদের অতীত সম্পর্কে অবগত ছিলাম না, কিন্তু ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্যরা এই নির্বাচনে সহায়তা করে দেশ ও জাতির স্বার্থের সঙ্গে সরাসরি গাদ্দারি করেছেন।

এক ব্যক্তি, যিনি এতক্ষণ তাঁর চেহারা একটি চাঁদর দ্বারা ঢেকে রেখেছিলেন, উঠে দাঁড়ালেন এবং দুহাত নেড়ে উচ্চ শব্দে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলেন : সুধীমণ্ডলী, আমি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির পক্ষ থেকে কিছু বলতে ও কিছু কথাবার্তা আরম্ভ করতে চাই।

সভার উপস্থিত জনতা তাঁকে চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে তাঁর টুঁটি চেপে ধরার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু বক্তার হস্তক্ষেপ তাদের রাগ-ক্ষোভ আর উত্তেজনা উন্মাদনা প্রশমিত করে দেয়। সে হেলেদুলে মঞ্চের ওপর গিয়ে পৌঁছে এবং লাউড স্পিকারের সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চ আওয়াজে বলতে থাকে–

: ভাইসব, আমি একজন অপরাধপ্রবণ শাসনকর্তার সাহচর্য ত্যাগ করে তোমাদের আশ্রয়ে এসে গেছি। অবশ্য আমি আমাকে কোনো প্রকার উত্তম আচরণের যোগ্য বলে মনে করি না। কিন্তু আমি তোমাদের এই তথ্য জানিয়ে দেওয়া জরুরি বলে মনে করি যে এ ব্যাপারে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ছিল একেবারেই অপারগ ও অসহায়। মন্ত্রিপরিষদ গঠনে তাদের কোনো হাত ছিল না। বাদশাহ নিজে তাঁর পকেট থেকে কয়েক ব্যক্তির তালিকা বের করে আমাদের সম্মুখে রেখে দিয়েছিলেন। আমাদিদের এই ধমকও দিয়েছিলেন যে তোমরা যদি আমার নির্বাচনের ওপর কোনো আপত্তি করো, তাহলে আমি তোমাদের সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করে দেব। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির প্রত্যেক সদস্য এটা ভালোভাবেই বুঝতে পারে যে তাঁর সঙ্গে দেশের জনগণের সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। এর জন্য কিং সায়মনের হ্যাঁর সঙ্গে হ্যাঁ ও নার সঙ্গে না সুর মেলানো ব্যতীত কোনো গত্যন্তর নেই। তোমরা কিং সায়মনকে পাগল মনে করে থাক। কিন্তু আমি বিলক্ষণ বুঝতে পারি যে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে, বুঝে-শুনে নির্ধারিত প্রোগ্রাম ও পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী গৃহীত হয়ে থাকে। তিনি তোমাদের জন্য এতটুকু উদ্বেগ ও সমস্যা সৃষ্টি করে দিতে চান যে যাতে তোমাদের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার ও সোচ্চার হওয়ার কোনো ক্ষমতা ও যোগ্যতাই অবশিষ্ট না থাকে। এখন সেই চিন্তা আমাদের মাথার ওপর থেকে পড়ে গেছে। আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি যে সুদূর ভবিষ্যৎ তোমাদের জন্য সুদূর অতীত অপেক্ষা অধিক যাতনাদায়ক, কষ্টকর ও ধৈর্যের কঠিন পরীক্ষাসংকুল বলে প্রমাণিত হবে।

২

নতুন মন্ত্রিপরিষদ সাদা উপদ্বীপের জনগণের জন্য নতুন নতুন সমস্যা ও নিত্যনতুন মুসিবতের সওদা নিয়ে আসে। কিছুদিন সম্রাজ্ঞী রোজ ও বিদায়ী উজিরে আজমের ইউরোপ যাওয়া সম্পর্কে জোর কানাঘুষা চলতে থাকে। কিন্তু তারপর জনগণের পুরো দৃষ্টি নতুন মন্ত্রিসভার কার্যকলাপের ওপর নিবদ্ধ হয়ে যায়। ইচুলিচু মন্ত্রী পদ গ্রহণের পর জনগণের উদ্দেশে যে ভাষণ প্রচার করেছিলেন তার মূলে প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক, জীবিকা অর্জন ও শিক্ষা ক্ষেত্রে সব সমস্যা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। মহামান্য সম্রাট অনেক চিন্তা-ভাবনার পর আমার মন্ত্রিপরিষদকে এই পরামর্শ দিয়েছেন যে দেশের সার্বিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় কিছু পরিবর্তন সাধন করতে হবে। এই পরিবর্তন বিভিন্ন এলাকার ওই বাস্তবতাবাদী লিডারদের দাবির সঙ্গে হবে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ, যারা দীর্ঘদিন থেকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে আসছে যে দেশের দশটি জেলায় বসবাসরত গোত্রগুলোর সমস্যার স্বরূপ ও প্রকৃতি সমান নয়। সব জেলাকে একই ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অধীন রেখে এসব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। এ জন্য আমার সরকার দেশের প্রত্যেক গোত্রকে আজাদির নেয়ামত দ্বারা ধন্য করার ফয়সালা গ্রহণ করেছে যে সব জেলাকে প্রদেশের মানে উন্নীত করে দেওয়া হবে।

বেশির ভাগ নেতার দাবি, দেশে সত্যিকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া চালু করার জন্য প্রত্যেক প্রদেশের এক শ লোকের জন্য অ্যাসেম্বলিতে একজন প্রতিনিধি ও এক হাজার লোকের জন্য একজন মন্ত্রী হওয়া উচিত। মহামান্য বাদশাহ এই দাবির বাস্তবতা ও যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। কিন্তু দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা আমাদের জাতি গঠনের ও দেশ গড়ার এই মহান দায়িত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বাস্তবে রূপদানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুমতি দিচ্ছে না। এ জন্য আমাদের নতুন প্রদেশগুলোর জন্য হালকা ধরনের মন্ত্রিসভা ও অ্যাসেম্বলির ওপর সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত থাকতে হবে। যখন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো হয়ে যাবে, তখন আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা হবে, যাতে প্রতিটি বেকার লোককে কোনো অ্যাসেম্বলি কিংবা কোনো মন্ত্রিপরিষদের সদস্য বানিয়ে দেওয়া যায়। এই মহৎ উদ্দেশের জন্য যদি আমাদের আরো কিছু প্রদেশ বানাতে হয়, তথাপি আমরা তা করতে ইতস্তত করব না। এই মহতী প্রস্তাব ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির কাছে পেশ করা হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস,

অ্যাসেম্বলির কোনো সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী সদস্য এর বিরোধিতা করবে না।

দেশের বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী লোকজন এই পরিকল্পনাকে সাদা উপদ্বীপের ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক ও মারাত্মক বলে মনে করেছিলেন। দেশকে ধ্বংসের কাছাকাছি দেখে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির কতিপয় সদস্য, যাঁরা এখনো লোভ কিংবা ভয়ের কারণে কিং সায়মন ও তাঁর অপরাধপ্রবণ মন্ত্রীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে আসছিলেন এই প্রস্তাবের বিপক্ষে চলে গেলেন। কিন্তু অধিকাংশই পুরোপুরি উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে এই পরিকল্পনার সহযোগিতা করলেন। তিন দিন পর সাদা উপদ্বীপের নিরুপায়, অসহায় ও বিস্ময়ে বিমূঢ় জনগণ এই আশাব্যঞ্জক সুখবর শুনছিল যে দেশের রাজনৈতিক মানচিত্রে দশটি নতুন প্রদেশ এবং সেই সঙ্গে দশজন নতুন গভর্নর আর দশটি ক্ষুদ্রকার অ্যাসেম্বলি ও মন্ত্রিসভা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সরকারি ঘোষণায় হালকা-পাতলা মন্ত্রিসভা ও অ্যাসেম্বলির এই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যে মোটামুটি প্রত্যেক প্রাদেশিক অ্যাসেম্বলির সদস্যসংখ্যা দেড় শ ও মন্ত্রী সাহেবদের সংখ্যা তিন শর বেশি হবে না।

৩

যেদিন নতুন প্রদেশ গঠন সম্পর্কিত বিল পাস হয়ে গেল, সেদিনই সন্ধ্যায় কালো উপদ্বীপের প্রধানমন্ত্রী তাঁর এক বিশেষ ভাষণে কিং সায়মন ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদকে সৌজন্যমূলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে গিয়ে বলেন : আমার সরকার দীর্ঘদিন থেকে মনে করে আসছে যে সাদা উপদ্বীপের সঙ্গে আমাদের বন্ধুপ্রতিম সম্পর্ক হয়তো কোনো দিন আর গড়ে উঠবে না। কিন্তু হিজ ম্যাজেস্ট্রি কিং সায়মন ও মাস্টার ইচুলিচু সত্যই মোবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য এ জন্য যে তারা আমাদের সব ভয়ভীতি, দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কা দূর করে দিয়েছেন। আমার দেশের জনগণ তাদের অত্যন্ত নিকটবর্তী প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ওই সব আনন্দে সমান অংশীদার, যা তারা দশটি নতুন প্রদেশ স্থাপনের পর লাভ করেছে। আমাদের কাছে এই পরিস্থিতি ছিল খুব অসহনীয় যে সাদা উপদ্বীপের জনসাধারণকে দেশের ঐক্য ও সংহতির নামে ওই সব জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হচ্ছিল, যেগুলোকে প্রকৃত স্বাধীনতার প্রথম ইনাম বলে মনে করা হয়। সাদা উপদ্বীপের বিভিন্ন গোত্রগুলোকে উন্নতি অগ্রগতি ও সুখসমৃদ্ধির

সব উপায়-উপকরণ সমভাবে সরবরাহ করার জন্য এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ প্রতিষ্ঠা করা খুব জরুরি, যাদের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব থাকবে নামমাত্র। রাজনৈতিক এই অতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব আমার পুরনো বন্ধু কাচুমাচু অনেক দিন থেকে উপলব্ধি করে আসছিলেন। আর আমি এ জন্য খুবই আনন্দিত যে এই সাদামাটা কথাটা সাদা উপদ্বীপের সরকারের বুঝে এসে গেছে। আমার আফসোস হচ্ছে এ জন্য যে সাদা উপদ্বীপের সরকার শুধু দশটি নতুন প্রদেশ গঠনকেই যথেষ্ট বলে মনে করেছে। অথচ আমি মনে করি, আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে কম করে হলেও ত্রিশটি প্রদেশ হওয়া উচিত। তথাপি আমি নিরাশ নই। হিজ ম্যাজেস্ট্রি কিং সায়মনের সরকার সাদা উপদ্বীপের জন্য উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথ খুলে দিয়েছে। আমার শতকরা এক শ ভাগ বিশ্বাস রয়েছে, অদূরভবিষ্যতে সাদা উপদ্বীপের প্রতিটি তহশিল ও প্রত্যিটি থানা একটি প্রদেশ হয়ে যাবে। তারপর কোনো দিন আবার এই অগণিত, অসংখ্য প্রদেশ স্বায়ত্তশাসিত সরকারে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। আমি সরকারকে এই বিপজ্জনক লোকদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে সদাসতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়াকে আমার কর্তব্য বলে মনে করি।

যেসব লোক এরূপ প্রচার-প্রপাগাণ্ডা করেছে, নতুন প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তনে সাদা উপদ্বীপে বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা সেই বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চেষ্টা করব, অর্থাৎ বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতার ফলে তাদের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা যখন দুর্বল হয়ে পড়বে, তখন আমরা তাদের ওপর আক্রমণ করব। অথচ এরূপ অতঙ্ক ও আশঙ্কা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অবাস্তব। আমাদের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা যে সাদা উপদ্বীপে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যাক, যাতে এর ওপর আমাদের আর কোনো অভিযান পরিচালনা করার প্রয়োজনই দেখা না দেয়। আমি বলতে চাই, লড়াই তো ওই সব লোকের সঙ্গেই হয়ে থাকে, যাদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধের আশঙ্কা করা হয়। যখন আমাদের শতকরা এক শ ভাগ দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে থাকে যে আমাদের কোনো প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাল্টা আক্রমণের জন্য হাত পর্যন্ত ওঠাতে পারবে না। তখন আমাদের মনে বেহুদা ও অনর্থক তাদের উত্ত্যক্ত করার চিন্তাও দেখা দেবে না। আমরা সব সময় ধরে নেব, আমরা আমাদের ছোট ছোট চাহিদা যুদ্ধ ছাড়াই পূরণ করে নিতে পারি। সাদা উপদ্বীপের ভাগ্য খুব ভালো যে কুদরত এখানে কিং সায়মনের মতো একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দিয়েছেন। কিং সায়মনেরও সৌভাগ্য যে তাঁকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য যথাক্রমে মাস্টার ইচুলিচু ও কাচুমাচুর মতো জাগ্রত বিবেক ও উর্বর মস্তিষ্কের অধিকারী লোক মজুদ

রয়েছে। আমার সর্বাপেক্ষা বড় আকাঙ্ক্ষা যে আমি স্বয়ং সাদা উপদ্বীপে গমন করি, আর ওই সব লোকের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে পারি, যারা আমাদের ঐক্য-সংহতির জবরদস্ত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু এটি তো তখন গিয়ে সম্ভব হতে পারে, যখন সাদা উপদ্বীপের প্রতিটি গ্রাম, প্রতিটি শহর ও জনপদ আলাদা আলাদা প্রদেশ হয়ে যাবে এবং প্রত্যেক প্রদেশে মাস্টার কাচুমাচুর মতো একজন দূরদর্শী ও বিচক্ষণ নেতা আমাকে গলায় মালা পরানোর জন্য বর্তমান থাকে। আমি অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে ও অধীর আগ্রহে সে প্রত্যাশিত মোবারক দিনের অপেক্ষা করব।

৪

নতুন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপনা বিল পাস করার পর মাস্টার ইচুলিচুর মন্ত্রিসভার সম্মুখে প্রত্যেক প্রদেশে সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য যথাযোগ্য কর্মকর্তা নিয়োগের বিষয়টি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিব্রতকর ও কষ্টদায়ক। উচ্চ ও নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের সংখ্যা প্রায় হাজারে গিয়ে উন্নীত হয়েছিল। কাজেই এসব শূন্য পদ পূরণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো যে দেশের সব স্কুল ও কলেজে শিক্ষাবর্ষকে ত্বরান্বিত করে দেওয়া হোক ও পরীক্ষায় পাসের হার শতকরা এক শ ভাগে উন্নীত করে দেওয়া হোক। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক ছাত্রকে বছরে কমপক্ষে চার ক্লাস পাস করিয়ে দেওয়া হোক। তারপর অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা প্রাদেশিক সরকারের উৎপাদনের অনুমান করে দেখতে পান যে দেশের সব আমদানি যদি প্রদেশগুলোর মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়, তথাপি এটি কয়েক মাসের বেতন ও মজুরির জন্য যথেষ্ট হবে না। অতএব ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির জরুরি অধিবেশন আহ্বান করা হয় এবং নতুন কর আরোপ করার জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব ও পরামর্শ বিবেচনা করা হয়। এর আগে জনসাধারণের সকল প্রকার আমদানির ওপর ট্যাক্স ধার্য করা হয়েছিল। অবশেষে একজন উপমন্ত্রী অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণভাবে এই প্রস্তাব পেশ করলেন যে জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু ও দাফন-কাফনের ওপরও ট্যাক্স প্রবর্তন করা হোক। অন্য সদস্য অপর প্রস্তাবে বলেন, জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু ব্যতীতও মানুষের জীবনে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রয়েছে। অনেক শিশু বিয়ের বয়সে উপনীত হওয়ার আগেই এই নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়। ফলে সরকারকে তাদের বিবাহ ট্যাক্স থেকে বঞ্চিত হতে হয়। এ জন্য আমার প্রস্তাব হচ্ছে, শিশুর জন্মের পর প্রথম

পরিধেয় বস্ত্র পরানোর ওপরও ট্যাক্স ধার্য করা হোক। তারপর প্রতি বর্ষপূর্তির ওপর কর আরোপ করা হোক। এতদ্ব্যতীত দাঁত ওঠা ও দাড়ি-গোঁফ গজানোর ওপরও ট্যাক্স ধার্য করা হোক।

একজন মন্ত্রী, যিনি অধিবেশন চলাকালে একটি সিনেমা সাময়িকী পড়ছিলেন-এই আলোচনায় খুব বিরক্তি বোধ করেন এবং তিনি ক্রোধান্বিত ও অগ্নিশর্মা হয়ে বলতে লাগলেন–

: সুধীমণ্ডলী, অপনারা এই আলোচনায় বেকার সময় নষ্ট করে চলেছেন। আমাদের আল্লাহর ওপর ভরসা করে প্রদেশগুলো গঠন করে ফেলা উচিত। উৎপাদন ও আমদানির বিষয় পরে দেখা যাবে।

যখন ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে নতুন নতুন করারোপের প্রস্তাব ও পরামর্শের ওপর তুখোড় আলোচনা হচ্ছিল, ঠিক তখনই অপর একজন উপমন্ত্রী এ বিষয়ের অপর দিক, তথা মুদ্রার অপর পিঠের দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর বলতে লাগলেন–

: সুধীমণ্ডলী, আশঙ্কা হচ্ছে, নতুন প্রদেশ গঠনের অব্যবহিত পরই যদি জনগণের কাছ থেকে অতিরিক্ত ট্যাক্স দাবি করা হয়, তবে জনগণ এ মহতি পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করতে পারে যে যার পরিপূর্ণ বাস্তাবয়ন ও স্বার্থক রূপায়ণ ব্যতীত এ দেশ সঠিক অর্থে গণতান্ত্রিক অগ্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারবে না। এ দ্বারা আমি বলতে চাই, তারা যেন আবার বলে না বসে যে আমাদের অতিরিক্ত প্রদেশের প্রয়োজন নেই। আর আমরা বেশি ট্যাক্সও দিতে পারব না। বরং আমাদের জন্য শুধু একটি কেন্দ্রীয় অ্যাসেম্বলি ও একটি মন্ত্রিসভাই যথেষ্ট। এ জন্য আমি এ বিকল্প প্রস্তাব পেশ করতে চাই যে মন্ত্রীদের বেতনের পরিবর্তে আমদানি ও রপ্তানি লাইসেন্স প্রদান করা হোক। প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের বাস, ট্রাক ও রিকশার রুট পারমিট দিয়ে দেওয়া হোক। সরকারি কর্মচারীদের বেতন নামমাত্র ধার্য করা হোক এবং তাদের এ ব্যাপারে ব্যাপক অনুমতি দেওয়া হোক যে তারা তাদের ইচ্ছামতো ঘুষ নিতে পারবে।

অন্য একজন মেম্বার এ প্রস্তাবের ওপর সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, আমদানি ও রপ্তানি লাইসেন্সের কারবার শুধু কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ পর্যন্তই সীমিত রাখা উচিত। প্রাদেশিক মন্ত্রীদের মনোতুষ্টির জন্য তাদের পালানোর পারমিট দেওয়া যেতে পারে।

খাদ্যমন্ত্রী এ প্রস্তাবের ওপর অত্যন্ত অসন্তোষ ব্যক্ত করেন এবং বলেন–

: রুটি বিক্রি করা আমার মন্ত্রণালয়ের আমদানির সর্বাপেক্ষা বড় মাধ্যম। আপনি

যদি আমাকে তা থেকে বঞ্চিত করেন, তাহলে আমি কম আমদানির অধিকারী বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রী কিংবা তাঁদের প্রিয় পরিজন ও আত্মীয়স্বজনের কোনো খেদমত করতে পারব না। এ জন্য আমি এ সংশোধনী পেশ করছি যে দেশের শতকরা আশি ভাগ খাদ্য সামগ্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার জন্য রুটির তন্দুরগুলোর ওয়াকফ করে দেওয়া হোক প্রদেশগুলোকে। আমার বিশ্বাস, মিশ্রিত করা ও ভেজাল দেওয়ার পর এ খাদ্যশস্য দ্বারা যেসব রুটি তৈরি করা যাবে, সেগুলোর আমদানি প্রাদেশিক মন্ত্রীদের প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট হবে। আর একান্তই যদি তাতে সংকুলান না হয়, তাহলে আমি পরামর্শ দেব, প্রাদেশিক সরকারগুলোকে এ রুটিগুলোর সঙ্গে হজমির ট্যাবলেট বণ্টন করার অনুমোদন দিয়ে দেওয়া হোক।

এ প্রস্তাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী চোখ কপালে তুলে বলেন : আপনাদের মধ্যে সর্বদাই আমার পকেটে ডাকাত প্রেরণের দুষ্টবুদ্ধি কাজ করে। অথচ আপনারা জানেন, হজমির বড়িগুলোই আমার আমদানির সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম। আমি বেশি থেকে বেশি এতটুকু কোরবানি স্বীকার করতে পারি যে হজমির ট্যাবলেটগুলোর মূল্য শতকরা বিশ ভাগ বৃদ্ধি করে দিয়ে এ অতিরিক্ত অর্থ প্রাদেশিক সরকারগুলোর মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে।

উজিরে আজম ইচুলিচু এই অপ্রীতিকর অলোচনার সমাপ্তি টানতে গিয়ে বলেন : সুধীমণ্ডলী, দেশের উন্নতি-অগ্রগতির এই সংহতি পরিকল্পনা সফল করার জন্য আমাদের প্রত্যেককেই অল্পবিস্তর ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। আমি তাই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পেশ করার লক্ষ্যে এ ঘোষণা দিচ্ছি যে আজ থেকে আমি আর কোনো মজুরি নেব না। আমার খরচপত্র ও ব্যয়ভার বহন করার জন্য আমদানি ও রপ্তানি লাইসেন্স বিক্রেতাদের আমদানির শতকরা পাঁচ ভাগই আমার জন্য যথেষ্ট। আমি আপনাদের সবার কাছেও অনুরূপ কোরবানির প্রত্যাশা করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার সঙ্গীরা আমাকে মহামান্য সম্রাট কিং সায়মনের সম্মুখে লজ্জিত করবেন না। আপনাদের জেনে রাখা উচিত, মহামান্য বাদশাহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভার অন্ততপক্ষে আরো বিশজন মন্ত্রী বৃদ্ধি করতে চাচ্ছে। আর তাদের ব্যয়ভার বহন ও পরিতোষণের জন্য আমাদের আরো বেশি কোরবানির দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।

এক সপ্তাহ পর্যন্ত এই বিষয়ের ওপর আলোচনা-পর্যালোচনা অব্যাহত থাকে। মাস্টার ইচুলিচু ও তাঁর সঙ্গীরা যে পরিমাণ নতুন ট্যাক্স ধার্য করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, ঠিক ততটুকুই জনসাধারণের বিরোধিতার আশঙ্কায় ছিলেন ভীতসন্ত্রস্ত। অধিকাংশ মন্ত্রী ও ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্যদের এটি মোটেই পছন্দনীয় ছিল

না যে তাঁদের অবাধ উপার্জনের কিছু অংশ প্রাদেশিক সরকারগুলোর দিকে ঠেলে দেওয়া হোক। অনেক অ্যাসেম্বলির সদস্যের অবস্থা ছিল এই, তাঁরা তাঁদের নিজেদের আমদানি ও আয়-উপার্জনের পরিমাণ কমে যাওয়ার ভয়ে নতুন প্রদেশ গঠনের বিরোধিতায় বিরোধী দলের সঙ্গে গিয়ে গোপন আঁতাতে মিলিত হচ্ছিলেন।

মহামান্য সম্রাট সায়মন উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে কম চিন্তান্বিত ও হতবুদ্ধি ছিলেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন ওই সব লোকের অন্তর্গত, যারা নিকৃষ্টতম পরিস্থিতিকেও নিজেদের জন্য সুবিধাজনক ও অনুকূল বানিয়ে নেয়। অতএব যখন অ্যাসেম্বলি কক্ষে গরম গরম বাদানুবাদ ও তর্ক-বিতর্ক চলছিল, তখন মহামান্য বাদশাহ নীরবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিচ্ছিলেন। তা ছিল এই যে তিনি সকাল ও সন্ধ্যায় বিদায়ী উজির ও সারা দেশের স্বনামধন্য ও প্রখ্যাত ব্লাকমার্কেটার ও স্মাগলারদের সঙ্গে তাস খেলছিলেন। সম্মানিত তাস খেলোয়াড়দের বিশেষ মেহমানরূপে আমন্ত্রণ করা হতো, আর মহামান্য সম্রাট তাদের খেলায় মেতে ওঠার অব্যবহিত-পূর্বে বলে দিতেন যে আমার জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য তোমাদের কার্যকরী সহায়তা আবশ্যক। আর সেই ব্যবহারিক সহযোগিতার উত্তম পন্থা এই যে তোমরা তোমাদের হারাম উপার্জনের কমপক্ষে অর্ধেক অর্থ আমার সঙ্গে জুয়া খেলে খুইয়ে দাও। তারপর যখন দেশের অবস্থা ভালো হয়ে যাবে, তখন তোমাদের এই ত্যাগ ও কোরবানির পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদের দিয়ে দেওয়া হবে। যদি সমাগত কোনো মেহমান ইতস্তত করত, তাহলে মহামান্য সম্রাট তাকে এই বলে ধমক দিতেন যে যদি দেশের অবস্থা আরো বেশি খারাপ হয়ে যায়, তবে তো আমাকে এখান থেকে পালিয়ে যেতে হবে। তাই এই কথা তোমাদের খুব ভালোভাবে বুঝে নেওয়া উচিত যে যখন তোমরা আমার পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে, তখন এই দেশের জনগণ তোমাদের সঙ্গে কী আচরণই না করবে। আর অমনি সম্মানিত মেহমানরা মহামান্য সম্রাটের দৃষ্টিভঙ্গি দেখে খুশিতে তাদের অর্ধেক সম্পদ খেলাচ্ছলে তাঁর হাতে তুলে দিচ্ছিলেন।

একাধারে সাত দিন পরও যখন ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্যরা কোনো পরিণতি ও পরিসমাপ্তিতে পৌঁছতে পারলেন না, তখন মহামান্য বাদশাহ্ ইচুলিচুকে এই সুখবর দিলেন যে এখন আর তোমাদের অতিরিক্ত ট্যাক্স সম্পর্কে বাদানুবাদ ও তর্কবিতর্ক করার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি তাসের বদৌলতে গত সাত দিনে যে পরিমাণ অর্থ জমা করেছি, তা অন্তত আগামী এক বছরের ব্যয়ভার বহন করার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। আমি প্রাদেশিক সরকারগুলোকে কর্জে

হাসানাহরূপে এই অর্থ প্রদান করব। তাও আবার এই শর্তে যে পরিস্থিতি অপেক্ষাকৃত ভালো হয়ে গেলে এই অর্থের প্রতিটি কানাকড়ি আমাকে ফেরত দিয়ে দিতে হবে।

ইচুলিচু বললেন : জাঁহাপনা, আমি কোনো আশাই করতে পাচ্ছি না যে এখন আর আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো হবে। বরং এক বছর পর আমাদের আবার নতুন কর আরোপ করার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।

সায়মন জবাবে বললেন : তোমার অস্থির হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমার মনে কখনো এমন চিন্তা-ভাবনা উদয় হয়নি যে সব প্রদেশ ও এগুলোর সরকার এক বছরের বেশি সময় আমাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও চিন্তান্বিত করে রাখবে। এক বছরের সুদীর্ঘ সময়ে আমরা এমন কতগুলো পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারব, যা তোমাদের ধারণা-কল্পনায়ও হয়তো আসেনি কখনো।

৫

আরো কয়েক মাস অতিবাহিত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে জনসাধারণের জন্য এত সমস্যা ও জটিলতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যে তাদের মধ্যে কিং সায়মন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার কোনো উৎসাহই আর বাকি রইল না। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকাররা যখন দেখল, জনগণের দৃষ্টি কোনো এক সমস্যার দিকে নিবদ্ধ হয়ে গেছে, তখন তারা তাদের আরো মুশকিলে ফেলার জন্য আরো অসংখ্য সমস্যা সৃষ্টি করে দিত। কেন্দ্রীয় সরকার প্রথমে এই ঘোষণা করেছিল যে পুরনো জেলাগুলোকে প্রদেশে উন্নীত করে দেওয়া হবে। কিন্তু পরবর্তী সময় প্রাদেশিক সরকারগুলোর পক্ষ থেকে এই দাবি উত্থাপিত হয় যে প্রদেশগুলোয় ক্ষমতা ও এখতিয়ার বণ্টন বিভিন্ন গোত্রের জনসংখ্যার অনুপাতে হতে হবে। তারপর এ সমস্যা সৃষ্টি করা হয়েছে যে কোনো কোনো গোত্র বিভিন্ন প্রদেশে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে যে তাদের আওয়াজ কোনো এলাকায়ই কার্যকর ও ফলদায়ক হতে পারে না। এ জন্য তাদের একত্র করার জন্য প্রদেশগুলোর নতুন করে সীমানা নির্ধারণ করা হোক। এ প্রস্তাব মঞ্জুর করে নেওয়া হয়েছে। এখন আবার প্রদেশের নেতারা এই আপত্তি পেশ করেন যে দেশের সব গোত্রের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত বিভিন্ন উপায়-উপকরণ সমভাবে পাওয়া যায় না। যেমন পাহাড়ি এলাকায় বসবাসরত গোত্রগুলোর অভিযোগ হচ্ছে এই, তাদের এলাকায় যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে, তার সব পানিই নিম্নাঞ্চলে ও মাটির দিকে প্রবাহিত

হয়ে পায়। ফলে সেখানকার জনগণ এবং সেই অঞ্চলের কৃষকরা তা দ্বারা উপকৃত হয়। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের নৈতিক কর্তব্য হচ্ছে এই, তারা হয়তো সেই পানি আটকে রাখার জন্য কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, নতুবা আমাদের সমতল অঞ্চলের উৎপাদিত শস্যের অংশ দিয়ে দিতে হবে।

কেন্দ্রে পাহাড়ি অঞ্চলগুলোর প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যরা ও মন্ত্রীবর্গ এই দাবির সমর্থনে বক্তব্য দিচ্ছিলেন আর নিম্নাঞ্চলের প্রতিনিধিরা এই দাবির বিরোধিতায় তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে চেষ্টা করছিল। এখনো এই সমস্যার সমাধান হয়নি যে উপকূলীয় একালার কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক প্রতিনিধিরা এই ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন যে বৃষ্টি বর্ষণকারী হাওয়া, আর্দ্র ও শীতল বাতাস নদী-সাগর থেকেই আসে। ফলে পাহাড়ি অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় এবং সমতল ভূমি সিক্ত করে নেয়। কিন্তু তাতে আমাদের কোনো লাভ হয় না। আমরা সাগর-মহাসাগর এলাকায় বাস করি। আর সাগরের যেসব নেয়ামত দেশের মানুষ লাভ করে থাকে, তাতে আমাদেরও রয়েছে সমান অংশ। এ জন্য আমরা এই দাবি করছি যে পাহাড়ি এলাকার গাছ-গাছালি ও ঝোপ-জঙ্গল এবং সমতল অঞ্চলে কৃষিজাত উৎপাদনে আমাদের সমান অধিকার দিতে হবে। উপকূলীয় এলাকার জনগণ সবেমাত্র এই দাবির স্বপক্ষে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিল, এরই মধ্যে তাদের আবার এক নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। উত্তর উপকূলীয় অঞ্চলের মৎস্যজীবীদের এক গোত্র অপর গোত্রের মাছ শিকারিদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করে যে তারা আমাদের এলাকার সাগর থেকে মাছ শিকার করে নিয়ে যায়। দ্বিতীয় গোত্র এই অভিযোগের জবাবে বলল, আমাদের এলাকার সব মাছ অজ্ঞাত কারণে তোমাদের এলাকার সাগরে চলে গেছে। তাই সেগুলোকে ধরার ন্যায্য অধিকার আমাদেরও রয়েছে।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারে এই সৎস্যজীবীদের প্রতিনিধিরা একজন অন্যজন থেকে অগ্রসর হয়ে হস্তক্ষেপ করে এবং তাদের উত্তেজিত করার ফলে এই গোত্রগুলো পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ ও মারামারি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। তারপর সরকারের কর্মকর্তারা পূর্ব-উপকূলীয় মৎস্য শিকারিদের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলের মৎস্যজীবীদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলে। ফলে তারা এই দাবি নিয়ে অগ্রসর হয় যে তাদের সাগরের মাছগুলো দক্ষিণ উপকূলের দিকে চলে গেছে। তাই এখন হয়তো তাদের সেখানে গিয়ে শিকার ধরার অনুমতি দিতে হবে। নয়তো তাদের শিকার করা মাছ অন্ততপক্ষে অর্ধেক তাদের দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

দুই গোত্রের পরিচালকরা একে অন্যের বিরুদ্ধে বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদানের মধ্যেই

তাদের তৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখছিলেন। মহামান্য বাদশাহর জন্য এ সমস্যাটি অত্যন্ত হতবুদ্ধির কারণ ছিল যে দেশের জনসাধারণ চূড়ান্ত উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতেও একে অন্যের বিরুদ্ধে তাদের শারীরিক শক্তি প্রদর্শন করতে এবং মহড়া দেখাতে ইতস্তত করত। মৎস্য শিকারিদের মতো সমতল ভূমি ও পাহাড়ি এলাকার কৃষক ও রাখালদেরও একে অন্যের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার ও খেপিয়ে তোলার প্রচেষ্টা রাখা হয়েছে অব্যাহত। বাদশাহ আলমপনা অত্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে এই পরিস্থিতির ওপর নজর দিচ্ছিলেন। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারগুলোতে তার খুবই বিশ্বস্ত বন্ধুদের সময়ের দাবি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় হেদায়েত দিয়ে যাচ্ছিলেন। একদিন এক গ্রুপের লিডারদের লাঞ্চের জন্য শাহী দস্তরখানে সমবেত ও মিলিত হওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হতো, তাহলে অন্য দিন প্রতিপক্ষের পরিচালক ও কর্মকর্তাদের চা অথবা ডিনারের জন্য ডেকে পাঠানো হতো। ধীরে ধীরে সব প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রেরই রাজনৈতিক দলের মর্যাদা লাভ হয়ে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক অ্যাসেম্বলিতে প্রত্যেক পার্টির লিডারই মহামান্য বাদশাহকে সমভাবে তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, কল্যাণকামী ও পৃষ্ঠপোষক বলে মনে করতেছিলেস।

মহামান্য সম্রাট এ জন্য খুবই দুঃখিত ও মর্মাহত ছিলেন যে তাঁর রাজত্বকাল প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। দেশের মানুষকে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত করে দেওয়ার ব্যাপারে তাদের প্রোগ্রাম ও পরিকল্পনায় বিলম্ব হচ্ছে। তথাপি হুজুরে আলার এই প্রত্যাশা ছিল যে কোনো না কোনো দিন তাদের প্রয়াস-প্রচেষ্টা অবশ্য-অবশ্যই ফলপ্রসূ হবে এবং বিভিন্ন এলাকার কিষান, মজুর, রাখাল, জেলে তথা শ্রমজীবী মেহনতি মানুষ একে অন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। মহামান্য বাদশাহ নিজে তাঁকে বক্তৃতা-বিবৃতি, ভাষণ ও বাকস্বাধীনতার অকৃত্রিম পৃষ্ঠপোষক প্রমাণ করার জন্য সব গোত্রের নেতাদের এ ব্যাপারে অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন যে তারা জনগণকে একে অন্যের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার জন্য কোনো রকম বাধাবিপত্তি ছাড়াই রেডিওতে ভাষণ দিতে পারবেন।

অপরদিকে কালো উপদ্বীপের সরকার তাদের সব রেডিও স্টেশন থেকে সাদা উপদ্বীপের জনগণের জন্য বিশেষ প্রোগাম ও অনুষ্ঠানমালা প্রচার করছিল। এসব অনুষ্ঠানসূচিতে সাদা উপদ্বীপের বিভিন্ন এলাকার অধিবাসীদের উদ্দেশে এই বাণীও প্রচার করা হতো যে তারা পরিণাম-পরিণতির কথা না ভেবে এবং ফলাফলের চিন্তা না করে তাদের জন্মগত অধিকার সংরক্ষণের জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে পড়ুক আর এমন লোকদের তাদের মারাত্মক দুশমন বলে মনে করতে থাকুক, যারা জনগণের ঐক্য, সংহতি ও জনগণের জানমালের

নিরাপত্তা তথা দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের পক্ষে স্লোগান দিয়ে তাকে এবং দুর্বার গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করে। সাদা উপদ্বীপের তাজা প্রাণ ও প্রাণময় জনগণের সার্বিক সফলতা ও উন্নতির মূল চাবিকাঠি এখানেই নিহিত যে তারা তাদের দেশকে ছোট ছোট স্বাধীন, সার্বভৌম ও স্বায়ত্তশাসিত সরকারে প্রবর্তন করার জন্য একে অন্যের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে পড়বে। আমাদের প্রতিবেশী দেশের সিংহ-শার্দুল বীর-জনতা গৃহযুদ্ধের ফলে নিঃশেষিত ও ধ্বংস হয়ে যাওয়া উচিত নয়। যদি সাদা উপদ্বীপের সরকার গৃহযুদ্ধের কিংবা ধ্বংসপ্রাপ্তদের খেদমতের স্বীকৃতিস্বরূপ কোনো প্রকার কার্পণ্য অথবা শৈথিল্য প্রদর্শন করে, তাহলে মানবিক কারণে কৃষ্ণ উপদ্বীপের সরকার তাদের জন্য একটা জাঁকজমকপূর্ণ স্মরণি তৈরির দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

রোমান্টিক প্রতিশ্রুতি

কিং সায়মন অশান্তচিত্তে ও চিন্তান্বিত অবস্থায় কামরার ভেতর পায়চারী করছিলেন। তাঁর চেহারায় চাঞ্চল্য, ব্যস্ততা ও দুর্ভাবনার চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল। এরই মধ্যে লুইজাহ কক্ষে প্রবেশ করে বলতে থাকে–

: আপনি এত চিন্তাযুক্ত ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছেন কেন?

সায়মন : তুমি খবর শুনতে পাওনি?

লুইজাহ : আমি তো শুনেছি যে এখন আর দেশে গৃহযুদ্ধের তেমন কোনো আশঙ্কাই নেই। আর এ সংবাদে তো আপনার আনন্দিত হওয়া উচিত।

সায়মন : (রাগত স্বরে) লুইজাহ! তুমি জেনে-বুঝেও আমার সঙ্গে তামাশা ও রসিকতা করছ। অথচ তুমি ভালোভাবেই জানো যে আমি এখন একটা বিপৎসংকল পরিস্থিতির মোকাবিলা করে চলেছি।

লুইজাহ : এ কথা তো আমার বুঝে আসেনি যে জনসাধারণের মধ্যে গৃহযুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে পড়লে তাতে আপনার কী লাভ হতে পারে?

সায়মন : তোমাকে এসব কথা বুঝিয়ে বলার সময় এখনো আসেনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যখন এ দেশে গৃহযুদ্ধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে, তখন এখানকার প্রতিটি বিবেকবান মানুষ জোড় হাতে বিনম্রভাবে আমার কাছে এই আবেদন জানাবে যে এখন আর এ দেশের সমস্যা আনি ছাড়া আর কেউ সমাধান করতে পারবে না। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদের ওপর দয়া করুন। আমরা তো শুধু বেঁচে থাকার অধিকার মাত্র চাই।

তখন আমি তাদের বলব, দেখ, আমার নির্ধারিত শাসনকাল শেষ হওয়ার পর আর আমার কাছে এসব দুঃখ-কষ্টের ওষুধ নেই যে তোমাদের অবিশ্বস্ত ও অযোগ্য-অথর্ব মন্ত্রীবর্গ এমনকি অন্যান্য প্রতিনিধিরা সৃষ্টি করেছে। তারা বিনীত প্রার্থনা করবে যে হুজুর জাঁহাপনা, আপনি আমাদের মা-বাপ। আপনি এখানেই থাকুন। আপনি আমাদের এমন অসহায় পরিস্থিতির মুখে ঠেলে দিয়ে চলে যেতে পারেন না। প্রত্যুত্তরে আমি তাদের বলব, আমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অপারগ। কারণ তোমাদের দেশের আইন অনুযায়ী আমার এখানে তিন বছরের বেশি সময়

অবস্থান করার কোনো অনুমোদন নেই। তার পরও তারা চিৎকার দিয়ে করুণ ও মর্মান্তিক সুরে আর্তনাদ ও মর্মভেদি আহাজারি করে বলতে থাকবে, আমাদের এক বিপজ্জনক ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচার জন্য আপনার খুব প্রয়োজন। আর অমনি আমি এই মোক্ষম সুযোগে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে এই ঘোষণা দিয়ে দেব যে আমার প্রিয় প্রজাদের ঐকান্তিক অনুরোধে আমি আরো তিন বছরের জন্য সাদা উপদ্বীপের শাসনভার গ্রহণ করে নিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, কোনো হুঁশিয়ার, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও বহুদর্শী ব্যক্তি আমার সব অভিসন্ধি ও কুমতলব মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে।

এরই মধ্যে উজিরে আজম ইচুলিচু কামরার ভেতর প্রবেশ করেছেন। সায়মন লুইজাহকে হাত নেড়ে ইঙ্গিত করতেই সে সম্মুখের কক্ষে চলে গেল। ইচুলিচু নতজানু হয়ে সায়মনের হস্তে চুম্বন করল। আর সায়মন ঘৃণা, অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যভরে পাত্রস্থিত শাহী পোশাকের সঙ্গে হাত মুছে নিয়ে কয়েক পা পশ্চাতে সরে গিয়ে মসনদ বা সিংহাসনে গিয়ে বসে পড়লেন।

সায়মন : তোমার চেহারা দেখে প্রতীয়মান হচ্ছে যে তুমি আমার মানসিক যাতনা, অশান্তি ও দুশ্চিন্তায় আরো কিছু সংযোজন করতে চাচ্ছ।

ইচুলিচু : আলমপনা, আমি বিশ্বাস করি, বিচলিত হওয়া বা মুসড়ে পড়ার জন্য আপনার জন্ম হয়নি। আমি শুধু আপনার কাছ থেকে কিছু দিকনির্দেশনা নেওয়ার জন্য এসেছি।

সায়মন : সর্বাগ্রে বলো দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি কেমন যাচ্ছে? আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না, জনসাধারণকে নিশ্চিত গৃহযুদ্ধে নিমর্জিত করার জন্য আমাদের গৃহীত সব সযত্ন প্রচেষ্টা নিষ্ফল প্রমাণিত হয়েছে।

ইচুলিচু : বিশ্বাস তো আমার নিজেরও হতে চায় না, জাঁহাপনা! কিন্তু এটা অতিবাস্তব সত্য যে এখন আর গৃহযুদ্ধের কোনো আশঙ্কাই অবশিষ্ট নেই।

সায়মন : এর অর্থ কি এই নয় যে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তুমি অকর্মণ্যতা ও অযোগ্যতার স্বীকৃতি ও পরিচয় দিচ্ছ?

ইচুলিচু : আলমপনা, আমার অযোগ্যতা সম্বন্ধে আমার কোনো উল্লাস নেই। আমি তো সর্বদা মহাত্মনের নির্দেশ বাস্তবায়ন করে গেছি। আমার তো এটাও জানা ছিল না যে জাঁহাপনা গৃহযুদ্ধ থেকে কী উপকার লাভ করতে চাচ্ছেন কিংবা কী স্বার্থ উদ্ধার করার প্রয়াস পাচ্ছেন।

সায়মন : আমি তোমার বংশীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে তোমার যোগ্যতা

অনুমান করতে গিয়ে ভুল করেছি। তোমার বাপ-দাদারাও আমার পূর্ব-পুরুষদের মতো দেশের নিকৃষ্টতম ও ভয়াবহ পরিস্থিতিকেও নিজেদের জন্য অনুকূর করে নিতেন। কিন্তু তুমি একটা আস্ত গাধা!

ইচুলিচু : জাঁহাপনা, একটা সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত ক্ষমতার মসনদ থেকে দূরে থাকার ফলে আমার বংশীয় ও ঐতিহ্যগত সব যোগ্যতার অপমৃত্যু হয়েছে। তথাপি আমি আমার জন্য এতটুকু সম্মানকেই যথেষ্ট বলে মনে করি। আমি আপনার গর্দভ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি।

সায়মন : তুমি জানো, যে গাধা তার মালিকের বোঝা বহন করতে পারে না, তার সঙ্গে কিরূপ আচরণ করা হয়?

ইচুলিচু : আলমপনা, আমি তো কখনো আমার মনিবের গুরুভার বহন করতে অনীহা প্রকাশ করিনি। আপনি দেশের জেলাগুলোকে প্রদেশ বানানো এবং জনগণের মধ্যে বংশীয়, গোত্রীয় ও আঞ্চলিক ঘৃণা বিদ্বেষ প্রকাশের যে কর্মসূচি দিয়েছিলেন এর ওপর আমার মন্ত্রিপরিষদ পুরোপুরি নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছে। এটা আমাদেরই দুর্ভাগ্য যে আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার পরও প্রত্যাশিত ফলোদয় হয়নি। জনগণের মধ্যে তৎক্ষণাৎ একটা আশঙ্কাজনক পরিবর্তন এসে গেছে। লোকজনকে তাদের একজনকে অন্যজনের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত করে তোলার জন্য আমি যেসব নেতার খেদমত লাভ করেছিলাম, তারাও বর্তমান পরিস্থিতিতে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। প্রথমদিকে তো অবস্থা ছিল এই যে জনগণ তাদের বক্তৃতা-বিবৃতি শুনে ও যুদ্ধের স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠত। অথচ এখন পরিস্থিতি এই হয়েছে যে যখনই কোনো সরকারি বক্তা তাদের সামনে গমন করে, তখন তারা তাদের কর্ণকুহরে অঙ্গুলি ঠেলে দিয়ে কৌতুক ভরে গাধা ও বকরির মতো আওয়াজ দিতে শুরু করে।

সায়মন : তুমি কি এই মনস্তাত্ত্বিক বিপ্লব ও মানসিক সংঘাতের কোনো কারণ জানতে পেরেছ?

ইচুলিচু : জি, জাঁহাপনা। কিন্তু আমি আপনাকে আরো হতভম্ব, চিন্তান্বিত ও হতবুদ্ধি করতে চাই না।

সায়মন : (অগ্নিশর্মা হয়ে) যদি তুমি মনে কর যে আমি এখনো বিস্ময় বিমূঢ় ও ভাববিহ্বল হইনি, তাহলে তুমি একটা গর্দভ, অথর্ব ও নির্বোধ মাত্র।

ইচুলিচু : আলমপনা, আমি এ জন্য গর্বিত যে আমি আপনার একটা নালায়েক গাধা।

সায়মন : তুমি সুস্পষ্টভাবে ও পরিষ্কার ভাষায় কেন কথা বলছ না?

ইচুলিচু : (পকেটে হাত দিয়ে একটা লিফলেট বের করে এনে সায়মনের সমীপে পেশ করতে করতে) জাঁহাপনা, পুলিশের মাধ্যমে এই লিফলেট আমার হস্তগত হয়েছে। আমি আরো জানতে পেরেছি যে এটা গত এক সপ্তাহ থেকে কোনো এক অজ্ঞাতনামার মাধ্যমে সারা দেশে বিলি করা হচ্ছে।

সায়মন : নির্বোধ! তুমি তো জান যে আমি তোমাদের ভাষা পড়তে পারি না। এতে কী লেখা রয়েছে?

ইচুলিচু : বাদশাহ নামদার, আমি তো কখনো কোনো বুদ্ধিমান ও জ্ঞানবান হওয়ার দাবি করিনি। এই লিফলেটে কোনো নাম না-জানা ব্যক্তি জনসাধারণকে এটা বোঝাতে চেষ্টা করেছে যে দেশ অবধারিত ধ্বংসের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। মন্ত্রীবর্গ ও ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির অধিকাংশ সদস্য ষড়যন্ত্র ও মারাত্মক দুরভিসন্ধিতে লিপ্ত হয়েছে। মহামান্য সম্রাট, এই লিফলেটে আপনার নিজের ওপরও অত্যন্ত কদর্যভাবে নির্লজ্জ ভাষায় হামলা করা হয়েছে।

সায়মন : আমার সম্বন্ধে কী লেখা হয়েছে?

ইচুলিচু : মহামান্য বাদশাহ, সেই লজ্জাকর ভাষা আমার মুখে উচ্চারিত হওয়া অসম্ভব!

সায়মন : কিন্তু আমি যে শুনতে চাই।

ইচুলিচু : এই লিফলেটে লেখা রয়েছে, আপনি এ দেশের প্রচণ্ডতম দুশমন! আপনি অপরাধপ্রবণ লোকদের জনগণের ওপর শাসনকর্তারূপে নিয়োগ করেছেন। আপনি একাধারে চোর, ডাকাত, স্মাগলার, জুয়াড়ি ও বদমাশ লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন। আপনি আপনার শাসনকালের মেয়াদের আধিক্য সূচিত করার লক্ষ্যে জনগণকে অসংখ্য সমস্যা ও বিপদ-মুসিবতের মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন। আলমপনা, আপনার ওপর এ দোষও আরোপ করা হয়েছে যে দেশের বহিঃশত্রুদের সঙ্গেও হাত মেলাতে চেষ্টা করছেন। আর মহাত্মন, এ লিফলেটের শেষ বাক্যটি তো একেবারে অসহনীয়।

সায়মন : সেটা আবার কী?

ইচুলিচু : মহামান্য বাদশাহ, তা হচ্ছে এই, সাদা উপদ্বীপের রাজমুকুট ও এখানকার সিংহাসনে আপনার জেঁকে বসার পরিবর্তে কোনো জেলখানার সংকীর্ণ অন্ধকার কুঠুরিই ছিল আপনার জন্য অধিকতর যুতসই।

সায়মন : এ লিফলেটে তোমার সম্পর্কে কী লেখা আছে?

ইচুলিচু : আলমপনা, সাদা উপদ্বীপের ভাষায় এমন কোনো গালি নেই, যা আমাকে দেওয়া হয়নি! এ লিফলেটের এক-তৃতীয়াংশজুড়ে আমার বংশের বর্ণনা ও বিবরণে ভরপুর।

সায়মন : এ লিফলেটটি কোত্থেকে প্রকাশিত হয়েছে, আর এর পরিবেশকই বা কে?

ইচুলিচু : জাঁহাপনা, আমি এতটুকু বলতে পারি, এ লিফলেট আমাদের দেশের কোনো প্রেসে ছাপা হয়নি। আর এর পরিবেশক সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই। জনগণের এ নীরবতা ও নিস্তব্ধতা আমার কাছে বিরাট কোনো বিপর্যয়ের পূর্বাভাস বলে মনে হচ্ছে। সর্বশেষ পরিস্থিতি হচ্ছে, ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির যে চৌদ্দজন সদস্য সীমান্ত এলাকায় গৃহযুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য পাল তুলেছিল, তার মধ্যে পাঁচজন মন্দানুরাগী ও হতভাগা জনগণের সঙ্গে মিলে আমাদের বিপক্ষে বক্তৃতা দিয়ে ফিরছে। অবশিষ্ট নয়জন তাদের সফরসূচি মূলতবি করে ফিরে চলে এসেছে। তাদের মধ্যে তিনজনকে রাস্তায় ধরে নির্দয়ভাবে ধোলাই দেওয়া হয়েছে। চুয়াল্লিশজন প্রাদেশিক মন্ত্রী ও প্রাদেশিক অ্যাসেম্বলির প্রায় দেড় শ মেম্বারও এখানে এসে পৌঁছেছে। তার মধ্যে তিনজন মন্ত্রী ও আটজন মেম্বার উত্তেজিত জনতার ভিড়ের মধ্য দিয়ে কোনোমতে আত্মরক্ষা করেও জীবন হাতে নিয়ে এসে পৌঁছেছে। এখন শাহী স্নানাগারে তাদের চেহারা থেকে ধুলোবালি পরিষ্কার করার চেষ্টা চলছে। তাদের দাবি, যত দিন পর্যন্ত না জনগণের মন থেকে এ লিফলেটের প্রভাব দূর হচ্ছে, তত দিন পর্যন্ত আমাদের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হোক। আমার ভয় হচ্ছে, যদি আগামী কয়েক দিন পর্যন্ত পরিস্থিতির ও গতিতে অবণতি ঘটতে থাকে, তাহলে জাঁহাপনার আরো বেশ কিছু ভক্ত এখানে এসে আশ্রয় নিতে ও আত্মগোপন করতে বাধ্য হবেন। এ জন্য আমি শাহী বাগানে একাধারে সম্মানিত মেহমানদের জন্য পাঁচ শ তাঁবু টানানোর নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি।

গত কয়েক ঘণ্টায় বেশ কিছুসংখ্যক প্রাদেশিক মেম্বার ও মন্ত্রীর পদত্যাগপত্র এসে পৌঁছেছে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, এ লোকদের দেখাদেখি কেন্দ্রীয় অ্যাসেম্বলিতেও কয়েকজন সদস্য ইস্তফা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। তা ছাড়া বিরোধীদল উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে সাময়িকভাবে যেরূপ নীরব-নিষ্ক্রীয় ছিল, এখন আমাদের বহুত বিচলিত করে দেবে।

সায়মন : এত সব কাণ্ডকারখানার পরও তুমি এ ভাগুড়ে ও পলায়নপর মেম্বার ও মন্ত্রীদের কেল্লার ভেতর প্রবেশের অনুমতি দিয়ে দিয়েছে। তোমা থেকে এব বড়

নির্বুদ্ধিতার প্রত্যাশা আমার আদৌ ছিল না।

ইচুলিচু : মহামান্য সম্রাট, যদি আমি ছোট-বড় নির্বুদ্ধিতার মধ্যে পার্থক্য করতে পারতাম, তাহলে আজ আর আমাকে আপনার উজিরে আজম হয়ে পড়ে থাকতে হতো না।

সায়মন : তুমি এ পলাতকদের এখানে আশ্রয় দিয়ে এটা প্রমাণ করতে চাচ্ছ যে, আমি দেশের অমঙ্গলকামীদের পক্ষপাতিত্ব করি। যদি তোমার মধ্যে অল্পবিস্তর কাণ্ডজ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা থাকত, তাহলে তোমার তৎক্ষণাৎ এ ঘোষণা দেওয়া উচিত ছিল যে দেশের কয়েকজন অকল্যাণকামীকে গ্রেপ্তার করে ফেলা হয়েছে।

ইচুলিচু : মহামান্য বাদশাহ, যদি তাদের গ্রেপ্তার করা হয়, তাহলে আমার ভয় হচ্ছে, ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির অধিকাংশ সদস্য যাঁরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার পর আপনাকে তাঁদের ঢাল ও তলোয়ার মনে করে বিগড়ে যাবেন। আর এটাও হতে পারে, তাঁরা আপনা থেকে নিরাশ হয়ে জনগণের সারিতে গিয়ে মিলিত হয়ে যাবেন।

সায়মন : বেকুব! আমি তো বলিনি যে তাদের গ্রেপ্তার করে নাও। বরং আমি তো বলেছিলাম, তাদের গ্রেপ্তারির ঘোষণা দিয়ে দাও, যাতে জনসাধারণ তাদের এ লিফলেটে যে সরকারের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলেছে, তা শান্ত হয়ে যায়।

ইচুলিচু : মহামান্য বাদশাহ, আমি আপনার দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি। কিন্তু এ লিফলেটে জনগণকে বারবার সাবধান ও সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, যেন তারা আপনার চতুরতা ও চালাকি থেকে সতর্ক থাকেন এবং তত দিন পর্যন্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস না ফেলেন, যত দিন পর্যন্ত জাঁহাপনা এখান থেকে বিদায় গ্রহণ না করেন।

সায়মন : জনসাধারণ নিঃসন্দেহে নিশ্চিন্তে বসে থাকবে না। কিন্তু কয়েক দিন আমার আর তাদের অস্থিরতার মধ্যে থাকবে না কোনো ভয়ভীতি ও শঙ্কা-আশঙ্কা। আমি এ জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত যে কাচুমাচু এখন পর্যন্ত কোনো খবর কেন পাঠাল না? আমি কয়েক সপ্তাহ যাবৎ কৃষ্ণ উপদ্বীপে জাঁকালো শুভেচ্ছা-স্বাগতম, দাওয়াত-নিমন্ত্রণ ও সাক্ষাৎকারের খবর শুনে আসছি। কিন্তু জানতে পারিনি যে সে তার প্রয়োজনীয় ব্যাপার মহোৎসবে ও মহতোদ্যমে কতটুকু সফলতা অর্জন করেছে? যদি কালো উপদ্বীপের সরকার আমাদের সীমান্তে কোনো উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করে, তখন জনগণের সমস্যা আমার জন্য কোনো প্রকার দুশ্চিন্তার কারণ হবে না।

ইচুলিচু : জাঁহাপনা, কাচুমাচু ফিরে চলে এসেছে। আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর আপনার খেদমতে এসে হাজির হয়েছি।

সায়মন : অথর্ব বেকুব! তুমি এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে এই খবর কেন দাওনি? কাচুমাচু কালো উপদ্বীপের মহতোদ্যম শেষে প্রত্যাবর্তন করেছে, অথচ তোমার কাছে এ মহতি কাজের কোনো গুরুত্ব নেই।

ইচুলিচু : মহামান্য বাদশাহ, এ দিনটি বড়ই অমঙ্গল চিহ্নিত ও জঘন্য। কাচুমাচু কোনো আশানুরূপ খবর নিয়ে আসেনি। তাই আমি আপনাকে আরো সমস্যায় ফেলতে চাচ্ছিলাম না। সে বলছে কৃষ্ণ উপদ্বীপের সরকার আমাদের সীমান্তে আক্রমণ রচনা করার প্রস্তাবকে ধন্যবাদের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে।

সায়মন : (হতভম্ব হয়ে) কিন্তু সে তো আমাকে বারবার এ আশ্বাস দিয়েছিল যে তার সেখানে গিয়ে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সীমান্ত এলাকায় প্রলয়কাণ্ড শুরু হয়ে যাবে।

ইচুলিচু : আলমপনা, কালো উপদ্বীপের উজিরে আজম বলেছেন যে আমি তোমাদের দেশের রাজনীতিবিদদের ওপর আস্থা স্থাপন করতে পারি। কিন্তু সেনাবাহিনী সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। তখন কাচুমাচু প্রত্যুত্তরে বলেছেন, যদি সেনাবাহিনী প্রধান ও সেনাবাহিনীর বড় অফিসারদের বরখাস্ত করে অথবা অন্য কোনো অজুহাতে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে কালো উপদ্বীপের সরকার কোনো রকম বিলম্ব না করেই হামলা করে দেবে।

সায়মন : তোমার তো জানা আছে যে সামরিক অফিসার ও সিপাহিদের মধ্যে নিবিড় ঐক্য, সংহতি ও বন্ধুপ্রতিম সম্পর্ক রয়েছে। আমি তাদের খেপিয়ে তুলতে পারব না। এতদ্ব্যতীত দেশের জনগণ সেনাবাহিনী প্রধানকে খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকে। আমি শুধু এতটুকু চাচ্ছিলাম যে কালো উপদ্বীপের যুদ্ধজাহাজগুলো আমাদের উপকূলীয় এলাকার কোনো অংশে কয়েক ঘণ্টা গুলিবর্ষণ করে ফেরত চলে যাবে। ফলে আমি জনগণের ওপর এ আতঙ্ক ছড়িয়ে দিতে পারি যে আমি তাদের এক আকস্মিক বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছি। কৃষ্ণ উপদ্বীপের সামরিক মহড়া ও যুদ্ধের প্রস্তুতির পরিপ্রেক্ষিতে আমার আরো কয়েক বছর এ দেশে থাকা জরুরি।

ইচুলিচু : মহামান্য সম্রাট, কালো উপদ্বীপের সরকার মনে করে যে আক্রমণ রচনা ও অভিযান পরিচালনা করলে আমাদের দেশের রাজনীতিবিদদের জন্য তাদের কোনো সমস্যা নেই। বরং ভয় হচ্ছে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে। আপনার সরকার তাদের যথোপযুক্ত পাল্টা আক্রমণ থেকে বিরত রাখতে পারবে

না। কাচুমাচু বলেন যে কৃষ্ণ উপদ্বীপের সরকার আপনার দুশ্চিন্তা ও হতবুদ্ধিতায় কোনো রকম উৎসাহ বোধ করে না। এ ব্যাপারে তাদের কোনো আন্তরিকতা ও অনুরাগ নেই। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে শিগগিরই আমাদের দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি এত বেশি খারাপ হয়ে যাবে যে তারা কোনো প্রকার বাধাবিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই তাদের সব প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে নিতে পারবে। কালো উপদ্বীপের উজিরে আজম কাচুমাচুকে বলে দিয়েছে যে এমন কোনো দেশের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন আমাদের নেই, যারা তাদের সরকারের হাতেই নিগৃহীত হচ্ছে এবং পর্যায়ক্রমে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা তোমাদের বাদশাহকে এ কাজের সুযোগ দিতে চাই, যাতে তিনি তাঁর প্রজাদের তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এতদূর নিরাশ ও হতাশ করে দেন, যেন তাদের দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের স্থায়িত্বের সঙ্গে কোনো উৎসাহ ও আগ্রহ না থাকে। এখনো তোমাদের জনগণের মধ্যে জীবনের কিছু চিহ্ন বাকি আছে। আমরা যদি তাৎক্ষণিক হামলা করে দিই, তাহলে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে এবং সেনাবাহিনী তাদের কেবল সহযোগিতাই করবে না; বরং তাদের পথ প্রদর্শনও করবে।

সায়মন : কাচুমাচু এখন কোথায় আছে?

ইচুলিচু : আলমপনা, তিনি শাহী মেহমানখানায় রয়েছেন। আপনার পদধূলি গ্রহণের জন্য অস্থিরতা প্রকাশ করছেন। যদি আদেশ করেন তবে তাঁকে ডেকে পাঠাতে পারি।

সায়মন : তাহলে সে কার অনুমতি নিয়ে মহলের মধ্যে প্রবেশ করেছে?

ইচুলিচু : জাঁহাপনা, তাঁর কারো অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। মহলের কম্যানডেন্ট ও পাহারাদারদের বিষয়টি জানা ছিল, তাই তিনি কোনো বাধাবিপত্তি ছাড়াই এখানে চলে আসতে পারেন। কিন্তু মহোদয়, আপনি যদি তাঁর এখানে অবস্থান করা কোনো রকম বিপজ্জনক বলে মনে করেন, তাহলে আমি এক্ষণই প্রহরীদের নির্দেশ দিচ্ছি, যেন তাঁকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে মহল থেকে বের করে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে যে মহলের বাইরে কোনো জায়গাই তাঁর জন্য নিরাপদ নয়। কালো উপদ্বীপে যেরূপ জাঁকজমকের সঙ্গে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে, তারপর আমাদের জন্য এটা উপলব্ধি করা কঠিন নয় যে এখানকার জনসাধারণ তাঁর প্রতি কী পরিমাণ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। শহরে গরম গুজব ছড়িয়ে পড়েছে ও চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে এ মর্মে যে সে কালো উপদ্বীপের সরকারের সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত করতে গিয়েছিল। কাচুমাচুর নিজেরও এরূপ

অনুমতি ছিল যে দেশের জনগণ আদা-জল খেয়ে ও মরিয়া হয়ে তাঁর পিছু নেবে আর এ কারণেই সে একজন মৎস্য শিকারির পোশাক পরিধান করে এখানে এসে পৌছেছে।

সায়মন : বিস্মিত ও হতবাক হয়ে কিছুক্ষণ কামরার মধ্যে পায়চারী করতে থাকে। তারপর তিনি টেলিফোনের রিসিভার তুলে বলেন, 'আমি তথ্য বিভাগের পরিচালক ও প্রচার বিভাগের ডাইরেক্টরের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

কিং সায়মন রিসিভার রেখে দিয়ে নীরবে নিঃশব্দে ও পলকহীন দৃষ্টিতে ইচুলিচুর দিকে দেখতে থাকেন। কয়েক সেকেন্ড পর টেলিফোন বেজে উঠল। অমনি কিং সায়মন রিসিভার হাতে তুলে নিয়ে বলতে লাগলেন : হ্যালো, তুমি এখনই রেডিওতে এ খবর প্রচার করিয়ে দাও যে কাচুমাচু ও তাঁর পার্টির আরো কয়েক ব্যক্তিকে দেশের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তাবিরোধী এক জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমি নিজেই সন্ধ্যা সাতটায় এ প্রসঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেব। আরে না না, নির্বোধ, তাদের গ্রেপ্তার করা হয়নি। তোমাকে শুধু এটা প্রচার করতে হবে।

ইচুলিচু : জাঁহাপনা, এটা কি অধিকতর উত্তম হবে না যে তথ্য বিভাগের পরিচালকের পরিবর্তে আমি নিজেই এ ঘোষণা দিয়ে দেব?

সায়মন : তুমি কী হিসেবে এ ঘোষণা দিতে চাও?

ইচুলিচু : আলমপনা, আমি তো আপনার উজিরে আজম।

সায়মন : (ধীরস্থিরভাবে মসনদের ওপর বসতে বসতে) এখন আর তুমি উজিরে আজম নও।

ইচুলিচু : জাঁহাপনা, আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

সায়মন : আমি বলতে চেয়েছি যে আমি তোমাকে পদচ্যুত করে দিয়েছি। আমি তোমার অযোগ্য, অপদার্থ, অবিশ্বস্ত, বেকুব ও অথর্ব সব সঙ্গীকেও বরখাস্ত করে ফেলছি।

ইচুলিচু : কিন্তু আমাদের অপরাধ কী ছিল, জাঁহাপনা?

সায়মন : এ প্রশ্নের জবাব তোমাদের আমার প্রজাদের কাছেই বরং জিজ্ঞাসা করা উচিত।

ইচুলিচু : (মসনদের সামনে নতজানু হয়ে) আলমপনা, আমি স্বীকার করি যে আমি অযোগ্য ও অপদার্থ। আমি একটা আস্ত গাধা। কিন্তু আপনার গর্দভেরও তো প্রয়োজন রয়েছে।

সায়মন : আমার প্রজারা তোমাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে।

ইচুলিচু : মহামান্য সম্রাট, প্রজাসাধারণের সঙ্গে আমি যে আচরণ করেছি, তা তো ছিল আপনার নির্দেশেরই বাস্তব অনুশীলন।

সায়মন : তুমি খুবই মোটা বুদ্ধির মানুষ।

ইচুলিচু : মহামান্য বাদশাহ, আমি তো সর্বদাই আপনার বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার ওপর ভরসা করেছি। যদি আমায় পদচ্যুত করাতে যৌক্তিকতা ও বিচক্ষণতা নিহিত থাকে, তাহলে তা বলে দিন। তাতে আমার আর কোনো আপত্তি থাকবে না।

সায়মন : তুমি এ কথা স্বীকার কর কি না যে জনগণ তোমাকে তীব্রভাবে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকে?

ইচুলিচু : জি, জাঁহাপনা। আমি সরল মনে এ তিক্ত সত্য স্বীকার করছি।

সায়মন : তুমি এটাও জানো, তোমার কারণে জনসাধারণ আমার প্রতিও ঘৃণা-বিদ্বেষের ভাব পোষণ করতে শুরু করেছে।

ইচুলিচু : জি, আলমপনা। কিন্তু মহাত্মন, এ ঘৃণা ও বিদ্বেষ তো আমাদের যৌথ প্রচেষ্টারই ফল।

সায়মন : কেন, এটা কি ঠিক নয় যে আমার প্রতি পদক্ষেপে এমন কিছু উপযোগিতা ও পরিণামদর্শিতা বিদ্যমান থাকে, যা কিনা তোমার বুঝে আসার কথা নয়?

ইচুলিচু : জি, জাঁহাপনা। কিন্তু আমি জানতে চাই, সে রহস্যটা কী?

সায়মন : আচ্ছা শোনো। তোমাকে পদচ্যুত করা আমার ওই প্রোগামেরই একটা চাল, যার অধীন তোমাকে দেশের রাজনৈতিক খবর, স্থান বের করে এনে একেবারে মন্ত্রিত্বের গদিতে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি মনে করেছিলাম যে জনগণ যখন গৃহযুদ্ধে নাজেহাল হয়ে যাবে, তখন তাদের পক্ষ নিয়ে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারগুলোকে পদচ্যুত করার সুযোগ আমার মিলে যাবে।

ইচুলিচু : কিন্তু মহামান্য সম্রাট, এ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য দেশের মধ্যে গৃহযুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে দেওয়ার কী প্রয়োজন ছিল? জনগণ তখনো আমাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করত, যখন আমি মন্ত্রী ছিলাম না। যদি আপনি মন্ত্রিত্বের শপথ গ্রহণের পাঁচ মিনিট পরই আমাকে পদচ্যুত করে দিতেন, তবু জনতার সারিতে আমার পক্ষে কোনো আওয়াজ উঠত না, কেউ দাবি তুলত না।

সায়মন : হতভাগা! তুমি আমার অপারগতা উপলব্ধি করতে পারছ না। এখন আমার সম্মুখে সর্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা হচ্ছে এই, জনগণের দৃষ্টি অন্য কোনো দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে আমার পরিপূর্ণ আস্থা রয়েছে যে জনগণের সব বিপদ-মুসিবতের দায়দায়িত্ব তোমার মন্ত্রিপরিষদ ও ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির ওপর অর্পণ করে দেওয়া যেতে পারে। জনগণ বিপ্লবের স্লোগান দিচ্ছে। অসম্ভব নয় যে আমি এ বিপ্লবের হিরো হয়ে যেতে পারি। জনগণের মনে প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। আমি সে অনলের জন্য ইন্ধনের ব্যবস্থা করে দেব। তোমরা তখন জনগণের সামনে যেতে পারবে না। কিন্তু আমি তাদের মোকাবিলা করছি। আমার জন্য জনগণকে এটা বোঝানো কঠিন হবে না যে এ অযোগ্য ও অপদার্থ মন্ত্রিসভা তোমাদের সমস্যা সৃষ্টি করেছে। আমি তাদের আরো বুঝিয়ে দেব যে, যদি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্যগণ আমাকে ভুল পরামর্শ না দিত, তাহলে এ অযোগ্য মন্ত্রিসভা অস্তিত্বই লাভ করতে পারত না।

ইচুলিচু : জাঁহাপনা, আমি আপনার একেবারে মূলহীন গোলাম। যদি আপনি আমাকে উজিরে আলার পদ থেকে হটিয়ে দিয়ে আপনার বাগানের মালি মনোনীত করেন, তথাপি আমার কোনো আপত্তি থাকবে না। আমার কেবিনেটের অন্যান্য অ্যাসেম্বলিও ভেঙে দেন, তাহলে তার কতিপয় সদস্য জনতার সারিতে গিয়ে মিলিত হবে।

সায়মন : এখনো আমি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ভেঙে দেওয়ার চিন্তা করিনি। কিন্তু তার কারণ এই নয় যে আমি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্যদের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের ভয় করছি। আমি জানি যে তাদের এমন লোক খুব কমই আছেন, যারা জনগণের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হওয়া তো দূরের কথা, তাদের সামনে যাওয়ার দুঃসাহসও করবে না। আমি জনগণের সফঙ্গ শুধু এই অঙ্গীকার করব যে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি পুনর্গঠন করে ফেলা হবে। কুখ্যাত সদস্যদের বহিষ্কার করে দেওয়া হবে। আর তাদের পরিবর্তে এমন লোকদের নিয়োগ করা হবে, যাদের ওপর জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে। তার পরও যখন জনসাধারণের উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভাটা পড়বে, তাদের উত্তেজনা প্রশমিত হবে, তখন এই ফয়সালা করা আমার ইচ্ছাধীন হবে যে জনগণ সব লোকজনকে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত বলে মনে করে।

ইচুলিচু : আলমপনা, আমি স্বীকার করছি যে আমার কেবিনেট সদস্যদের মতে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির মেম্বাররাও মহোদয়ের সামনে নিঃশ্বাস ফেলার সাহসও করবে না। জাঁহাপনা যখন আগমন করেছিলেন, তখন অবস্থা ছিল এই যে

ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির প্রত্যেক সদস্যই বাদশাহীর স্বপ্ন দেখতেছিল। আর এখানকার অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে তাদের কেউই মহাত্মনের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বের হয়ে গিয়ে জনগণের কাছে যাওয়ার যোগ্য থাকেনি। আমরা সবাই এই দোয়া কামনা করছি যে আপনি কিয়ামত পর্যন্ত এ দেশের শাসন কর্তৃত্ব পরিচালনা করুন। আমরা এ দোয়াও করছি যে দেশ থাকুক বা না থাকুক, আপনার শাসনক্ষমতা অবশ্যই থাকতে হবে।

সায়মন : আমি তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ। তোমাদের জানিয়ে দিতে চাই, তোমাদের নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। যদিও তোমরা এতটুকু কুখ্যাতি অর্জন করেছ যে আমাকে তোমাদের মন্ত্রিত্ব থেকে বহিষ্কার করার পর ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি থেকেও পদচ্যুত করতে হবে। তার পরও যত দিন আমি এখানে থাকব, তত দিন কোনো অবস্থায়ই তোমাদের এটা অনুভব করতে দেওয়া হবে না যে তোমরা সব দক্ষতা এখতিয়ার থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছ। নতুন মন্ত্রিসভায় তোমাদের নিজের জায়গায় অন্ততপক্ষে একজন এমন সদস্য ভর্তি করার অধিকার থাকবে, যে হবে তোমাদের থেকেও নিচু, হীন ও অপমানিত। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির নতুন রূপদানের জন্য আমি যে ফর্মুলা চিন্তা করেছি, তা-ও তোমাদের কামনা-বাসনা ও অভিলাষ-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে হবে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ।

ইচুলিচু : মহাত্মন, কী সেই ফর্মুলা?

সায়মন : সেই ফর্মুলা হচ্ছে এই যে নতুন ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি পুরনো ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবে।

ইচুলিচু : জাঁহাপনা, আমি এর অর্থ বুঝতে পারিনি। যদি বর্তমান ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সব সদস্য ইলেকশনে কন্টেস্ট করে, তবে কি এর অর্থ হবে এই যে প্রত্যেক সদস্য তার নিজের ভোটেই নির্বাচিত হবে।

সায়মন : আরে না, বেকুব! এই নির্বাচনে প্রত্যেক প্রার্থীকে তার নিজের ভোট ছাড়া আরো এক ভোট লাভ করতে হবে।

ইচুলিচু : আলমপনা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি আমার নিজের জন্য শুধু এক ভোট নয়, আমি দশ ভোট লাভ করতে পারব।

সায়মন : মাথা খারাপ না কি? আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণকে শান্ত করা। যে ব্যক্তি জনগণের দৃষ্টিতে খুব বেশি কুখ্যাত, তাদের ইলেকশনে দাঁড়ানোর অনুমতিই দেওয়া হবে না। তোমাদের মতো লোকদের শুধু নিজের কোনো সঙ্গীর পক্ষে ভোট দেওয়ার অনুমতি থাকবে। আমি এই সিদ্ধান্ত করেছি যে নতুন

অ্যাসেম্বলিতে বর্তমান অ্যাসেম্বলির শতকরা পঞ্চাশজন সদস্য নিয়ে নেওয়া হবে।

ইচুলিচু : মহামান্য সম্রাট, এক্ষণে আমি আপনার কথার মর্মার্থ বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এ বিষয়ের ফয়সালা করবে কে যে বর্তমান অ্যাসেম্বলির সদস্যদের মধ্যে বেশি কুখ্যাত কে?

সায়মন : এই ফয়সালা আমি নিজেই করব। কিন্তু এটা থাকবে অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে। জনগণের মনে শুধু এই প্রভাব সৃষ্টি করে দিতে হবে যে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিকে অধিকতর আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য বানানোর জন্য আমি যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলাম, তার ফলাফল যথার্থই হয়েছে। শতকরা পঞ্চাশজন মেম্বার যাদের প্রতি জনগণের দারুণ ক্ষোভ ও ঘৃণা ছিল, তারা ইলেকশনে পরাজিত হয়ে গেছে।

ইচুলিচু : আর আপনার এই অধম গোলাম শতকরা সেই পঞ্চাশজন সদস্যের আন্তর্ভুক্ত থাকবে, যাদের বেশি কুখ্যাত বলে মনে করে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির মেম্বারি থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া হবে।

সায়মন : তুমি প্রথমবার তো বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছিলে।

ইচুলিচু : কিন্তু মহাত্মন, মন্ত্রিত্বের সঙ্গে সঙ্গে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্য পদ থেকেও বঞ্চিত হয়ে যাওয়ার আঘাত ও দুঃখ আমার জন্য অসহনীয় শাস্তি হয়ে যাবে।

সায়মন : তোমার সান্ত্বনার জন্য আমি এটা বলে দেওয়া যথেষ্ট বলে মনে করি যে তোমাকে বহিষ্কারের পর ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে নতুন মেম্বারদের অন্তর্ভুক্তি তোমার ঠিক মনের মতো হবে। অর্থাৎ আমি তোমাকে এই সুযোগ দিয়ে দেব যে মন্ত্রিসভার মতো অ্যাসেম্বলিতে যেসব আসন শূন্য হবে, সেখানে তুমি তোমার নিজের পছন্দমতো লোক মোতায়েন করতে পারবে। যদি তুমি এটা চাও যে নবনিযুক্ত মেম্বার তোমার ইঙ্গীতেই নাচবে, তাহলে তোমাকে এমন লোকদের পক্ষেই সুপারিশ করতে হবে যে তোমার থেকেও বেশি অনুপযুক্ত আরো অধিক অথর্ব।

ইচুলিচু : মহামান্য সম্রাট, আমার পক্ষ থেকে এমন সদস্য খুঁজে বের করার আন্ত রিক প্রচেষ্টায় কোনোরূপ ত্রুটি হবে না। কিন্তু আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করতে চাই, মন্ত্রিপরিষদ ও ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্য পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়ার পর আমার সরকারি পদমর্যাদা কী হবে? আপনি তো জানেন যে আমি মহলের বাইরে গিয়ে জনগণকে মুখ দেখাতে পারব না।

সায়মন : জনগণকে তোমার চেহারা দেখানোর কোনো প্রয়োজন হবে না। মহলের ভেতরই তুমি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার আগ পর্যন্ত বিশেষ মেহমান হিসেবে থাকবে। নতুন মন্ত্রিসভা ও ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি তোমাদের তাদের পৃষ্ঠপোষক বলে মনে করবে। তুমি বেসরকারিভাবে মন্ত্রিসভা, ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির কর্মতৎপরতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। অথচ মহলের বাইরে মনে করা হবে যে তুমি আমার জিন্দানখানায় রয়েছ। এখন যদি আমার এই আশ্বাস বাণীতে তুমি সান্ত্বনা খুঁজে না পাও, তাহলে তুমি জনগণের কাছে ফিরে যেতে পারো। আমি তোমার পথ আগলে দাঁড়াব না।

ইচুলিচু : আরে না না, জাঁহাপনা, আমাকে বন্দি করে দিন। আমাকে ফাঁসির নির্দেশ প্রদান করুন। তথাপি জনগণের কাছে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেবেন না।

সায়মন : তুমি তো বেশ বুদ্ধিমান! তবে এখন আসতে পারো। আমার অনেক কাজ করতে হবে।

ইচুলিচু : আলমপনা, আমি বিশ্বাস করি, আপনি জনগণকে আশ্বস্ত ও শান্ত করার উদ্যোগে সফল হয়ে যাবেন। কিন্তু তারপর আপনার পোগ্রাম, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি কি?

সায়মন : আমি কয়েক ঘণ্টাব্যাপী রেডিওতে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেব, তখন তুমি জানতে পারবে কী আমার পরবর্তী পোগ্রাম?

২

কিছুক্ষণ পর সাদা উপদ্বীপের রেডিও স্টেশন থেকে অল্প অল্প বিরতির পর বারবার এই ঘোষণা প্রচার করা হচ্ছিল যে আজ বিকেল পাঁচটায় মহামান্য সম্রাট কিং সায়মন জাতির উদ্দেশে এক গুরুত্বপূর্ণ বেতার ভাষণ দেবেন। মহামান্য বাদশাহর এই বাণী সাদা উপদ্বীপের জাতীয় ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের শুভ সূচনা করবে।

কিং সায়মন সম্পর্কিত এই ঘোষণার ফলে জনগণের মধ্যে সৃষ্ট ব্যাকুলতা ও অশান্তি ছিল আল্লাহর বিরাট রহমতস্বরূপ। তারা জানতে চাচ্ছিল যে সাদা উপদ্বীপের জাতীয় ইতিহাসের নতুন অধ্যায়ে তাদের আবার কোনো কোনো নতুন

সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে? সেই নেতা যিনি সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন এবং জনসাধারণকে এই বলে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছিলেন যে কিং সায়মন তোমাদের পুনরায় আরো একবার বেকুব বানাতে চাচ্ছেন। তিনি এদিক-সেদিক থেকে বিভিন্ন প্রসঙ্গ টেনে এনে তোমাদের উৎসাহ-উদ্দীপনার শীতল পরশ বুলিয়ে দিতে চান। তাই তোমরা পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের কানে অঙ্গুলি ঠেসে দাও আর এই জালিমের কোনো কথাই শোনো না।

জনগণ কয়েক ঘণ্টা ধরে বাজারে, চৌরাস্তায় ও এবাদতখানাগুলোতে বিদ্রোহী নেতাদের বক্তৃতা-বিবৃতি শুনল আর কিং সায়মনের বিরুদ্ধে ঘৃণাভরে বিভিন্ন কটূক্তি ও ক্ষেদোক্তি করতে থাকল। কিন্তু চারটে বাজার আগেই তারা তাদের নেতারাসহ ওই সব ঘর, দোকার ও হোটেলের দিকে দ্রুত গতিতে ধেয়ে যাচ্ছিল, যেখানে রেডিও সেট মজুদ ছিল। তবে আশ্চর্য ও বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল এই যে প্রত্যেক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে এই উপদেশ ও শিক্ষা দিচ্ছিল যে কিং সায়মনের ভাষণ তোমাদের শোনা উচিত নয়। লোকজনের কাছ থেকে এই ওয়াদাও আদায় করা হচ্ছিল যে তারা তাদের রেডিও বন্ধ রাখবে। কিন্তু পাঁচটা বাজার কয়েক মিনিট আগে প্রতিটি রেডিও সেটের পাশে সমবেত জনতা এই প্রস্তাবের ওপর একমত হচ্ছিল যে রেডিও সেট অফ করে দেওয়া হবে। আর কিং সায়মনের কুলক্ষুণে ও অমঙ্গলজনক আওয়াজ শুনতে অস্বীকার করা হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাঁচটা বাজতেই লোকেরা রেডিও অন করে দিল এবং কিং সায়মনের জঘন্য শব্দ থেকে বিতৃষ্ণার ভাব প্রকাশ করার জন্য কানের মধ্যে অঙুল ঠেসে দিল। কিন্তু কিং সায়মনের ভাষণ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের আঙুলগুলো কান থেকে বেরিয়ে এল। আর তারা ষষ্ঠাঙ্গ প্রণীপাত হয়ে নিবিষ্ট মনে এই ভাষণ শুনতে লাগল :

শুভ্র উপদ্বীপের অধিবাসী ভাই ও বোনেরা, আমি তোমাদের এই বিষয়টি বুঝিয়ে বলার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না যে দেশের সার্বিক পরিস্থিতির কী পরিমাণ অবণতি ঘটেছে। আমি ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ ও প্রাদেশিক সরকারগুলোর ওই সব অযোগ্য পদাধিকারীদের ক্ষমার অযোগ্য বলে মনে করছি। যারা আমার সরলপ্রাণ, নিরীহ ও বিশ্বস্ত জনগণের ওপর ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বেকারত্বের অভিশাপ চাপিয়ে দিয়েছে। দেশবাসীর ঐক্য, শান্তি ও নিরাপত্তার প্রয়োজন রয়েছে। এ জন্য আমি প্রদেশগুলোর ওই সব সীমানা উঠিয়ে দিয়েছি, যার কারণে জনগণ গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। আপনারা হয়তো শুনে থাকবেন যে দেশের কতিপয় গাদ্দার, যারা কালো উপদ্বীপের সরকারের ইঙ্গিতে

জনগণকে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছিল, তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দেশের প্রয়োজন হচ্ছে এমন দায়িত্বসচেতন ও কর্তব্যপরায়ণ একটি মন্ত্রিপরিষদ, যার যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার ওপর ভরসা করা যেতে পারে। এ জন্য আমি বর্তমান মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়েছি। আমি আমার প্রিয় প্রজাসাধারণকে এই নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে বিদায়ী মন্ত্রিসভার সব সদস্য দ্বারা সাধিত সব অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা এবং স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে যথোপযোগী তদন্ত পরিচালনা করা হবে। নবগঠিত মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম শিগগিরই ঘোষণা করা হবে। আর এই ক্ষেত্রে আমার সযত্ন প্রচেষ্টা থাকবে, যাতে এই লোকগুলো অত্যন্ত আস্থাভাজন, বিশ্বাসী ও সুযোগ্য হয়। আমি অকপটে আরো স্বীকার করি যে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিও বিশ্বস্ততা, দায়িত্বসচেতনতা, কর্তব্যপরায়ণতা ও স্বদেশপ্রেমের কোনো উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বাক্ষর রাখতে পারেনি। এমনকি কোনো কোনো সদস্য তো একেবারে অবিশ্বস্ত বলেই সাব্যস্ত হয়েছেন। খুবসম্ভব তার কারণ হয়তো এই হতে পারে যে জাতীয় পরিষদে অধিকাংশ সদস্যই ছিল ওই সব গোত্রীয় সরদার, জনগণের সমস্যার সমাধানে যাদের কোনো আন্তরিকতা থাকত না। আমি এই ঘাটতি ও কমতি পরিপূর্ণ করে দেওয়ার জন্য ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে কিছু নতুন লোকও অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তারাও আমার প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি।

যদি জাতীয় পরিষদ দায়িত্বসচেতন ও কর্তব্যপরায়ণ হতো, তাহলে তারা আমাকে এমন মন্ত্রিসভা গঠনের পরামর্শ দিত, যার প্রত্যেক সদস্যকে দেশের আপামর জনতা নিতান্ত ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র বলে মনে করত না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি যদি মন্ত্রিসভার মতো ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিও বিলুপ্ত করে দিই, তাহলে জনগণ আমার এই পদক্ষেপের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করবে। কিন্তু আমার শাসনকাল শেষ হওয়ার পথে। তাই আমি চাই না, আমি আমার বিদায় গ্রহণ করতে না-করতেই দেশে একটা আইনগত শূন্যতা সৃষ্টি হয়ে যাক, যার ফল হবে জনগণের জন্য অত্যন্ত অযাচিত, অবাঞ্ছিত ও অপ্রত্যাশিত। অবশ্য আমাকে এ ব্যাপারে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে যে আমি যাতে আমার দেশ মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার আগেই আমার উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করে দিয়ে যাই। কিন্তু আমার গণতন্ত্রপ্রীতি ও অনুরাগের দাবি হচ্ছে এই যে আমি পুরোপুরি আমার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করার পরিবর্তে এই পবিত্র কর্তব্য ও গুরু দায়িত্ব এমন কোনো কাউন্সিল কিংবা অ্যাসেম্বলির ওপর অর্পণ করব, যা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে হবে নির্বাচিত। যারা তাদের কথা ও কাজের জন্য আইনগতভাবে না হলেও অন্তত পক্ষে নৈতিক ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে জনগণের কাছে

জবাবদিহি করবে। আমার বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় রয়েছে যে বর্তমান অ্যাসেম্বলির অস্তিত্ব জনসাধারণের জন্য একেবারে অসহনীয় হয়ে পড়েছে। তথাপি ইহা ভেঙে দেওয়ার পরিবর্তে আমার নিষ্ঠাপূর্ণ প্রয়াস হবে যে এর বর্তমান ধাঁচেই এমন কোনো রদবদল করে দিতে হবে, যা জনগণের কাছে অপেক্ষাকৃত বেশি গ্রহণযোগ্য হয়। আমার একান্ত ইচ্ছা, জাতীয় পরিষদের যেসব সদস্য খুবই অযোগ্য ও অবিশ্বস্ত প্রমাণিত হয়ে গেছে, তাদের ছাঁটাই করে দেওয়া হবে এবং তাদের জায়গায় ভালো লোকদের জনগণের সেবা করার সুযোগ দেওয়া হবে।

ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির নব রূপদানের জন্য আমি যে ফর্মুলা তৈরি করেছি, তার বিষদ বিবরণ আপনাদের সামনে শিগগিরই এসে যাবে। যদি আমার মধ্যে এ উপলব্ধি না আসত যে আমি শিগগিরই চলে যাচ্ছি, তাহলে আমি একটা অন্ত র্বর্তীকালের জন্য এরূপ সাময়িক রদবদলের পরিবর্তে এখন থেকেই সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দিয়ে দিতাম। কিন্তু আমার হাতে মোটেও সময় নেই। তাই এই কাজ আমাকে কোনো দায়িত্ববান সংস্থার ওপর অর্পণ করতে হবে। তবে আমি নিজে এ ব্যাপারে এতটুকু চেষ্টা অবশ্যই করব, যাতে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির নতুন ধাঁচকে এতদূর উপযুক্ত বানিয়ে দেওয়া যায়, যাতে তারা স্বাধীন ও ন্যায়সংগতভাবে নির্বাচনের দায়দায়িত্ব পালন করতে পারে।

আমি ওই সব গাদ্দারের তৎপরতা সম্বন্ধে আদৌ ওয়াকিফহাল নই, যারা বহিঃশত্রুদের সঙ্গে সাদা উপদ্বীপের ইজ্জত-আবরু ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। কালো উপদ্বীপে মাস্টার ইচুলিচুর মিশন এই ছিল যে সেখানকার সরকারকে সে সাদা উপদ্বীপের ওপর অক্রমণ রচনা করার জন্য উৎসাহিত ও অনুপ্রাণীত করবে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত তার ষড়যন্ত্র সফলতার মুখ দেখতে পায়নি। আমি তাকে যথাসময়েই গ্রেপ্তার করে নিয়েছি। এরূপ মারাত্মক ও জঘন্য অপরাধীর ওপর কড়া নজর রাখার প্রয়োজন রয়েছে। এ লক্ষ্যে আমি কাচুমাচুকে মহলের ভেতরেই নজরবন্দি করে রেখেছি। আমার আশঙ্কা, ওই সব লোক যারা জনগণের কল্যাণে সর্বদা নিজেদের লোকসান দেখতে পায়, তারা আমাদের এ নেককাজে ও মহতি উদ্যোগে রুষ্ট হওয়ার ও কঠোরতা প্রকাশ করার চেষ্টা করবে, আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার গুঞ্জন ও মিথ্যা অপবাদ ছড়াবে। অত্যন্ত লজ্জাজনক ও নিন্দনীয় পোস্টার প্রচার করা হবে। তথাপি আমি এ দেশকে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অবিশ্বস্ততা, অর্থনৈতিক লুঠতরাজ ও দেউলিয়াপনা, ঘুষখোরি, মজুদদারি ও চোরাচালানির মতো সব অভিশাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করার দৃঢ় সংকল্প ও ইস্পাতকঠিন শপথ করেছি। আমার বিশ্বাস, বিশ্বস্ত ও দায়িত্বসচেতন ও কর্তব্যপরায়ণ জনগণ আমার সঙ্গে

পুরোপুরি সহযোগিতা করবে। এ দেশকে বিদায় অভিবাদন জানানোর আগে আমি অন্ততপক্ষে এতটুকু সান্ত্বনা অবশ্যই পেতে চাই যে আমি আমার প্রিয় প্রজাদের হতাশা ও দুশ্চিন্তার দোদুল্যমান অবস্থা থেকে মুক্ত করে উন্নতি, স্বচ্ছতা ও সমৃদ্ধির রাজপথে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছি।

সাদা উপদ্বীপের জনগণ, তোমরা অনেক দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসিবত সহ্য করেছ। কিন্তু আজ থেকে তোমাদের জাতীয় ইতিহাসে সোনালি অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। আজ আমি তোমাদের ওই সব অযোগ্য ও অবিশ্বস্ত উজিরের হাত থেকে মুক্ত করে দিয়েছি, যারা এ দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। আমি ওই সব গাদ্দারের সঙ্গে কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব করিনি, যারা তোমাদের কালো উপদ্বীপের গোলাম বানাতে চাচ্ছিল। এ জন্য আমি তোমাদের ওই ব্যাপারে অধিকার দিচ্ছি যে তোমরা 'নাজাত দিবস' পালন করো। তোমরা যদি 'মুক্তি দিবসের' পরিবর্তে 'নাজাত সপ্তাহ' উদ্‌যাপন করো, তাহলে মনে করবে, আমার প্রজারা অকৃতজ্ঞ নয়। একজন শাসনকর্তার জন্য মন্ত্রিসভা গঠন করা এবং তা ভেঙে দেওয়া সমান কষ্টদায়ক হয়ে থাকে। আর আমার জন্য এটা এ জন্য আরো বেশি কষ্টদায়ক যে আমাকে এ দায়িত্ব পালন করার জন্য একান্তে ও নীরবে আমারই মানসিক যোগ্যতা দ্বারা কাজ করতে হয়। আর তোমাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে এ মহতী কাজে আমার হাত ধরতে পারে। তবু এ ব্যাপারে তোমাদের চিন্তাক্লিষ্ট হওয়া উচিত নয়। তোমরা যে গুরুদায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করেছ, তা যেকোনো মূল্যেই আমি পূরণ করব। আমার জন্য এটাই যথেষ্ট যে তোমরা আমার কাজে উৎসাহ জুগিয়ে থাকবে। আর আমি এ দোয়া কামনা করে ভাষণ সমাপ্ত করছি যে তোমরা এভাবে আমাকে সব কাজে উৎসাহিত করবে।

কিং সায়মনের ভাষণ ছিল ইংরেজিতে। যেসব লোক অল্পবিস্তর ইংরেজি জানত, তারা তা তন্ময় হয়ে ও মনোযোগসহকারে শুনতেছিল। আর যাদের ইংরেজি জানা ছিল না, তারা বিচলিত-বিস্ফারিত নয়নে ও উৎকণ্ঠিতভাবে ইংরেজি শিক্ষিত ভদ্র লোকদের চেহারার উঁচুনিচু অংশ জরিপ করছিল। তারপর যখন দোভাষী তাঁর বক্তৃতার অনুবাদ শোনাতে লাগল, তখন কোনো কোনো লোক হাততালি দিতে লাগল। তরজমা প্রচারসমাপ্তির পর জায়গায় জায়গায়, অলিগলি ও হাট-বাজারে এ রকম পর্যালোচনা হচ্ছিল, ইচুলিচুর সঙ্গে এমন আচরণ করাই উচিত ছিল।

'অমুক অমুক মন্ত্রীপ্রবররা খুব সদর্পে ও অহংকার দেখিয়ে চলতে ছিল। এখন তাদের আটা-ডালের দাম জানা হয়ে যাবে।

তোমরা সায়মনকে যা কিছুই বলো না কেন, কিন্তু এ কথা তোমাদের স্বীকার করতেই হবে যে সে একটা ইস্পাতকঠিন ব্যক্তিত্বের অধিকারী লৌহমানব। আর এমন অপরাধপ্রবণ মন্ত্রীবর্গ ও অসৎ রাজনীতিবিদদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য আমাদের এরূপ একজন শাসকেরই প্রয়োজন ছিল।

বন্ধু, কিং সায়মন অনেক বিলম্বে জানতে পেরেছিলেন ও উপলব্ধি করেছিলেন যে এ মন্ত্রীরা কেমন কুখ্যাত, অযোগ্য ও অথর্ব! তা না হলে এ পরিস্থিতির উদ্ভব হতো না।

আরো উল্লেখ্য, সে তো তোমাদের বেকুব বানাতে চেষ্টা করছে। এ ধরনের মন্ত্রীদের সে নিজেই তো সারা দেশ থেকে খুঁজে নিয়েছিল। তোমারা নাজাত সপ্তাহ পালন করে নাও। তারপর তোমাদের চক্ষু ঠিকই খুলে যাবে।

সাক্ষাৎকার ও পরামর্শ

শাহী মহলের এক প্রশস্ত কামরায় তথা হলরুমে কিং সায়মনের নেতৃত্বে বিদায়ী মন্ত্রীরা ও ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির বিশ্বস্ত সদস্যদের এক গোপন অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সাবেক উজিরে আজম মাস্টার ইচুলিচু মহামান্য বাদশাহর অনুমতিক্রমে নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করেন :

মহামান্য সম্রাট, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জাঁহাপনার কোনো কাজই হিকমত ও প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা থেকে খালি হয় না। কিন্তু 'নাজাত সপ্তাহ' চলাকালে জনসাধারণ দেশের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত আপনার গোলামদের বিরুদ্ধে যেরূপ সোচ্ছার প্রদর্শনী করেছে, তা খুবই দুশ্চিন্তার কারণ। আমাদের বিরুদ্ধে খুবই উত্তেজনাকর বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান করা হয়েছে। জনসভা ও মিছিলে আমাদের কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়েছে। গত পরশু মহোদয়ের মহলের সদর দরজার সম্মুখে দিয়ে অগণিত লোকের যে মিছিল চলে গিয়েছিল, তার প্রান্তভাগে প্রায় তিন শ গাধা এবং প্রত্যেক গাধার ঘাড়ে কোনো মন্ত্রী কিংবা কোনো বড় ও প্রখ্যাত নেতার নামের ফলক ঝুলছিল। শহরের উৎসাহী ও নিঃশঙ্ক যুবক দল সে অসহায় গাধাগুলোকে ঘিরে ও আগলে ধরে লাঠিপেটা করছিল। দুটি দুর্বল গাধা, যেগুলোর একটির ঘাড়ে আমার ও অপরটির ঘাড়ে আমার আগের মাস্টার সুশীলংয়ের নামের ফলক ঝুলন্ত ছিল, লাঠির কঠোর আঘাত সহ্য করতে পারেনি। তাই শাহী মহলের দরজার ঠিক সম্মুখে এসে সেগুলো শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

সায়মন : আমার প্রতি তোমার কৃজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত এ কারণে যে জনগণের কৌতূহলী দৃষ্টি তোমাদের পরিবর্তে জীর্ণশীর্ণ ও ক্ষীণকায় গর্দভগুলোর প্রতিই নিবদ্ধ ছিল।

ইচুলিচু : আমরা জাঁহাপনার প্রতি অকৃতজ্ঞ নই। কিন্তু আলমপনা, এ ব্যাপারে কি নিশ্চয়তা ও গ্যারান্টি আছে যে তারা তাদের ক্রোধ শুধু গাধাগুলোর ওপরই ওড়াতে থাকবে।

সায়মন : আমি অকপটে এ নিশ্চয়তা দিতে পারি। যত দিন এ দেশের ওপর আমার শাসনকর্তৃত্ব বলবত থাকবে, তত দিন তোমাদের একটা পশমও কেউ বাঁকা করতে পারবে না।

কাঁচুমাচু : জাঁহাপনা, আমাদের ভবিষ্যৎ সীমাতিরিক্ত বিপজ্জনক ও সংশয়াম্বিত। আপনি নিঃসন্দেহে মোবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য যে আপনার বিরোধিতায় মানুষের মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আর অলিগলিতে, মাঠে-ময়দানে, হাট-বাজারে 'কিং সায়মন ফিরে যাও' বিষয়ক স্লোগান শোনা যায় না; বরং কিছু কিছু লোক তো আপনাকে উপকারী ও পৃষ্ঠপোষক বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, যত দিন পর্যন্ত সাদা উপদ্বীপে একটা জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত না হয়, তত দিনই আপনাকে এখানে থাকতে হবে। কিন্তু আমাদের ব্যাপারটি তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ দুর্গের ভেতরেও আমরা আপনার দয়া ও অনুগ্রহের ওপর বেঁচে আছি। খুবসম্ভব জনগণ যেকোনো সময় দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়ে আমাদের গর্বিত স্তম্ভগুলো চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে। আরো সম্ভাবনা আছে, যেকোনো সময় মহোদয়ের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। আর আমাদের এখন থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হতে পারে। এদিকে মহোদয় জনগণকে মুক্তি সপ্তাহ পালনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। এর থেকে তারা বুঝে নিয়েছে যে এ সপ্তাহ শেষে জাঁহাপনা আমাদের ঘাড়ে রশি লাগিয়ে তাদের হাতে সোপর্দ করে দেবেন। এ জন্যই তাদের খুব বেশি উগ্র, অশান্ত ও অস্থির বলে মনে হয় না। তদুপরি এ ব্যাপারেও তারা স্থির নিশ্চিত যে এখানে তারা আপনার বন্দিরূপে রয়েছে। কিন্তু যে দিন তারা জানতে পারবে যে জাঁহাপনা খাদেমদের মেহমান হিসেবে এখানে রেখেছেন, তখন তারা নিজেরাই বের হয়ে যাবে।

সায়মন : যদি তোমরা এটা মনে করো যে তোমরা এখানে থেকে আমার কোনো বিরাট উপকার করে চলেছ, তাহলে তোমরা সানন্দে এ দুর্গ থেকে বাইরে চলে যেতে পারো। তোমাদের কি এখনো এটা মনে থাকেনি যে আমি তোমাদের কয়েদখানা থেকে বের করে এনে নতুন জীবন প্রদান করেছি।

কাঁচুমাচু : আলমপনা, আমরা আপনার ইহসান ও অনুগ্রহের কথা কখনো ভুলতে পারব না। আমি তো শুধু এটা আরজ করতে চাচ্ছিলাম, যদি আপনার দৃষ্টিতে আমাদের জীবনের কোনো মূল্য থাকে, তাহলে এটা যথেষ্ট মনে করবেন না যে আপনি সাময়িকভাবে জনগণের উত্তেজনা প্রশমিত করে দিয়েছেন। আল্লাহর ওয়াস্তে এমন কোনো পদেক্ষপ ও বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন, যাতে আপনার প্রাক্তন খাদেমরা সব সময়ের জন্য জনগণের অভিশাপ, অসন্তোষ ও ক্রোধ থেকে নিরাপদ হয়ে যেতে পারে।

সায়মন : তুমি বসে পড়ো। যদি আমার একটা পদক্ষেপ সঠিক হয়, তাহলে অন্যটা ভুল হবে না। (নির্দেশ পেয়ে কাচুমাচু বসে যান)।

সুশীলং : জাঁহাপনা, যদি মাস্টার কাচুমাচু থেকে কোনো অপরাধ, বেআদবি ও অশালীনতা প্রকাশ পেয়ে থাকে, তাহলে আমরা এ জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি বিশ্বাস করি আপনি আমাদের সর্বশেষ নিরাপত্তাদাতা, আপনি আমাদের মা-বাপ। কিন্তু এটা খুবই স্বাভাবিক যে একটা কম বয়স্ক শিশু যখন রাতের অন্ধকারে ভয় পায়, তখন সে তার মা-বাবার ক্রোড়ে আশ্রয়ের সন্ধান করে। আমি যদিও আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নানা প্রকার উদ্বেগ-আতঙ্ক উপলব্ধি করি। তবু তো তা অকারণে নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি কখনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তবে আমাদের কারো নির্বাচিত হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। সে ক্ষেত্রে শুধু ওই সব লোকই কামিয়াব হয়ে যাবে, যারা জনগণকে আমাদের বিরুদ্ধে যত বেশি খেপিয়ে তুলতে পারবে। আর জাঁহাপনা জানেন, জনসাধারণকে আমাদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে কোনো বড় বুদ্ধিমানের দরকার নেই। অবশেষে যে নতুন সরকার জনগণের ইচ্ছানুযায়ী গৃহীত হবে, তারা আমাদের নাস্তানাবুদ করে দেবে। তাই আমি এটা জানতে চাচ্ছি যে এমতাবস্থায় আমাদের বাঁচার কী উপায় হবে?

সায়মন : তুমি ইচুলিচু ও কাচুমাচু অপেক্ষা অনেক অনেক বেশি বেকুব, অথর্ব ও নির্বোধ। কোনো লোক তার গাধাকে ঘোড়ার ওপর কোরবান করে না। যদি আমি তোমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনোরূপ উদ্বিগ্ন হতাম, তাহলে আর নির্বাচনের পাঁয়তারা করতাম না।

ইচুলিচু : আলমপনা, আমি তাদের বুঝিয়েছিলাম, মহোদয় আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদাসীন নন। কিন্তু তাতে তারা প্রবোধ মানছে না। তারা আপনার পবিত্র জবানিতে শুনতে চায়, যদি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে আমাদের সাফল্যের সম্ভাবনা কতটুকু?

সায়মন : তোমরা কতদূর নির্বোধ আর কী পরিমাণ অকৃতজ্ঞ লোক! আমি দেশের সব ধন-সম্পদ তোমাদের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছি। এখনো যদি তোমরা ভুখা-নাঙ্গা জনগণের মোকাবিলায় ইলেকশনেও জিতে না পারো, তাহলে তোমাদের কমপক্ষে এ শাস্তি হতে পারে যে তোমাদের তাদের দয়া ও কৃপার ওপর ছেড়ে দেওয়া হবে। তোমাদের কাছে সম্পদ রয়েছে, আর জনগণের কাছে রয়েছে ভোট। তোমাদের হাতে রুটি, আর জনগণ ক্ষুধার্থ। তোমাদের কাছে কাপড় আছে, আর জনগণ নাঙ্গা। আর আমি এ ব্যাপারে পুরোপুরি চেষ্টা করব যেন জনগণ আরো বেশি দরিদ্র, ক্ষুধাতুর ও বিবস্ত্র হয়ে যায়। যাতে তোমরা চারগজ কাপড় কিংবা এক টুকরা রুটির বিনিময়ে চূড়ান্ত উগ্র মেজাজ ব্যক্তির ভোটও খরিদ করতে পারো।

জনৈক উজির : কিন্তু মহামান্য সম্রাট, ইলেকশনে জয় লাভ করার জন্য ধনসম্পদ ছাড়া স্লোগানেরও প্রয়োজন হয়ে থাকে। আমাদের কাছে টাকা আছে বটে! কিন্তু স্লোগানের ব্যাপারে আমরা একেবারে নাচার। স্লোগান রয়েছে শুধু জনগণের কাছে।

সায়মন : যখন নির্বাচনের সময় আসবে, তখন তোমরা দেখতে পাবে যে জনসাধারণ ক্ষুধার জ্বালায় স্লোগান দিতে পারছে না। তার পরও যদি তারা আমাদের প্রত্যাশার অতিরিক্ত কৈ মাছের প্রাণ সাব্যস্ত হয়, তবে তোমাদের আস্থা রাখা উচিত যে আমি জনগণের ভোট ব্যতীতই আমার মর্জি মোতাবেক প্রার্থীদের কামিয়াব করিয়ে দিতে পারি।

দ্বিতীয় উজির : জাঁহাপনা, এটা তো তখন করা সম্ভব, যখন ইলেকশন চলাকালে দেশের সর্বস্তরের প্রজারা আমাদের ইঙ্গিতে কাজ করবে।

সায়মন : পাগল মানুষ, আমাকে এটা কতবার বুঝিয়ে বলতে হবে যে ইলেকশন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হবে, তার গঠন ও রূপায়ণ তোমাদের সম্পূর্ণ মর্জি মোতাবেক হবে। এখন তোমাদের কাজ হলো, তোমরা আমার কাছে এমন লোকদের নাম পেশ করো, যাদের অন্তর থাকবে একেবারে তোমাদের হাতের মুঠোয়। আর যারা দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তোমাদের থেকে হবে অধিক অনুভূতিশূন্য। আমার আফসোস হচ্ছে এই ভেবে যে আমি যেসব উজিরের ওপর ভরসা করছিলাম, তারা এতদূর কুখ্যাত হয়ে গেছে যে আমি তাদের সেবা দ্বারা অতিরিক্ত সুবিধা লুটতে পারব না। অপারগ ও অনন্যোপায় হয়ে আমাকে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির অর্ধেক–এমন সদস্যদের ছুটি দিয়ে দিতে হবে, যাদের সম্বন্ধে জনগণ খুব বেশি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। কিন্তু তোমরা যদি খাটিয়ে কাজ করো, তবে এই পদক্ষেপ তোমাদের জন্য কোনো পেরেশানির কারণ হবে না। তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে এই যে তোমরা দেশের আনাচে-কানাচে গিয়ে এমন লোকদের তালাশ করো, যারা সরকারের কাজকারবার সামলানোর পর তোমাদের ইঙ্গিতে কাজ করতে প্রস্তুত হয়। একজন এমন উজির বা কাউন্সিলর, যার চরিত্র ও কীর্তিকলাপ সম্পর্কে জনগণ পুরোপুরি ধারণা রাখে, ধোঁকা দেওয়া যাবে না। এ জন্য তোমরা শুধু এমন নির্বোধ লোকদের দ্বারা কাজ নিতে পারবে, যারা একেবারে অখ্যাত ও অপরিচিত। কিছু দিন পর যখন জনগণের দৃষ্টি আমার নতুন মন্ত্রিসভা ও ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্যদের প্রতি বিদ্ধ হবে, তখন তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে পড়বে। আর তোমরা জনগণের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার বাধা কিংবা প্রতিবন্ধকতার আশঙ্কা না করেই সেই লোকদের তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে ব্যবহার করতে

পারবে। পদচ্যুত প্রত্যেক সদস্য আমাকে এ ব্যাপারে অবহিত করতে হবে যে মন্ত্রিপরিষদ অথবা ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে তার উত্তম বিকল্প কে হতে পারে?

এ প্রসঙ্গে তোমাদের একটা কথা বলে রাখা জরুরি বলে মনে করি, তা হচ্ছে এই, আগামীকাল থেকে জনগণের কোনো কোনো প্রভাবশালী নেতার সঙ্গে আমার গোপন সাক্ষাতের ধারাবাহিকতা শুরু হতে যাচ্ছে। এই সাক্ষাৎকার চলাকালে এমন সব বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হবে যে আমি নতুন মন্ত্রিসভা গঠনে আর ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির ধাঁচে জরুরি রদবদল করার জন্য দেশের সুষ্ঠু বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী লোকজনের সঙ্গে সংলাপ চালিয়ে যাচ্ছি এবং পরামর্শ করে চলেছি। কিন্তু আমার এই পদক্ষেপে তোমাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ার কোনো কারণ নেই। কেননা আমি প্রত্যেক নেতাকে বলব, তোমরা মন্ত্রিপরিষদ ও ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির জন্য কিছুসংখ্যক উপযুক্ত লোকের নাম প্রস্তাব করো। এভাবে হাজার হাজার লোকের নামের একটা বিরাট লিস্ট তৈরি হয়ে যাবে। তারপর যখন আমি দেখব যে পরিস্থিতি এখন শান্ত হয়ে গেছে, তখন এই লিস্ট অকেজো ঝুড়িতে ফেলে দেওয়া হবে এবং তোমার পছন্দনীয় লোকদের নাম ঘোষণা করা হবে। কিন্তু জনগণ শেষ পর্যন্ত মনে করবে, আমি তাদের প্রিয় নেতাদের সঙ্গে সংলাপ ও শলাপরামর্শ করার পর একটা জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশা পূরণ করে দিয়েছি। নবাগত সরকার নির্বাচনে জয় লাভ করার জন্য তোমাদের পথ পরিষ্কার করে দেবে। অথচ জনগণের মনে এ ধারণাই বদ্ধমূল করে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে যে তাদের একটা জনপ্রতিধিত্বশীল সরকার গঠনের রাস্তা সুগম ও ক্ষেত্র তৈরি করা হচ্ছে।

ইচুলিচু : কিন্তু জাঁহাপনা, জনগণ যখন এটা জেনে ফেলবে যে নবগঠিত সরকারের কর্মতৎপরতা সাবেক সরকার অপেক্ষা অধিক লজ্জাকর, তখন তার পরিণতি কী দাঁড়াবে?

সায়মন : আরে বেকুব, আমার উদ্দেশ্য তো জনগণকে সত্যিকার অর্থে উত্তম বিকল্প সরকার প্রদান করা নয় বরং এই শর্তে ওই দাবি বাতিল ও নাকচ করে দেওয়া। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমি তিন বছরের বেশি তোমাদের মতো গর্ধভদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারি না। যখন তিন বছর অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন জনগণ তাদের ভবিষ্যতের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা নতুন নির্বাচনের ফলাফলের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেবে। যদি তোমাদের সবার সামষ্টিক বুদ্ধিমত্তা একটা গাধার সমানও হয়, তথাপি নির্বাচন ওই সময় পর্যন্ত গরিমসি ও টালবাহানা করে ঠেকিয়ে রাখতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সফলতা শতকরা এক শ ভাগ

নিশ্চিত হয়ে যায়। আমার সম্মুখে দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ তা হবে এই, জনগণের জন্য এত বেশি সমস্যা ও জটিলতা সৃষ্টি করে দিতে হবে, যাতে তাদের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক মুহূর্ত চিন্তা-ভাবনা করার অবকাশও বাকি না থাকে। আমার তিন বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পথে। এ জন্য আমি চাচ্ছি, এখন থেকেই পত্রিকা ও পোস্টারের সাহায্যে এ দাবি উত্থাপন করতে হবে এই মর্মে যে সাদা উপদ্বীপকে অস্থিতিশীল ও অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত আমাকে বাদ দিতে হবে। ওই সময় পর্যন্ত এখানেই থাকতে হবে, যত দিন নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন হয়ে না যায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যেসব লোক নতুন সরকারের গৃহীত রীতিনীতিতে চালিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে যাবে, তারা এই দাবির পক্ষে সহায়তা করতে বাধ্য হবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তোমাদের কিছুসংখ্যক হুঁশিয়ার বক্তাকে কিনে নিতে হবে।

জনৈক সদস্য : আলমপনা, আপনার মেধা ও প্রজ্ঞা, আপনার বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা ও পরিণাম চিন্তার তাবৎ যোগ্যতা ও গুণাবলির জন্য ভবিষ্যৎ বংশধররা গৌরব বোধ করবে। আমি অত্যন্ত কঠোরভাবে উপলব্ধি করছি যে এ দেশ আপনার রাজনৈতিক খেলার জন্য খুবই ছোট্ট। মঙ্গল গ্রহের অধিবাসীরা কতই না দুর্ভাগা যে তারা আপনার এই প্রতিভা দ্বারা কোনো প্রকার উপকার লাভ করতে পারেনি। মহোদয় যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে আমাদের ভাবি উজিরে আজম কে হচ্ছেন?

সায়মন : নতুন প্রধানমন্ত্রী হবে এমন এক গাধা, যে তোমাদের গুনাহর বোঝা উঁচাতে পারবে। তাকে মাস্টার সুশীলং অপেক্ষা অধিক ধৈর্যশীল, ইচুলিচু থেকে বেশি অপরাধপ্রবণ, কাচুমাচু থেকে আরো অতিরিক্ত দেশদ্রোহী আর তোমাদের সবার চেয়ে বেশি লোভী হতে হবে। এমন লোক যে পরিমাণ নির্বোধ ও বেকুব হবে, সে পরিমাণ তোমাদের জন্য উপকারী হবে। এখন এটা চিন্তা-ভাবনা করা তোমাদের দায়িত্ব যে এমন দুর্লভ রত্ন তোমরা কোথায় খুঁজে পাবে!

সুশীলং : মহামান্য সম্রাট, আমি দাবি করে বলতে পারি যে আমার মধ্যে যদি এর আগে কোনো কমতি থেকেও থাকে, তবে তা এরই মধ্যে দূর হয়ে গেছে। এখন আমি যারপরনাই ওই সব সৌন্দর্য ও সৌকর্যের অধিকারী, যা আপনি বর্ণনা করেছেন। তাই আপনার কোনো নতুন লোক খোঁজ করার প্রয়োজন নেই।

সায়মন : কিন্তু তোমার নামে যে দেশময় অনেক দুর্নাম ও কুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে।

সুশীলং : মহামান্য বাদশাহ, আমি আমার নাম পাল্টে ফেলতে প্রস্তুত। আর আমার আকৃতিও যদি আপনার পছন্দনীয় না হয়, তাহলে প্লাস্টিক সার্জারির

সাহায্যে আমার আকৃতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়ন করা যেতে পারে। আমাকে আর একবার সুযোগ দিন, জাঁহাপনা!

সায়মন : আরে না না। এত উতলা হয়ো না। এখনো আরো কিছু সময় সবুর করো। পরে দেখা যাবে।

ইচুলিচু : জাঁহাপনা, আমি আপনাকে অকারণে ব্যস্ত করে তুলেছি, এ জন্য দুঃখিত। আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ যে আপনি আমার সব উদ্বেগ-আশঙ্কা দূর করে দিয়েছেন। তবে এমন কোনো উপায় কি নেই, যাতে আপনার এই অধম গোলাম নির্বাচন ব্যতীতই নির্বাচিত হয়ে যেতে পারে?

সায়মন : আমি আমার পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা করব, যাতে জনসাধারণের নির্বাচনের প্রতি কোনো আকর্ষণ না থাকে। কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে, এখন হয়তো নির্বাচন ব্যতীত জনগণকে শান্ত করা সহজ হবে না। তাই তোমাদের কাছ থেকে আগাম এই ওয়াদা নিতে চাই যে যদি শেষ পর্যন্ত আমাদের ওপর নির্বাচনী বৈতরণীর অভিশাপ এসে পড়ে, তবে তোমরা তোমাদের হারাম কামাই, অবৈধ উপার্জন ও অন্যায়ভাবে আগত আমদানি খরচ করতে কৃপণতা প্রদর্শন করবে না। আমি তোমাদের পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা ও গ্যারান্টি দিচ্ছি যে নির্বাচনে জয় লাভ করার পর কয়েক মাসের মধ্যেই তোমাদের লোহার সিন্দুকগুলো আবার ভরে যাবে।

উপস্থিত জনতা : (সমস্বরে) জাঁহাপনা, আমরা ওয়াদা করছি। আমরা আপনাকে কথা দিচ্ছি।

২

সাদা উপদ্বীপের কিং সায়মনের তিন বছরের শাসনকাল শেষ হয়ে গিয়েছিল। নব বছরের গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণ এটা ছিল যে মহামান্য সম্রাট জনগণের উপর্যুপরি দাবির পরিপ্রেক্ষিতে অনেকটা বাধ্য হয়ে আগামী নির্বাচন পর্যন্ত ফেরত যাওয়ার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দিয়েছেন।

মহামান্য সম্রাট কিং সায়মন তাঁর প্রিয় প্রজাসাধারণকে নিম্নোক্ত ভাষায় এ সুখবর শুনিয়েছিলেন :

প্রিয় সাদা উপদ্বীপের অধিবাসীরা, আমি পুরো তিন বছর পর্যন্ত আমার

বুদ্ধিবিবেচনা অনুযায়ী তোমাদের অকৃত্রিম সেবা করেছি। এ সুদীর্ঘ সময়ে অগণিত ও অসংখ্য শারীরিক ও মানসিক কষ্টের ফলে আমার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। আমি আমার পূর্বপুরুষদের দেশ অর্থাৎ মঙ্গল গ্রহের তরুতাজা ও নির্মল আলো-বাতাসে নিঃশ্বাস ফেলার জন্য অস্থির ছিলাম। কিন্তু তোমাদের খেদমতের ঐকান্তিক আগ্রহ আমাকে আমার সফরের প্রোগ্রাম মূলতবি করতে বাধ্য করেছে। আমি তোমাদের এ অনিশ্চিত অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যেতে চাই না। দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিরতা আমাকে এ কাজের সুযোগই দেয়নি যেন, আমি এ দেশের ভাগ্য কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করে ও সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ফেরত যেতে পারি। আমি এ আশঙ্কা বোধ করি যে যদি আমি নির্বাচনের আগেই ফেরত চলে যাই, তাহলে এখানকার পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটবে। হয়তো আল্লাহর ইচ্ছাও তাই যে আমি আরো কিছু দিন এখানে থেকে আপনাদের খেদমত করি। কয়েক মাস আগে আমি রেডিওর সাহায্যে মঙ্গল গ্রহ সরকারের কাছে এ মর্মে আবেদন জানিয়েছিলাম যে আমাকে ফেরত নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি আরামদায়ক রকেট পাঠিয়ে দেওয়া হোক। মঙ্গল গ্রহ সরকার আমার পয়গাম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটি রকেট রওনা দিয়েছিল। কিন্তু দুই মাস পর আমি এ সংবাদ পাই যে মহাশূন্যে এক দীর্ঘ সফর করার পর ওই রকেটের মেশিনারি ও যন্ত্রপাতিতে গোলযোগ দেখা দিয়েছিল। ফলে সে রকেট ফেরত চলে গেছে।

ইতিমধ্যে আমি অন্য রকেটের জন্য দাবি জানিয়েছি। তারপর মঙ্গল গ্রহের পক্ষ থেকে এ পয়গাম এসেছে যে বর্তমানে মঙ্গল গ্রহে খুবই খারাপ আবহাওয়া বিরাজ করছে। লক্ষ মাইল অবধি ছোট ছোট অসংখ্য গ্রহ চক্রাকারে পরিভ্রমণ করছে। এ ছোট গ্রহগুলো পৃথিবীতে পতিত উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান নক্ষত্র থেকে বিভিন্ন ও বৈসাদৃশ্য নয়। কিন্তু মঙ্গল গ্রহের মহাশূন্যের কাছে এগুলোর এত বেশি সংখ্যা এর আগে কখনো দেখা যায়নি। এগুলোর বৃত্তাকারে আবর্তনের গতিবেগ এত বেশি যে কোনো মহাশূন্য যান কিংবা উড়োজাহাজ এগুলো থেকে আত্মরক্ষা করে চলতে পারে না। এ জন্য মঙ্গল গ্রহবাসী বাধ্য হয়ে অপর একটি রকেট প্রেরণের প্রোগ্রাম মূলতবি করে দিয়েছে। আমি রেডিওর সাহায্যে মঙ্গল গ্রহের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাঁরা আমাকে বলেছেন, এ বিপজ্জনক গ্রহগুলোর কাফেলা আস্তে আস্তে এগুলোর পথ পরিবর্তন করছে এবং কয়েক মাস পর্যন্ত মঙ্গল গ্রহের ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী মহাশূন্য পরিভ্রমণের রাস্তা সাফ হয়ে যাবে। আমার খেয়াল ছিল যে আমি এখানে অবস্থানের পরিবর্তে ইউরোপ কিংবা আমেরিকার কোনো শহরে গিয়ে মঙ্গল গ্রহ থেকে আগমনকারী

মহাশূন্যে যানের জন্য অপেক্ষা করতে থাকব। কিন্তু আপনাদের মহব্বত ও খেদমতের আবেগ-অনুভূতি আমাকে এখানেই অবস্থান করার জন্য বাধ্য করে দিয়েছে। এখন আমার সর্বাপেক্ষা বড় অভিলাষ হচ্ছে এই, আপনারা আমার এখানে অবস্থান থেকে পুরোপুরি লাভবান হতে চেষ্টা করুন।

৩

সাদা উপদ্বীপের জনগণ তাদের হৃদয়ের স্পন্দন বন্ধ করে ভবিষ্যতের ভীতিপ্রদ ও ভয়ানক পরিস্থিতির কল্পনা করছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে বিরোধিতা ও বিদ্রোহ করার কোনো শক্তিসামর্থ্য ছিল না। মহামান্য বাদশাহর এ আতঙ্ক-আশঙ্কাও দূর হয়ে গিয়েছিল যে তাকে তিন বছরের মেয়াদ পুরো হতে না হতেই শুভ্র উপদ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা হবে। আর তিনি এখন তার সঙ্গীদের নিশ্চিন্ত করা ও সান্ত্বনা প্রদানের জন্য চেষ্টিত ছিলেন। যাদের আসন্ন নির্বাচনী বৈতরণী মৃত্যু থেকেও ভয়ানক বলে পরিদৃষ্ট হচ্ছিল। নতুন মন্ত্রিসভা গঠন বিদায়ী মন্ত্রিপরিষদের অপরাধপ্রবণ সদস্যদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি করছিল। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে রদবদল করার সময়ও এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়েছিল যে নবাগত সদস্যদের ধ্বংসাত্মক যোগ্যতা কোনোক্রমেই যাতে প্রয়াত সদস্যদের থেকে কম না হয়। আর যে সৌভাগ্যবানকে উজিরে আজমের আসনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি কিং সায়মন থেকে শুরু করে মহলের সাধারণ কর্মচারীদেরও তাঁর মুনিব বলে মনে করতেছিলেন। মহামান্য সম্রাট রেডওতে এ ঘোষণা দিয়েছিলেন যে নতুন সরকারের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে আসন্ন নির্বাচনের জন্য অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। এ ঘোষণার কয়েক মিনিট পর মহামান্য বাদশাহ এক গোপন সাক্ষাতে নতুন কেবিনেটকে বোঝাতে ছিলেন যে তোমাদের মৌলিক দায়িত্ব জনগণের জন্য এত বেশি সমস্যা ও জটিলতা সৃষ্টি করা, যাতে তাদের মধ্যে নির্বাচন সম্পর্কে কোনো চিন্তা-ভাবনা আর অবশিষ্ট না থাকে। এই গুরু দায়িত্ব পালন করার জন্য তোমাদের প্রতি কদমে ও প্রতি পদক্ষেপে বরখাস্তকৃত উজিরদের দিকনির্দেশনার প্রয়োজন হবে, যারা জনগণকে নাজেহাল করার ক্ষেত্রে প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেছিল।

নতুন কেবিনেটকে এ কথাটি খুব ভালোভাবেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে

সরকারের বিশ্বস্ত ও দেশপ্রেমিক কর্মীরা তাদের জন্য বিশেষ আতঙ্ক। আসন্ন অধ্যায়ে শুধু ওই অবিশ্বস্ত ও অযোগ্য সরকারি কর্মচারীরাই তাদের আশ্রয়-নিরাপত্তা দিতে পারবে, যাদের জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে আদৌ কোনো আন্তরিক আকর্ষণ নেই। কুখ্যাত কর্মচারীদের বিশ্বস্ততার মধ্যে আনয়নের ব্যাপারে কিং সায়মন থেকে বিশেষ হেদায়াত লাভ করার পর নতুন উজিরে আজমের কর্মপদ্ধতি হয়েছিল, যখন তিনি তাঁর গোয়েন্দাদের দ্বারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতেন যে অমূক কর্মচারী তার অপকীর্তির কারণে দায়িত্ব থেকে অপসারিত হয়েছে। তখন তিনি তাকে চা কিংবা খানার দাওয়াতে ডেকে এ সুখবর শুনিয়ে দিতেন যে বর্তমান ও সাবেক মন্ত্রিসভার অমূক অমূক সদস্য ও ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্যরা তোমার প্রখর ধীশক্তি, মেধা-মনন ও প্রজ্ঞা-দক্ষতার তারিফ করেছিল। এ জন্য আমি ফয়সালা করেছি যেন তোমাকে এক্ষণই প্রমোশন দিয়ে দেওয়া হবে।

ফলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর চেহারা আনন্দে উদ্বেল ও উল্লসিত হয়ে উঠত। তার এক দিন পর উজিরে আজম বলতে শুরু করেন–

: এটা এ দেশের দুর্ভাগ্য যে জনগণ যোগ্য ও উপযুক্ত লোকদের কদর করে না।

কর্মচারীর চেহারা বিষণ্ন ও মলিন হয়ে পড়ত। প্রধানমন্ত্রী ঈষৎ হাসতেন ও স্নেহ বাৎসল্যে তার কাঁধের ওপর হাত রেখে বলতেন– : আমাদের জনগণের অভিযোগ ও অসন্তোষ কোনো রকম প্রভাবিত করতে পারে না। তথাপি মহামান্য বাদশাহ এ আশঙ্কা করেন যে নির্বাচনের পর যদি দেশ শাসনের ক্ষেত্রে জনগণের হস্তক্ষেপ করার সুযোগ মিলে যায়, তাহলে তারা এ দুর্ভাগা দেশকে তোমাদের মতো মেধা ও প্রজ্ঞার অধিকারী কর্মচারীদের খেদমত থেকে বঞ্চিত করে দেবে। আমাকে এ চিন্তা খুবই ভাবিয়ে তুলছে যে মহামান্য সম্রাট এ দেশের জনগণ থেকে খুব বেশি হতাশ হয়ে পড়েছেন। ফলে হয়তো তিনি ইলেকশন পর্যন্ত এখানে থাকা পছন্দ করবেন না। আর তাহলে তো আমরা একেবারে নিরাশ্রয় হয়ে যাব।

কর্মচারীরা হতচকিত হয়ে বলে : যদি অবস্থা এ-ই হয়, তাহলে আপনাদের তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করতে হবে।

উজিরে আজম বলেন : আমাদের চেষ্টায় আর কোনো কিছু হওয়ার নয়। মহামান্য সম্রাটের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করার জন্য আপনাদের মতো বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও হুঁশিয়ার কর্মচারীদের সহযোগিতার প্রয়োজন খুব বেশি।

কর্মকর্তা তার পক্ষ থেকে পুরোপুরি সহায়তার আশ্বাস প্রদান করে। তারপর সে

অত্যন্ত কৌতূহলবশত ও আবেগপ্রবণ হয়ে তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্যা ও জটিলতার ওপর আলোচনা করে। উজিরে অজমকে দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে প্রতিটি খারাপ কাজে তার সহযোগিতার আশ্বাস প্রদানের পর এ কর্মচারী কোনো মন্ত্রী অথবা অ্যাসেম্বলি সদস্যের খেদমতে গিয়ে হাজির হতো এবং বলত–

: জনাব, আমি আপনাদের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

: তা আবার কী জন্য?

: আপনারা উজিরে আলার কাছে আমার জন্য সুপারিশ করেছিলেন।

: আমরা তোমাকে আমাদের দোস্ত বলে মনে করি। আর বন্ধুর সহযোগিতা করা প্রতিটি ভদ্রলোকের কর্তব্য।

: জনাব, আমি আপনাদের কী খেদমত করতে পারি?

: আমি আপনাদের ওপর কোনো অযাচিত বোঝা চাপিয়ে দিতে চাই না। হ্যাঁ দেখুন, যদি শেষ পর্যন্ত নির্বাচন হয়, তাহলে মহামান্য সম্রাটের এ প্রত্যাশা হবে যে আমিও যেন তাতে অংশগ্রহণ করি। আর আমার ভয় হচ্ছে, আমার এলাকায় অমূক অমূক লোক জনগণকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলবে।

কর্মচারী জবাবে বলত : জনাব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। যখন সময় আসবে, তখন তাদের বন্দোবস্ত করে দেওয়া যাবে।

হয়তো জনগণ অমূক অমূক লোককে আমার প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করে দেবে।

: জনাব, আপনি কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না। তার বন্দোবস্ত ও যথাযথ ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

: আপনার দপ্তরের অমূক পদাধিকারী তার বিশ্বস্ততার ওপর খুবই গর্বিত। এমনকি আমি শুনেছি, জনগণের সঙ্গে সে বেশি মিলমিশ রাখে।

: মহোদয়, আজই তার উন্নতির গতি রোধ করে দেওয়া হবে।

: আমার এক ভ্রাতুষ্পুত্র কয়েকবার ফেল করার পর স্কুল ছেড়ে পালিয়ে গেছে। যদি তার জন্য কোনো উপযুক্ত চাকরির ব্যবস্থা হয়ে যেত, তবে খুবই ভালো হতো।

: মহাত্মন, যদি আপনি পছন্দ করেন, তাহলে তাকে সে স্কুলেরই ম্যানেজার পদে নিয়োগ করে দেওয়া যেতে পারে।

শুকরিয়া : আপনাকে ধন্যবাদ। আমি আমার অমূক অমূক কারবার আমার গৃহিণী ও অমূক অমূক ঠিকাদারি আমার সন্তানদের নামে হস্তান্তর করে দিয়েছি। এখন আমার নিজের আয়-উপার্জন ও অর্থনৈতিক আমদানির পথ খুব সীমিত হয়ে

গেছে।

অফিসার জবাব দিতেন : জনাব, যদি আপনার পছন্দ হয়, তাহলে আমি আপনাকে আরো কয়েকটি ঠিকাদারি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি।

: আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু আজকাল জনগণ খুবই উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত। তাই আমি চাচ্ছি এ ঠিকাদারি আমার ভাবি জামাতার নামে করে দিন।

: বহুত আচ্ছা, খুব ভালো। এবার আমারও একটা দরখাস্ত আছে।

: সেটা আবার কী?

: মহোদয়, জাঁহাপনা, আপনি যখন পুনরায় মন্ত্রী হয়ে যাবেন, তখন এ অধম খাদেমের প্রতি একটু খেয়াল রাখবেন।

মন্ত্রণালয় আর মন্ত্রণালয়

পুরাতন দুর্গ ও শাহী মহলের পরিধি ছিল কয়েক বর্গ মাইল। কিং সায়মনের সবচেয়ে বড় নির্মাণ বিষয়ক কৃতিত্ব ছিল এই যে তিনি শহরের বিস্তীর্ণ এলাকার জন্য বসতি উচ্ছেদ করে দিয়ে আশপাশের কয়েকটি মহল্লা হুকুমদখলের মাধ্যমে কেল্লার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। ফলে এখন এটার আয়তন পূর্বের তুলনায় চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিকাংশ সরকারি পরিদপ্তর যা এত দিন দুর্গের বাইরে ছিল, সেগুলোকে এখন কেল্লার মধ্যে স্থানান্তর করে দেওয়া হয়েছে। যেসব মন্ত্রী ও ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্যরা যারা মহামান্য সম্রাটের বিশেষ মেহমানরূপে ছোট ছোট তাঁবুতে বসবাস করতে ছিলেন, তাঁরা এখন গিয়ে প্রশস্ত কোয়ার্টারে স্থনান্তর হয়ে গিয়েছিলেন। বাহ্যত মহামান্য বাদশাহ সারা দেশের শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর বাদশাহী–শাহী বাসভবন থেকে নিয়ে কেল্লার চার দেয়াল পর্যন্তই ছিল সীমাবদ্ধ। যেখানে বর্তমান ও সাবেক মন্ত্রীরা ও অ্যাসেম্বলির সদস্যরা অত্যন্ত নিম্নস্তরের চাকর-বাকরের মতো তার আগে-পিছে ছোটাছুটি করতেছিল। যেখানে জাঁহাপনাকে বাদশাহর পরিবর্তে শাহানশাহ বা রাজাধিরাজ উপাধিতে সম্বোধন করা হতো এবং জনগণের ওপর স্থায়ী কর্তৃত্ব লাভ করার জন্য নিত্যনতুন প্রস্তাব, কুমন্ত্রণা ও ষড়যন্ত্র পাকানো হতেছিল। যেখানে সূর্যাস্তের পর থেকে শুরু করে অর্ধ রাত পর্যন্ত চলত জুয়ার আসর। যে খেলায় হেরে যেত, তাকে বাদশাহ বাহাদুর অকপটে জনগণের রক্ত শোষণ করার জন্য অভিনব সুদক্ষ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া শিখিয়ে দিত। আবার যে জিতে যেত, তাকে মহামান্য সম্রাটের সঙ্গে বাজি রাখতে হতো। যেখানে সম্ভবত মহামান্য বাদশাহই জিতে যেতেন। আর তাঁর জেতার কারণ ছিল এই যে তিনি ছিলেন দরবারের সেরা খেলোয়াড় বরং আরো অগ্রসর হয়ে বলতে গেলে বলতে হয়, তার জয় লাভের প্রকৃষ্ট কারণ ছিল এই যে জাঁহাপনা যে পরিমাণ বাজি জিতে সন্তুষ্ট হতেন, সে পরিমাণ বাজিতে হেরে যাওয়ার জন্য অন্যান্য জুয়াড়িরা উত্তেজিত হয়ে উঠত। একবার একজন হুঁশিয়ার মন্ত্রী তাঁর কাছে থেকে খুব মোটা পরিমাণ অর্থের এক দাও জিতে গিয়েছিলেন। মহামান্য সম্রাট রাতের মাঝামাঝি সময় এ নির্দেশ হেঁকেছিলেন যে তার মুখে চুনকালি মেখে তাকে গাধার পিঠে সওয়ার করে দিয়ে ব্যান্ড পার্টির সঙ্গে মহলের বাইরে বের করে দেওয়া হোক। তারপর থেকে

মহামান্য সম্রাটের সব সঙ্গী সর্বদা তাদের অন্যায় অবৈধ উপার্জনের বেশি থেকে বেশি পরিমাণ কালো পয়সা হাত ছাড়া করার মহতী ব্রত নিয়ে! সম্রাটের সঙ্গে জুয়া খেলায় হেরে যাওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করত।

হিজ ম্যাজেস্ট্রি খেলা চলাকালীন সাধারণত মদের সাগরে আকণ্ঠ নিমর্জিত হয়ে থাকতেন। ফলে যখন তিনি মদের নেশায় বুঁদ হয়ে কোনো ভুল চাল দিতেন, তখন তাঁর প্রতিপক্ষ তাঁর চোখকে ফাঁকি দিয়ে এবং তাঁর দৃষ্টি এগিয়ে তাঁর ঘুঁটি সঠিক জায়গায় নিয়ে রেখে দিত। এদিকে মহামান্য সম্রাট তাঁর বিজিত অর্থের একটা অংশ নির্বাচনী ফান্ডে জমা করিয়ে দিতেন। এই তহবিল গঠনের উদ্দেশ্য ছিল এই যে যদি কোনো দিন নির্বাচন অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে, তখন যাতে জনগণকে তাদের ভোটের মূল্য নগদ অর্থে আদায় করে দেওয়া যায়। ওয়াকিবহাল মহল এই তহবিলকে 'সায়মন্ড ফান্ড' নামে অভিহিত করত। যে কেউ এই ফান্ডে তার উপার্জনের শতকরা বিশ ভাগ দেওয়ার নজরানা পেশ করত, তাকে প্রত্যেক জায়েজ-নাজায়েজ কারবার ও লুটতরাজ পরিচালনা করার ব্যাপক অনুমতি দিয়ে দেওয়া হতো।

সাদা উপদ্বীপকে ক্ষুধা-দারিদ্র্য, অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ও অন্যায়-অপরাধের নেয়ামত দ্বারা ধন্য করার পর মহামান্য বাদশাহ যারপরনাই মানসিক প্রশান্তি বোধ করছিলেন। ফলে এখন মন্ত্রণালয় গঠন করা এবং মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়া কিংবা মন্ত্রিপরিষদে ব্যাপক রদবদল করা মহামান্য সম্রাটের জন্য একটা চিত্তাকর্ষক খেলায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। যেহেতু এই মন্ত্রিসভাগুলোর বয়স কয়েক মাস, এমনকি কোনো কোনো সময় সপ্তাহ থেকে বেশি হতো না। এ কারণে সাদা উপদ্বীপের কোনো ঐতিহাসিক আগত প্রত্যাগত মন্ত্রী সাহেবদের মহান নামের কোনো তালিকা তৈরি বা সংরক্ষণের কোনো প্রয়োজন বোধ করেনি। কোনো কোনো স্মরণিকায় ছোট বড় যেসব মন্ত্রীর নাম উল্লেখ করা হতো, তাঁদের নাম অত্যন্ত নির্দয়ভাবে মুছে ফেলা হতো। মহামান্য সম্রাট এ ব্যাপারে খুবই নিশ্চিন্ত প্রশান্ত ছিলেন যে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা তাঁকে তাদের প্রয়োজন পূরণকারী এবং পৃষ্ঠপোষক বলে মনে করে। তার অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত হয়ে থাকে। বিরোধী দলের কতিপয় সদস্য মহামান্য বাদশাহর বংশপ্রিয়তায় অসন্তুষ্ট হয়ে পদত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। অবশিষ্ট কয়েকজন সদস্যের বিরোধিতা মহামান্য সম্রাটের জন্য কোনো প্রকার অশ্বস্তির কারণ ছিল না। তাদের মধ্য থেকে কেউ যদি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির অধিবেশনে সরকারের গৃহীত কোনো নীতি বা অনুসৃত কোনো পদ্ধতির সমালোচনা করত, তাহলে তার আর রক্ষা ছিল না। সায়মনের অনুরাগী বিড়াল,

মোরগ, কুকুর ও গর্দভগুলো উচ্চ শব্দে চিৎকার দিয়ে তাকে চুপসে দিত। এর ফল দাঁড়িয়েছিল যে কিছুদিন পর বিরোধী দলের বাদবাকি সদস্যরাও ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির কার্যকলাপ ও কর্মতৎপরতায় কোনো সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা ছেড়ে দিল।

মহামান্য সম্রাট এই ঘাটতি পুরো করার জন্য প্রবাবশালী দলগুলোকেই বহু উপদল ও প্রতিদলে বিভক্ত করে দিলেন। আর তাঁর এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণের কারণ এই ছিল যে তাঁর নিকট তাঁর ধামা-ধরা, চাটুকার ও 'জি-হুজুরির' ঐক্য ও অপছন্দনীয় হতো। এসব পার্টি জনসাধারণের পরিবর্তে দেশব্যাপী অপরাধপ্রবণ লোকদের প্রতিনিধিত্ব করত। এক পার্টির লিডার ছিল দেশের স্বনামধন্য ও প্রখ্যাত স্মাগলার, অপর দলে নেতাকে সারা দেশে পকেটমারদের উস্তাদ বলে মনে করা হতো। তৃতীয় পার্টির নেতা জুয়াড়িদের অগ্রণী ও অগ্রজ ছিল। এভাবে অন্যান্য পার্টির নেতারাও অপরাধপ্রবণ লোকদের কোনো না কোনো পক্ষের স্বার্থের সংরক্ষণ করত। মহামান্য সম্রাট জনগণকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে রাখাল, কৃষক, জেলে ও মজুরদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ও কয়েকটি পার্টি বানিয়ে রাখা হয়েছিলে। কিন্তু এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক দৃষ্টি রাখা হচ্ছিল যে পার্টির নাম যা-ই হোক না কেন, তার নেতা, কর্মী বা সদস্যদের কারো জনগণের স্বার্থ চিন্তায় বেশি মাতামাতি ও উচ্চবাচ্য যেন করতে না পারে।

২

মহামান্য সম্রাট বিভিন্ন পার্টি গঠনের দায়িত্ব তাঁর নিজের হাতেই রেখে দিয়েছিলেন। দলগুলো গঠন করার পর তিনি কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে সেই পার্টিগুলোর আকৃতি ও প্রকৃতিতে রদবদল করতে থাকতেন। এমন লোকদের ওপরই ছিল তাঁর সীমাতিরিক্ত ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা, যারা একই অবস্থানে স্থায়ী হয়ে থাকতেন। এ জন্য তিনি কোনো লোককে এই পরামর্শ দিতেন যে তুমি গিয়ে অমুক দলে যোগদান করো। তার পরদিন তাকেই আবার এই প্রস্তাব দেওয়া হতো যে তুমি এই পার্টি ত্যাগ করে অন্য কোনো দলে গিয়ে ভিড়ে যাও। তাহলে তোমাকে মন্ত্রী বানিয়ে দেওয়া হবে। আবার যে লোক মন্ত্রিত্বের খাতিরে দল পরিবর্তন করা পছন্দ করত না, তাকে মহামান্য বাদশাহর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর ভোট পেশ করা হতো। যখন এক পার্টির মন্ত্রিসভা গঠিত হতো, তখন মহামান্য বাদশাহ কিছু দিন আরাম করতেন। তারপর হয়তো

দেশের বৃহত্তর স্বার্থে কোনো নতুন পার্টিকে মন্ত্রিত্বের শীর্ষে নিয়ে আসতেন, নয়তো কোনো না কোনো অজুহাতে কিছুসংখ্যক উজিরকে বরখাস্ত করে দিতেন, যারা মন্ত্রিত্বের টোপ গেলার জন্য সর্বদা নিজের পার্টি ছেড়ে দিতেও সর্বন্তকরণে প্রস্তুত থাকত।

মহামান্য সম্রাটের সুদীর্ঘ পাঁচ বছরের শাসনকালে একাধারে মন্ত্রিপরিষদে, কূটনীতি ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদমর্যাদা লাভের জন্য পার্টি পরিবর্তনের ব্যাধি এত বেশি ব্যাপক হয়ে গিয়েছিল যে স্বয়ং মহামান্য বাদশাহরও এটা স্মরণ থাকত না যে কোন লোক কোন পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। যদি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির অধিবেশন আহ্বান করা হতো, তখন প্রত্যেক পার্টি পৃথক পৃথক সারিতে আসন গ্রহণ করত। প্রত্যেক সারির সম্মুখে পার্টির নামের প্লেট লাগিয়ে রাখা হতো। তারপর অধিবেশন চলাকালে এই সারিগুলোর মধ্যে রদবদল শুরু হয়ে যেত। একজন প্রতিনিধি তার সারি থেকে উঠে গিয়ে অপর সারিতে বসে পড়ত। তখন এর অর্থ এই ধরে নেওয়া হতো যে সে তার দল বদল করে ফেলেছে। অধিবেশন চলাকালীন প্রথম সারি থেকে গিয়ে দ্বিতীয় সারিতে বসার প্যারেড চলতে থাকত। মহামান্য সম্রাট গ্যালারিতে বসে অধিবেশনের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করতেন। অ্যাসেম্বলির সদস্যরা কৌতূহল ভরা দৃষ্টিতে জাহাপনার দিকে দেখত। যখন তিনি কারো দিকে অঙ্গুলি তুলে ইঙ্গিত করতেন, তখন সেখানকার এক পুরো সারিতে পলায়নী তৎপরতা শুরু হয়ে যেত। সদস্য মহোদয়রা নিজ নিজ আসন ছেড়ে দিয়ে অপর সারিতে গিয়ে বসে পড়তেন। মহামান্য সম্রাটের চেহারায় মুচকি হাসির আভা পরিদৃষ্ট হতো আর সারি পরিবর্তনকারী সদস্যরা মনে করতেন যে তাঁরা মন্ত্রিত্বের তামাশার উজ্জ্বল সম্ভাবনার খুব কাচাকাছি পৌছে গেছেন।

একদিন অ্যাসেম্বলির পরিচালক এই উপদেশ দান করলেন যে যখন মেম্বার মহোদয়রা তাঁদের আসন পরিবর্তন করেন, তখন তাঁদের পায়ের আওয়াজ মহামান্য বাদশাহর কান মোবারকে খুবই অশ্বস্তিকর বোধ হয়। মেম্বারদের ওপর এই আদেশের প্রতিক্রিয়া এই হলো যে তারা জুতা খুলে হাতে নিয়ে নিতেন আর নাঙা পায়ে এক আসন থেকে অন্য আসনে গিয়ে বসে পড়তেন।

কিছুক্ষণ পর মহামান্য সম্রাটের মেজাজ বিগড়ে গেল। তা তিনি অ্যাসেম্বলির অধিবেশনের নীতিপদ্ধতি সম্বোধন করার প্রয়োজন বোধ করেন। তিনি অ্যাসেম্বলি হলকে একটা সার্কাসে রূপান্তরিত করার নির্দেশ দিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই হলের দুই বিপরীত প্রান্তে দুটি প্রশস্ত গ্যালারি নির্মিত হয়ে গেল এবং ছাদের ওপর কতিপয় ঝোলা ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। অ্যাসেম্বলির সদস্যরা

বাজিকরদের মতো ঢিলাঢালা পোশাক পরিধান করে গ্যালারিগুলোতে দাঁড়িয়ে যেতেন। প্রত্যেক পার্টির নেতা একেকটা থলে হাতে ধরতেন। স্পিকার ছাদের কাছে এক ফাঁকে বসে তাঁর দায়িত্ব পালন করছিলেন। তাঁর সম্মুখে একটি সৌন্দর্যমণ্ডিত ছাদসংলগ্ন গবাক্ষ থেকে মহামান্য সম্রাট তাঁর বাজিকরদের অভিনয় প্রত্যক্ষ করছিলেন। সদস্যদের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করার জন্য কার্পেটের ওপর একটি জাল টেনে দেওয়া হতো। অধিবেশনের কর্মতৎপরতা চলাকালে মন্ত্রিসভা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্যতা ও অনির্ভরযোগ্যতার চুক্তির ওপর আলোচনা-পর্যালোচনার সঙ্গে সঙ্গে পার্টি পরিবর্তনের খেলাও চলতে থাকত। এক পার্টির সদস্য তাঁর লিডারের হাত থেকে থলে ছিনিয়ে নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতেন এবং পলকের মধ্যেই ত্রিশ-চল্লিশ ফুটের খালি জায়গা ডিঙ্গিয়ে দ্বিতীয় গ্যালারিতে পৌঁছে যেতেন। কখনো কখনো পাঁচ-দশজন সদস্য একই সময় থলে ধরে গ্যালারির দিকে গিয়ে পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করত। কিন্তু পথিমধ্যেই তার নিয়ত পরিবর্তন হয়ে যেত। আর অমনি সে অপর গ্যালারিতে হাত লাগানো ব্যতীতই সেই থলের ওপর করেই ফেরত আসত। কৌতূহলীরা নিচে জমা হয়ে এ খেলা দেখত আর এ লোকদের কৃতিত্বের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করত।

কয়েক মাসের মধ্যে সেই লোকগুলো বাজিকরী বিদ্যায় এতদূর পারদর্শী হয়ে গেল যে তার থলে হাত দিয়ে ধরার পরিবর্তে পায়ে জড়িয়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে যেত। এ বিষয়ে আরো ব্যুৎপত্তি অর্জন করলে তারা ঝোলার সঙ্গে উড়তে উড়তে কত উল্টা-সিধা ডিগবাজি খেতে সক্ষম হতো।

একবার এক জাপানি সার্কাসের নাম করা বাজিকর সাদা উপদ্বীপে ভ্রমণ ব্যাপদেশে অগমন করে। তখন মহামান্য সম্রাট তাঁকে তাঁর অ্যাসেম্বলি সদস্যরা ও মন্ত্রিত্বের কৃতিত্ব দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানান। জাপানি বাজিকর একজন বৃদ্ধ লোকের ডিগবাজিতে প্রভাবিত হয়ে মহামান্য সম্রাট বললেন : আলমপনা এ বৃদ্ধ জোয়ানদের মাত করে দিচ্ছে। আমাদের সার্কাসে একজন উত্তম বাজিকরের জন্য আসন খালি আছে। যদি আপনি সম্মত হন, তাহলে আমি তাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব। আমাদের সার্কাস শিগগিরই ইউরোপ ও আমেরিকা যাচ্ছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেখানে এ দেশের কৃতিত্ব খুব পছন্দ করা হবে। আর এত সাদা উপদ্বীপের সুখ্যাতি ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

মহামান্য সম্রাট জবাব দিলেন : এমন সফলকাম ও কৃতিত্বের অধিকারী লোকের আমার এখানেই বেশি প্রয়োজন। আমি তাকে প্রধানমন্ত্রীর পদ প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। যদি আজ কিংবা কাল হাড়-পাঁজর ভেঙে না যায়, তাহলে পরশু

সে হবে আমার ত্রিশতম প্রধানমন্ত্রী। তুমি যদি চাও, তবে আমার বর্তমান উজিরে আজমের সঙ্গে লেনদেন করতে পারো। পরশু দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তাঁর মন্ত্রিত্বের দুই সপ্তাহ পুরো হয়ে যাবে। আর আমাদের পক্ষ থেকে তাতে তোমাদের সার্কাসে চাকরি করার অনুমতি থাকবে।

জাপানি বাজিকর বলল : আরে না জনাব, এরূপ কৌশলী তো আমাদের সার্কাসেই বর্তমান রয়েছে।

সায়মন জবাব দিলেন : তুমি যদি এ বুড়োর খেদমতই লাভ করতে চাও, তাহলে তোমাকে আগামী পনেরো-বিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর এ সময়ের মধ্যেই আমি তাকে ওজারতের পদ থেকে পদচ্যুত করে দেব।

৩

মহামান্য সম্রাট মন্ত্রীপ্রবরদের বরখাস্ত করার সময় প্রতিবারই তাঁর প্রিয় প্রজাদের নামে এক গুরুত্বপূর্ণ পয়গাম প্রচার করতেন। এই বিবৃতিতে বরখাস্ত হয়ে যাওয়া মন্ত্রিত্বের অযোগ্যতা, অবিশ্বস্ততা, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, ঘুষখোরী আর দেশের মানসম্মান ও নিরাপত্তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আরোপ করা হতো। নবনিযুক্ত উজিরে আজম সাধারণত জনগণের জন্য সম্পূর্ণ অপরিচিত হতেন। কিন্তু কেবিনেটে অর্ধেকেরও বেশি প্রাক্তন মন্ত্রিত্বের কুখ্যাত সদস্যদের নেওয়া হতো। আর যে কয়জন নতুন লোক শামিল করে নেওয়া হতো, তাদের সেই লোকদের ইচ্ছা ও মর্জি অনুযায়ী চলতে হতো। যেসব লোক কিং সায়মনের সঙ্গে তাদের ভভিষ্যৎ জড়িত ও সম্পর্কিত করে নিয়েছিল, তাদের কাছে কয়েক দিনের মন্ত্রিত্ব ও আল্লাহ তায়ালার সর্বাপেক্ষা বড় ইনাম বলে বোধ হতো। কিন্তু নতুন নতুন লোক কয়েক দিনের কর্তৃত্বের বিনিময়ে জনগণের দৃষ্টিতে সব সময়ের জন্য অভিশপ্ত হয়ে যাওয়া পছন্দ করত না। মহামান্য সম্রাটের জন্য প্রত্যেক মন্ত্রিসভায় কিছুসংখ্যক নতুন মুখ অন্তর্ভুক্ত করা ছিল বাধ্যতামূলক।

কয়েকবার তো এমনও হয়েছে যে কোনো কোনো ভদ্র ও সভ্রান্ত লোকের কাছে মহামান্য সম্রাটের পক্ষ থেকে মন্ত্রিসভায় শামিল হওয়ার জন্য দাওয়াত পৌছানো হয়েছে। আর অমনি তারা রাতের মধ্যেই দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। তারপর মহামান্য বাদশাহর কৌশল এই ছিল যে তিনি নতুন লোককে মন্ত্রিত্বের আমন্ত্রণ

জানানোর আগে একদল পুলিশ পাঠিয়ে তাকে মহলে ডেকে নিয়ে আসত এবং তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত শাহী মেহমানখানায় রেখে দেওয়া হতো, যতক্ষণ না সে তার দুর্বল ও ক্ষীণ স্কন্ধের ওপর মন্ত্রিত্বের বোঝা তুলে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেত।

যে সময় মহামান্য সম্রাট তাঁর পঁচিশতম মন্ত্রীর পদচ্যুতি চাচ্ছিলেন, সে সময় দেশব্যাপী যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। জায়গায় জায়গায় জনসভা ও মিছিল হচ্ছিল। পুলিশ কিং সায়মনের বিরুদ্ধে জনগণের উত্তেজনা প্রশমিত করতে অপারগ হয়ে পড়ে। মহামান্য সম্রাট জনগণকে বিশ্বস্ততার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য এমন এক ব্যক্তিকে উজিরে আজম বানানোর প্রয়োজন বোধ করলেন, যাকে জনগণ তাদের পক্ষপাতি বলে মনে করত। এই ব্যক্তির নাম ছিল চিকমিক। চিকমিক ছিল শহরের একজন নামকরা ব্যবসায়ী। মহামান্য বাদশাহর গুপ্তচর, যাকে তার চার পরিধি জেনে নেওয়ার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, বলেছিল যে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও চিকমিকের অতীত এমন হয় যে সে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে মহামান্য বাদশাহর বিরাগভাজন হতে পারে। সুতরাং একদিন মহান সম্রাটের পক্ষ থেকে মাস্টার চিকমিককে খানার দাওয়াত দেওয়া হলো। দস্তরখানে মাদাম লুইজাহ ব্যতীত সাবেক মন্ত্রীরাও উপস্থিত ছিলেন, যাঁদের মহামান্য সম্রাট প্রত্যেক দুঃসময়ে স্মরণ করতেন। খানার সময় কিছু দস্তরখানের ওপর এদিক-সেদিকের কথাবার্তা বলার পর মহান সম্রাট হঠাৎ মাস্টার চিকমিকের চেহারার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলতে লাগলেন : মাস্টার মিচমিক, আমি তোমাকে একটা সুসংবাদ শোনাতে চাই। আমার প্রজাদের উজিরে আজমরূপে তোমার খেদমতের প্রয়োজন।

মুখের গ্রাস মাস্টার চিকমিকের গলায় আটকে গিয়েছিল। সে তাড়াতাড়ি এক ঢোক পানি পান করে ওই বকরির মতো, যার ঘাড়ে হঠাৎ ছুরি রেখে দেওয়া হয়েছে। সে আলমপনার দিকে তাকাল এবং বলতে লাগল : জাঁহাপনা, আমাকে একজন গণক বলেছিলেন যে আমার ওপর কোনো বড় রকমের মুসিবত আপতিত হওয়া অত্যাসন্ন।

মহামান্য সম্রাট বললেন : তুমি প্রধানমন্ত্রিত্বকে একটা মুসিবত বলে মনে করো?

চিকমিক : আলমপনা, আমি আপনার অধম গোলাম। আমার জন্য এই সম্মানই যথেষ্ট।

একজন সাবেক উজিরে আজম বললেন : মাস্টার চিকমিক, আজ পর্যন্ত কারো মহামান্য সম্রাটের চোখে চোখ রেখে প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়ার

দুঃসাহস হয়নি।

মাস্টার চিকমিক আপাদমস্তক নত করে দিয়ে বললেন : আলমপনা, যদি আমার চক্ষু থেকে কোনো বেআদবি প্রকাশ পেয়ে থাকে, তাহলে আমি তা বের করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। তথাপি আমার সঙ্গে এমন মশকরা করবেন না।

সায়মন বললেন : আমি পুরো গাম্ভীর্যতা সহকারে তোমাকে আমার সালতানাতের সর্বাপেক্ষা বড় পদ পেশ করছি।

চিকমিক : খিলখিল করে বলল : মহাত্মন, যদি আমি কোনো অপরাধ করে থাকি, তাহলে আমাকে বেত লাগিয়ে দিন। কয়েদখানায় পাঠিয়ে দিন। আমার মুখে ছাই লাগিয়ে দিন, আর আমাকে গাধার ওপর সওয়ার করে অলিগলিতে ফেরান। কিন্তু তথাপি আমাকে উজির বানানোর শাস্তি দেবেন না। আমি সব সময়ের জন্য আমার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে ছেড়ে দিতে পারব না। আমি জনগণের সফঙ্গ জীবিত থাকতে চাই এবং নিজের স্বাভাবিক জীবন পুরা করার পর তাদেরই কবর স্থানে অন্তিম শয্যা রচনা করতে চাই।

কিং সায়মন তার পকেট থেকে এক টুকরা কাগজ বের করে দেখলেন এবং তারপর চিকমিকের প্রতি লক্ষ করে বলতে লাগলেন : তুমি জনসাধারণকে ধোঁকা দিতে পারো কিন্তু আমাকে বেকুব বানাতে পারো না। সত্য করে বল তো, সাদা উপদ্বীপে আমার আগমনের আগে তুমি সরকারি কর্মচারী ছিলে কি না?

চিকমিক : জি জাঁহাপনা, আমি তখন একজন সাধারণ পুলিশ অফিসার ছিলাম।

সায়মন : তুমি ঘুষখোরীর অপরাধে পদচ্যুত হয়ে ছিলে এবং তোমার ছয় মাসের জেল হয়েছিল এটা কি ঠিক?

চিকমিক : আপনি সঠিক ও যথার্থ বলেছেন আলমপনা।

সায়মন : সুশীলং যখন উজিরে আজম ছিলেন, তখন তোমাকে অফিসের ঠিকাদারি দেওয়া হয়েছিল কি?

চিকমিক : বড় হক কথা বলেছেন, জাঁহাপনা!

সায়মন : অধিকন্তু তুমি মাস্টার সুশীলং থেকে অফিসে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ভেজাল দেওয়ার অনুমতিও লাভ করেছিলে।

চিকমিক : সম্পূর্ণ সত্য কথা আলমপনা। কিন্তু মাস্টার সুশীলং অন্যান্য দোকানিদের শতকরা এক শ ভাগ ভেজাল দেওয়ার পারমিটও দিয়ে রেখেছিল।

সায়মন : তুমি অনুমোদন ব্যতীতই শতকরা এক শ ভাগ ভেজালদুষ্ট করে

নিয়েছিলে?

চিকমিক : বিলকুল ঠিক কথা, আলমপনা।

সায়মন : তারপর তুমি আনাজ ক্রয়-বিক্রয়ের কারবার শুরু করেছিলে?

চিকমিক : জি জাঁহাপনা, তার কারণ ছিল আফিম বিক্রির প্রতি আমার ঘেন্না ধরে গিয়েছিল।

সায়মন : তুমি এখান থেকে দুই জাহাজ চাল কালো উপদ্বীপের কোনো ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলে আর সেখান থেকে দুই জাহাজ ভর্তি পচা-গলা আনাজ এ দেশে নিয়ে এসেছিলে।

চিকমিক : ঠিক ধরেছেন জাঁহাপনা। কিন্তু আপনার হয়তো জানার সুযোগ হয়নি যে এ ব্যবসায় স্বয়ং খাদ্যমন্ত্রী মহোদয় আমার সঙ্গে অংশীদার ছিলেন।

সায়মন : আমার বিলক্ষণ জানা আছে। এখন তুমি বলো যে মাস্টার ইচুলিচুর মন্ত্রিত্বের আমলে তুমি তিন-তিনটি হাসপাতালের ইমারত নির্মাণের ঠিকাদারি নিয়েছিলে?

চিকমিক : নিয়েছিলাম, জাঁহাপনা।

সায়মন : এখন সে ইমারতগুলো কোথায়?

চিকমিক : মহামান্য সম্রাট, নির্মিত সে দালানগুলো সে বছরই বর্ষার মৌসুমে ধসে পড়ে গিয়েছিল।

সায়মন : কেন পড়ে গিয়েছিল?

চিকমিক : আলমপনা, সে বিল্ডিংগুলো ধসে পড়ার কারণ ছিল এই যে একজন উজির ছিলেন আমার ভাগিদার। আর তিনি কিনা বেশি থেকে বেশি মুনাফা বানানোর জন্য আমাকে সিমেন্টের পরিবর্তে শুধু বালু ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

সায়মন : এতসব নেপথ্য কাহিনী সত্ত্বেও তুমি কিনা এখন উজিরে আজমের পদ অলংকৃত করতে অস্বীকার করছ।

চিকমিক : আলমপনা, আমি আপনাকে এ মর্মে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে আমি আমার অতীত সব গুনাহ খাতা ও অন্যায়-অপরাধ থেকে তওবা করে নিয়েছি। আমি আমার কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে আমার সারা জীবনের হারাম কামাই সব জনসাধারণের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছি।

সায়মন : তোমার জানা আছে যে তুমি আমার নির্দেশ অমান্য করে এ দেশে

শান্তি ও আরামে জীবনযাপন করতে পারবে না।

চিকমিক : জি জাঁহাপনা, আমি ভালোভাবেই জানি, এখন আর এ দেশে কোনো ভদ্র সভ্রান্ত লোক নিরাপদে বসবাস করতে পারবে না।

সায়মন : আমি তোমাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের শাস্তি দিতে পারি।

চিকমিক : মহোদয়, তাতে কোনো লাভ হবে না। আমি ওই লোকদের অন্তর্গত, যাদের কাছে জাঁহাপনার ছত্রছায়ায় স্বাধীন জীবন সশ্রম কারাবাস অপেক্ষাও অধিক কষ্টদায়ক বলে মনে হয়ে থাকে।

সায়মন : এখন তোমার মতো আতঙ্কজনক লোক জনগণের কাছে যাওয়া ঠিক নয়। আমার দৃঢ় আস্থা রয়েছে যে তুমি বিদ্রোহীদের ওই দলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখো, যা আগামী দিন আমার বিরুদ্ধে বিপজ্জনক ও উত্তেজনাকর রিপলেট ও ইশতেহার প্রচার করবে।

চিকমিক : আলমপনা, আপনি কি আমাকে বন্দি করতে চাচ্ছেন?

সায়মন : আমি শুধু এ টুকু চাই যে তুমি কেল্লার চার দেয়ালের বাইরে যেতে পারবে না। তার পরও তুমি যদি আমার একটা প্রশ্নের সঠিক জবাব দাও, তাহলে তোমার জন্য কয়েক জীবন বেশি কষ্টদায়ক হবে না। একটা প্রশস্ত খুঁটি ছাড়াও শাহী লঙ্গরখানা থেকে তোমার দুই বেলার খানা মিলে যাবে। অন্যথায় তোমাকে কোনো সাধারণ সরকারি তন্দুরের রুটি দেওয়া হতে থাকবে। আর তোমার চেহারা বলছে যে কোথাও থেকে তোমার খাঁটি আটার রুটি মিলে যাচ্ছে। অথচ তোমার হজমিশক্তি তো সরকারি রুটি কবুল করবে না।

চিকমিক : জাঁহাপনা, আমার সব দাঁত নড়বড়ে হয়ে আছে। যদি আমাকে সরকারি তন্দুরের রুটি চিবোতে বাধ্য না করা হয়, তাহলে আমি আপনার সব কটা প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে প্রস্তুত রয়েছি।

সায়মন : আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে মন্ত্রিত্ব পদ গ্রহণে তোমার অসম্মতির প্রকৃত কারণ কী?

চিকমিক : আলমপনা, আমার দাদা এক শ দশ, আর আমার বাবা নিরানব্বই বছর হায়াত পেয়েছিলেন। অথচ আমার বয়স এখন ষাট চলছে। যদিও আপনার শাসনাধীন দেশে কোনো লোকের বেশি দিন জীবিত থাকার প্রত্যাশা করা উচিত নয়। তবু এ বিষয়ের ক্ষীণতম সম্ভাবনা রয়েছে যে আমি আরো ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর জীবিত থাকব। আর আপনার সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার রাজত্বকাল শিগগিরই পুরো হয়ে যাবে। আপনার পর সে সব লোকের পরিণতি

খুবই দুঃখজনক হবে, যারা তাদের ভবিষ্যৎ আপনার সঙ্গে জড়িত করে দিয়েছে।

সায়মন : তুমি এ অনুমান কিভাবে করেছ যে আমার শাসনকাল সমাপ্তির পথে। তোমার অবশ্যই আমার বিরুদ্ধে কোনো মারাত্মক ষড়যন্ত্রের তথ্য জানা আছে।

চিকমিক : আমার কোনো চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের জ্ঞান নেই আলমপনা। আমি শুধু এতটুকু জানি, এ দেশের জনগণের সবচেয়ে পাল্লা ভারী হয়ে উঠেছে। তারা আপনাকে আর বেশি দিন বরদাশত করবে না। দেশের জাগ্রত বিবেকসচেতন জনগণের কথা বাদ দিন, আমি শিশু কিশোরদেরও বলতে শুনেছি যে আপনি অতি দ্রুত এ দেশ ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যাচ্ছেন। আপনার উজিররাই জানি না আপনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কী ভাবছেন আমার জীবন-মরণ জনগণের সঙ্গে। আমি কয়েক দিন মন্ত্রিত্বের আসনে বসার আগ্রহে সারা জীবনের জন্য তাদের অভিশাপ কুড়াতে চাই না।

একজন উজির আপত্তি জানিয়ে বললেন : মহোদয়, এই লোক আমাদের স্বার্থে আঘাত হানতে চায়। আপনি তার কথা শুনবেন না। আমরা জনগণকে সর্বদা আমাদের পেছনে লাগিয়ে রাখতে পারি।

মহামান্য সম্রাট প্রহরীদের ডাকলেন আর অমনি তারা কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থাধীন মাস্টার চিকমিককে ডাইনিং হলের বাইরে নিয়ে গেলেন। ডাইনিং হলে কিছুক্ষণ পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছিল। অবশেষে সায়মন উপস্থিত সবার দিকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন. 'এটা আমার দুর্ভাগ্য যে, আমার মতো আমার মন্ত্রীরাও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, আর ষড়যন্ত্রকারী লোকদের এই প্রপাগান্ডা করার সুযোগ মিলে গেছে যে এখন আমার বাদশাহী প্রায় পরিসমাপ্তির পথে। এই দুর্বলতার প্রতিকার জরুরি ভিত্তিতে করা আবশ্যক। আমি চাচ্ছি, মন্ত্রীপ্রবররা প্রতি সপ্তাহ পর্যায়ক্রমে জনগণের উদ্দেশে জাতীয় গণমাধ্যমগুলোতে ভাষণ দেবেন। যদি তোমরা জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করার কোনো উপায় চিন্তা করে থাকো, তাহলে আমি মাঝেমধ্যে তাদের সামনে বক্তব্য পেশ করব।

একজন সাবেক প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন–

: জাঁহাপনা, জনগণকে জমায়েত করার জন্য আমরা যে পন্থা অনুসরণ করেছিলাম, তা খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল। আমরা জনসভার দিন আশপাশের সব শহর ও বস্তিতে সরকারি তন্দুর বন্ধ করে দিতাম এবং ঘোষণা করে দিতাম যে আজ রুটি শুধু জনসভায় অংশগ্রহণকারীদেরই দেওয়া হবে। যখন ক্ষুধার্থ মানুষ সভাস্থলে বসে রুটি খাওয়া শুরু করে দিত, তখন আমাদের বক্তৃতা শোনানোর সুযোগ মিলে যেত। আমাদের প্রাথমিক বেশ কিছু অধিবেশন খুবই সফল

হয়েছিল। কিন্তু তারপর দুষ্টমতি লোকেরা বক্তব্য পেশ করার সময় সভায় হট্টগোল বাধিয়ে দিত। এখানে যদি গণ্ডগোল প্রতিরোধ করার কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে লোকজন জড়ো করা আদৌ কোনো কঠিন কাজ নয়।

সায়মন : তোমরা ভাষণ দানকারীদের নিরাপত্তার জন্য কী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলে?

উজির : আলমপনা, আমরা বক্তাদের নিরাপত্তার জন্য পনেরো ফুট উঁচু মঞ্চ তরি করেছিলাম। এই স্টেজের আশপাশে কাঁটাযুক্ত ঝোপঝাড় লাগিয়ে দিয়েছিলাম। জঙ্গলের বাইরে সশস্ত্র পুলিশ প্রহরা রত থাকত।

সায়মন : আমি আশ্চর্য যে এত চমৎকার প্রস্তাব ও পরিকল্পনা আমার এখানকার কোনো কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মাথায় কেন এল না। আমি জলসার সমগ্রিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তোমার ওপর সমর্পণ করছি। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ তোমার সঙ্গে পুরোপুরি সহযোগিতা করবে।

৪

কিছুদিন পর কেল্লার দেউড়ি কিংবা দুর্গের দহলিজের সঙ্গে একটা উঁচু মিনার নির্মিত হয়ে গিয়েছিল। শাহী ঘোষক দিন-রাত রাজধানীর অলিগলিতে ও হাট-বাজারে এই ঘোষণা নিয়ে ফিরছিল যে মহামান্য সম্রাট আগামী মাসের পহেলা তারিখে জনগণের উদ্দেশে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেবেন।

সরকারি কর্মচারীদের সরকারি উদ্যোগে আয়োজিত সব মিটিং-মিছিল ও জনসভায় হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল। প্রত্যেক বিভাগীয় প্রধানকে এই আদেশ জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি মিছিল ও জনসভায় তার অধীন আমলাদের হাজিরা নেন। জনসাধারণকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের করে সভাস্থলের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুলিশকে বিশেষ এখতিয়ার ও ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। সব কল-কারখানা ও স্কুল-কলেজ ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যাতে ছাত্র-জনতা , মজুর-শ্রমিক তথা সর্বস্তরের জনগণ তাদের প্রাণপ্রিয় শাসনকর্তার জীবন দায়িনী বক্তৃতা শুনতে পারে। এতদ্ব্যতীত জনসভায় অংশ গ্রহণকারীদের ন্যায্যমূল্যে রুটি সরবরাহ করার জন্য দেড় শ দোকানের ব্যবস্থা করা হবে। এই রুটিগুলোতে শতকরা এক শ ভাগের পরিবর্তে বেশি থেকে বেশি শতকরা বিশ ভাগ মাত্র ভেজাল থাকবে। দামও প্রচলিত বাজার

মূল্যের তুলনায় হবে শতকরা দশ ভাগ কম।

নির্ধারিত সময়ে যখন মহামান্য বাদশাহ ভাষণ দেওয়ার জন্য মিনারের ওপর আরোহণ করেন, তখন তিনি এই দৃশ্য দেখে খুবই সন্তুষ্ট হন যে পাচিলের বাইরে কয়েক শ গজ চওড়া ও তিন শ গজ লম্বা ময়দান শেষপ্রান্ত পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। তা ছাড়া আশপাশের বাড়ি ও দোকানের ছাদের ওপরও ছিল হাজার হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে। সরকারি কর্মকর্তারা জনসভার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য এত বেশি আন্তরিকতাপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করছিল যে শত শত কয়েদিকে জেলখানা থেকে বের করে আনার পর হাতে-পায়ে শৃঙ্খল পরিয়ে দিয়ে সবার সম্মুখের সারিতে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সম্রাট তার ভাষণের শুরুতেই তাঁর প্রজাদের এই সুখবর শুনিয়ে দিলেন যে এখন থেকে তোমাদের সব দুঃখ-কষ্টের অবসান হতে যাচ্ছে। আমি আমার মন্ত্রীদের এই নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি যে তারা যেন ঘরে ঘরে গিয়ে তোমাদের সমস্যাবলি চিহ্নিত করেন এবং জানতে চেষ্টা করেন।

সম্মুখের সারিতে বসা লোকেরা প্রত্যেক বাক্যের শেষে 'কিং সায়মন জিন্দাবাদ' স্লোগাণে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলছিল। কিছুক্ষণ পর দূর-দূরান্তের বাড়ি-ঘরের ছাদের ওপর সমবেত জনতার পক্ষ থেকে উচ্ছ্বসিত শোরগোল শোনা যেতে লাগল। ক্রমশ এ আওয়াজ সাগরের ঢেউয়ের মতো মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালার ন্যায় আগের সারির দিকে ধেয়ে আসতে লাগল 'কিং সায়মন ফিরে যাও', 'কিং সায়মন আমাদের অবস্থার ওপর রহম করো' প্রভৃতি গগণবিদারী স্লোগান দিচ্ছিল। কিন্তু মহামান্য সম্রাট তাঁর ভাষণের সমাপ্তি পর্যন্ত এটাই মনে করেছিলেন যে তাঁর ওপর শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতার পুষ্পবর্ষণ করা হচ্ছে। বক্তৃতা সমাপ্তির পর তিনি এ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন যে আমি আগামীতে প্রতি মাসের পহেলা তারিখে আমার প্রজদের কিছু হেদায়াতি ভাষণ শোনাব।

৫

পরবর্তী মাসে মহামান্য সম্রাট পুনরায় মঞ্চের ওপর আগমন করেন। তখন উপস্থিত শ্রোতাদের সংখ্যা আগের তুলনায় ছিল খুবই কম। তৃতীয় মাসে গিয়ে অবস্থা এই দাঁড়িয়েছিল যে সাধারণ নাগরিকদের সংখ্যা হাতে গণনা করা যাচ্ছিল, আর সরকারি আমলাদের সংখ্যাও পরিদৃষ্ট হচ্ছিল খুবই নগণ্য। মহামান্য সম্রাট পরিস্থিতির এরূপ অবণতি দেখে ক্রোধে ফেটে পড়েন এবং অগ্নিশর্মা হয়ে পুলিশ অফিসারদের শ্রোতৃমণ্ডলীর জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য হুকুম দিলেন। তিনি নিজে স্টেজে বসে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কয়েক ঘণ্টা পর পুলিশের জোয়ানরা দূর-দূরান্ত থেকে প্রায় তিন হাজার লোক তাড়া করে শাহী মহলের দরজার সামনে নিয়ে আসে। অবস্থা দেখে মহামান্য বাদশাহ খুবই নিরাশ হয়ে পড়েন এবং তিনি নিজে বক্তৃতা করার পরিবর্তে তাঁর উজিরে আজমকে সুযোগ দেওয়া অধিকতর উপযোগী বলে মনে করলেন।

প্রধানমন্ত্রী মঞ্চের ওপর গিয়ে দাঁড়াতে না-দাঁড়াতেই উপস্থিত জনতা প্রাণান্ত চিৎকার ও হৃদয়বিদারক আর্তনাদ করে পুলিশের বেষ্টনী ভেদ করে এদিক-ওদিক পালাতে লাগল। তারপর মহামান্য সম্রাট কেবিনেটের জরুরি অধিবেশন আহ্বান করলেন এবং জনসাধারণের কার্যকলাপ ও আচরণে দুশ্চিন্তা এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা প্রকাশ করেন। কোনো কোনো উজির এরূপ পরামর্শ দিলেন যে কুখ্যাত ও অপরাধপ্রবণ লোকেরাই জনগণকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে। তাই কিছু দিনের জন্য জাঁহাপনার ভাষণ দেওয়ার ধারাবাহিকতা বাদ দেওয়া উচিত। কিন্তু কিং সায়মন তাঁর প্রিয় দেশবাসীর মন জোগানোর ওপর থাকলেন অটল-অবিচল। তিনি বারবার তাদের বলতে চাচ্ছিলেন যে ঘুষখোরী, অন্যায়-অবিচার, চোরা বাজারি ও স্মাগলিংয়ের অভিশাপ এ দেশের সমাজব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়েছে। তাই আমি এসব দুর্নীতির অভিশাপ থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্তি দেওয়ার সব ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করেছি। তিনি এটাও ঘন ঘন মুখে আওড়াচ্ছিলেন যে তিনি সফেদ জাজিরাকে সর্বদিক থেকে আদর্শ রাজত্ব বানাতে চাচ্ছেন।

অতঃপর প্রায় দুই মাস সরকার মহামান্য বাদশাহর জলসা কামিয়াব ও সফলকাম করার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়োজিত থাকেন। সেই অভিসন্ধি ছিল এই যে হালের দরজার সামনে জায়গা খালি ছিল, তার

চারপাশে লৌহনির্মিত একটা মজবুত বেড়া লাগিয়ে দেওয়া হবে।

তৃতীয় মাসে হিজ ম্যাজেস্ট্রির ভাষণের আগে সাবেক ও বর্তমান মন্ত্রীরা এবং অ্যাসেম্বলি সদস্যদের ভাড়া করা গুণ্ডা বাহিনী ও পুলিশের লোকজন জনসাধারণকে চারদিক থেকে হাঁকিয়ে হাঁকিয়ে এনে সেই বেড়ির ভেতর ধাক্কা দিয়ে ফেলছিল। এ মহতি জনসভাকে সর্বাত্মক সফলকাম করার জন্য পুলিশ বিভাগের প্রায় আমলাই সেখানে সমবেত হয়েছিল। তারা জলসার স্থানে স্থানে জনগণের মাথার ওপর লাঠি উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। দেশের প্রখ্যাত ও স্বানামধন্য স্মাগলার এবং অপরাধপ্রবণ লোকেরা মহামান্য সম্রাটকে যেকোনো প্রকার জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য প্রায় পাঁচ শ গুণ্ডা বাহিনীর এক কমান্ডো জোগান দিয়েছিল। তারাই মহামান্য বাদশাহর মঞ্চের ডান ও বাঁদিকে বন্দুক উঁচিয়ে পাচিলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকত। তাদের পশ্চাতে বর্তমান ও সাবেক মন্ত্রীরা এবং অ্যাসেম্বলির সদস্যদের সারি দেখা যাচ্ছিল। মঞ্চের ওপর মহামান্য সম্রাটের দক্ষিণে ও বাঁয়ে উজিরে আজম ও পুলিশের দুজন বড় অফিসার দাঁড়িয়েছিল। হিজ ম্যাজেস্ট্রি ভাষণ শুরু করলেন। জনগণ কিছু সময় অসহায়ভাবে বসে রইল। কিন্তু যখন আলমপনা অন্যায়-অনাচার, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, সুদ ও ঘুষখোরী আর অর্থনৈতিক টানাপড়েনের প্রতিকার ও আসন্ন নির্বাচন সম্পর্কে তার সাবেক ওয়াদাগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে লাগল। তখনই জনগণের সহ্যশক্তির বাঁধন টুটে গেল। তারা তাদের কানে আঙ্গুলি ঠেসে দিতে লাগল এবং ভেড়া কবরী আর বিড়ালের মতো আওয়াজ করতে শুরু করল। অবস্থাদৃষ্টে কিং সায়মন ক্রোধে ফেটে পড়ল এবং চিৎকার দিয়ে বলতে লাগল : তোমরা শোরগোল বাধিয়ে আমাকে আমার দায়িত্ব-কর্তব্য পুরো করা থেকে বিরত করতে পারবে না। তোমাদের আমার বক্তৃতা অবশ্যই শুনতে হবে। যদি তোমরা তা না শুনো, তবে তোমাদের লাশ আমার বক্তব্য শুনবে।

জনসাধারণের ওপর মুহূর্তের মধ্যে সম্মোহনী আপতিত হয়ে গেল। তারপর এক বৃদ্ধ তার বক্ষের ওপর সজোরে হাত মারতে মারতে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হলো এবং উচ্চ স্বরে চিৎকার করে বলতে লাগল : সায়মন, তুমি একজন প্রতারক, প্রবঞ্চক, স্বৈরাচারী ও স্বেচ্ছাচারী। আমি তোমার বক্তৃতা শুনব না। আমাকে মেরে ফেল। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে হত্যা করো। এখন আমার জন্য মৃত্যুই জীবন অপেক্ষা অধিক উত্তম।

লোকজন চারদিকে উঠে দাঁড়িয়ে গেছে। ক্রন্দন ও বিলাপ আর আহাজারির ঝংকারে বাতাস ভারী করে তুলেছে। রাগে-ক্ষোভে ও দুঃখে তারা তাদের মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলছিল। তারা তাদের বুকের ওপর আঘাত করছিল। লাউড

স্পিকারের আওয়াজ জনগণের এই গগণবিদারী শ্লোগানে হারিয়ে গিয়েছিল 'আমাদের মেরে ফেলো, আমাদের খুন করো'।

সায়মনের আওয়াজ তার কণ্ঠের মধ্যেই বসে গেল। সে চোখ ছানাবড়া করে চক্ষু কপালে তুলে নিচের দিকে দেখছিল। পুলিশের জোয়ানরা জনসাধারণের ওপর লাঠি প্রয়োগ না করে নির্বিকার হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

মহামান্য সম্রাট তাঁর উজিরে আজম ও পুলিশ অফিসারের দিকে তাকাল। একজন পুলিশ অফিসার বলল : মহাত্মন, আপনার আরাম করা আবশ্যক।

প্রধানমন্ত্রী বলে উঠলেন : না, জাঁহাপনা, আপনি যদি এখান থেকে চলে যান, তাহলে এই লোকেরা হায়েনায় পরিণত হয়ে যাবে। পাচিলের ওপর আমাদের সুসজ্জিত লোকেরা আপনার অঙ্গুলি হেলানোর জন্য অপেক্ষা করছে। কয়েকটি গুলি খাওয়ার পরই এই লোকদের মেজাজ ঠিক হয়ে যাবে। যদি আপনার অনুমতি পাওয়া যায়, তাহলে আমি তাদের নির্বিচারে ফায়ারিংয়ের নির্দেশ প্রদান করব।

অকস্মাৎ কিছু দূরে সায়মনের দিকে একটি দ্রুতগামী জিপ এগিয়ে আসতে দেখা গেল। অমনি পুলিশ অফিসার বলে উঠল : অপেক্ষা করুন, আপনি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের আগে একটু দেরি করুন। মনে হচ্ছে, প্রধান সেনাপতি আসছেন।

মহামান্য সম্রাট ক্রোধ, চাঞ্চল্য ও পেরেশানি অবস্থায় সেদিকে দেখতে লাগলেন। এরই মধ্যে জিপ দরজায় এসে থামল। পুলিশের লোক সম্মুখে আগ্রসর হয়ে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল। রাস্তা থেকে লোকজন এদিক-সেদিক সরে পড়ল। সভাস্থলে পিনপতন নীরবতা নেমে এল। জিপ ময়দান অতিক্রম করে লোহার তৈরি মজবুত দরজায় গিয়ে থেমে পড়ল। দ্বার রক্ষীরা কিছুক্ষণ ইতস্তত করার পর দরজা খুলে দিল। সেনাপতি জিপ থেকে নেমে দ্রুতপদে সোজা মহলের ভেতর প্রবেশ করল। কিছুক্ষণ পর তাকে মঞ্চের ওপর কিং সায়মনের পাশে দণ্ডায়মান দেখা যাচ্ছিল।

সেনাপতি পাচিলের উপরে সশস্ত্র লোকদের প্রতি ইশারা করে পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞেস করলেন : এরা কারা?

পুলিশের অফিসারের পরিবর্তে উজিরে আজম জবাব দিলেন : এরা আমাদের রক্ষীবাহিনী।

সায়মন বললেন : যদি তুমি রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করতে অসম্মতি প্রকাশ

না করতে, তাহলে আজ আমার এই লোকদের প্রয়োজন হতো না।

সেনাপতি পুলিশ অফিসারের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন : তুমি পুলিশকে নির্দেশ দাও, যেন সে তাদের মুক্ত করে দেয়।

তারপর তিনি সায়মনের দিকে তাকিয়ে বললেন : না, আমার দায়িত্ব দেশের শান্তিশৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান। এখন আমি এ জন্য এখানে এসেছি যে এই পরিস্থিতি দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার কারণ হতে পারে।

সায়মন বললেন : তোমার জানা নেই যে এই লোকদের উদ্দীপনা ও উত্তেজনা কী পরিমাণ বেড়ে গেছে যে তারা আমার বক্তব্য শুনতেও প্রস্তুত নয়!

সেনাপতি জবাবে বললেন : এই ভুখা-নাঙ্গা মানুষগুলোকে আপনার বক্তৃতা শোনানো আমার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়।

উজিরে আজমে এই লোকেরা বিদ্রোহ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে। অতএব, আমার ফৌজ আবশ্যক। যদি তুমি কোনো ব্যবস্থা না কর, তবে বিদ্রোহের আগুন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে।

সেনাপতি : তোমার কল্যাণ এতেই নিহিত রয়েছে যে তুমি এখান থেকে চলে যাও। আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, ফৌজ যখন ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তখন তোমার মতো লোকদের জন্য সেখানে কোনো জায়গা থাকবে না। সেনাবাহিনী এটা কখনো বরদাশত করবে না যে এসব গুণ্ডাবাহিনী প্রতিপালনের জন্য তুমি জনগণের খুন সরবরাহ করো, আর আমাদের শান্তিপ্রিয় নগরবাসীর ওপর তারা গুলি চালাক।

সায়মন তাঁর শুষ্ক ঠোঁটের ওপর জিহ্বা ফিরাতে ফিরাতে বললেন–

: তুমি তাদের বলছ শান্তিপ্রিয়। অথচ এরা এখনই আমার বিরুদ্ধে শোক ও বিলাপ করছিল।

সেনাপতি : তাদের আহাজারিতে আপনার কোনোই অসুবিধে হয়নি। কিন্তু পুলিশ যদি কোনো সীমা অতিক্রম করে বসত কিংবা এই গুণ্ডাবাহিনী গুলি চালাত, তাহলে সারা দেশে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ত।

সায়মন : এটা আমার সৌভাগ্য যে আমি এখন পঞ্চাশ ফুট উঁচুতে দাঁড়িয়ে। সেই লোকদের হাত আমার কাছ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। নতুবা তারা আমার ওপর আক্রমণ করতে কালবিলম্ব করত না।

সেনাপতি : মহাত্মন, আমাদের জনগণের বিদ্রোহ শুধু স্লোগান পর্যন্তই সীমিত থাকে। আজ পর্যন্ত তারা চূড়ান্ত উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতেও আইনকে তাদের

হাতে তুলে নেয়নি। আমি জানি যে জনগণ আপনাকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তারা আপনার ওপর হামলা করবে না বরং তারা বেশি থেকে বেশি আপনার বিরুদ্ধে স্লোগান তুলবে কিংবা আপনাকে মুখ ভেংচিয়ে তাদের মনের গভীর কন্দরে পুঞ্জীভূত আক্রোশ প্রকাশ করবে।

উজিরে আজম : আপনি তাদের সামনে একটু বক্তৃতা দিয়ে দেখুন।

সেনাপতি : তাদের সম্মুখে আমার বক্তব্য পেশ করার কোনো প্রয়োজন নেই। তারা আমাকে জানে।

জনসাধারণ নীরবে-নিঃশব্দে মঞ্চের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে দেখছিল। অকস্মাৎ কে যেন উচ্চ শব্দে বলে উঠল : জাঁহাপনা, আমাদের এ আজাব থেকে নাজাত দিন। এ জালিম বাদশাহকে মঙ্গল গ্রহে ফেরত পাঠিয়ে দিন। সায়মন, ফিরে যাও; এখানে তোমার কোনো প্রয়োজন নেই। তোমার উজিরকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাও।

উপস্থিত জনতা একবাক্যে সমস্বরে বলে উঠল : সায়মন, ফিরে যাও, এখানে তোমার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই'।

সেনাপতি একহাত উঁচু করে তাদের শান্ত হতে ইঙ্গিত করলেন। ইশারা পেয়ে তারা নীরব হয়ে গেল। সেনাপতি মাইক্রোফোনের কাছে এসে বললেন : আমি তোমাদের, তোমাদের শাসনকর্তার সম্ছুখে কোনো সংগত দাবি পেশ করা থেকে বিরত রাখতে চাই না। কিন্তু তিনি তোমাদের কথা শুনে নিয়েছেন, আর আমি একে বারবার পুনরাবৃত্তি করাতে কোনো লাভের কিছু দেখতে পাই না। এখন তোমাদের আর বৃথা সময় নষ্ট করা উচিত নয়। আমি চাই, তোমরা দশ মিনিট সময়ের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাও।

আর অমনি জনগণ 'সেনাপতি জিন্দাবাদ, সিপাহসালার জিন্দাবাদ' স্লোগান দিতে দিতে সেখান থেকে প্রস্থান করল।

উগ্রতা ও সায়মনের ব্যস্ততা

যখন মহামান্য সম্রাট সায়মনের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল, তখন রাশিয়া, আমেরিকা ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ তাদের কয়েকটি রকেট 'মঙ্গল গ্রহ' অভিমুখে নিক্ষেপ করে দিয়েছিল। কোনো কোনো দেশ এই দাবিও উত্থাপন করতেছিল যে তাদের উৎক্ষিপ্ত মহাশূন্য যান মঙ্গল গ্রহে অবতীর্ণ হতে সক্ষম হয়েছে। এসব রকেটে যে চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ার ও কীট-পতঙ্গ পাঠানো হয়েছিল, তাদের ব্যাপারে ধারণা করা হতো যে তারা পথিমধ্যে ধ্বংস হয়ে গেছে। তথাপি পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা অদূরভবিষ্যতে জীবন্ত মানুষকে মঙ্গল গ্রহ পরিভ্রমণ করানোর ব্যাপারে খুবই আশাবাদী ছিল। এমনকি মঙ্গল গ্রহ ছাড়াও বুধ, শুক্র, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো প্রভৃতি অগণিত অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহের ওপরও তারা তাদের বিজয় পতাকা উড্ডীন করার ইস্পাত কঠিন প্রত্যয়ের কথা ঘোষণা করে বসেছিল।

উন্নত বিশ্বের কবি-সাহিত্যিকরা মাটির পৃথিবীর পরিবর্তে সুদূর মহাশূন্যে অবস্থিত বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের কাল্পনিক চিত্র অঙ্কন করার প্রয়াস পাচ্ছিল। তাদের রাজনীতিবিদরা সেখানে তাদের সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করতে সেই সব নক্ষত্র পুঞ্জ ও ছায়াপথে বিক্ষিপ্ত নাম না-জানা অসংখ্য গ্রহের ওপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার পরিকল্পনা করছিল। যাদের সম্বন্ধে এরূপ অনুমান করা হচ্ছিল যে সেখানকার মাটি আমাদের পৃথিবীর মাটি অপেক্ষা অনেক বেশি উর্বর ও তথাকার আবহাওয়া আমাদের দুনিয়ার পানি-বায়ুর তুলনায় অধিকতর উপভোগ্য। সেগুলোর প্রাকৃতিক দৃশ্য এখানকার সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণরত উপগ্রহগুলো থেকে সমধিক চিত্তাকর্ষক, মনোমুগ্ধকর ও আকর্ষণীয়।

আদম সন্তানের মনে যদি তখন কোনো অশান্তি ও অস্বস্তি বিরাজ করতেছিল, তবে তা ছিল এই যে যদি তারা সহস্র বছর জীবিত থাকে, তাদের রকেটের গতি ঘণ্টায় লক্ষ মাইলও হয়, তথাপি ওই মহাশূন্যের অসীম দূরত্ব কোনোক্রমেই অতিক্রম করা সম্ভব হবে না, যা পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহপুঞ্জ ও ছায়াপথের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে আছে। বিজ্ঞানীরা এই বাধার ওপর বিজয় লাভ করার নতুন নতুন পন্থা, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া চিন্তা করছিল। আমেরিকার বিজ্ঞানীরা এই ঘোষণা দিয়েছিল যে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তারা রকেটের পরিবর্তে বিরাটকায় এক মহাশূন্য যান তৈরি করতে যাচ্ছে। এ মহাশূন্য খেয়াযানগুলোতে

জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সব সামগ্রী এত অধিক পরিমাণে সন্নিবিষ্ট করে দেওয়া হবে, যেন আরোহীরা কয়েক বছর পর্যন্ত তাদের সফল অব্যাহত রাখতে পারেন। প্রতিটি মহাশূন্য যানে বিবাহিত নর-নারীর কয়েক জোড়া আরোহণ করবে, যাতে সফরকালীনও তাদের বংশ বিস্তারের ধারা ব্যাহত না হয়। যখন এক বংশ তার স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল পুরো করার পর শেষ হয়ে যাবে, তখন তার অধস্তন বংশধররা তার অসম্পূর্ণ দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য বিদ্যমান থাকবে। এভাবে কয়েক পুরুষ পর্যন্ত পরিভ্রমণের পর এ কাফেলা কোনো না কোনো দিন তাদের মঞ্জিলে মকসুদে গিয়ে পৌঁছে যাবে।

ভ্রমণ ব্যাপদেশে এ ব্যাপারে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হবে যেন মুসাফিরদের সংখ্যায় অপ্রয়োজনীয় আধিক্য সূচিত না হয়। বংশবিস্তারের ধারা শুধু পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টাকে সফলকাম করার জন্য অব্যাহত রাখতে হবে। জাহাজে আরোহীদের জন্য একটা অনির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত জীবনযাপনের সামগ্রী জোগান দেওয়ার বিষয়টি ছিল খুবই জটিল ও সমস্যাসংকুল। আমেরিকার বিজ্ঞানীরা এ মুশকিল ও ঝঞ্ঝাটের এরূপ সমাধান চিন্তা করেছিলেন যে জাহাজের মধ্যে এমন কেমিক্যাল সামগ্রী সন্নিবেশিত করে দিতে হবে, যার একটা ক্ষুদ্রতম অংশও অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর ও সুস্বাদু খাদ্যের প্লেটের উত্তম বিকল্প হবে। আমেরিকার বিজ্ঞানীরা আরো দাবি করেছিল যে মহাশূন্যে বসবাসকারী মুসাফিরদের জীবনকাল হবে অনেক দীর্ঘ। অপর প্রস্তাব করেছিল রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা যা ছিল এর থেকেও সহজতর ও আকর্ষণীয়। তাঁরা দাবি করেছিলেন যে রাশিয়ান ডাক্তাররা এমন এক ওষুধ আবিষ্কার করেছেন যে তা সেবন করার পর মানুষকে যদি কোনো হিমাগারে বন্ধ করে রেখে দেওয়া হয়, তাহলে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত সে বেহুঁশ অবস্থায় জীবিত থাকতে পারবে।

তারপর তাকে তাপ দিয়ে উষ্ণ আবহাওয়ায় নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তার ওপর সে সময়ের কোনো প্রতিক্রিয়া বিরাজমান থাকবে না। বরং তার শারীরিক অবস্থা ঠিক তেমনি থাকবে যেমনটি ছিল দাওয়াই সেবন করার আগে। রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা তাঁদের দেশের একজন সাবেক পরিচালককে একাধারে সুদীর্ঘ আঠারো মাস পর্যন্ত এক হিমাগারে আটক রাখার পর পুনরায় হুঁশে এনে এই দাওয়াইয়ের সফলতা ও কার্যকারিতা পরীক্ষা করে নিয়েছিল। তাকে আড়াই ঘণ্টা পর্যন্ত পুরো আরামে পৌঁছানোর পর এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল যে তাকে পূর্ববর্তী দাওয়াইয়ের আরো এক বটি সেবন করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার তাকে এমন এক মারাত্মক হিমাগারে আটক করা হচ্ছে, যার দরজার সিলমোহর পুরো বাইশ বছর পর খোলা হবে। বিশ্ববাসীর কাছে অনুরূপ প্রতিটি তত্ত্ব ও তথ্য

বিশ্বাসযোগ্য প্রতীয়মান হচ্ছিল। মানুষ সঠিক অর্থে বিভিন্ন গ্রহে-উপগ্রহে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করছিল। কিন্তু বিদ্যুৎ গতি ও আণবিক যুগের এই অধ্যায়ে সাদা উপদ্বীপের অধিবাসীদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ছিল এই, তারা ছিল জীবিত আর মহামান্য সম্রাট কিং সায়মনের এত কূট-কৌশল ও অপপ্রয়াস-প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বেঁচে থাকার অদম্য উৎসাহ-উদ্দীপনা পুরোপুরিভাবে স্তিমিত হয়ে যায়নি।

যদিও জীবন তাদের কাছে একটা বিমূর্ত ধারণা বলেই মনে হতো। আর কিং সায়মনের অগণিত উজির ও অসংখ্য মন্ত্রী তাঁদের দরজার ওপর মৃত্যুর প্রহরী মোতায়েন করে রেখেছিল। ক্ষুধা-দারিদ্র্য ও কর্মহীনতা-বেকারত্বের অভিশাপ তার আতঙ্কজনক অবয়বে এবং ভীতিপ্রদ আকৃতিতে তাদের সামনে প্রদর্শন করছিল। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও তাদের মধ্যে প্রাণ স্পন্দন বিদ্যমান ছিল। তাদের মনে জীবিত থাকার উদগ্র বাসনার সব চেয়ে বড় প্রমাণ ছিল এই যে তারা সকাল-সন্ধ্যায় বারবার কুদরতের কাছে এই দোয়া কামনা করতেছিল :

ওগো আকাশ ও পাতালের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, তুমি আমাদের অবস্থার ওপর রহম করো। আমাদের এই মহাবিপদ ও জঘন্য আপদ থেকে মুক্তি দাও যে অ্যাসেম্বলি হলের ছাদ ভেদ করে আমাদের ওপর নাজিল হয়েছিল। আর উড়ে এসে জুড়ে বসেছিল।

ওগো পরোয়ারদিগার, যদি সায়মন মঙ্গল গ্রহ থেকেই এসে থাকে, তাহলে তাকে পুনরায় সেখানে নিয়ে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের সাহায্য কর। আর যদি সে অন্য কোথাও থেকে এসে পড়ে থাকে, তবু আমাদের এতটুকু বুদ্ধি-বিবেক এবং সাহস ও হিম্মত দান করো, যাতে আমরা কোনো নতুন বিপদের সম্মুখীন না হয়েই তাকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি। তোমার সমীপে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই। তুমি তো সর্বদাই আমাদের ওপর ছিলে মেহেরবান। আমরা নিজেরাই এই বিপদ ডেকে এনেছিলাম। আমরা একটা হায়েনাকে আমাদের রাখাল, তত্ত্বাবধায়ক ও পৃষ্ঠপোষক ভেবেছিলাম। আমরা আমাদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করেছি। কিন্তু আমরা তো ছিলাম মানুষ, আর মানুষ থেকে তো ভুল-ভ্রান্তি প্রকাশ পাওয়াটাই স্বাভাবিক। আমরা কিং সায়মনের আগমনের আগে অনেক ভুল-ত্রুটিতে নিমজ্জিত ছিলাম। কিন্তু তুমি তো আমাদের সামগ্রিক অপরাধ ক্ষমা করে দিচ্ছিলে। এখনো তোমার রহমতই আমাদের জন্য শেষ ভরসা। আমাদের নাঙা শরীর, আমাদের ক্ষুধাতুর পেট আর আমাদের অশান্ত অতৃপ্ত আত্মা তোমার অবারিত-অফুরন্ত রহমত লাভের প্রত্যাশী।

আমরা অকপটে আমাদের এই অপরাধ স্বীকার করছি যে আমরা কোনো চিন্তা-ভাবনা না করেই আমাদের ভাগ্য একজন জালিম ও অত্যাচারীর হাতে সঁপে দিয়েছিলাম। কিন্তু ওগো পুরস্কার ও শাস্তি দেওয়ার মালিক, তুমি যদি একটি বারের জন্য আমাদের এই কঠিন কষ্টদায়ক আজাব থেকে নাজাত দিয়ে দাও, তাহলে আমরা অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ অন্তরে এই অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি যে ভবিষ্যতে আমরা কাউকেই আমাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করার সময় এমন অদূরদর্শিতার পরিচয় দেব না এবং এরূপ ত্বরিত সিদ্ধান্তও গ্রহণ করব না। এমনকি কোনো ব্যক্তিকে চাপরাশি পদে নিয়োগ করার সময়ও তার জন্ম ও বংশপরিচয় ভালোভাবে তদন্ত করে নেব।

ওগো আমাদের মালিক, এই শাস্তি আমাদের সহ্যসীমা ছাড়িয়ে গেছে। যদি আমাদের এই অপরাধ ও গুনাহের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়ে থাকে যে আমরা একজন অর্ধ পাগল মানুষকে তার বাহ্যিক আকৃতি-প্রকৃতিতে প্রতারিত হয়ে তাকে আমাদের শাসনকর্তা বানিয়ে নিয়েছিলাম, তাহলে আমাদের পর্যাপ্ত শাস্তি দেওয়া হয়ে গেছে। একটি বারের জন্য আমাদের এই মুসিবত থেকে রক্ষা করুন। আমরা অত্যন্ত সরল অন্তরে এই ওয়াদা করছি যে আমরা ভবিষ্যতে আর কখনো এমন ভুলের পুনরাবৃত্তি করব না। আমরা সব দিক থেকে নিরাশ ও হতাশ হয়ে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমাদের আর একবার সুযোগ দিন, যাতে আমরা কিং সায়মনের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি।

দোয়া চলাকালীন কোনো কোনো লোকের অবস্থা এমন হয়ে যেত যে মাটির ওপর নাক ঘষতে শুরু করে দিত, আর মহামান্য সম্রাট যখন মন্ত্রিসভা গঠন কিংবা মন্ত্রিপরিষদ ভেঙে দেওয়া অথবা তাতে রদবদল করার ব্যস্ততা থেকে অবসর পেতেন, তখন তাঁর প্রিয় দেশবাসীর সান্ত্বনা ও মনতুষ্টির জন্য এরূপ বয়ান করতেন :

আমি জানতে পেয়েছি, আমার অনুগত প্রজারা এ ধরনের গুজবে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছে যে আমি সফেদ জাজিরার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নৈরাজ্য এবং অস্থিতিশীলতা দূর না করেই এখান থেকে প্রস্থান করব। তবে এটা ঠিক, এখন আমি এখানে থেকে খুবই অশান্তি ও যারপরনাই অশ্বস্তি বোধ করছি। এতদসত্ত্বেও আমি জনসাধারণকে এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে এই নৈতিক ও মানবিক গুরু দায়িত্বগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো ইচ্ছাই আমার নেই, যার বোঝা আমার দুর্বল স্কন্ধের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা আমার প্রজাদের সৌভাগ্য যে মঙ্গল গ্রহের পথ এখনো পর্যন্ত সাফ হয়নি। তাই আমি এখন যদিও আমার দেশমাতৃকায় ফিরে যাওয়ার কোনো রকম

অস্থিরতা প্রকাশ করি, তবু এই দিনগুলোতে জমিন ও মঙ্গল গ্রহের মধ্যবর্তী মহাশূন্যের সফর সম্ভব হবে না। পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের এই দাবি সঠিক নয় যে তাদের কোনো কোনো রকেট মঙ্গল গ্রহে গিয়ে অবতরণ করেছে। যদি প্রকৃত ঘটনা এমন হতো, তাহলে মঙ্গল গ্রহ সরকার আমাকে অবশ্যই তা অবহিত করত। প্রকৃত কথা হচ্ছে এই যে যত দিন পর্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহের সেই বিরাট কাফেলা যা নক্ষত্রপুঞ্জ ও ছায়াপথের কোনো নাম না জানা কক্ষ থেকে বের হয়ে মঙ্গল গ্রহের পথে আড়াল সৃষ্টি করে আছে তা সরে না যাবে, মঙ্গল গ্রহ অভিমুখে মহাশূন্যের সফরের কোনোই সম্ভাবনা নেই।

আমি পুরোপুরি বলিষ্ঠতার সঙ্গে বলতে পারি, যত রকেট মঙ্গল গ্রহ অভিমুখে প্রেরিত হয়েছে, তার সবই পথিমধ্যে ওই ছোট গ্রহরাজির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। ব্যক্তিগতভাবে অবশ্য আমি এ ব্যাপারে খুবই দুঃখিত যে আমাকে বাধ্য হয়েই কিছু দিন এখানে অবস্থান করতে হচ্ছে। কিন্তু কুদরতের ইচ্ছা এই যে আমাকে এই দেশের খেদমতের জন্য বেশি থেকে বেশি সুযোগ দেওয়া হবে। আমি আশা করি, আমার প্রজারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে অধিকতর লাভবান হতে চেষ্টা করবে।

২

সফেদ জাজিরার মহামান্য সম্রাট কিং সায়মনের অবতরণের ষষ্ঠ বর্ষ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তার অসহায় প্রজারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছিল যে এই মেয়াদ কাল ছিল বনী আদমের দুঃখ-মুসিবতের পুরো ইতিহাসের সামষ্টিক বীভৎস রূপ। তার শাসনের পঞ্চম বর্ষ পূর্তির পর মহামান্য বাদশাহ জনসাধারণকে এই সুখবর দিয়েছিলেন যে আমি নববর্ষের শুরুতেই দেশবাসীকে এমন এক মন্ত্রিপরিষদ গঠন করে দিতে চাই, যা সাবেক মন্ত্রিসভা থেকে অধিকতর মজবুত ও আরো বেশি দীর্ঘস্থায়ী হবে। অতএব নববর্ষের প্রথম দিনের সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সার্কাস দেখানো অ্যাসেম্বলি হলে মেম্বাররা পুরোপুরি উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে ওই খেলা ও কৌতুক অভিনয় শুরু করে দিয়েছিল, যা নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের সময় জরুরি ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হতো। অ্যাসেম্বলির একাদশ পার্টির মধ্যে দশটিই মন্ত্রিত্ব লাভের জন্য যথোপযুক্ত সাব্যস্ত হয়েছিল। একদশতম পার্টি এমন কতিপয় ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত ছিল, যাদের কিং সায়মনের বিরোধী ও বিদ্রোহী

বলে অনুমান করা হচ্ছিল। তারা কেবল ছিদ্রান্বেষণের সুযোগ গ্রহণের জন্য অ্যাসেম্বলির অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করছিল। বাকি দশ পার্টি ছিল কিং সায়মনের একান্ত নিজস্ব দল। তাদের প্রত্যেকের মধ্যে এই ধারণা দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল ছিল যে লটারিতে তাদের নামই উঠবে। তাদের মধ্যে পাঁচ পার্টি ছিল এক গ্যালারিতে, আর পাঁচ দল ছিল অপর গ্যালারিতে দণ্ডায়মান। তাদের মধ্যবর্তী স্থানে ছাদের থলে ঝুলছিল। প্রত্যেক লিডার তার সঙ্গীদের পুরো উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে বোঝাচ্ছিল যে আজ মহামান্য সম্রাট আমাদের ছাড়া আর কাহাকেও মন্ত্রিপরিষদ গঠন করার আমন্ত্রণ জানাবে না। দেশের অমুক অমুক গণকও এই সুসংবাদই দিয়েছে। তাই আমার সঙ্গ ত্যাগ করে অন্য কোনো পার্টির দিকে দেখাও তোমাদের উচিত হবে না।

পার্টির মেম্বারদের অবস্থা ছিল এই যে তারা কখনো এক আবার কখনোবা আরেক নেতার দিকে লম্ফ দিচ্ছিল। এক গ্যালারিতে বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে রদবদল শুরু হয়ে যেত। আবার কখনোবা অপর গ্যালারিতে। তার সঙ্গে সঙ্গেই থলের সাহায্যে উভয় গ্যালারির মধ্যে আসা-যাওয়াও চলতে থাকত। কখনো এক পার্টির সদস্য তার নেতাকে ছেড়ে দ্বিতীয় গ্যালারিতে পৌঁছে যেত। আবার কখনোবা লিডার সাহেবরা কিং সায়মন জিন্দাবাদ স্লোগান দিতে দিতে তার সঙ্গীদের ক্লান্ত-বিচলিত অবস্থায় রেখে দিয়ে এক গ্যালারি থেকে অন্য গ্যালারিতে গিয়ে পৌঁছে যেত। মহামান্য সম্রাট অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে তার ছাদসংলগ্ন গবাক্ষে বসে এই তামাশা দেখছিল। যখন এক পার্টি অপর পার্টির মেম্বারদের জোর জবরদস্তিতে নিজের দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করে, তখন পরস্পর হাত-পায়ের প্রয়োগ শুরু হয়ে যেত। পৃথক পৃথকভাবে গ্যালারিতে এই অভিনয় খুব বিপজ্জনক ছিল না। বেশি থেকে বেশি মেম্বারদের কোর্ট কিংবা কামিজ ফেটে যেতে ছিল। আবার কখনো নেকটাইসমূহ ছিঁড়েছিল। কিন্তু যখন মন্ত্রিত্ব রজনীর দেয়ানীগণ জোলার সাহয্যে এক গ্যালারি থেকে অন্য গ্যালারিতে লাফাতে শুরু করত, তখন এই তামাশা মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করত। কোনো কোনো শক্তিশালী ও জিন্দা দিল সদস্য তাদের মজবুত হস্ত দ্বারা থলে ধরে ফেলত এবং পা দ্বারা কোনো দুর্বল মেম্বারকে দাবিয়ে অপর গ্যালারির দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ত। রশি বেশ শক্ত ছিল। কিন্তু কখনো পায়ের বেড়ি ঢিলা হয়ে যেত অথবা দুর্বল মেম্বার অল্পবিস্তর প্রতিরোধ করত, তখন তারা নিমিষেই নিচে পৌঁছে যেত। টাটানো জালের ওপর পতিত হওয়ার কারণে মেম্বারদের প্রাণ বেঁচে যেত। কিন্তু কোনো কোনো সাহেব জাল থেকে পিছলে কার্পেটের ওপর গিয়ে পড়ে যাওয়ার ফলে তাদের শরীরের এক-আধখানা হাড্ডি থেকে বঞ্চিত হয়ে যেত।

মহামান্য সম্রাট এই ঘোষণা দিয়ে রেখেছিলেন যে তার নব গঠিত মন্ত্রিসভার মেয়াদকাল সাবেক মন্ত্রিপরিষদের তুলনায় বেশি হবে। এ জন্য মন্ত্রিত্ব রজনীর অনুরাগীরা এই কৌতুকাভিনয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক তৎপরতা প্রদর্শন করছিলেন। যখন প্রায় দুই ঘণ্টা স্থায়ী মারামারি, হাতাহাতি ও লাথালাথির পর সাতজন মেম্বার মারাত্মক আহত অবস্থায় হাসপাতালে গিয়ে পৌছেন। তখন মহামান্য সম্রাট এই ঘোষণা করলেন যে এবার আমি কোনো এক পার্টির মন্ত্রিপরিষদ গঠনের পরিবর্তে বহু দলের সমন্বয়ে গঠিত মন্ত্রিসভা বানাতে চাই। সুতরাং দুই পার্টি ব্যতীত যে পার্টির মেম্বারদের খেলা মহামান্য সম্রাটের খুবই অপছন্দনীয় ছিল, অন্য সব পার্টি থেকে মন্ত্রিত্বের জন্য পাঁচজন করে সদস্য নেওয়া হলো। উজিরে আজম পদের জন্য মহামান্য বাদশাহ এক ব্যক্তিকে মনোনীত করলেন, যিনি বিদায়ী প্রায় সব কটি মন্ত্রিপরিষদে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় সৌন্দর্য ছিল এই যে তিনি ছিলেন দুর্বল দৃষ্টিশক্তির অধিকারী। তিনি সরকারি যাবতীয় কাগজ না পড়েই তাতে তার স্বাক্ষর যুক্ত করতে অভ্যস্ত ছিলেন।

মন্ত্রিসভা গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর বণ্টনের বিষয়ে খুবই জটিলতা দেখা দিল। সব মন্ত্রী মহোদয়ই কম-বেশি আমদানি ও মালপানিওয়ালা দপ্তরের ব্যাপারে ছিলেন সম্যকভাবে পরিজ্ঞাত। সংগত কারণেই প্রত্যেক উজিরেরই এই প্রত্যাশা ছিল, যেন তাঁর কালো টাকা ও অবৈধ উপার্জনের পন্থা অন্যের তুলনায় বেশি থাকে। উজিরে আজম প্রায় দুই মাথা আচড়ানোর পর অত্যন্ত অসহায়, অপারগ ও অনন্যোপায় হয়ে মহামান্য সম্রাটের সমীপে দরখাস্ত করেন যে আপনি এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করুন। মহামান্য সম্রাট উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর কয়েকজন উপদেষ্টাকে সঙ্গে করে পার্শ্ববর্তী কামরায় চলে গেলেন, যেখানে সাধারণত কেবিনেটের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ফিরে এসে তারা হলের ভেতর সব মন্ত্রীকে এক জায়গায় দাঁড় করালেন এবং বললেন : আমরা কমিটি রুমের মধ্যে বিছানো চেয়ারের ওপর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সিট বসিয়ে দিয়েছি। এখন আমরা এক, দুই, তিন বলার পর হাত উঁচু করব আর তোমরা আমাদের ইঙ্গিত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কমিটি রুমে গিয়ে আপনাপন পছন্দ অনুযায়ী আসনের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নাও। যেই মন্ত্রীর আসনে কোষাগার ও ধনাগারের সিট লাগানো হয়েছে, বুঝে নিতে হবে যে তাকে কোষাগার মন্ত্রী বানানো হয়েছে। অনুরূপভাবে অন্যান্য বিভাগেরও বণ্টন হবে। তোমাদের পছন্দ অনুযায়ী আসনের অধিকার লাভ করার জন্য তোমাদের সঙ্গীদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায়

অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপক অনুমতি রয়েছে।

কিছুক্ষণ পর যখন মহামান্য সম্রাটের হাতের ইশারা পেয়ে মন্ত্রীপ্রবররা সরে পড়ে কমিটি রুমের দিকে অগ্রসর হয়, তখন রাস্তায় কয়েক ব্যক্তি তাদের সঙ্গীদের ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায়। একজন সম্ভ্রান্ত লোক কমিটি রুমের দহলিজের ওপর গড়িয়ে পড়েন এবং অন্য সঙ্গীরা তাকে মাড়িয়ে ভেতরে চলে যায়। এদিকে কমিটি রুমের ভেতরের অবস্থা ছিল এই যে একজন উজির একটা চেয়ারে আসন গ্রহণ করার চেষ্টা করছিলেন তো আরেকজন সেই চেয়ারেরই পায়া ধরে তাকে চিৎপটাং করে ফেলে দেওয়ার খেলায় মেতে উঠছিল। এক জায়গায় একজন শক্তিশালী এবং আরেকজন দুর্বল প্রার্থী এক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের চেয়ার নিজ নিজ দিকে টেনে নেওয়ার প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় মেতে উঠেছিল। দুর্বল ব্যক্তির হাত থেকে চেয়ারের পায়া ছুটে গেল আর অমনি চেয়ার শক্তিশালী প্রার্থীর মুখের ওপর গিয়ে তা এত জোরে লাগল যে সঙ্গে সঙ্গে তিন-তিনটি দাঁত মাটিতে গিয়ে পড়ল। দুজন প্রার্থী কোনো একটি চেয়ারের জন্য পরস্পর শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিল। একজন অত্যন্ত নির্ভীকতার সঙ্গে তার সঙ্গীর হাতের কবজি চিবিয়ে দিয়েছিল। সর্বাপেক্ষা বেশি আকর্ষণ ছিল ওই চেয়ারের ওপর যাতে খাদ্য মন্ত্রিত্বের লেবেল লাগানো ছিল। এখানে পরিস্থিতি ছিল এই যে এক সাহেব লাফিয়ে চেয়ারের ওপর বিজয়ী হয়ে যান। অপর সাহেব আস্ফালন করে তাঁর ক্রোড়ে গিয়ে বসে পড়েন। তৃতীয় সাহেব উল্লম্ফন করে খুব নির্বিকারভাবে বাকি দুজনের ঘাড়ের ওপর গিয়ে জেঁকে বসলেন আর তাদের মাথার চুল ধরে তাদের ওজন পরিমাপ করতে লাগলেন। চতুর্থ প্রার্থী এই পরিস্থিতিতে নিরাশ হয়ে সিটের নিচে গিয়ে মাথা রেখে দিল। এই পবিত্র চেয়ারটিকে তাদের তিনজনের ভার থেকে রক্ষা করার প্রাণান্ত প্রয়াস চালাতে লাগল। এক সাহেব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের চেয়ার মাথার ওপর নিয়ে তুলে রেখেছিল এবং এদিক-সেদিক পালানোর চেষ্টা করছিল। তার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁকে পরিবেষ্টন করে রাখার চেষ্টায় লেগে গিয়েছিল।

এদিকে উজিরে আজমের এই সান্ত্বনা ছিল যে তার নিজের চেয়ার নিরাপদ রয়েছে। এ জন্য তিনি প্রশান্ত মনে ও অম্লান বদনে এক কোণে দাঁড়িয়ে এই তামাশা প্রত্যক্ষ করছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ধ্বস্তাধ্বস্তিকারীদের মধ্যে কারো হাত গিয়ে তার মুখের ওপর লাগল। ফলে তার চক্ষু থেকে চশমা পড়ল গিয়ে মাটিতে। প্রধানমন্ত্রী চশমা কুড়িয়ে নেওয়ার জন্য নিচের দিকে ঝুঁকলেন কিন্তু এরই মধ্যে এক চেয়ারের ওপর দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত দুজন প্রার্থীর মধ্যে একজন তার শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর ধাক্কা খেয়ে আজরে আজমের ওপর গিয়ে পড়ল। তিনি

উপুড় হয়ে গিয়ে কার্পেটের ওপর পড়লেন। তারপর উজিরে আজম ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আর উঠতে পারলেন না। মন্ত্রিত্বের অনুরাগীদের মধ্যে আদৌ কোনো অনুভূতি জাগ্রত হয়নি যে তারা জুতা পায়ে রেখে উজিরে আজমের দুর্বল শরীরের ওপর নাচতেছিল। চেয়ারযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের পর্যায়ক্রমিক আঘাত খাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী সম্পূর্ণ বেহুঁশ হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন।

একজন মন্ত্রী, যিনি শারীরিক শক্তিমত্তার দিক থেকে অন্যদের ওপর ছিলেন অগ্রণী। তার পছন্দমতো চেয়ারের ওপর গিয়ে বসতেই আরো দুটি চেয়ারের ওপর পা তুলে দিয়েছিল। তারপর আরো একটি চেয়ার তুলে নিয়ে তাঁর মাথার ওপর রেখে দিয়েছিল। এ চার চেয়ারের চার গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের লেবেল লাগানো ছিল। তার হালকাপাতলা ও রোগা-দুর্বল সঙ্গী, যাদের এখনো পর্যন্ত কোনো চেয়ারের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ মিলেনি, খুব শিষ্টাচারের সঙ্গে হাত বেঁধে তাঁকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করছিল যে আপনার জন্য একটা বিভাগই যথেষ্ট। তাই বেশি লোভ করবেন না বরং অতিরিক্ত চেয়ারগুলো আমার কাছে সোপর্দ করে দিন। কিন্তু এ সাহেব কারো সঙ্গে খাতির করতে প্রস্তুত ছিলেন না। একজন প্রার্থী হাঁটু গেড়ে বসে তার পায়ের নিচ দিয়ে একটি চেয়ার নিয়ে যেতে চেষ্টা করল কিন্তু সে পালোয়ান ব্যক্তি চতুর্থ চেয়ার তার মাথার ওপর তুলে নিয়ে তার কাঁধে মেরে দিল। আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে সে 'মরে গেলাম রে' বলে আর্ত চিৎকার করে পিছনে সরে গেলো।

এ খেলা শুরুর এক ঘণ্টা পর মহামান্য সম্রাট সেখানে আগমন করেন। ততক্ষণে তার অধিকাংশ মন্ত্রী আহত হয়ে পড়েছেন। আট-দশখানা চেয়ার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। সেগুলোর বিভিন্ন অংশ মন্ত্রী প্রবররা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়ে রেখে দিয়েছিল। মহামান্য সম্রাট এ ব্যাপারে খুবই নিরাশ হয়ে পড়েন যে তিন তিনজন মন্ত্রী বাহাদুর এ পবিত্র অভিনয়ের পরিসমাপ্তির অপেক্ষা না করেই ময়দান থেকে পালিয়ে জনগণের সারিতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। উজিরে আজমের হুঁশ জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হলে পরে তাঁর প্রথম প্রশ্ন ছিল : আমি কি জীবিত আছি?

উজিরে আজমের অনুরোধক্রমে মহামান্য সম্রাট চেয়ার বণ্টন কাজের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেন এবং ডাক্তারদের রিপোর্ট লাভ করার পর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব বণ্টনের জন্য এ নীতি নির্ধারণ করেন, যেসব সদস্য বেশি আহত হয়েছেন, তাদের অধিকতর আমদানিওয়ালা বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হবে।

৩

একদিন রাতে কিং সায়মন মাদাম লুইজাহর সঙ্গে খানার টেবিলে বসে ছিলেন। এমতাবস্থায় উজিরে আজম হতচকিত হয়ে এসে কামরার মধ্যে প্রবশে করলেন। তিনি তাঁর মাথা নত করে অর্থাৎ কুর্নিশ করে বলতে লাগলেন : জাঁহাপনা, আমি আমার বেআদবির জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আপনি নিশ্চিন্ত মনে ডান হাতের কাজ শেষ করে ফেলুন। তারপর আমি নিভৃতে ও সঙ্গোপনে আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলব।

সায়মন : (নড়েচড়ে বসে) যদি আমার আরাম ও শান্তির প্রতি তোমাদের কোনো মনোযোগ থাকত, তাহলে আর এখানে ছুটে আসতে না। এখন বলো কী বলতে চাও তুমি?

উজিরে আজম : জাঁহাপনা, কয়েক দিন আগে সংবাদ এসেছিল, আমাদের ভ্রম্যমাণ রাষ্ট্রদূত মাস্টার চং সিং ইউরোপ পরিভ্রমণ শেষে লন্ডন পৌছে মহান সম্রাজ্ঞী ও শাহজাদী লিকাসিকাহর সঙ্গে কয়েক দফা সাক্ষাৎ করেছেন।

সায়মন : এ খবর আমি শুনেছি। আমি বিদেশ মন্ত্রীকে এ নির্দেশ দিয়েছিলাম যে তিনি সেখানে পৌছার সঙ্গে সঙ্গেই যেন এ লোকদের তৎপরতা সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেন।

উজিরে আজম : আলমপনা, আমি তো এ জন্যই এসেছি যে আমাদের পর পরষ্ট্রমন্ত্রী লন্ডন পৌছে গেছেন। এই মাত্র তিনি টেলিফোনে আমার সঙ্গে কথা বলেছেন।

সায়মন : কী বলেছেন তিনি?

উজিরে আজম : মহামান্য সম্রাট, তিনি আমাকে বলেছেন, সম্রাজ্ঞী ওয়ায়েট রোজ একটা গ্রন্থ রচনা করেছেন। আর এ বই একযোগে লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি আমাকে আরো বলেছেন, শিগগিরই ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

সায়মন : আমার জানা ছিল না, তিনি বইও লিখতে পারেন। কিন্তু এ খবরের কী সম্পর্ক রয়েছে আমার সঙ্গে? আমি তো শুধু চাচ্ছিলাম, তারা আমার সম্পর্কে কী চিন্তা-ভাবনা করছে?

উজিরে আজম : মহামান্য স্রমাট, বিদেশমন্ত্রী আমাকে বলেছে, মহান সম্রাজ্ঞী, মাস্টার চং সিং ও শাহজাদী লিকাসিকাহর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের সুযোগ মেলেনি।

তার কারণ হচ্ছে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেখানে পৌঁছার আগেই তাঁরা তিনজনই আমেরিকা গিয়েছিলেন।

সায়মন : তবে আর এত বিচলিত হওয়ার কী আছে? মাস্টার চং সিং আমাদের ভ্রম্যমাণ রাষ্ট্রদূতরূপে কতবার আমেরিকা গিয়েছেন।

উজিরে আজম : কিন্তু জাঁহাপনা, এবার সম্রাজ্ঞী ও শাহজাদী লিকাসিকাহও তাঁর সঙ্গে রয়েছেন।

সায়মন : শাহজাদী লিকাসিকাহও এর আগে কয়েকটি দেশ পরিভ্রমণ করেছেন। সময়ের দাবিও এটাই ছিল, চং সিং ও শাহজাদীকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পরিভ্রমণ ও পর্যটনের সব সম্ভাব্য সহযোগিতা প্রদান করা হবে, যাতে তাঁরা এখানে এসে আমাকে পেরেশান না করেন। আমি বিদেশমন্ত্রীকেও এ নির্দেশ দিয়েছিলাম, যেকোনো উপায়েই হোক তাঁদের যেন এখানে আসতে না দেওয়া হয়। এখন যদি তাঁরা স্বেচ্ছায় আমেরিকা চলে গিয়ে থাকেন, তাতে আমাদের কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

উজিরে আজম : জাঁহাপনা, আপনি মাস্টার চং সিংকে এ অনুমতি দিয়েছিলেন যে তিনি তাঁর প্রয়োজনে ইংল্যান্ড ও ইউরোপের অন্যান্য ব্যাংক থেকে আমাদের সরকারি অর্থ তুলতে পারবেন।

সায়মন : তা ঠিক। কিন্তু তোমার মতো আহাম্মক এটা কী করে বুঝতে পারবে যে তাকে বিশ্বসভায় নেওয়াতে আমার কতটুকু উপকার হয়েছে? বাইরের বিভিন্ন দেশ থেকে আমরা যেসব ঋণ পেয়েছি, তা শুধু তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলেই সম্ভব হয়েছে।

উজিরে আজম : আলমপনা, আপনার জানা আছে, তিনি যত ধরনের ঋণই লাভ করুন না কেন, তার অধিকাংশ অর্থই এখনো পর্যন্ত ইউরোপ ও আমেরিকার ব্যাংকগুলোতে পড়ে রয়েছে।

সায়মন : হ্যাঁ, তুমি কি চাচ্ছ যে সেসব অর্থ সেখান থেকে বের করে এনে যেন তোমার কাছে সোপর্দ করে দেয়।

উজিরে আজম : জাঁহাপনা, আমি আপনার সমীপে এ আরজ করতে এসেছি যে এখন আর ইউরোপ ও আমেরিকার কোনো ব্যাংককে আমাদের বাকি অর্থের এক কানাকড়িও অবশিষ্ট থাকেনি। স্বয়ং পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাকে বলেছেন, মাস্টার চং সিং সব অর্থ উত্তোলন করে ফেলেছেন। বিদেশমন্ত্রী আমার কাছে বিনীত অনুরোধ জানিয়েছেন, আমি যেন তাঁর ফেরত আসার ভাড়ার ব্যবস্থা করে পাঠাই। আমার আরো আশঙ্কা হচ্ছে, আমেরিকা আমাদের যে টাকা দিতে মঞ্জুর

করেছিল, সে অর্থ হয়তোবা সে তার নিজের ব্যক্তিগত হিসেবে জমা করিয়ে নিয়ে থাকবে।

সায়মন : যদি তোমার খবর এতটুকুই হয়, তবে তুমি যেতে পার। আমি চং সিং সম্পর্কে এমন কোনো খবরের জন্য দীর্ঘ দিন থেকে অপেক্ষা করছিলাম। আমার আশঙ্কা ছিল, সে তোমাদের থেকে ব্যতিক্রম। তার সত্যবাদিতা ও ঈমানদারি কোনো দিন আমার জন্য অশান্তি সৃষ্টি করবে। এখন গিয়ে সে তোমাদের সারিতে শামিল হয়ে গেছে। তাই তো আমি তার ওপর ভরসা করতে পারি। এখন প্রথমে সে আর সাদা উপদ্বীপে ফিরে আসবে না। একান্তই যদি সে এখানে এসেও যায়, তবু আমাকে আর কোনোরূপ বেকায়দায় ফেলতে পারবে না। আমি এরূপ হুঁশিয়ার লোকদের ক্ষতিকর না বানানোর জন্য আমার সমুদয় কোষাগার ও ধনাগার উজাড় করে দিতে পারি। তুমি মন্ত্রীকে এ খরব দিয়ে দাও যেন তিনি ফিরে আসার পরিবর্তে আমেরিকা গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে আমার পক্ষ থেকে এ সংবাদ প্রদান করে যে আমি তোমার কাছ থেকে পেছনের অনাদায়ী টাকার কোনো হিসাব চাচ্ছি না। যদি তুমি অন্যান্য দেশ থেকে আরো ঋণ লাভের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর, তাহলে আমি অন্তরের অন্তস্তল থেকে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।

উজিরে আজম : আলমপনা, আমি আরজ করছিলাম, এ কারবার খুবই সংকটজনক ও ঝুঁকিবহুল। এ দেশের কোনো মানুষ চং সিং সম্পর্কে এটা চিন্তাও করতে পারে না যে সে সরকারি অর্থের ব্যাপারে অবিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে পারে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, সে কোনো সুগভীর চক্রান্ত ও মারাত্মক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। এখন আমি জোর গলায় বলতে পারি, আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক প্রচারপত্র বিলিকারী দলের সঙ্গে তার কোনো না কোনোভাবে অবশ্যই গোপন আঁতাত রয়েছে। আমার ভয় হচ্ছে, যেসব টাকা-কড়ি তার হাতে এসে গেছে, তা সাদা উপদ্বীপের কল্যাণে ব্যয়িত হবে। যেসব লোক সাদা উপদ্বীপের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য চিন্তা-ভাবনা করে, তাদের সর্ব প্রথম ও সর্ব শেষ প্রচেষ্টা হবে আমাদের বিছানা গুটিয়ে দেওয়া।

জাঁহাপনা, কিছুক্ষণ আত্ম নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করে এ অধম বান্দাহকে কথা বলার সুযোগ দিন।

সায়মন : (রাগে দাঁত কটমট করে) আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, আমার উজিরে আজম হওয়ার আগে তুমি কোথায় কী করতে?

উজিরে আজম : মহোদয়, আমি উজিরে আজম নিযুক্ত হওয়ার আগে একজন মন্ত্রী ছিলাম।

সায়মন : উজির হওয়ার আগের পরিচয় দিয়ো?

উজিরে আজম : জনাব, তার আগেও আমি একজন উজিরই ছিলাম। আপনার অনুগ্রহে আমি কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের মজা লোটার সৌভাগ্য লাভ করেছি।

সায়মন : (একটা চামচ তুলে টেবিলের ওপর সজোরে নিক্ষেপ করে) হতভাগা, আমি বলতে চাই, যখন তুমি কোনো মন্ত্রিত্ব পাওনি, তখন কী করছিলে?

উজিরে আজম : আলমপনা, যত দিন পর্যন্ত মহোদয় আমাকে উজির হওয়ার যোগ্য বিবেচনা করেননি, তখন আমি ইনকাম ট্যাক্স অফিসে কেরানি পদে নিয়োজিত ছিলাম।

সায়মন : আর এখন কিনা তুমি আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছ।

উজিরে আজম : জাঁহাপনা, আমার থেকে অশালীন আচরণ ও বেআদবি হতে পারে না। আমি উজিরে আজম হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে শুল্ক বিভাগের ক্লার্ক অপেক্ষা অধিক অধম বলে মনে করে থাকি! কিন্তু আমি যদি কোনো বিপদ দেখি, তাহলে জাঁহাপনাকে তা অবহিত করা আমার কর্তব্য বলে মনে করি। নতুবা আমার আশঙ্কা যে জাঁহাপনা কোনো দিন ফেরত যাবেন, তার তো কোনো ঠিকঠিকানা নেই। তখন অধমের আবগারি বিভাগের কেরানিগিরিও আর ভাগ্যে জুটবে না।

আলমপনা, আমাকে একটু কথা বলার সুযোগ দিন। হতে পারে যে আমার কথা শোনার পর আপনি আমাকে আর এত বেশি অথর্ব বলে মনে করবেন না। আমি এই আরজ করছিলাম যে মহান সম্রাজ্ঞী যে গ্রন্থ লিখেছেন, তা... ।

সায়মন : (অত্যন্ত ক্রোধান্বিত অবস্থায় একের পর এক কয়েকটি প্লেট হাতে নিয়ে দেয়ালের ওপর ছুড়ে মারতে মারতে) আরে উল্লুক, তুমি আবারও এই বইয়ের প্রসঙ্গ নিয়ে এলে!

উজিরে আজম : (হাত জোড় করে) আলমপনা, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে এটা বলার সুযোগ দিন যে সম্রাজ্ঞী ওয়ায়েট রোজ যে গ্রন্থ রচনা করেছেন, তা আপনার সম্পর্কে। সেই বইয়ের শিরোনাম 'কিং সায়মনের সঙ্গে এক বছর'। আপনি চিন্তা করতে পারেন, বেগম সেই বইতে কী লিখতে পারেন? পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাকে টেলিফোনে শুধু এতটুকু বলেছেন যে ওই বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন মাস্টার চং সিং। এই মুখবন্ধে তিনি মানবতার নামে সারা বিশ্বের মানুষের কাছে এই আপিল করেছেন যেন তারা সাদা উপদ্বীপের অসহায় ও নিরীহ জনগণকে একজন পাগল কর্তার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাদের সাহায্য করেন। বিদেশমন্ত্রী আমাকে আরো বলেছেন, লন্ডনে আমাদের দূতাবাসের কর্মচারীদের

ওপর ওই বইয়ের প্রতিক্রিয়া এই হয়েছে যে তারা আমাকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। তারা বলেছে, আমাদের কাছে এরূপ কোনো খবর আসেনি যে তুমি আমাদের বিদেশমন্ত্রী। তারা আরো বলেছে, আলমপনা, তিন বছরের নির্ধারিত মেয়াদ পূর্তির পর আর এই দেশের কোনো বৈধ কর্মকর্তা থাকবেন না। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাকে আরো বলেছেন যে যখন এই বই এখানে এসে পৌঁছবে, তখন সারা দেশে আহাজারি পড়ে যাবে। এই অধমের কথার প্রতি লক্ষ্য করুন। সম্রাজ্ঞী ওয়ায়েট রোজ আপনার নিকৃষ্টতম দুশমন, মাস্টার চং সিং আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসেছে। আমি এটা বলতে পারছি না যে আমেরিকা পৌঁছে এই লোকগুলো কী করে বসবে? যা হোক, ঘটনা খুবই সংকটজনক।

সায়মন : তুমি এই কথাগুলো আমাকে আগে বলোনি কেন? এখন বিদেশমন্ত্রীকে এই নির্দেশ দিয়ে পাঠাও যে সে লন্ডন থেকে যেন আমেরিকা রওনা হয়ে যায়। সেখানে গিয়ে কোনোরূপ দেরি না করে আমাকে অবগত করে যে সেখানে আমার বিরুদ্ধে কী কী ষড়যন্ত্র পাকানো হচ্ছে।

উজিরে আজম : জাঁহাপনা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আপনি আমাকে এই নির্দেশই দেবেন। তাই আমি আগাম তাকে এই হুকুম দিয়ে দিয়েছি। আমি তার আগমনেরও বন্দোবস্ত করে দিয়েছি।

লুইজাহ : যদি অনুমতি দেওয়া হয়, তবে এ প্রসঙ্গে আমিও কিছু আরজ করতে চাই।

সায়মন : বলতে পারো।

লুইজাহ : আমি চাচ্ছি, উপরিউক্ত বইয়ের এক কপি এক্ষণই চেয়ে পাঠানো হোক।

উজিরে আজম : জনাব, আমি আগেই এ ব্যবস্থা করে ফেলেছি। আমি আশা করছি, আগামী দুই দিনের মধ্যেই ওই গ্রন্থের পাঁচ কপি বিমান ডাকে এখানে এসে পৌঁছে যাবে।

৪

একদিন সকাল প্রায় দশটা পর্যন্ত মহামান্য সম্রাট কিং সায়মন গভীর ঘুমে অচেতন। এরই মধ্যে মাদাম লুইজাহ এসে কামরার মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর হাতের কবাজ ধরে মাথা আঁচড়াতে লাগলেন। মহামান্য সম্রাট হতচকিত হয়ে তাঁর চক্ষু খোলেন এবং হুড়মুড় করে উঠে বসে পড়েন।

লুইজাহ : ইউর ম্যাজেস্ট্রি, বিদেশমন্ত্রী ফিরে এসেছেন।

সায়মন : (চোখ কপালে তুলে নিয়ে) কবে এসেছেন?

লুইজাহ : তিনি গত রাতে এখানে এসেছিলেন এবং সকাল থেকে সাক্ষাৎকার কক্ষে আপনার জন্য অপেক্ষা করে বসে রয়েছেন।

সায়মন : তুমি আমাকে খবর দাওনি কেন?

লুইজাহ : আপনি কত দিন পর গভীর নিদ্রামগ্ন হয়েছেন। তাই আমি জাগানো ঠিক মনে করিনি।

সায়মন : (বিছানা থেকে উঠে স্লিপার পরতে পরতে) আমি হয়তো কোনো ভয়ানক স্বপ্ন দেখছিলাম। (দরজার দিকে অগ্রসর হতে থাকেন)।

লুইজাহ : জাঁহাপনা, একটু দাঁড়ান। আপনি পোশাক পরিবর্তন করেননি।

সায়মন : আমার ড্রেস পাল্টানোর কোনো প্রয়োজন নেই। (এক মিনিট পর মহামান্য সম্রাট সাক্ষাৎকার কক্ষে তাঁর বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন।

সায়মন : তুমি খুব দেরি করে ফেলেছ। তাই আমি ভীষণ দুশ্চিন্তা গ্রস্ত ছিলাম।

বিদেশমন্ত্রী : আমি ইউরোপ ও আমেরিকায় এক মিনিট সময় কখনো নষ্ট করিনি। লন্ডন, ওয়াশিংটন ও নিউ ইয়র্কের পর জরুরি তথ্য সংগ্রহের জন্য আমাকে প্যারিস, বার্লিনেও যাত্রা বিরতি করতে হয়েছে।

সায়মন : (বিচলিত হয়ে) তোমার ভূমিকার প্রয়োজন নেই। প্রথমেই বলো যে সেই লোকেরা আমার বিরুদ্ধে কী চক্রান্তের জাল পাকাচ্ছে?

বিদেশমন্ত্রী : আলমপনা, আমি সর্বাত্মক ও সযত্ন প্রচেষ্টা চালিয়েও ষড়যন্ত্রের কোনো নিদর্শন আবিষ্কার করতে পারিনি। তবে এটা ঠিক যে মাস্টার চং সিং তাঁর অভিযানে সফলতা লাভ করতে পারেনি। তবে এটাও ঠিক, সব বিদেশি ব্যাংক থেকে সে আমাদের সমুদয় অর্থ তুলে নিয়েছে। আমাদের সম্পর্কে লন্ডন, ওয়াশিংটন, বার্লিন এবং প্যারিসস্থিত আমাদের দূতাবাসগুলোর কর্মচারীদের

মনানসিকতা খুবই বিদ্রোহাত্মক। তারা আমার নির্দেশ মান্য করা তো দূরের কথা, আমার সঙ্গে কথা বলা পর্যন্ত সহনীয় বলে মনে করেন না। কিন্তু এত সব কথাবার্তা সত্ত্বেও আমি কোনো ষড়যন্ত্রের তথ্য উদ্ধার করতে পারিনি। আমি একটা চিত্তাকর্ষক কথা বলার আগে আপনাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা জরুরি বলে মনে করছি। আলমপনা, এটা কি ঠিক যে আপনি মাস্টার চং সিংকে আপনার পর্যটনের জন্য একখানা উড়োজাহাজ কেনার অর্ডার দিয়েছিলেন?

সায়মন : হ্যাঁ, আমি গত বছর আমার জন্য একটা প্রশস্ত ও আরামদায়ক হাওয়াই জাহাজের প্রয়োজন বোধ করেছিলাম। আর চং সিং আমাকে লিখে পাঠিয়েছিলেন যে আমি আমেরিকার অত্যাধুনিক মডেলের এমন একখানা হাওয়াই জাহাজ বানানোর অর্ডার দিয়েছি, যার ওপর এখনো পর্যন্ত কোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা উজিরে আজমের সফর করার সৌভাগ্য হয়নি।

বিদেশমন্ত্রী : তাহলে আমার সংবাদ সঠিক। আপনার দেখাদেখি এখানকার কোনো কোনো মন্ত্রীপ্রবরও তাদের জন্য হাওয়াই জাহাজের প্রয়োজন বোধ করেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য লাখ লাখ টাকার চেক তারা মাস্টার চং সিংকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এখন তিনি বিদেশি ব্যাংকগুলো থেকে তাদের টাকা উঠিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু যতদূর আমার কাছে তথ্য রয়েছে, আজ পর্যন্তও কোনো কোম্পানিকে তিনি উড়োজাহাজ তৈরির অর্ডার দেননি।

সায়মন : টাকা পয়সার সঙ্গে আমার নাড়ির কোনো যোগ সূত্র নেই, আর নেই কোনো আকর্ষণ। তুমি বরং আমাকে বলো যে তারা আজকাল কী করছে?

বিদেশমন্ত্রী : আলমপনা, আমি কেবল এতটুকু জানতে পেয়েছি যে তারা আমেরিকায় একটা বিরাটকায় ও বিশালায়তন রকেট তৈরি করাচ্ছে। তাদের যত টাকা-পয়সা ছিল, তা সবই একটা রকেট নির্মাণকারী কোম্পানিকে দিয়ে দিয়েছে। আমি নিউ ইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে তার সঙ্গে আটবার মিলিত হয়েছিলাম। আমি তাদের মনের কথা জানার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবেই তাদের এই কথা বলিনি যে আমি সাদা উপদ্বীপের বিদেশমন্ত্রী। আমি তার সঙ্গে একজন সাধারণ পর্যটক হিসেবে মিলিত হয়েছিলাম। তার ওপর এই প্রভাব সৃষ্টি করেছিলাম যে আমি হুজুরে আলার সরকারের বিরোধী এবং জনগণের পৃষ্ঠপোষক। তার কথাবার্তা থেকে আমি এতদূর বুঝতে পেরেছি যে তার মাথায় একখানা রকেট ক্রয়ের খেয়াল পাগলামির সীমায় গিয়ে উপনীত হয়েছে।

সায়মন : কেমন ও কী ধরনের রকেট?

বিদেশমন্ত্রী : জাঁহাপনা, সে এমন এক রকেট খরিদ করতে চায়, যা সহজে মঙ্গল

গ্রহ পর্যন্ত উড়ে যেতে পারে।

সায়মন : সে কি মঙ্গল গ্রহে যেতে চায়?

বিদেশমন্ত্রী : এটাও হতে পারে আলমপনা। কিন্তু সে এ রকম কোনো ইচ্ছা ব্যক্ত করেনি। সে শুধু এটা বলেছে যে মঙ্গল গ্রহের দিকে ওই রকেটের উড্ডয়নের সঙ্গে সঙ্গে সাদা উপদ্বীপের সমুদয় মুসিবত দূর হয়ে যাবে। আমার জানা মতে সে যে পরিমাণ অর্থ এ পর্যন্ত কোম্পানিকে প্রদান করেছে, তা রকেটের মোট মূল্যের এক-পঞ্চমাংশেরও কম। তথাপি যে পরিমাণ দৃঢ়তা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে সে এ কাজে লেগে আছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এটা ধারণাতীত বলে মনে হয় না যে শিগগিরই সে পুরো অর্থের ব্যবস্থা করে ফেলবে। সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, সম্রাজ্ঞী ওয়ায়েট রোজ ও শাহজাদী লিকাসিকাও রকেট ক্রয়ের ব্যাপারে খুবই উৎসাহ জোগাচ্ছেন। তাঁরা তাঁদের সব গয়নাপত্র মাস্টার চং সিংয়ের কাছে সোপর্দ করে দিয়েছেন। সম্রাজ্ঞী রোজ তাঁর বইয়ের সমুদয় রয়ালটি রকেট ফান্ডে জমা দিয়ে দিয়েছেন। আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন যে সম্রাজ্ঞী রোজ যে বই আপনার সম্বন্ধে লিখেছেন, তার প্রায় এক লাখ কপির জন্য আগাম বুক হয়ে গেছে। ইউরোপের বেশ কয়েকটা ভাষায় তার অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি হলিউডের জনৈক কোম্পানি দশ লাখ ডলারের বিনিময়ে এর ফিল্মি রূপ দানের অধিকার কিনে নিয়েছে। এটা আমার প্রত্যাশা ছিল না যে এমন বাজে বই এত বেশি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারবে।

সায়মন : আমি সে বইটি দেখেছি। কাজেই বারবার তোমার তা উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

বিদেশমন্ত্রী : মহামান্য সম্রাট, বইটির উল্লেখ আমি এ জন্য করেছি যে এটি সমাপ্তির পর সম্রাজ্ঞী সভ্য দুনিয়ার জনগণের কাছে এ আবেদন জানিয়েছেন যে তাদের যদি সাদা উপদ্বীপের জনগণের প্রতি কোনোরূপ আন্তরিকতা ও সহানুভূতি থেকে থাকে, তাহলে তারা যেন মাস্টার চং সিংয়ের রকেট ফান্ডে উদারহস্তে চাঁদা দান করেন। আমেরিকার জনসাধারণ এ ব্যাপারে খুব উৎসাহী বলে মনে হচ্ছে। বর্তমানে সম্রাজ্ঞী ওয়ায়েট রোজ বড় শহরগুলোতে বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন এবং লোকজনকে এখানকার জনগণের ওপর পরিচালিত অত্যাচার-উৎপীড়নের রূপক কাহিনী বর্ণনা করে চাঁদা সংগ্রহ করছেন। মহিলারা তাঁর বক্তব্যে বিশেষভাব প্রভাবিত হয়ে থাকেন। আমি নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত এক জনসভা দেখেছিলাম, যাতে একজন ধনাঢ্য বিধবা রকেট ফান্ডের জন্য পাঁচ হাজার ডলারের চেক প্রদান করেছিলেন। আমেরিকার কোনো কোনো সংবাদপত্র সরকারকে বাধ্য করতে চেষ্টা করছে, যাতে তারা অনুন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের

সাহায্য ফান্ড থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ চং সিংয়ের রকেট ফান্ডে দান করে। এমনটি হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে যে আমেরিকার সরকার এ পরিপ্রেক্ষিতে তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে নতুবা সে অন্যান্য দেশের কাছ থেকে সহযোগিতা লাভ করার চেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

সায়মন : কিন্তু সে নির্বোধ রকেট ক্রয় করে কী করবে?

বিদেশমন্ত্রী : মহামান্য বাদশাহ, আমি তার কাছে কয়েকবার এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কিন্তু সে প্রতিবারই এ জবাবই দিচ্ছিল যে এটা একটা রহস্য। আর তা নির্দিষ্ট সময়ের আগে ফাঁস করা সাদা উপদ্বীপের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসিবতে আরো ইন্ধন জোগানোর কারণ হবে।

সায়মন : আমার জন্য এটা উপলব্ধি করা মোটেও কঠিন নয় যে ওই রকেট সে আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। কিন্তু এটা আমার বুঝে আসছে না যে তা ব্যবহারের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া কী হবে। সে কি ওই রকেটটি আমেরিকা থেকে উড়িয়ে আমার মহলের ওপর নিক্ষেপ করতে চাচ্ছে?

বিদেশমন্ত্রী : এমন কোনো সম্ভাবনা নেই, জাঁহাপনা। আমি এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়েছি যে এ রকেট শুধু মহাশূন্যে উড্ডয়নের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আমার এক প্রশ্নের জবাবে আমাকে বলেছে যে আমরা এখান থেকে কোনো দেশকে এমন কোনো রকেট কেনার অনুমতি দেব না, যে যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। তথাপি এমন কোনো ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে, যা মাস্টার চং সিং এখন প্রকাশ করতে চাচ্ছেন না। আমাদের দেশেরই এগারোজন বিজ্ঞানী ওই ফ্যাক্টরিতে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। যেখানে এ রকেট তৈরি হচ্ছে।

সায়মন : তোমাদের দেশের এগারোজন বিজ্ঞানী! তাঁরা সেখানে গিয়ে পৌঁছল কিভাবে?

বিদেশমন্ত্রী : আলমপনা, আপনার আসার আগে সফেদ জাজিরাহ সরকার কতিপয় নওজোয়ানকে বিজ্ঞানের ওপর উচ্চ ডিগ্রি লাভ করার জন্য ভাতা দিয়ে ইউরোপ ও আমেরিকা পাঠিয়েছিলেন। মাস্টার চং সিং তাঁদের মধ্য থেকে এগারোজন শ্রেষ্ঠ ছাত্রকে রকেট পরিচালনার ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ লাভ করার জন্য আমেরিকার কারখানায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমি সে ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়েছি এবং তাদের দেশে ফিরে আসার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছি। কিন্তু তারা বলেছে, আমরা এখানে থেকেই সাদা উপদ্বীপের অধিক খেদমত করতে পাচ্ছি।

সায়মন : আমার সম্পর্কে সে নওজোয়ানদের ধারণা কেমন ছিল?

বিদেশমন্ত্রী : আমার অনুপযুক্ত ও ছোট মুখে সেসব কথা উচ্চারণ করা সম্ভব নয়, যা তারা মহামান্য সম্পর্কে বলেছে। তারা সবাই সম্রাজ্ঞী ওয়ায়েট রোজের কিতাব পক্ষে নিয়েছে।

সায়মন : যদি আমি জানতে পারতাম, ওই রকেটের সঙ্গে আমার ভবিষ্যতের সম্পর্ক কী?

বিদেশমন্ত্রী : আলমপনা, আমি এ ব্যাপারে যত বুঝতে পারছি, ততই আমার অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্ভাবনা রয়েছে যে মাস্টার চং সিং আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চাচ্ছে। তাই সে এখানকার জনসাধারণকে তার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য রকেটকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লাভের হাতিয়াররূপে ব্যবহার করবে কিংবা সে মনে করে থাকবে যে সে লোক রকেটে আরোহণ করে সাদা উপদ্বীপে অবতরণ করার পর এখানকার জনগণ তাকে বিনা বাক্য ব্যয়ে তাদের বাদশাহরূপে মেনে নেবে। কিন্তু আমি জাঁহাপনাকে এ আশ্বাস প্রদান করতে পারি যে আমি এরূপ কোনো ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত সফল হতে দেব না। অন্তকেল্লা ও শাহী মহলের প্রতিরক্ষাগত ব্যবস্থা এত বেশি জোরদার করে দেওয়া হবে, যেন কোনো রকেট এখানে অবতরণ করতে না পারে।

সায়মন : তোমাদের বুদ্ধি-বিবেচনা সব লোপ পেয়ে গেছে। এখন তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন। আমি এ পরিস্থিতি সম্পর্কে নিরিবিলি চিন্তা-ভাবনা করতে চাই। কাজেই এখন তোমরা যেতে পারো।

সফেদ জাজিরাহর রকেট

কিং সায়মন সম্পূর্ণ অসাড়-অবসন্ন হয়ে একটা চেয়ারের ওপর বসে ছিলেন। তাঁর সম্মুখের টেবিলের ওপর কিছু কাগজপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে ছিল। এরই মধ্যে ম্যাডাম লুইজাহ এসে কামরার মধ্যে প্রবেশ করলেন।

লুইজাহ : আমি নাশতা করার জন্য এক ঘণ্টা ধরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। কী হয়েছে, আজ আপনাকে এত বিষণ্ন ও চিন্তাক্লিষ্ট বলে মনে হচ্ছে কেন?

সায়মন : (টেবিলের ওপর থেকে কয়েক টুকরা কাগজ তুলে নিয়ে লুইজাহকে দেখাতে দেখাতে) তুমি এসব ইশতেহার ও প্রচারপত্র পড়ে দেখেছ?

লুইজাহ : না, জনাব। আপনি তো জানেন, আমি এ দেশের ভাষা বুঝতে পারি না।

সায়মন : কোনো অজ্ঞাতনামা হাওয়াই জাহাজ পাঁচ দিন থেকে সফেদ জাজিরাহর বিভিন্ন শহর, নগর, বস্তি ও জনপদে এসব ইশতেহারের বৃষ্টি বর্ষণ করে চলেছে।

লুইজাহ : ইশতেহারগুলোতে কী লেখা রয়েছে।

সায়মন : এসব ইশতেহারে দেশের জনসাধারণকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে।

লুইজাহ : তবে আর এতে ঘাবড়ানোর কী আছে? আপনি তো জানেন, এখানকার জনগণ চূড়ান্ত উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতেও তাদের শাসনকর্তার ওপর হাত তোলে না। যত দিন পর্যন্ত আপনি মহলের বাইরে পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না, আপনার কোনো অসুবিধা নেই।

সায়মন : আমিও ভাবছি যে আমাকে এ মহলে কত দিন থাকতে দেওয়া হবে। এক ইশতেহারে এ ঘোষণাও প্রদান করা হয়েছে যে আমি আমার শাসনকালের ষষ্ঠ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের পর সফেদ জাজিরাহ ছেড়ে আমার নিজের দেশমাতৃকার দিকে চলে যাব। তাই আমায় আল্লাহ হাফেজ বলার জন্য জনগণকে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমার ষষ্ঠ বর্ষ পূর্তির আর মাত্র এক মাস দশ দিন বাকি রয়েছে।

লুইজাহ : সে ইশতেহার ছাড়ানোর উড়োজাহাজ কোত্থেকে আসে?

সায়মন : আমি যদি জানতে পরতাম রাতের কালোতে শহর ও জনপদে ইশতেহারে ছড়ানো হয়ে থাকে এবং দিনের আলোতে কোথায় যেন আত্মগোপন করে থাকে।

লুইজাহ : এর অর্থ হচ্ছে আমাদের বিরোধীরা কোনো বিজন জঙ্গলে গোপন এয়ারপোর্ট বানিয়ে রেখেছে।

সায়মন : আমাদের বিদ্রোহীদের গহিন অরণ্যে হাওয়াই আড্ডা বানানোর কোনো প্রয়োজন নেই। জনগণ তাদের সঙ্গে রয়েছে। আমার জানা নেই, মহলের বাইরে কী ঘটছে। আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জরুরি ভিত্তিতে অনুসন্ধান করার নির্দেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তার কেএনা রিপোর্ট পাওয়া যায়নি।

লুইজাহ : যদি ওসব ইশতেহার ও বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়ে থাকে যে আপনার শাসনকালের ষষ্ঠ বছর পূর্তি উপলক্ষে আপনি বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন। তবে তার অর্থ দাঁড়াবে আপনাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেওয়ার চক্রান্ত করা হচ্ছে। তা থেকে এটা উত্তম হবে না যে আপনি বর্ষ পূর্তির আগেই এ উপদ্বীপকে বিদায় অভিবাদন জানিয়ে দেবেন।

সায়মন : লুইজাহ, তুমি তোমর মুখ থেকে এমন অশুভ ও অবাঞ্ছিত কথা বের করো না। তুমি আমাকে স্বাভাবিক মৃত্যুর আগেই আত্মহত্যার পরামর্শ দিতে পারো না।

লুইজাহ : আপনি যদি জনগণকে তাদের ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেন, তাহলে মৃত্যু কিংবা আত্মহত্যার প্রশ্নই দেখা দিত না।

সায়মন : জনগণকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিয়ে আমি কোথায় যেতে পারি।

লুইজাহ : আপনি ইংল্যান্ড, আমেরিকা অথবা ফ্রান্স যেতে পারেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার প্রজারা উল্লাস ধ্বনি দিয়ে আপনাকে আল বিদা বলবে।

সায়মন : আমি সেখানে গিয়ে কী করব?

লুইজাহ : আপনার কোনো কাজ করার প্রয়োজন হবে না। আপনি যদি এখান থেকে কোনো পুঁজি নিয়ে যেতে না পারেন, তবু আমি আপনার বাকি জীবনের আরাম-আয়েশের সামগ্রী জোগান দেওয়ার দায়িত্ব নিতে পারি।

সায়মন : তা কিভাবে সম্ভব হবে?

লুইজাহ : আপনার জানা আছে যে সম্রাজ্ঞী রোজ তাঁর বই বিক্রি করে লাখ লাখ ডলার উপার্জন করেছে।

সায়মন : হ্যাঁ, আমার জানা আছে। কিন্তু তার কামাইর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?

লুইজাহ : তার উপার্জনের সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি তা থেকে কয়েক গুণ বেশি কামাতে পারব।

সায়মন : তা কিভাবে?

লুইজাহ : আমি সে রহস্য এখন ফাঁকা করতে চাচ্ছিলাম না। তথাপি আপনার সান্ত্বনার জন্য আরজ করছি যে সম্রাজ্ঞী 'কিং সায়মনের সঙ্গে এক বছর' লিখেছেন। আর আমার রচিত গ্রন্থের শিরোনাম হবে 'কিং সায়মনের সঙ্গে পাঁচ বছর'। যখন মানুষ আমার বই পাঠ করবে, তখন তারা উপলব্ধি করতে পারবে যে আপনার সম্বন্ধে সম্রাজ্ঞী রোজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল খুবই অসম্পূর্ণ। সম্রাজ্ঞীর বই দ্বারা হলিউডওয়ালারা শুধু একটা ফিল্ম তৈরি করছে আর আমার বই দ্বারা তাদের অন্ততপক্ষে পাঁচ-পাঁচটা ফিল্মের উপাদান মিলে যাবে। আমি এখানে আমার সময় বৃথা কাটিয়ে দিইনি।

সায়মন : আমি তোমাকে এরূপ বই প্রকাশ করার অনুমতি দেব না। আমি তোমার পাণ্ডুলিপি সরকারের পক্ষ থেকে বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিচ্ছি।

লুইজাহ : পাণ্ডুলিপি এখন আমেরিকার এক প্রকাশকের কাছে পৌছে গেছে। তাই বাজেয়াপ্ত করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

সায়মন : সম্রাজ্ঞীর মতো তুমিও আমার সঙ্গে হয়তো কৌতুক করে থাকবে।

লুইজাহ : সম্রাজ্ঞীর বই আমি পড়ে নিয়েছি। তিনি কোনো অতিরঞ্জন বা অতিশয়োক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেননি। আমিও প্রকৃত ঘটনা প্রবাহের ওপরই আমার কলমের গতিকে সীমিত রেখেছি।

সায়মন : মনে হচ্ছে যে দুনিয়াতে আমার কোনো দোস্ত থাকছে না। তোমার প্রকৃত ঘটনা উদ্ধারের প্রচেষ্টা আমার জন্য উত্তেজনাকর ইশতেহারগুলো অপেক্ষাও অধিক বিধ্বংসী বলে প্রমাণিত হবে। সত্য করে বল তো এ গ্রন্থ তুমি কার ইঙ্গিতে লিখেছ?

লুইজাহ : কারো প্ররোচনায় নয়। আমি এখানে এসে পৌছার পর থেকেই আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করতেছিলাম। আমার মনের আকাশে এ সত্য প্রতিভাত হয়েছিল যে আপনার বাদশাহীর পরিবর্তে একটা আকর্ষণীয় বই আমার ভবিষ্যতের উত্তম নিরাপত্তা দিতে পারে।

সায়মন : কিন্তু আমি যে তোমার সঙ্গে বিয়ের ওয়াদা করে ফেলেছি। তারপর তো তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

লুইজাহ : পুরুষরা শুধু শাদি সম্পর্কেই চিন্তা-ভাবনা করে থাকে। মেয়েদের কিন্তু বিবাহ-উত্তর বিভিন্ন জটিলতা ও সমস্যা ভেবে দেখতে হয়। আমার বিশ্বাস ছিল যে একদিন হঠাৎ করে আপনাকে এ দেশ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হবে। আমার সর্বাধিক আগ্রহ এই যে আপনি যেরূপ আরামপ্রিয় বিলাস অনুরাগী, তা আমি আপনাকে ব্যবস্থা করে দিতে পারব। এখন আপনার কল্যাণ এতেই নিহিত যে আপনি তুফান আসার আগেই এ দেশকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে দিন।

সায়মন : আমি এত নির্বোধ নই যে ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের রাজত্ব ও রাজমুকুট থেকে অব্যাহতি নিয়ে নেব? তবে যদি আমাকে এমন কোনো দেশের সন্ধান দিতে পারো, যার বাদশাহ মরে গেছে। যেখানকার আমির-ওমরাহগণ এত বেশি অদূরদর্শি তারা একজন অর্বাচীন লোককে ধরে নিয়ে তাদের ক্ষমতার মসনদে বসিয়ে দেবে। যেখানকার জনগণ এত বেশি অথর্ব ও নির্বোধ যে তাদের বারবার ধোঁকা দেওয়া ও প্রতারিত করা যেতে পারে। তাহলে আমি তোমার সঙ্গে সেখানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি। আমার কাছে সারা পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ পরিদৃষ্ট হচ্ছে না, যেখানকার জনসাধারণ আমার শাসনক্ষমতার বোঝা ওঠাতে পারে।

লুইজাহ : আপনার মতে কি এ দেশের দুর্ভাগ্য নিরীহ জনগণের জন্য এতটুকু শাস্তি যথেষ্ট নয়?

সায়মন : আমি সর্বসাধারণকে কোনো প্রকার সাজা প্রদান করিনি। আমি তাদের সঙ্গে এমন আচরণই করেছি, যেমনটি ছিল তাদের জন্য শোভনীয়। আল্লাহ তাদের ওপর ছিলেন অসন্তুষ্ট। আর তিনিই আমাকে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। যদি তারা কুদরতের পক্ষ থেকে কোনো উত্তম আচরণের উপযুক্ত হতো, তবে আমাকে বাদশাহ বানাতেন না। এখন আমি আমার দায়িত্ব থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব না।

লুইজাহ : এসব পরিস্থিতি সত্ত্বেও আপনার মনে কি এই বিশ্বাস রয়েছে যে আপনি এখানে থাকতে পারবেন?

সায়মন : আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। যখন আমি আমার জন্য উড়োজাহাজের অর্ডার দিয়েছিলাম, তখন আমার সন্দেহ সংশয় ছিল যে জনগণ কোনো দিন আকস্মিকভাবে আমার ওপর চড়াও হয়ে আসবে, তখন আমাকে পালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এখন আমার দুশ্চিন্তামুক্ত হওয়ার কারণ এই যে এখানকার লোকজন তাদের বাদশাহর ওপর হাত তোলাকে গুনাহের কাজ বলে মনে করে।

লুইজাহ : এখন পরিস্থিতি অনেক বদলে গেছে। তাই আমার বিশ্বাস নেই যে

তার খুব বেশি দিন নিয়ন্ত্রণের সফঙ্গ কাজ করতে পারবে।

সায়মন : আমি সব সময় তাদের প্রশান্ত করতে পারি। আমি এখনো এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারি যে তারা আমাকে তাদের শেষ ভরসা বলে মনে করতে বাধ্য হয়ে যাবে।

লুইজাহ : যদি আপনি এই দুর্ভাগা লোকদের জন্য কোনো নতুন সাজার চিন্তা করে থাকেন, তাহলে আল্লাহ আপনার অবস্থার ওপর রহম করুন। এখন আমার জন্য আপনাকে সঙ্গ দেওয়া সম্ভব নয়। এটা ঠিক যে যখন আমি এখানে এসেছিলাম, তখন আমার মনে একজন বাদশাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য কৌতূহল ছিল। কিন্তু আমি এখানে এ জন্য থাকিনি যে আমি একটা অসহায় জাতির বিরুদ্ধে আপনার অপরাধে অংশীদার হতে চাচ্ছিলাম।

সায়মন : লুইজাহ, আমার দুঃখ হচ্ছে, আমি তোমার প্রত্যাশা পুরো করতে পারিনি। দেশের পরিস্থিতি আমার বিয়ের অনুকূল ছিল না। আমার জন্য এটা জানা জরুরি ছিল যে আমি কী পর্যন্ত স্বেচ্ছাচারিতা করতে পারি। আমি আমার ওয়াদার ওপর অটল-অবিচল রয়েছি, আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেদিন খুব বেশি দূরে নয়, যখন আমি সব বিপদাপদ মুক্ত হয়ে তোমাকে আমার সম্রাজ্ঞী বানিয়ে নিতে পারব। জনগণের মধ্যে এতটুকু সচেতনতা হবে না যে তারা সম্রাজ্ঞী রোজের পক্ষে কোনো আওয়াজ তুলতে পারে।

লুইজাহ : (অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে) আপনি মনে করছেন যে, আমি যদি সম্রাজ্ঞী রোজের স্থান দখল করে নিই, তাহলে জনসাধারণ আমাকে অত্যাচারিত ও নির্যাতিত মনে করবে।

সায়মন : (লা-জওয়াবের মতো হয়ে) তোমার হাসি আমার কাছে পছন্দনীয় নয়।

লুইজাহ : আমি জানি আপনি শুধু অশ্রুই পছন্দ করেন।

সায়মন : আল্লাহরওয়াস্তে আমার সঙ্গে মার্জিত ভাষায় ও ভদ্রজনোচিতভাবে কথাবার্তা বলো।

লুইজাহ : সফেদ জাজিরার পবিত্রতা ও গাম্ভীর্যের জন্য কোন স্থান নেই। এ জন্যই তো আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই।

সায়মন : তুমি আমার সাহচর্য ত্যাগ করে চলে যেতে পারবে?

লুইজাহ : হ্যাঁ, এখন এই পাগলখানায় আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে।

সায়মন : তুমি ভেবেছ যে আমি বাজিতে হেরে গেছি।

লুইজাহ : আমার এখন আর আপনার হার-জিতের প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই। শুনে রাখুন। একজন বাদশাহকে তার কাছে থেকে দেখার আগ্রহ আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিল। আপনি ছিলেন রোগাক্রান্ত। আমার সঙ্গে আগত ডাক্তাররা আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে আমি যেন কিছু দিনের জন্য এখানে থেকে যাই। আমি আপনাকে অনুগ্রহের পাত্র বলে মনে করেছিলাম। যেদিন আপনি অতশবাজিতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে গাছের ওপর গিয়ে উঠেছিলেন, তখন মানুষ খুব কষ্ট করে তাদের হাসি নিয়ন্ত্রণ করেছিল। অথচ আপনার অবস্থার ওপর আমার করুণা হচ্ছিল। তারপর যখন আমি জানতে পারি যে আপনার দেমাগে বানরের মস্তিষ্ক কাজ করছে, তখন মানবিক সহানুভূতি আমাকে এখানে অবস্থান করতে বাধ্য করে। কিন্তু আরো একটা কারণ ছিল যে আমার হাতে আগত চিকিৎসকরা আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে আমি এখানে থেকে একটা চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ রচনা করতে পারব। একজন দক্ষ ও সফল চিকিৎসক হওয়ার ঐকান্তিক আগ্রহে আমি সেসব কথা সহ্য করেছি, যা কোনো মানুষ সহ্য করতে পারে না। আমার আরো ধারণা ছিল যে হয়তো কোনো দিন গিয়ে আপনার মানসিক অবস্থা ভারসাম্যপূর্ণ হয়ে যাবে। আমি তাতে গৌরব করতে পারব যে এখানে আমার সময় বৃথা নষ্ট হয়নি। কিন্তু এখন এ প্রত্যাশাও শেষ হয়ে গেছে। যদিও আপনার ওপর পুনরায় এ মারাত্মক ও বিপজ্জনক ব্যাধির আক্রমণ হয়নি। তথাপি যে পর্যন্ত আপনার ধ্বংসাত্মক যোগ্যতার সম্পর্ক রয়েছে, আমি অনুভব করছি যে আপনি বানর অপেক্ষাও অধিক বিপৎসংকুল ও মারাত্মক হয়ে গেছেন।

সায়মন : (ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে একটা চেয়ারের ওপর গিয়ে বসতে বসতে) লুইজাহ, এখন রসিকতা করার সময় নয়। আমি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। আল্লাহর ওয়াস্তে সত্য করে বল তো তুমি কি বাস্তবিকই আমার সম্বন্ধে কোনো গ্রন্থ প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছ?

লুইজাহ : হ্যাঁ, আমার শুধু এ ব্যাপারে আফসোস হচ্ছে যে সম্রাজ্ঞী রোজ প্রতিযোগিতায় আমার থেকে এগিয়ে গেছে।

সায়মন : এটা গাদ্দারি ও বেইমানির নিকৃষ্টতম উদাহরণ। তোমাদের থেকে এমনটি আমি আশা করিনি।

লুইজাহ : আমার ধারণা ছিল, আপনি আমাকে জিনিয়াস মনে করবেন। আমার একান্ত বিশ্বাস, কোনো দিন আপনাকে অবশ্যই পালিয়ে যেতে হবে। এ দেশের মানুষ আপনার সমুদয় স্মৃতি মুছে ফেলবে। এমনকি কেউ আপনার নাম নেওয়াও সহ্য করবে না। অথচ বইয়ের বদৌলতে আপনার নাম সর্বদা জাগরুক হয়ে থাকবে।

সায়মন : কিন্তু আমার তো মউতের পরে নামের দরকার নেই। আমি কেবল একজন বাদশাহরূপে জীবিত থাকতে চাচ্ছি। তোমরা আমার দুঃখ-যাতনায় আধিক্য করতে, ইন্ধন জোগাচ্ছে। আমি তোমাকে আমার জীবনসঙ্গিনী ও সহধর্মিনী বানানোর প্রতিশ্রুতিতে অটল রয়েছি। তার পরও তোমার পক্ষ থেকে আমার এমন ধোঁকা-প্রতারণার কোনো প্রত্যাশা ছিল না।

লুইজাহ : আমি এমনটি করতাম না। কিন্তু যখন আমি দেখছি এ দেশের সরলপ্রাণ ও নিরীহ জনসাধারণ আপনার ওপর কতই না ইহসান-অনুগ্রহ করেছেন। অথচ আপনি তাদের কেমন ধোঁকাই না দিলেন। তা না হলে আমার মন আমাকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করত না। তদুপরি আমি আমার বইতে কোনো ভুল তথ্য পরিবেশন করিনি। আমার এ দাবির সত্যতা আপনি মাস্টার চং সিংকে দিয়ে যাচাই করাতে পারেন।

সায়মন : চং সিং তোমার বই সম্বন্ধে জানতে পারল কিভাবে?

লুইজাহ : আমি প্রকাশকের কাছে আমার রচিত বইয়ের পাণ্ডুলিপি মাস্টার চং সিংয়ের মারফতে পাঠিয়েছিলাম। সে নিজেই এর ভূমিকা লিখে দিয়েছিল।

সায়মন : তুমি তাকে কখন থেকে জানো?

লুইজাহ : আমি এখানে আসার আগে বার্লিন,প্যারিস ও লন্ডনে তার সঙ্গে কয়েক দফা সাক্ষাৎ করেছিলাম।

সায়মন : তাহলে তার অর্থ হচ্ছে এই যে তুমি আমার জঘন্যতম দুশমনের গোয়েন্দা হিসেবে এখানে এসেছিলে। আর এই বইও সে লিখিয়েছে।

লুইজাহ : সে যদি আপনার দুশমন হতো, তাহলে আপনার স্বাস্থ্য সম্পর্কে তার এত ব্যস্ততা-ব্যকুলতা থাকত না। আর না সে ইউরোপের সেরা ডাক্তারদের আপনার চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করত। আপনার দেমাগ খারাপের কারণ তার জানা ছিল, তাই সে মনে করেছিল, চিকিৎসান্তে আপনি ঠিক হয়ে যাবেন। কিন্তু এখন সে নিরাশ হয়ে পড়েছে।

সায়মন : (চেয়ার থেকে উঠে রাগে ও ক্ষোভে কাঁপতে কাঁপতে) সে আমার বিরুদ্ধে কোনো মারাত্মক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। সে ষড়যন্ত্রে তুমিও জড়িত রয়েছ। সত্য করে বলো যে সে কী করছে?

লুইজাহ : আমার কিছুই জানা নেই।

সায়মন : সে একটা রকেট কিনে নিয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক ইশতেহার প্রচার করার ব্যাপারেও তার হাত রয়েছে। তোমার কল্যাণ এতেই নিহিত রয়েছে যে তুমি আমাকে পুরো ঘটনা খুলে বলো। নতুবা

আমি তোমাকে প্রাণে মেরে ফেলব (সায়মন হাত বাড়িয়ে দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে। লুইজাহ সংকুচিত হয়ে একদিকে সরে পড়ে)।

সায়মন : বলো, আমার বিরুদ্ধে কী কী চক্রান্ত করা হচ্ছে?

লুইজাহ : আমি কিছুই জানি না। আপনি সজ্ঞানে কাজ করুন। আপনার দেমাগ ঠিক নেই। আপনার ঘুমের ওষুধের প্রায়াজন। আল্লাহর ওয়াস্তে আয়নার দিকে দেখুন। আপনার সৌন্দর্যমণ্ডিত চেহারা বানরের মতো ভীতিপ্রদ এবং আতঙ্কজনক হয়ে উঠেছে।

(সায়মন পাশে ফিরে দেয়ালের সঙ্গে লাগানো মানুষ সমান উঁচু আয়নার প্রতি তাকায়। লুইজাহ পার্শ্ববর্তী কক্ষের দিকে পালিয়ে যায় এবং ভেতর দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়)।

সায়মন : (সামনে অগ্রসর হয়ে দরজার ওপর হাত মারতে মারতে) দরজা খোলো।

লুইজাহ, লুইজাহ, লুইজাহ!

২

(উজিরে আজম একটা ফাইল বগলদাবা করে কামরার মধ্যে প্রবেশ করে আর অমনি কিং সায়মনের দৃষ্টি তার দিকে গিয়ে পড়ে)।

উজিরে আজম : আমি এইমাত্র খবর পেয়েছি যে চং সিং এসে পৌছেছে।

সায়মন : কোথায় পৌছেছে?

উজিরে আজম : আলমপনা, পূর্ব উপকূলের এক বন্দরে যা এখান থেকে অন্যূন পঞ্চাশ মাইল দূরে অবস্থিত। সম্রাজ্ঞী রোজ ও শাহজাদী লিকাসিকাও তার সঙ্গে রয়েছে।

সায়মন : নির্বোধ! তুমি আমাকে এটা জানতে দাও যে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি না?

উজিরে আজম : জাঁহাপনা, তারা তো গ্রেপ্তার হয়নি। বরং আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন যে আমাদের প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উভয়ই গ্রেপ্তার হয়ে গেছেন।

সায়মন : তাদের কে গ্রেপ্তার করেছে?

উজিরে আজম : মহামান্য সম্রাট, তাদের সেখানকার স্থানীয় পুলিশ গ্রেপ্তার করে

ফেলেছে।

সায়মন : কার নির্দেশে?

উজিরে আজম : মহামান্য বাদশাহ, সেনাপতির আদেশে। আপনি ধৈর্য সহকারে আমার কথা শুনুন। তাহলে এক্ষণই আপনার সব হয়রানি-পেরেশানি দূর হয়ে যাবে। ঘটনা হয়েছে এই যে আজ প্রত্যুষে এ আতঙ্কজনক খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী বন্দরের দিকে রওনা হয়ে যান। যখন তাঁরা সেখানে গিয়ে পৌছেন, তখন সেখানে সেনাপতি বড় সেনা অফিসারদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। চং সিংও তাঁর সঙ্গী জাহাজ থেকে নেমে এসে তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁদের কাছে গিয়ে তাঁর গাড়ি বন্ধ করেই পুলিশকে চং সিংকে গ্রেপ্তার করে ফেলার নির্দেশ দেন। কিন্তু সেনাপতি হস্তক্ষেপ করলে পুলিশ সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার সাহস পায়নি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী একযোগে তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে চং সিং সাদা উপদ্বীপের দুশমন। তাই আপনি তাঁকে গ্রেপ্তারি থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবেন না। সেনাপতি মুচকি হেসে পুলিশের লোকদের প্রতি তাকালেন এবং বললেন, যদি তোমাদের কাছে এখানে সাদা উপদ্বীপের কোনো দুশমন পরিলক্ষিত হয়, তাহলে তোমরা তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারো। কিন্তু মনে রেখো, যদি তোমরা দোস্ত দুশমন চিহ্নিত করতে ভুল করো, তবে তোমাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পুলিশের একজন অফিসার তার সিপাহিদের সঙ্গে কিছু কথা বললেন এবং তার পরই গিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন। বিমানবন্দরে আনুমানিক ত্রিশ হাজার মানুষের ভিড় এ ড্রামা দিখেছিল। এরা সবাই আমাদের উজিরদের সঙ্গে কোনো প্রকার সহানুভূতি প্রকাশ করার পরিবর্তে 'ফৌজ জিন্দাবাদ', 'সিপাহসালার জিন্দাবাদ'-এর শ্লোগান দিচ্ছিল।

সায়মন : বন্দরে এতবড় জমায়েতের অর্থ হচ্ছে এই যে চং সিংয়ের আগমনী সংবাদ জনগণের কাছে আগেই জানা ছিল।

উজিরে আজম : আলমপনা, কাল সারা রাত দুটো উড়োজাহাজ সফেদ জাজিরাহর ওপর ইশতেহারের সৃষ্টি বর্ষণ করেছিল। এই যে দেখুন, (ফাইল থেকে একটি ইশতেহার বের করে সায়মনকে দেখাতে থাকে)।

সায়মন : তুমি আমাকে ইশতেহারের তরজমা পড়ে শোনাও। আমার সময় নষ্ট করো না।

উজিরে আজম : জাঁহাপনা, এ ইশতেহারে লেখা রয়েছে, আমার প্রিয় স্বদেশবাসী! যদি তোমরা তোমাদের অপরাধপ্রবণ শাসকের হাত থেকে নাজাত

লাভ করতে চাও, তাহলে এক্ষণই পূর্বাঞ্চলীয় বন্দরে গিয়ে সমবেত হয়ে যাও। এটা তোমাদের জন্য সর্ব শেষ সুযোগ।

সায়মন : চং সিংয়ের সিদ্ধান্ত কী? সে আমার সঙ্গে কিরূপ আচরণ করতে চায়?

উজিরে আজম : আলমপনা, আমার মনে হয় এখন এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর একমাত্র সেনাপতিই প্রদান করতে পারে। গোয়েন্দা পুলিশের একজন অফিসার আমার কাছে যেসব তথ্য পেরণ করেছে, তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে চং সিং ও তাঁর সঙ্গীরা যাদের মধ্যে রয়েছে সম্রাজ্ঞী রোজ, শাহজাদী লিকাসিকা ও আমাদের দেশের সেই এগারোজন বিজ্ঞানী, যাঁরা তাঁদের শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর আমেরিকায় রকেট তৈরির প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন, কোনো ভিনদেশি জাহাজে করে এসেছিলেন। ওই জাহাজে রাতের শেষ প্রহরে আমাদের উপকূলে এসে নোঙ্গর করে। তার আগেই সেনাবাহিনীর কয়েক ডিভিশন ব্যতীত শহরের হাজার হাজার জনতা সেখানে গিয়ে সমবেত হয়েছিল। সেই জাহাজের ওপরও খুব বড় একটা রকেট বোঝাই করা ছিল। এখন তা নামানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

সায়মন : এই রকেট নিশ্চয়ই আমাদের কেল্লার ওপর ব্যবহৃত হবে। তুমি এক্ষণই এই ঘোষণা দিয়ে দাও যে দেশের শত্রুরা শাহীমহল ধ্বংস করে দিতে চাচ্ছে। জনগণকে এটা বোঝাও যে তোমাদের শাসনকর্তার জীবন বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে।

উজিরে আজম : জাঁহাপনা, আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে জনসাধারণ এই সংবাদে খুশিই হয়ে যাবে।

সায়মন : তুমি তাদের বোঝাও যে তোমাদের দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। চং সিং, সম্রাজ্ঞী রোজ, শাহজাদী লিকাসিকা ও তাঁদের অন্য সঙ্গীরা বিদেশি শক্তির ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করছে।

উজিরে আজম : মহামান্য সম্রাট, আপনার নির্দেশ পালনে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এখন আমার কোনো ঘোষণা জনগণকে প্রভাবিত করতে পারবে না। এখন শহর, নগর, বস্তি, জনপদের সবাই পিপড়ার সারির মতো সমুদ্র বন্দরের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে। আমি এই মাত্র শাহজাদী লিকাসিকা ও সম্রাজ্ঞী ওয়ায়েট রোজের বক্তৃতা শুনে এসেছি। আমার ভয় হচ্ছে, এরূপ কয়েকটি ভাষণের পর আমাদের বিরুদ্ধে সারা দেশে আগুন লেগে যাবে। সায়মন : তুমি কি বন্দর হয়ে এসেছ?

উজিরে আজম : না আলমপনা, আমি আমার কক্ষে বসেই তাদের বক্তব্য শুনতে পেয়েছি। তারা যে রেডিও ট্রান্সমিটার তাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছে, তা আমাদের

ট্রান্সমিটার অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিশালী।

সায়মন : (ক্রোধান্বিত হয়ে) তাহলে তুমি কী করতে চাও?

উজিরে আজম : জাঁহাপনা, এ দেশের কোনো রাজনীতিবিদের সঙ্গে এখন আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং একজন সিপাহির সঙ্গে রয়েছে। আমরা তার সন্মুখে বেশি থেকে বেশি আমাদের অসহায়ত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারি।

সায়মন : তুমি খুবই নির্বোধ! তুমি একটা আস্ত গাধা। যাও কাচুমাচুকে খুঁজে নিয়ে আসো। তাকে এক্ষণই আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। আর দুর্গের ব্যবস্থাপককে বল, যেন আমার হেলিকপ্টার প্রস্তুত রাখে।

৩

উজিরে আজম বাইরে বেরিয়ে গেলেন। এদিকে সায়মন কামরার ভেতর কয়েক মিনিট পায়চারী করার পর সম্মুখের কামরার দরজায় গিয়ে করাঘাত করতে লাগলেন।

সায়মন : লুইজাহ লুইজাহ, নির্বোধ হয়ো না। আল্লাহর ওয়াস্তে দরজা খুলে দাও। (দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিতে দিতে) লুইজাহ লুইজাহ!

(এরই মধ্যে একজন পরিচারিকা অন্য দরজা দিয়ে কামরার ভেতর এসে প্রবেশ করে)।

পরিচারিকা : কী হয়েছে, মহামান্য সম্রাট?

সায়মন : না, কিছু না। (দরজায় ধীরে ধীরে আঘাত করতে করতে) লুইজাহ লুইজাহ!

পরিচারিকা : আলমপনা, ম্যাডাম লুইজাহ এই মাত্র পশ্চাদদ্বার দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেছেন। আঙ্গিনায় আমি তাঁকে হেলিকপ্টারে আরোহণ করতে দেখেছি)।

(সায়মন ঝড়ের গতিতে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। অন্যূন পঞ্চাশ কদম দূরে একটি হেলিকপ্টারের চারপাশে কতিপয় কর্মচারী, বডিগার্ড ও দলের কয়েকজন অফিসার দাঁড়িয়ে ছিলেন। হেলিকপ্টারের পাখার গরগর শব্দ তখনো শোনা যাচ্ছিল)।

সায়মন দৌড়ে গিয়ে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলেন : ওর গতিরোধ করো। লুইজাহ লুইজাহ, দাঁড়াও; অপেক্ষা করো। তোমার পালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন

নেই। আমি একটা চমৎকার কৌশল চিন্তা করে ফেলেছি)।

(হেলিকপ্টার এরই মধ্যে আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে লাগল। সায়মনের কণ্ঠ বন্ধ হয়ে গেল। সে হাঁপাতে হাঁপাতে দর্শকদের কাছে গিয়ে থামল)।

সায়মন : আমি তোমাদের সবাইকে ফাঁসিতে ঝোলাব। আমার হেলিকপ্টার ওড়ানোর অনুমতি কে দিয়েছে?

একজন অফিসার : মহামান্য বাদশাহ, ম্যাডাম লুইজাহ হাওয়া খাওয়ার জন্য তাশরিফ নিয়ে গিয়েছেন। তিনি পাইলটকে বলেছেন যে আমি এক্ষণই ফিরে আসব।

সায়মন : তোমরা সবাই একেবারে বেকুব। তোমরা সবাই পাগল হয়ে গেছ!

(হেলিকপ্টারের দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে) লুইজাহ লুইজাহ, ফিরে এসো। আমিও তোমার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত আছি। (অফিসারের দিকে মুখ ফিরিয়ে) তুমি এয়ারপোর্টে টেলিফোন করে বলে দাও, সেখানে যত উড়োজাহাজ রয়েছে, সব যেন বন্ধ রাখা হয়।

অফিসার : জাঁহাপনা, বিমানবন্দর একেবারে ফাঁকা। সেনাপতির নির্দেশে সেখান থেকে সব হাওয়াই জাহাজ বের করে নেওয়া হয়েছে।

সায়মন : তাহলে তুমি গিয়ে চেষ্টা করে দেখো, যদি কোনো বিদেশি জাহাজ এসে পড়ে, তবে সেটাকে যেন আটকে ফেলা হয়।

অফিসার : জনাব, সিপাহসালার এই হুকুম দিয়ে রেখেছেন যে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সাদা উপদ্বীপের ওপর কোনো বিদেশি জাহাজ উড্ডয়নের অনুমতি নেই। যা-ই হোক, আমি চেষ্টা করে দেখছি।

(অফিসার কুর্নিশ করে সালাম জানিয়ে একদিকে কেটে পড়ে)।

৪

কিছুক্ষণ পর কিং সায়মন পুনরায় তার কামরায় পায়চারী করছিল। ইতিমধ্যে কাচুমাচু এসে প্রবেশ করল।

কাচুমাচু : আপনি অধমকে স্মরণ করেছেন, স্যার?

সায়মন : তুমি চং সিংয়ের আগমন সম্পর্কে কিছু শুনেছ?

কাচুমাচু : জি, জাঁহাপনা। এই মাত্র আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে ম্যাডাম লুইজাহ এখান থেকে পালিয়ে গেছেন।

সায়মন : তুমি কি জানো যে এখন আমাদের জীবনই বিপন্ন?

কাচুমাচু : হ্যাঁ, আলমপনা। কিন্তু আপনার আশঙ্কা আমাদের সবার চেয়ে বেশি।

সায়মন : আমি তোমাদের বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার ওপর ভরসা করতে গিয়ে ভুল করেছি!

কাচুমাচু : মহাত্মন, আমি যদি তেমন প্রজ্ঞা ও প্রতিভার অধিকারী হতাম, তবে আজ পর্যন্ত এখানে পড়ে থাকতাম না। আসলে আমরা সবাই আস্ত গাধা! ম্যাডাম লুইজাহ ছিলেন বুদ্ধিমতি ও বিচক্ষণতার অধিকারিণী। তাই তো তিনি তুফান আসার আগেই এখান থেকে চলে গেছেন।

সায়মন : তুমি কি বিশ্বাস করো যে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে?

কাচুমাচু : আপনি কী মনে করেন?

সায়মন : আজ আমার দেমাগ কাজ করছে না! আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে বলো যে তারা আমার সঙ্গে কিরূপ আচরণ করতে চাচ্ছে? এখানে এত বড় রকেট নিয়ে আসার পেছনে তাদের উদ্দেশ্যই বা কী?

কাচুমাচু : এটা আমার জানা নেই। অবশ্য আমি এতটুকু বলতে পারি যে সফেদ জাজিরার জনসাধারণ অত্যন্ত উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতেও আপনার ওপর হাত তুলবে না। প্রাচীনকাল থেকে এ দেশে প্রচলিত প্রথা এই যে জনগণ যখন কোনো মাসকের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে, তখন তারা তাঁকে খুবই ইজ্জত ও সম্মানের সঙ্গে একটা নৌকায় বসিয়ে দেশ থেকে বহু দূরে নিয়ে কোনো উপদ্বীপে রেখে আসে। আমার মনে হচ্ছে, আপনার গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে তারা একটা তরীর পরিবর্তে রকেটের বন্দোবস্ত করেছে।

৫

সুশীলং এবং ইচুলিচু (বর্তমান ও সাবেক উজির) অ্যাসেম্বলি সদস্যদের কয়েকজনের সঙ্গে কামরার ভেতর প্রবেশ করল)।

ইচুলিচ : আলমপনা, এখন উপায় কী?

সায়মন : এখনো কিছু হতে বাকি আছে? আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে পেরেশান করো না। বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

সুশীলং : আমরা কোথায় যাব, আলমপনা?

সায়মন : আল্লাহর ওয়াস্তে আমার ওপর রহমত করো। আমাকে একটু চিন্তা-ভাবনা করতে দাও। (পালিয়ে অন্য কামরায় গিয়ে প্রবেশ করে এবং দরজা বন্ধ করে দেয়)।

ইচুলিচু : (সম্মুখে অগ্রসর হয়ে দরজায় খটখট করতে করতে) আলমপনা, এ সময় আমাদের আপনার পরামর্শের প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে দরজা খুলে দিন)।

(একজন পুলিশ অফিসার কক্ষের ভেতর এসে প্রবেশ করেন)।

পুলিশ অফিসার : হিজ ম্যাজেস্ট্রি কোথায় আছেন?

সুশীলং : হিজ ম্যাজেস্ট্রি এখন কারো সঙ্গে মোলাকাত করতে পারবেন না। আপনি কী বলতে চান, আমাকে বলুন।

পুলিশ অফিসার : আপনি বন্দরের ট্রান্সমিটার থেকে নতুন ঘোষণা শুনেছেন?

সুশীলং : না তো!

পুলিশ অফিসার : জনাব, তাজা আর গরম সংবাদ হচ্ছে এই যে রকেট নিরাপদে ও সহীহ সালামতে জাহাজ থেকে নামিয়ে নেওয়া হয়েছে। এখন তা এখানে নিয়ে আসা হবে।

সুশীলং : এটা অসম্ভব! এত বড় রকেট স্থলপথে এখানে কী করে নিয়ে আসা সম্ভব হতে পারে?

পুলিশ অফিসার : জনাব, ওটা টেনে নিয়ে আসার মতো মেশিন ও এর সঙ্গেই এসেছে। চং সিং ঘোষণা করেছেন যে, শহরের বাইরে খোলা মাঠে একটা জাঁকজমকপূর্ণ রকেট স্টেশন নির্মাণ করা হবে।

ইচুলিচু : এগুলো কী হচ্ছে? কী ছাই ভস্ম কিছুই আমার মাথায় ধরে না। এই

মহল উড়িয়ে দেওয়ার জন্য মাস্টার চং সিংয়ের এত আয়োজনের কি-ইবা প্রয়োজন ছিল।

একজন সাবেক মন্ত্রী : যদি তোমরা বুদ্ধিমান হতে, তাহলে তিনি এ দেশের উজির হতেন কিরূপে?

ইচুলিচু : এটা ইয়ার্কির সময় নয়। তবে আমার কৃতিত্ব এখানেই যে আমার মন্ত্রিসভা বর্তমান মন্ত্রিপরিষদ অপেক্ষা অনেক ভালো ছিল।

পুলিশ অফিসার : মাস্টার চং সিং তার ঘোষণায় এটাও বলেছে যে এই রকেট তৈরির কাজে আমাদের দেশের এগারোজন নওজোয়ান বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেছেন। হিজ ম্যাজেস্ট্রি কিং সায়মনের শাসনকালের ষষ্ঠ এবং শেষ বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে মঙ্গল গ্রহের দিকে উড্ডয়ন করবেন। তার উড্ডয়নের সঙ্গে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের কলঙ্কজনক অধ্যায়েরও পরিসমাপ্তি ঘটবে।

জনৈক সদস্য : রকেট সম্পর্কে অবহিত আমাদের দেশের এগারোজন বিজ্ঞানী কারা?

পুলিশ অফিসার : তাঁরা ইউরোপ ও আমেরিকায় শিক্ষা লাভ করতেছিলেন। মাস্টার চং সিং তাঁদের ব্যবহারিক শিক্ষা লাভের জন্য রকেট নির্মাণকারী কারখানায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

সুশীলং : ম্যাডাম লুইজাহ সম্বন্ধে তুমি কোনো সংবাদ পেয়েছ?

পুলিশ অফিসার : আমি এই মাত্র রেডিওতে একটা বিশেষ বিজ্ঞপ্তি শুনছিলাম। তাতে বলা হয়েছে, ম্যাডাম লুইজাহ বন্দরে গিয়ে পৌঁছে গেছেন। সেখানে মাষ্টার চং সিং, শাহজাদী লিকাসিকা ও সম্রাজ্ঞী রোজ তাঁকে উষ্ণ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। আজ বিকেল চারটায় তিনি মহামান্য বাদশাহ সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেবেন। তাঁর এই বক্তৃতা দেশের সব রেডিও স্টেশন থেকে একযোগে প্রচার করা হবে।

(কিং সায়মন অকস্মাৎ দরজা খুলে সামনের কক্ষ থেকে বের হয়ে আসেন)

সায়মন : আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওই রকেটের সামনে আমাদের সবাইকে বলিদান দেওয়া হবে। তোমরা এমন কোনো পন্থা ও উপায় খুঁজে বের করো, যাতে এই অমঙ্গলজনক ও জঘন্য রকেট পথিমধ্যে ধ্বংস হয়ে যায়।

পুলিশ অফিসার : আলমপনা, এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। ফৌজ রকেটের নিরাপত্তা বিধান করছে। তা ছাড়া প্রায় দুই লাখ মানুষ সেখানে সমবেত হয়ে গেছে। আগামী এক-দুদিন পর্যন্ত আরো কত লোক সেখানে জমায়েত হবে, তা অনুমান করাও কঠিন। এসব লোক একটা বিশাল কাফেলার মতো রকেটের

সঙ্গে এদিকে এগিয়ে আসবে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের কোনো লোক রকেটের ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পারবে না।

সায়মন : তোমরা দেশের সমুদয় সম্পদ এই মহলে এনে জমা করে রেখেছ। তোমাদের সোনা-চান্দির মূল্যে এক-দুজন বিজ্ঞানীর বিবেক কিনে ফেলা কোনো রকম কঠিন কাজ নয়। আমরা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমাদের ইলেকশন কাণ্ডও ব্যবহার করতে পারি।

পুলিশ অফিসার : আলমপনা, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের কোনো বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত গিয়ে পৌছা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেননা ফৌজের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা বড়ই শক্ত।

সায়মন : (ত্যক্তবিরক্ত হয়ে) এখানে বসেই তোমাদের সব কথা জানা হয়ে গেল?

পুলিশ অফিসার : মহাত্মন, আমি তাদের রেডিওর সব বিজ্ঞপ্তি শুনেছি। তদুপরি সেখানে আমাদের গুপ্তচর নিয়োজিত রয়েছে। তারা ওয়ারলেসে প্রতি মিনিটের খবর দিয়ে চলেছে। এই পরিস্থিতির সর্বাপেক্ষা বেশি বিব্রতকর দিক হচ্ছে, উজিরদের ও আলমপনা সম্বন্ধে ফৌজের মনোভাব জনগণের মতোই।

সুশীলং : জাঁহাপনা, এখন সারা দেশ আমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। এ রকেটের মধ্যে আমাদের ধ্বংসের জন্য কী কী সরঞ্জাম লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তা আল্লাহই ভালো জানেন। আপনি মঙ্গল গ্রহ সরকারের কাছে কেন সাহয্য প্রার্থনা করছেন না?

সায়মন : এটা আল্লাহ্র কুদরত যে আমার আপন হাতে গড়া গাধা আজ আমার সঙ্গে রসিকতা করে চলেছে।

সুশীলং : আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি, আলমপনা! কিন্তু আমি আমার মাথার দিব্যি করে বলতে পারি, আমি মহোদয়ের সঙ্গে কোনো রকম ইয়ার্কি-মশকরা করিনি। আমি সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে এ উপলব্ধি করছি যে এখন মঙ্গল গ্রহই আমাদের শেষ আশ্রয়স্থল।

সায়মন : তোমরা জানো যে মঙ্গল গ্রহ কোটি কোটি মাইল দূরে অবস্থিত। ইদানীং মহাশূন্যে কিছু কিছু পরিবর্তনের ফলে যাতায়াতের সব পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। তাই সেখান থেকে কোনো রকেট আমাদের সাহায্যের জন্য আসতে পারবে না।

ইচুলিচু : জাঁহাপনা, যদি এটাই প্রকৃত ব্যাপার হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের পেরেশান হওয়ার কোনোই প্রয়োজন নেই। কারণ এ রকেট চং সিংয়ের

রাজনৈতিক চাল বলে আমার মনে হচ্ছে। তার ইচ্ছা হয়ে থাকবে যে যখন এ রকেট মঙ্গল গ্রহ অভিমুখে উড্ডয়ন করবে, তখন জনগণের মধ্যে তার অসাধারণ স্বীকৃতি লাভ হয়ে যাবে। আপনার ঘোষণা মোতাবেক এ রকেটের অকৃতকার্যতা অবশ্যম্ভাবী, যার অনস্বীকার্য ফল হবে মানুষ তাকে নির্বোধ ও অপয়া বরে মনে করে তার সঙ্গ ত্যাগ করবে। আবার এমনও হতে পারে, চং সিং সফেদ জাজিরার হিরো হওয়ার উদগ্র বাসনায় নিজেই রকেটে করে ওড়াল দেওয়ার ইচ্ছা করে থাকবে।

সায়মন : (নিজের কপালে সজোরে হাত মারতে মারতে) আল্লাহ তোমাদের ধ্বংস করুক। তোমরা এতটুকুও ভাবতে ও বুঝতে পারো না যে সে রকেটে করে ওড়ার আগেই জনগণের শিরোপা অর্জন করে ফেলেছে।

সুশীলং : আলমপনা, আমি আমার মন্তব্য ফিরিয়ে নিচ্ছি। আমি কখনো আমার বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার ওপর গৌরব প্রকাশ করিনি।

সায়মন : হায় আফসোস, মাস্টার চং সিং যদি আমার উজিরে আজম হতো এবং আমি তাকে এ নির্দেশ দিতে পারতাম যে এসব গর্দভকে রকেটে আবদ্ধ করে মঙ্গল গ্রহ পানে পাঠিয়ে দাও। উহ, আহ! আমি কত দেরিতে এ সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছি। (পুলিশ অফিসারের দিকে লক্ষ করে) তুমি এক্ষনই এ হতভাগাগুলোকে বলতেছিলে যে এ রকেট আমাদের রাষ্ট্র সরকারের ষষ্ঠ ও সর্বশেষ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ ছেড়ে দেওয়া হবে।

পুলিশ অফিসার : হ্যাঁ, আলমপনা! আমি নিজ কানে এ ঘোষণা শুনেছি।

সায়মন : (একদিক সরে গিয়ে চেয়ারের ওপর বসতে বসতে) এবার তোমরা যেতে পারো। এখন আর কোনো কথা আমার জন্য হেঁয়ালি থাকেনি। এ রকেট আমার জন্যই নিয়ে আসা হয়েছে। চং সিং আমাকে বাধ্য করবে, যাতে আমি এতে সওয়ার হয়ে মঙ্গল গ্রহ অভিমুখে রওনা হয়ে যাই।

ইচুলিচু : তারপর আমরা কোথায় যাব, আলমপনা!

সায়মন : (তাচ্ছিল্য ভরে) তোমরা এখানেই থাকবে। তোমাদের জন্য খুব সম্ভব এ মাটির মধ্যেই কোনো গভীর গর্ত খোঁড়া হবে। এমন জাঁকজমকপূর্ণ বাহন তো কেবল রাজা-বাদশাহদের ভাগ্যেই জুটে থাকে।

মহামান্য সম্রাটের বিদায় ও প্রস্থান

কিং সায়মনের মহল অবরুদ্ধ অবস্থায়। যে ট্রান্সমিটার মাস্টার চং সিং তার সঙ্গে নিয়ে এসেছে, তা এখন রাজধানী থেকে পাঁচ মাইল দূরে রকেট স্টেশনের কাছে বসানো হয়েছে। দূর-দূরান্ত থেকে একাধারে বস্তি ও নগরবাসী জনগণ রাজধানীতে এসে সমবেত হয়েছে। রকেট স্টেশন শহরের মধ্যে যে রাজপথ নির্মাণ করা হয়েছে, তার ওপর দিবারাত্র লোকজন বাদ্যযন্ত্রের বাঁধায় নিয়োজিত। মানুষ শাহী মহলের চার দেয়ালের প্রদক্ষিণ থেকে অতীষ্ঠ বোধ করে রকেট স্টেশনের দিকে চলে যায়। আবার রকেট স্টেশনের পরিক্রমা থেকে বিরক্ত হয়ে শাহী মহলের চারপাশে গিয়ে জমায়েত হয়। রকেট স্টেশনে তাদের মনোরঞ্জনের হাজার সমান মজুদ রয়েছে। সেখানে জাপান ও রাশিয়ার দুজন স্বনামধন্য সার্কাস ও জাদুকর তামাশা দেখাচ্ছে। জায়গায় জায়গায় স্থানীয় বাজিকর সাপ ও বানর নাচ প্রদর্শনকারীদের আখড়া লেগেছে। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতাদের আসর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তারা তাদের অনলবর্ষী বক্তৃতায় অন্তরের সব ক্ষোভ প্রকাশ করছে। এসব বক্তৃতায় কিং সায়মন সরকারের বড় বড় অফিসার, সাবেক উজির ও কনসুলাররা সম্বন্ধে নতুন ও অভিনব শাস্তির প্রস্তাব করা হচ্ছে। একস্থানে শূন্যের মধ্যে একটা মস্তবড় স্ক্রিন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে প্রতি রাতে রকেটের সাহায্যে মহাশূন্যে উড্ডয়ন সম্বন্ধে একটা তথ্যবহুল ফিল্ম প্রদর্শন করা হচ্ছে।

মাস্টার চং সিংয়ের সঙ্গে দেশি-বিদেশি বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়াররা ছাড়াও ইউরোপ ও আমেরিকার বড় বড় সংবাদপত্রের অন্যূন ত্রিশজন সাংবাদিক প্রতিনিধিও আগমন করেছে। এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রসেবী ও পর্যটকও শতসহস্র সংখ্যায় সেখানে এসে জড়ো হয়েছে। জাপান তার কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধিদের অতিরিক্ত বিজ্ঞানী, সাংবাদিক ও পর্যটক ভর্তি একটা সামুদ্রিক জাহাজ পাঠিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড থেকেও দুটো সামুদ্রিক জাহাজ রওনা হওয়ার সংবাদ এসে পৌঁছে গেছে। পাকিস্তান, ইরান ও আরববিশ্বের অন্যান্য দেশের সরকারি প্রতিনিধি ও বিজ্ঞানীরা সেখানে এসে জড়ো হয়েছে। ইতিমধ্যে সফেদ জাজিরার বিমানবন্দরে ভিনদেশি উড়োজাহাজ ওঠানামা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। দূর-দূরান্তের বিভিন্ন দেশের পর্যটকরা অত্যন্ত কৌতূহল ও আগ্রহভরে সেখানে আগমন করছে। কেবল কালো উপদ্বীপই

ছিল এমন একটা দেশ, যে এ আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনে অংশগ্রহণের অনুমতি লাভ করেনি। একটা জাপানি কোম্পানি বিদেশি মেহমানদের থাকার জন্য তাঁবুর জোগান দেওয়ার ঠিকাদারি নিয়েছিল। রকেট স্টেশনের আশপাশে হাজার হাজার প্লাস্টিকের ছোট ছোট তাঁবু খাটানো হয়েছে। যেসব মেহমান রকেট স্টেশনের ধারে-কাছে অবস্থান গ্রহণের কোনো জায়গা পায়নি, তারা অগত্যা শহরের বাড়িঘর ভাড়া নিচ্ছে। কোনো কোনো লোক তাদের বাড়ির এক অংশ খালি করে দিয়ে মর্জি মোতাবেক মূল্য আদায় করছে। আবার কেউ কেউ বেশি বেশি কামানোর আগ্রহে পুরো বাড়ি ভাড়া দিয়ে নিজেরা কোনো ময়দানে, কোনো খোলা জায়গায় অথবা কোনো সড়কের পাশে ডেঁরা তুলে নিচ্ছে।

রকেট স্টেশনের কাছে একটা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। দূর-দূরান্তের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা সময়ের স্বল্পতা হেতু তাদের তৈরি সামগ্রী হাওয়াই জাহাজ ভর্তি করে পাঠিয়ে দেয়। ভিনদেশি পর্যটকরা সাদা উপদ্বীপের কোনো দুর্লভ স্মরণিকা তাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া জরুরি বলে মনে করে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তারা আশ্চর্যজনক একটা জিনিস পেয়ে যায়, তা ছিল সে ঐতিহাসিক সরকারি রুটি, যা সফেদ জাজিরার জনগণ মাস্টার চং সিংয়ের আগমনের আগে খেয়েছে। মাস্টার চং সিংয়ের আসার পর খোরাকি বণ্টনের দায়িত্ব ও ব্যবস্থাপনা ফৌজ তাদের হাতে নিয়ে নেয়। দেশের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত সরকারের মস্ত খাদ্য গুদাম বাজেয়াপ্ত করার পর ব্যবসায়ীদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। সিপাহসালার এ ঘোষণা দিয়ে দেয় যে যদি কেউ খাদ্যদ্রব্যে কোনো রকম ভেজাল দেয়, তবে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। তাই এখন খাঁটি আনাজের রুটি সবার জন্য মিলে যায়। তথাপি যেসব লোকের ঘরে পুরনো দিনের সরকারি রুটি ছিল, সেগুলো তারা আলোচ্য আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ উসুল করে। প্রত্যেক পর্যটকের প্রত্যাশা ছিল, যদি তারা পুরো রুটি না পায়, তাহলে অন্ততপক্ষে এর একটা টুকরা হলেও অবশ্যই খরিদ করে নিতে হবে। এ রুটিগুলো রং, স্বাদ, পুষ্টি প্রভৃতি বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিদেশি সাংবাদিক ও ডাক্তারদের বিবরণ এতই আকর্ষণীয় ছিল যে প্রত্যেক সভ্য দেশ সেগুলোকে তাদের জাদুঘরে সংরক্ষণের জন্য অস্থির ছিল। এমনকি কোনো কোনো জাদুঘরের ইনচার্জরা সশরীরে এ রুটিগুলো ক্রয় করার জন্য এসে পৌঁছে।

একজন পাকিস্তানি কবি, যে তাঁর দেশের সংবাদপত্রসেবীদের ডেপুটেশনের সঙ্গে সেখানে এসেছিলেন 'সায়মনের রুটি' শিরোনামে একটি আকর্ষণীয় কবিতা লিখে ফেলেন। সভ্য দুনিয়ার কয়েকটি সংবাদপত্রে এর অনুবাদ ছাপা হয়। একজন

জার্মান বিজ্ঞানী দেড় শ পৃষ্ঠার এক প্রবন্ধ লিখে এটি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে কিং সায়মনের রুটি পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য জিনিস। যদি সফেদ জাজিরার কয়েকজন লোক আমাকে ওই রুটি খেয়ে না দেখাত, তাহলে আমার কখনো বিশ্বাস হতো না যে মানুষের পাকস্থলী এরূপ খাদ্যও গ্রহণ করতে পারে। এ রুটি ছিল এত শক্ত যে সেটা খানেওয়ালা লোকদের দাঁতের প্রশংসা করা ব্যতীত আমি থাকতে পারলাম না। এতে আর কোনো উপকার হোক বা না হোক, তবে এটা নিশ্চিতরূপে বলা যেতে পারে যে এটি ভক্ষণকারীদের দাঁত খুবই মজবুত হয়ে গেছে। এর অজ্ঞাত পুষ্টিজাত অংশে এরূপ কোনো জিনিস অবশ্যই বিদ্যমান রয়েছে, যা মানুষের দাঁতের জন্য বিশেষ উপকারী। যদি এটি উত্তমরূপে মিহি করে পিষে মাজন হিসেবে ব্যবহার করা যায়, তাহলে নড়বড়ে দাঁতও লোহার মতো মজবুত হয়ে যায়। যদি এর পাউডার খেজাবরূপে ব্যবহার করা যায়, তবে পশমের কৃষ্ণতা একাধারে কয়েক সপ্তাহেও উঠবে না। অবশ্য এখনকার নতুন সরকার আনাজে তথা খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেওয়াকে জঘন্যতম অপরাধ বলে ঘোষণা করে দিয়েছে। কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে, সব লোক এসব রুটি খেতে অভ্যস্ত ছিল, তাদের অন্ত্রগুলোর খাঁটি ও বিশুদ্ধ সামগ্রী গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে প্রচুর সময় লাগবে।

২

মাস্টার চং সিংয়ের ব্যক্তিগত অনুরোধ ও দেশপ্রেমিক জনগণের স্বেচ্ছার দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সিপাহসালার দেশের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্বভার নিজের হাতে নিয়ে নেয়। সফেদ জাজিরার প্রশাসনকে আবর্জনা ও অনাকাঙ্ক্ষিত উপাদান থেকে মুক্ত করার শুদ্ধি অভিযান শুরু হয়ে গেছে। মাস্টার চং সিং, শাহজাদী লিকাসিকা, সম্রাজ্ঞী রোজ, ম্যাডাম লুইজাহ ও রকেট স্টেশনের কাছে প্রশস্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তাঁবুতে অবস্থান করে। তাদের কাছে শহরের মহিলারা ছাড়াও বহিরাগত পর্যটক, কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধিদের আনাগোনা অব্যাহত থাকে। রকেট স্টেশনের আন্তর্জাতিক মেলার অগণিত চিত্তাকর্ষণের কারণে জনগণের দৃষ্টি কিং সায়মন থেকে সরে যায়। তখনো তাঁর শাহী মহল নিরাপদ ছিল। সেনাবাহিনী দেশের আইনের প্রতি কঠোরভাবে আনুগত্য প্রদর্শন করে আসছে যে দেশের অস্ত্রশস্ত্র দেশের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারে না। তথাপি এমন লোকজন ছিল, যারা মহলের প্রতি লক্ষ রাখা তাদের

জাতীয় কর্তব্য বলে মনে করে। তারা রকেট স্টেশনের পরিভ্রমণ ও পর্যটনের পর দিনে এক কিংবা দুবার মহল পরিবেষ্টন করে রাখা রেজাকার ও সিপাহিদের কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চেষ্টা করত যে কিং সায়মন ও তাঁর সঙ্গীরা সেখানে বর্তমান রয়েছে।

কিং সায়মন ও তাঁর সঙ্গীরা মহলের মধ্যে অত্যন্ত উদ্বেগের ভেতর দিয়ে কালক্ষেপণ করতেছিল। যতই মহামান্য সম্রাটের বর্ষপূর্তির দিন ঘনিয়ে আসছিল, ততই তাদের আতঙ্ক ও আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। মাস্টার চং সিংয়ের আগমনের বাইশ দিন পর একটা হেলিকপ্টার মহলের ভেতর অবতরণ করে। মহামান্য সম্রাট হেলিকপ্টারের গরগর শব্দে জাগ্রত হন এবং আঁখি মুছতে মুছতে নাঙ্গা পায়ে আঙ্গিনায় এসে পড়েন। তাঁর কোনো কোনো সঙ্গীও তাদের কামরা থেকে বেরিয়ে তড়িৎ গতিতে আঙ্গিনার দিকে ছুট দিচ্ছিল। কিন্তু ততক্ষণে হেলিকপ্টার ফেরত যাচ্ছিল। খোঁজখবর নেওয়ার পর মহামান্য সম্রাট জানতে পারেন, মাস্টার কাচুমাচু, যিনি সম্ভবত আগে থেকেই এ হেলিকপ্টারের আগমন সম্পর্কে অবহিত ছিলেন সপরিবারে মহল থেকে স্থানান্তরিত হয়ে গেছেন।

তারপর আর যায় কোথায়! রাতের মধ্যেই শহর থেকে শুরু করে রকেট স্টেশন পর্যন্ত এ খবর ছড়িয়ে পড়ে যে মহলে কোনো অজ্ঞাতনামা হেলিকপ্টার এসে পড়েছে এবং কিং সায়মন এতে করে পালিয়ে গেছেন। অতএব, ভোর হতে না হতেই লাখ লাখ মানুষের ঢল সদর দরজা ভেঙে মহলের ভেতর গিয়ে পৌঁছে। এ অভিযানে সেনাবাহিনীর বাছাই করা অফিসাররা তাদের সম্মুখে ছিল। তারা মহলের মধ্যে তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করার পর জানতে পারে, মহামান্য সম্রাট মহলের মধ্যস্থিত সর্বাপেক্ষা উঁচু বৃক্ষের চূড়ায় গিয়ে উঠেছেন। অনেক কষ্টের পর সেখান থেকে তাঁকে নামিয়ে আনা হয়। ইতিমধ্যে সিপাহসালার ও চং সিংও ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছেন। তাঁরা জনসাধারণকে অনেক বুঝিয়েসুজিয়ে মহলের বাইরে বের করেন। এ হাঙ্গামা চলাকালে মহামান্য সম্রাটের সঙ্গীরা তাদের কক্ষ ও তাঁবুর বাইরে ঝুঁকে দেখার কোনো প্রয়োজন বোধ করেনি। সেনাপতি মহামান্য সম্রাটের দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধান করার জন্য তিনজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ডাক্তারকে রকেট স্টেশন থেকে ডেকে পাঠান। তারা সানন্দে, সন্তুষ্টচিত্তে কিং সায়মনের স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়া পর্যন্ত মহলে অবস্থানের প্রস্তাব কবুল করেন। সেনাবাহিনীর কয়েক ডিভিশন মহলের তত্ত্বাবধানের জন্য মোতায়েন করে দেওয়া হয় যে যত দিন পর্যন্ত সরকার কোনো ফয়সালায় উপনীত না হচ্ছেন, তত দিন তারা মহলের ভেতর কোনো ব্যক্তিকে উত্ত্যক্ত করতে পারবে না। সিপাহসালার ও ফৌজের সর্বাধিনায়ক মহামান্য সম্রাটের

সঙ্গীদের সঙ্গে কোনো বাক্যব্যয় না করেই ফিরে গেল। এ দুর্ঘটনার একটি আকর্ষণীয় দিক ছিল যে মহলের অধিকাংশ পাহারাদার, চাকর, বেয়ারা, খানসামা, সংগীতজ্ঞ ও গায়ক জনগণের সফঙ্গ মিশে মহলের বাইরে চলে যায়। ওই সব গুণ্ডারও একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যা পালিয়ে যায়, যারা কিং সায়মন ও তাঁর সঙ্গীদের সংরক্ষক দলের কাজ করছিল।

মাস্টার চং সিং ও সিপাহসালারের লাখ লাখ ভক্ত অনুসারী হয়রান-পেরেশান ছিল যে তারা কিং সায়মন ও তাঁর অপরাধপ্রবণ সঙ্গীদের কৃতকর্মের শাস্তি প্রদানের মোক্ষম সুযোগ হাতছাড়া করে দিয়েছেন। পরদিন দুপুরে কতিপয় যুবক চং সিংয়ের শয়নকক্ষের সামনে একত্র হযে কিং সায়মনের গ্রেপ্তারের দাবি পেশ করল। চং সিং তাদের শোরগোল শুনে বাইরে বেরিয়ে এল এবং রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলতে লাগল :

তোমরা তো আচ্ছা নির্বোধ দেখছি, আমি একটি প্রকৃত ও আইনানুগ বিলম্বের জন্য রাস্তা সুগম করে চলেছি, আর তোমরা কিনা একটা বেআইনি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উসকানি দিচ্ছ।

একজন নওজোয়ান চিৎকার করে উঠল, জনাব, আপনার জানা আছে কি, এ অপদার্থ আপনার অনুপস্থিতিতে আমাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করেছে?

মাস্টার চং সিং জবাব দিল, যদি আমার এটি জানা না থাকত, তাহলে আমি এত বড় রকেট কেন এখানে নিয়ে এলাম। দেখো, আমার ওপর তোমাদের আস্থা, বিশ্বাস ও ভরসা রাখা উচিত। আমি এ ওয়াদা করছি যে কিং সায়মন ও তাঁর অপরাধপ্রবণ সঙ্গীদের এমন শাস্তিই দেওয়া হবে, যেমনটির তারা যোগ্য বলে বিবেচতি হবে। তবে আমার আফসোস হচ্ছে এ জন্য যে ওই গাদ্দার কাচুমাচু পালিয়ে গেছে। কিন্তু এখন আর কাউকেই পালানোর সুযোগ দেওয়া হবে না। মহলের ভেতর ও বাইরে সেনাবাহিনীর কড়া পাহারা বসিয়েছে।

বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীরা তাদের ঔদ্ধত্যের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করল এবং ইনকিলাবের পক্ষে স্লোগান দিতে দিতে ফিরে গেল।

পরদিন জানা গেল, কাচুমাচু হেলিকপ্টারে করে নিরাপদে কালো উপদ্বীপে পৌঁছে গেছে। তারপর সে সন্ধ্যায় সেখানকার রেডিও স্টেশন থেকে প্রচার করে 'সফেদ জাজিরার জনগণ পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। মাস্টার চং সিং কোন বিদেশি শক্তির ইঙ্গিতে একটি সৎ, যোগ্য, ন্যায়ানুগ ও নেকদিল শাসনকর্তার বিদ্রোহ করিয়ে দিয়েছে।

৩

কিং সায়মন ষষ্ঠ বর্ষ পূর্তির দিন শাহী মহল থেকে রকেট স্টেশন পর্যন্ত সর্বত্র অস্বাভাবিক প্রফুল্লতা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রতীয়মান হচ্ছিল। জনগণ তাদের বহু প্রতিক্ষমাণ সে সকালের অপেক্ষায় তাদের চোখগুলোকে সারা রাত ঘুম দেখায়নি। এক সপ্তাহ অবধি রেডিওতে বারবার এ ঘোষণা করা হয় যে ঠিক বেলা এগারোটা ছাব্বিশ মিনিটে কিং সায়মন মঙ্গল গ্রহের দিকে উড়ে যাবেন। এটাই ছিল সে অমঙ্গল চিহ্নিত মুহূর্ত, যখন এ মারাত্মক ও জঘন্য বিপদ সফেদ জাজিরার ওপর উড়ে এসে জুড়ে বসেছিল। জনসাধারণের আবেগ ও উৎসাহের স্বরূপ ছিল এই যে সূর্যোদয়ের আগেই সারা শহর জনমানবশূন্য হয়ে পড়ে। সাতটার সময় তিন-তিনটি প্রাইভেট কার, যেগুলোর আগে ও পেছনে সেনাবাহিনীর সশস্ত্র সিপাহিদের জিপগুলো ছিল-শাহী মহলের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল। সম্মুখের দুটো গাড়িতে ফৌজের আটজন পদস্থ অফিসার আর তৃতীয়টিতে মাস্টার চং সিং, শাহজাদী লিকাসিকা, সম্রাজ্ঞী রোজ ও ম্যাডাম লুইজাহ বসা ছিল। মহলের দেউড়ি থেকে শুরু করে সায়মনের বাসস্থান পর্যন্ত চঞ্চল ও সক্রিয় সিপাহিদের বাহিনী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল। কিং সায়মন তাঁর বাসস্থানের বারান্দায় মাস্টার সুশীলং, মাস্টার ইচুলিচু এবং আরো কতিপয় সাবেক উজিরের মাঝে দাঁড়িয়ে। অলিন্দের নিচেই এক প্রশস্ত চত্বরে তার অবশিষ্ট সঙ্গীরা ছিল অপেক্ষমাণ। মাস্টার চং সিং কার থেকে নেমে সশস্ত্র সিপাহিদের অভিবাদন গ্রহণ করল এবং সঙ্গীদের সান্নিধ্যে আস্তে আস্তে পা ফেলতে ফেলতে কিং সায়মনের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। যখন সে চত্বরে পা রাখল, তখন অপরাধপ্রবণ রাজনীতিবিদরা নতজানু হয়ে হাত জোড় করে নিল। চং সিং, সেনা অফিসার, ওয়ায়েট রোজ, লিকাসিকা ও লুইজাহ এ লোকদের দিকে কোনো গুরুত্ব ও লক্ষ্য না করেই বারান্দার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। বারান্দায় হিজ ম্যাজেস্ট্রির দক্ষিণে ও বাঁয়ে সাবেক উজিরদের অনেকেই নতজানু হয়েছিলেন। কেউ কেউ বা মস্তকাবনত করে নেন।

একজন পদস্থ সামরিক অফিসার সায়মনের দিকে লক্ষ্য করে বলল : 'ইউর ম্যাজেস্ট্রি, আপনার বাহন প্রস্তুত রয়েছে।

সায়মন : তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাচ্ছ?

অফিসার : আমরা আপনাকে মঙ্গল গ্রহে পৌঁছানোর বন্দোবস্ত করে দিয়েছি।

সায়মন : যদি আমাকে ধ্বংস করাই তোমাদের উদ্দেশ্য না হয়ে থাকে, তাহলে আমি সবিনয় আরজ করছি, যাতে আমার জন্য একটি হাওয়াই জাহাজের ব্যবস্থা করা হয়।

চং সিং : এখন পর্যন্ত মঙ্গল গ্রহ অবধি উড্ডয়ন করতে সক্ষম উড়োজাহাজ আবিষ্কার হয়নি। তাহলে আমরা সানন্দে আপনার এ আন্তরিক অভিলাষ পুরো করে দিতাম। আপনি তো রকেটে করেই তাশরিফ এনেছিলেন। তাই আমরা আপনাকে রকেটে করেই ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছি।

সায়মন : তোমরা তো জান যে আমার রকেট মঙ্গল গ্রহ থেকে আসেনি।

চং সিং : আমি জানি ঠিকই, কিন্তু এ দেশের জনগণ তা জানে না।

সায়মন : আমি যদি তোমাদের প্রস্তাবিত রকেটে আরোহণ করতে অস্বীকার করি এবং অসম্মতি জানাই, তাহলে?

সেনা অফিসার : দেখুন, আমাদের সময় নষ্ট করবেন না। অন্যথায় আমরা বাধ্য হয়ে আপনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আপনাকে জনগণের কাছে সোপর্দ করে দেব। আপনার জন্য এখন দুটো পথই খোলা আছে। একটা মাটির নিচে কবরের দিকে চলে যাওয়া, অপরটি মাটির ওপর আকাশে গিয়ে পৌঁছে যাওয়া।

সায়মন : রকেটে করে কতজন মানুষ যেতে পারে?

অফিসার : রকেটে পাঁচজন মুসাফির আরোহণ করতে পারে। কিন্তু আমরা আর কাউকেই আপনার সঙ্গে যাওয়ার জন্য বাধ্য করতে পারছি না।

সায়মন : (সম্রাজ্ঞী রোজের প্রতি করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে) যদি অনুমতি পাওয়া যায়, তবে আমি একান্তে আমার বেগমের সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলতে চাই।

ওয়ায়েট রোজ : (এক পা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে) নিঃসঙ্গ হওয়ার প্রয়োজন নেই। তুমি যা কিছু বলতে চাও, এখানে বলে ফেলো।

সায়মন : রোজ আমার দুঃখ হচ্ছে, আমি তোমাকে খুশি রাখতে পারিনি। তাই এখন আমি আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমাকে আমার সঙ্গে মঙ্গল গ্রহে সফর করার দাওয়াত দিচ্ছি।

ওয়ায়েট রোজ : (নিজে নিজে বাইরে গিয়ে) তোমার মন এত কালো হয়ে গেছে যে এখনো তুমি কোনো ভালো কথা চিন্তা করতে পারো না।

সায়মন : (লুইজাহর প্রতি লক্ষ্য করে) তোমার যে আমার কত প্রয়োজন লুইজাহ, আমি মঙ্গল গ্রহে একটা বহুত বড় সালতানাতের বাদশাহ হওয়ার জন্য যাচ্ছি। সেখানে হয়তো একজন লাবণ্যময়ী মহারানির আসন খালি হয়ে থাকবে।

লুইজাহ : আমার যদি এটা বিশ্বাস হতো যে আমি তোমার সঙ্গে গিয়ে আরো একটা চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ রচনা করতে পারব, তাহলে আমি তোমার আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করতাম।

সায়মন : (আশান্বিত হয়ে) লুইজাহ, তুমি সেখানে বিশটি মনোলোভা ও চিত্তাকর্ষক বই লিখতে পারবে। মঙ্গল গ্রহের আবহাওয়া খুবই ভালো। মঙ্গল গ্রহের দৃশ্য এ পৃথিবীর দৃশ্য অপেক্ষা অনেক বেশি সুন্দর। এমনকি মঙ্গল গ্রহের অধিবাসীদের স্বভাবচরিত্র সফেদ জাজিরার বাসিন্দাদের তুলনায় অনেক বেশি লোভনীয়।

লুইজাহ : যদি মঙ্গল গ্রহ এমন কোনো মাখলুকের বসতি থাকে, যারা আল্লাহর আজাবকে স্বাগত জানায়। তাহলে আমার বিশ্বাস যে সেখানকার রাজমুকুট ও রাজ সিংহাসন তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার এখন আর তোমার সঙ্গ দেওয়ার সাহস বাকি নেই।

সায়মন : (সুশীলংয়ের দিকে লক্ষ্য করে) তোমার মর্জি কী?

সুশীলং : (হাত জোড় করে) জাঁহাপনা, এখন আর আমার দিকে লক্ষ্য করবেন না।

সায়মন : (চং সিংয়ের প্রতি লক্ষ্য করে) ও তো আমার সঙ্গী। আমিই তাকে কয়েদখানা থেকে বের করে ওজারতের আসনে বসিয়ে দিয়েছিলাম। মঙ্গল গ্রহের সালতানাতের কারবার চালানোর জন্য আমার তার প্রয়োজন পড়বে। আপনারা অন্তত পক্ষে তাকে অবশ্যই আমার সঙ্গে রওনা করিয়ে দিন।

চং সিং : সে যদি স্বেচ্ছায় যেতে চায়, তবে তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু কোনো অবস্থায়ই তাকে জবরদস্তি করা যাবে না। কারণ এমন নির্দেশ শুধু দেশের আদালতই দিতে পারে।

সায়মন : তাহলে আল্লাহর ওয়াস্তে দেশের আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। আমার নিঃসঙ্গ ভ্রমণ আদৌ পছন্দ নয়।

দ্বিতীয় ফৌজি অফিসার : (তার ঘড়ির দিকে তাকাতে তাকাতে) এখন জাতীয় আদালত আহ্বানের সময় নয়। এক্ষণই আপনাকে রকেট স্টেশনে এক প্রেস কনফারেন্সে ভাষণ দিতে হবে।

সায়মন : আমাকে আমার মুকুট সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে?

অফিসার : হ্যাঁ, যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তাহলে আপনার সিংহাসনও রকেটের মধ্যে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। এখানকার জনগণ এখন আর কাহাকেও তাদের বাদশাহ বানানোর মতো নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেবে না।

সায়মন : তোমরা আমাকে কেন হত্যা করে ফেলছ না?

অফিসার : আমাদের আইনে একজন শাসনকর্তার রক্তপাত করা অপরাধের কাজ। আমাদের আক্ষেপ হচ্ছে, আপনার খাতিরেও আমাদের সেনাপতি এ কানুনে কোনো সংশোধনী আনয়নের জন্য প্রস্তুত হতে পারেননি।

সায়মন : তাহলে আমাকে বন্দি করে রাখো।

অফিসার : আমাদের আইন মোতাবেক একজন বাদশাহকে কয়েদও করা যায় না।

সায়মন : কিন্তু তোমরা জানো যে রকেটের মধ্যে আমার মৃত্যু অনিবার্য ও স্থির নিশ্চিত।

চং সিং : এ রকেট কয়েক মিনিটেই সফেদ জাজিরাহ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে গিয়ে পৌঁছে যাবে। তারপর যদি কোনো দুর্ঘটনাও ঘটে, তথাপি আমাদের সান্ত্বনা হবে যে আমাদের দেশের মাটিতে আপনার রক্তপাত হবে না। আবার এমনও হতে পারে যে এ ভূ-পৃষ্ঠেরই কোনো দুর্ভাগা দেশে শাসনকর্তার আসন শূন্য হয়ে থাকবে। আপনি মঙ্গল গ্রহের পরিবর্তে অমনি সেখানে গিয়ে পৌঁছে যাবেন। আমরা আপনাকে পুরোপুরি ইজ্জত ও সম্মানের সঙ্গে এখান থেকে বিদায় করতে চাচ্ছি। আমরা আপনার পক্ষ থেকেও এমন আচরণই প্রত্যাশা করছি যে আপনি একজন বাদশাহর মতো সাহসিকতা ও নির্ভীকতা প্রদর্শন করবেন। যদি আপনি বিদেশি মেহমানদের কাছে এ প্রদর্শনী করেন যে আপনি স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে রকেটে করে উড়তে যাচ্ছেন, তাহলে বহির্বিশ্ব আপনাকে সাদা উপদ্বীপের হিরো বলে মনে করবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ দেশের জনগণ যখন জানতে পারবে যে আপনি মঙ্গল গ্রহের ওপর সাদা উপদ্বীপের পতাকা উড্ডীন করে দিয়েছেন, তখন তারাও তাদের অতীতের সব তিক্ততা বেমালুম ভুলে যাবে।

সায়মন : মঙ্গল গ্রহের ওপর আমি শুধু আমার নিজের পতাকাই উত্তোলন করব। এ ব্যাপারে আমার আদৌ কোনো পরোয়া থাকবে না যে সফেদ জাজিরার জনগণ আমার সম্বন্ধে কী খেয়াল করছে।

চং সিং : আমরা রকেটে আপনার পুরোপুরি আরাম-আয়েশের বন্দোবস্ত করে দিয়েছি। আপনার জন্য এত বিপুল পরিমাণ রেশন ও রসদ জোগাড় করে দিয়েছি যে আপনি মঙ্গল গ্রহ অবধি পৌঁছার পরও কয়েক মাস পর্যন্ত তা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে পারবেন।

সায়মন : মানব জাতির ইতিহাসে এটাই প্রথম ঘটনা হবে যে একজন বাদশাহ তাঁর সালতানাত পরিত্যাগ করার পর সম্পূর্ণ একাকী এত দীর্ঘ সফর পরিক্রমা গ্রহণ করতে যাচ্ছেন।(সুশীলং ও ইচুলিচু তার দিকে দেখতে দেখতে) এটা কি সম্ভব নয় যে আপনি জোরপূর্বক তাদের আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দেবেন।

চং সিং : এরা আপনার সঙ্গে যাওয়ার জন্য সম্মত নয়। তথাপি আমি আপনার জন্য অপর দুজন সঙ্গীর ব্যবস্থা করে দিয়েছি।

সায়মন : তারা আবার কারা?

চং সিং : আপনার প্রজারা আপনাকে একটা গাধা ও একটা বানর তোহফা দিয়েছে। ওরা রকেটে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

সায়মন : আমার একাকী যাওয়ার পরিবর্তে গাদা ও বানরের বন্ধুত্ব মঞ্জুর। কিন্তু তোমাদের বিজ্ঞানীরা আমাকে রকেটের মেশিনারি সম্পর্কিত কোনো দিকনির্দশনা দেওয়ার কোনো প্রয়োজনই বোধ করল না।

চং সিং : আপনার নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক যোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানীরা এরূপ ভরসা করতে প্রস্তুত নয় যে আপনি আপনি তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন। এ জন্য রকেটের উড্ডয়ন পরিক্রমা রকেট স্টেশন থেকেই কন্ট্রোল করা হবে। আপনাকে এমন এক স্থানে গাধা ও বানরের বন্ধু করে রাখা হবে, যেখান থেকে আপনার হাত রকেটের কলকবজা পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে। যখন আপনি মঙ্গল গ্রহের ওপর গিয়ে পৌঁছে যাবেন, তখন বিজ্ঞানীরা রেডিওর সাহায্যে আপনাকে জরুরি নির্দেশনা প্রদান করবেন। আপনি ওই সব হেদায়াত অনুযায়ী কাজ করে মঙ্গল গ্রহের ওপর অবতরণ করতে পারবেন। এতদ্ব্যতীত মঙ্গল গ্রহ অভিমুখে রওনা হওয়ার প্রাক্কালে আপনার হাতে একখানা কিতাব দিয়ে দেওয়া হবে, যাতে সব জরুরি নির্দেশনা লিপিবদ্ধ থাকবে।

৪

কিছুক্ষণ পর রকেট স্টেশনে কিং সায়মনের সাংবাদিক সম্মেলন হচ্ছে। মহামান্য সম্রাটকে একটা প্রশস্ত ও উঁচু চত্বরে বসানো হয়েছ, যাতে করে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত পরিব্যপ্ত তামাশা দর্শকরা তার এক-আধ ঝলক দেখতে পারে। চত্বরের ওপর বেশ কিছুসংখ্যক মাইক্রো ফোন, রেডিও ট্রান্সমিটার ও টেলিভিশনের ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। যেসব সাংবাদিকের জন্য চত্বরে জায়গা ছিল না, তাঁরা সিঁড়িতে দণ্ডায়মান ছিলেন। এ প্রেস কনফারেন্সে বিভিন্ন দেশের বাংবাদিক ডেলিগেটদের কতিপয় প্রশ্ন ছিল নিম্নরূপ :

সওয়াল : আপনি এখন আপনার সুদীর্ঘ ছয় বছর মেয়াদি শাসনকাল সম্বন্ধে কেমন বোধ করছেন?

জওয়াব : আমি অনুভব করছি, এ মেয়াদকাল ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। এ লোকদের ওপর আমার নিদেনপক্ষে ছয় শতাব্দী পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করা উচিত ছিল।

সওয়াল সফেদ জাজিরায় কোনো জিনিস আপনার সর্বাধিক পছন্দনীয় ছিল?

জওয়াব : আমার এখানে নিজের প্রজারাই ছিল বহু পছন্দনীয়। কারণ তাদের খুব সহজেই বারবার বেকুব বানানো যেত।

সওয়াল : আপনার এ ব্যাপারে কোনো আক্ষেপ নেই যে আপনি এত সাদাসিধা লোকগুলোকে আজাবে নিমজ্জিত করে রেখেছেন।

জওয়াব : কখনো না। যদি পুনরায় আমার এ লোকদের ওপর হুকুমতের সুযোগ মেলে, তাহলে আমি আবারও তাদের সঙ্গে এমন আচরণই করব।

সওয়াল : কিন্তু এটা হবে কেন?

জওয়াব : এ জন্য যে এ নির্বোধরা যদি এর থেকে উত্তম আচরণের যোগ্য হতো, তাহলে আমার পরিবর্তে কোনো শরিফ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে তাদের বাদশাহ বানিয়ে নিত।

সওয়াল : আপনি যখন এখানে এসেছিলেন, তখন এ লোকেরা আপনার সঙ্গে কিরূপ আচরণ করা উচিত ছিল?

জওয়াব : তাদের আমার মেডিক্যাল চেকআফ করা উচিত ছিল। আমার

অভ্যাস-আচরণ ও স্বভাব-চরিত্রের মূল্যায়ন করা উচিত ছিল। আমার জাত, জন্ম ও বংশপরিচয় জানা, এমনকি আমার বংশের বিগত এক সহস্র বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা আবশ্যক ছিল।

সওয়াল : আপনার শরীর এখন কেমন যাচ্ছে?

জওয়াব : আমার স্বাস্থ্য পুরোপুরি ঠিক আছে। বর্তমানে যেসব প্রখ্যাত ও স্বানমধন্য ডাক্তাররা আমার মেডিক্যাল চেকআপ করেছেন, তাদের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে এই যে আমি অন্তত পক্ষে আরো পঞ্চাশ বছর জীবিত থাকব।

সওয়াল : এখন আপনার সর্বাপেক্ষা বেশি অভিলাষ কী?

জওয়াব : এখন আমার সবচেয়ে অধিক অগ্রহ হচ্ছে এই যে মাস্টার চং সিং কিংবা তাঁর অন্য কোনো সঙ্গী আমার পরিবর্তে এদের ওপর সওয়ার হয়ে যাবে, আর আমাকে আমার কাজ পুরো করার জন্য এখানে থাকতে দেওয়া হবে।

সওয়াল : আপনি নির্বাচনের পক্ষে বহু বক্তৃতা-বিবৃতি ও ওকালতি করে বেড়াতেন। আপনার বিশ্বাস ছিল, নির্বাচনের পরও আপনি এখানে থাকতে পারবেন।

জওয়াব : আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইলেকশনের উপলক্ষ আসবে না। তবু আমি নির্বাচনের পক্ষে এ জন্য বক্তৃতা দিয়ে ফিরতাম যে এ দেশের অধিবাসীরা বেকুব হতে পছন্দ করছিল। আমার আরো বিশ্বাস ছিল, যদি ইলেকশন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, তথাপি জনগণের কোনো প্রতিনিধিকে জয় লাভ করার কোনো সুযোগই দেওয়া হবে না।

৫

প্রেস কনফারেন্স চলাকালে একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা সংঘটিত হয়। স্থানীয় লোকজন এ ব্যাপারে খুবই ক্ষিপ্ত ছিল যে সায়মন এখনো পর্যন্ত কেন তাঁর মাথায় রাজমুকুট পরিহিত হয়ে রয়েছেন। কিছুক্ষণ তারা শুধু এলোপাতাড়ি স্লোগানেই ফেটে পড়েছিল। কিন্তু সায়মন যখন সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের কতিপয় প্রশ্নের জবাবে এমন সব আপত্তিকর কথা বলে বসলেন, যা জনগণের দৃষ্টিতে ছিল অসম্মানজনক। তখন তারা নিজেরাই বেরিয়ে পড়ল এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পুলিশের বেষ্টনী ও ব্যূহ ভেদ করে চত্বরের ওপর চড়াও হয়। একজন নওজোয়ান অগ্রসর হয়ে তার মাথা থেকে সোনালি মুকুট ছিনিয়ে নেয়। মাস্টার চং সিং কিং সায়মনের পাশেই বসা ছিল। সে তড়িঘড়ি করে উঠে মাইক্রোফোনের দিকে অগ্রসর হয়। চং সিং চিৎকার করে বলে ওঠে : আমার স্বদেশবাসীরা, কিং সায়মন চিরদিনের জন্য আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তোমরা তোমাদের উত্তেজনাকে নিযন্ত্রণে রাখা উচিত। তোমাদের ভেবে দেখা উচিত যে দূর-দূরান্তের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত সম্মানিত মেহমানরা আমাদের সম্পর্কে কিরূপ ধারণা পোষণ করবে?

জনসাধারণ নীরব হয়ে গেল। সামান্য বিরতির পর চং সিং সায়মনের মুকুট ছিনিয়ে নেওয়া যুবকের প্রতি তাকিয়ে বলল : নওজোয়ান, তুমি খুবই অশালীন ও অভদ্রজনোচিত আচরণ করেছ। কিং সায়মন আর কয়েক মিনিটের জন্য আমাদের মেহমান হিসেবে রয়েছেন। তুমি এ মুকুট তার মাথার ওপর নিয়ে রেখে দাও এবং তার কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করো।

যুবকটি জবাবে বলল : না না না, এটা হতে পারে না। আমি এ মুকুটের অপমান সহ্য করতে পারি না। এ মুকুট আমাদের নতুন বাদশাহর মাথায় শোভা পাবে।

এ বলে নওজোয়ান সম্মুখে অগ্রসর হয় এবং সে চং সিংয়ের মাথায় মুকুট পরিয়ে দেয়। স্থানীয় অধিবাসীরা নতজানু হয়ে আনুগত্যের মস্তক অবনত করে দিল। কেউ কেউ 'হিজ ম্যাজেস্ট্রি কিং চং সিং জিন্দাবাদ' স্লোগান দিতে লাগল। জনসাধারণ চারদিক থেকে তার অনুকরণ করতে লাগল। চং সিং কয়েক সেকেন্ড ছন্দপতিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর তিনি হঠাৎ করে তাঁর মাথার ওপর থেকে মুকুট খুলে ফেলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু যুবক তৎক্ষণাৎ তার দুহাত চং সিংয়ের মাথায় নিয়ে রেখে দিল এবং অনুনয়-বিনয়ের স্বরে বলল :

আলমপনা, আপনি অপ্রীতিকর আচরণ করবেন না।

এখন চং সিং একদিকে মুকুট খুলে ফেলার চেষ্টা করছিলেন। অপরদিকে নওজোয়ান সেটা দুহাতে তাঁর মাথার ওপর চেপে ধরছিল। তারপর আরো একজন শক্তিশালী দীর্ঘাকৃতি যুবক সম্মুখে অগ্রসর হয়ে চং সিংয়ের দুহাত ধরে ফেলল। তিনি তার মজবুত পাকড়াওয়ে অসহায় হয়ে গেলেন। তিনি করুণ আর্তনাদ করে বলছিলেন : আমাকে ছেড়ে দাও ওহে বেকুবরা, তোমরা সবাই পাগল হয়ে গেছ।

কিন্তু তাঁর মর্মভেদি চিৎকার 'হিজ ম্যাজেস্ট্রি কিং চং সিং জিন্দাবাদ' শ্লোগানের মধ্যে হারিয়ে গেল।

সংবাদপত্র প্রতিনিধিরা ছবি তুলতে ব্যস্ত ছিলেন। এদিকে মহামান্য কিং সায়মন অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিলেন।

কিছুক্ষণ পর জনগণের উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভাটা পড়ল। নওজোয়ানরা একটু শান্ত হয়ে মাস্টার চং সিংকে তাদের কঠিন পাকড়াও থেকে আজাদ করে দিল। কিন্তু যখনই সে পুনরায় মুকুট খুলে ফেলার চেষ্টা করত, তখনই নওজোয়ানরা ছুটে এসে তাদের হাত তার মাথার ওপর নিয়ে ধরত। চং সিং অনন্যোপায় হয়ে তাঁর হাত নিচু করে নিতেন।

সায়মন তাঁর সোফা থেকে উঠে সামনে অগ্রসর হলেন এবং মাস্টার চং সিংয়ের কানে কানে বললেন : 'বন্ধু, তুমি বলেছিলে যে এ দেশের মানুষ এখন আর কাউকেই তাদের বাদশাহ বানাবে না। এখন তোমাকে ব্যর্থতা স্বীকার করতে হবে। তোমার জন্য সম্মানের পথ এই যে তুমি রকেটে আরোহণ করে মঙ্গল গ্রহে গিয়ে পৌঁছে যাও আর এদের আমার জন্য রেখে যাও। এদের গণতন্ত্রের প্রয়োজন নেই। ওদের স্বাধীনতা, ইনসাফ ও সুবিচারের আবশ্যকতাও নেই। বরং তাদের দরকার এমন একজন বাদশাহ যে তাদের কঠোর শাস্তি প্রদান করতে পারবে। এ জন্য আমিই একমাত্র উপযুক্ত লোক।

চং সিং অত্যন্ত বিস্মিত অবস্থায় সিপাহসালারের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল : আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে বাঁচান। আমি শুধু আমার ভুলের মাসুল আদায় করতে চাচ্ছিলাম। আমার বাদশাহ হওয়ার কোনো শখ নেই। আমি এই মুকুটের বোঝা ওঠাতে পারব না। এ লোকদের বাদশাহর পরিবর্তে এমন একজন পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন, যিনি তাদের নেক ও বদ এবং ভালো ও মন্দের পার্থক্য বোধ শিক্ষা দিতে পারবে। আমার এত হিম্মত নেই যে আমি এ দেশের এত সব অনাচার দূর করব, যা কিং সায়মন গত ছয় বছরে সৃষ্টি ও লালন করে গেছে।

আমি ওই সব চোর, ঠিকাদার ও ডাকাতের সঙ্গে লড়তে পারব না, যারা ক্ষমতার মসনদে বসে এ দেশকে ধ্বংসের সর্বশেষ গহ্বর পর্যন্ত নিয়ে পৌঁছে দিয়েছে। কিং সায়মন গত ছয় বছরে নরকরূপী ভেড়াদের যে পাল সুসজ্জিত করে গেছেন, তার সামঞ্জস্য বিধানের জন্য তাদের কোনো উপযুক্ত ও সাহসী পথ প্রদর্শকেরই প্রয়োজন। এই ব্যাধি জাতির অস্তিত্বের ওপর যে মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি করে দিয়েছে, সেগুলোকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য কোনো উপযুক্ত সার্জন আবশ্যক। আমি আমার সাহস ও যোগ্যতা মোতাবেক আমার দায়িত্ব পুরো করেছি। তা থেকে অধিক আমি আর কিছু করতে পারব না। এ দেশের তাবৎ সমস্যা শুধু একজন লোক সমাধান করতে পারে। আর তা আপনিই। কুদরত আপনাকে সময়ের তুফানের সঙ্গে জুজবার অদম্য সাহস প্রদান করেছেন। বর্তমান পরিস্থিতির দাবি এটা নয় যে একজন দুর্বল ও ক্ষীণকায় মানুষের মাথার ওপর এই গুরুভার মুকুট চাপিয়ে দেওয়া হবে। বরং এ সময় আমি ওই সৈনিকের অনুসন্ধানী, যার অদম্য সাহস ও অসীম উদ্দীপনায় এই পতনোন্মুখ কাফেলার আশ্রয় মিলতে পারে। আমাদের অভ্যন্তরীণ ও বিদেশি বিপদাপদ এই জিনিসের প্রত্যাশী যে আপনি এ দেশের কর্তৃত্বের কলকাঠি সামাল দেবেন। এই লোকদের বোঝাবেন যেন ওরা আমার অবস্থার ওপর অনুগ্রহ করে। অন্যথায় আমি এই বয়সে রাষ্ট্র পরিচালনার জিম্মাদারি সামাল দেওয়ার পরিবর্তে কিং সায়মনের সঙ্গে এই রকেটে সওয়ার হয়ে মঙ্গল গ্রহ অভিমুখে উড়াল দেওয়া অনেক সহজ কাজ বলে মনে করি।

চং সিংয়ের ভাষণ চলাকালে জনগণের উৎসাহ-উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। তারা অত্যন্ত আশাবাদী হয়ে সিপাহসালারের দিকে তাকাচ্ছিল। চং সিং সুযোগ বুঝে ওই মুকুট, যা তার মাথার ওপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, খুলে নিয়ে একদিকে ছুড়ে ফেলে দিল। একজন যুবক তড়িৎ গতিতে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে মুকুট তুলে নিল এবং নতজানু হয়ে তা সিপাহসালারকে পেশ করল। কৌতূহলী দর্শকরা 'সিপাহসালার জিন্দাবাদ' স্লোগান দিতে লাগল। সেনাপতি হঠাৎ তার তলোয়ার খাপমুক্ত করল এবং এর অগ্রভাগ দ্বারা মুকুট ওঠাতে ওঠাতে উচ্চ স্বরে বলল : আমার নিজের দেশ ও জাতির খেদমতের জন্য এই মুকুট পরিধান করার আবশ্যকতা নেই। আমার ভাইসব, তোমরা আমাকে এই তলোয়ার দিয়েছ। আমার এ থেকে বেশি আর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। তোমরা ভুখা-নাঙ্গা। বিগত ছয় বছরে তোমাদের দেশের এক-এক কড়ি ওই সব চোর, ডাকাত, স্মাগলার ও গুদামজাতকারীর ভাণ্ডারে গিয়ে জমা হয়েছে। যারা হুকুমতকে লুটপাটের উপলক্ষ বানিয়ে নিয়েছিল। আমি এই মর্মে ওয়াদা করছি

যে এই তলোয়ারের মাথার আগাতে এসব ভাণ্ডারের দরজা খুলে ফেলা হবে। কিং সায়মন থেকে নাজাত লাভ করার পর তোমরা তোমাদের ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছ।

আমি এ ব্যাপারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব। যেন অতীতের বীভৎস অন্ধকার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মনজিল অতিক্রম করার সময় তোমাদের পশ্চাৎ অনুসরণ না করে। কিং সায়মনের ঘৃণ্য স্মৃতিচিহ্নগুলো এক-এক করে মিটিয়ে দেবে। বিগত ছয় বছরের কষ্ট ও মুসিবতের পর যদি তোমাদের কোনো শিক্ষা হয়ে থাকে, তবে তা এই হতে পারে যে যে সমাজ অন্যায় ও অপকর্মের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে না পারে, তারা কোনো সুকীর্তির জন্ম দিতে পারে না। আমি তোমাদের এক ভীতিপ্রদ দালালের কবজা থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। কিন্তু আমার সফলতা শুধু এতেই নিহিত যে তোমরা তোমাদের অতীত ভুল-ভ্রান্তি থেকে কী পরিমাণ শিক্ষা গ্রহণ করেছ। যদি তোমরা এটা চাও যে সরকারের প্রতিটি দিকে ও বিভাগ তোমাদের আকাঙ্ক্ষা মোতাবেক কাজ করুক, তাহলে তোমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝে নিতে হবে। যখন আমি এ ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত হতে পারব যে তোমরা অতীতের ভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি করবে না, তাহলে আমার প্রথম বাসনা হবে এই যে সরকারের নির্বাচন তোমাদের সঠিক সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দেওয়া হবে।

কিং সায়মন পুনরায় এখানে আসবে না। কিন্তু যত দিনে এ দেশে অপরাধপ্রবণ রাজনীতিকদের একটা গ্রুপ বর্তমান থাকবে, তত দিন তোমাদের নিশ্চিন্তে বসে থাকা উচিত হবে না। যদি তোমরা কোনো পর্যায়ে তোমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দায়দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ো, তাহলে এই রাজনীতিক ঠকবাজরা অন্য কোনো বদমাশকে তোমাদের ওপর চাপিয়ে দেবে। আমি অবিশ্বস্ততা, বিশৃঙ্খলা, ঘুষখোরী, চোরাকারবারি এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ও চারিত্রিক অপরাধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কিং সায়মনের শাসনামলে এসব অপরাধ এই মুকুটের সঙ্গে অত্যন্ত কঠোরভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। এ জন্য আমি চাচ্ছি, অতীতের এই সব জঘন্য স্মৃতিকেও কিং সায়মনের সঙ্গেই এখান থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হোক।

ভাষণ সমাপনান্তে সিপাহসালার তার তলোয়ারের মাথায় লটকানো মুকুট কিং সায়মনের ঝোলাতে পুরে দিল। জনগণ কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে স্লোগান ও তালি বাজাতে থাকল। পরিশেষে সিপাহসালার তা দুহাত উঁচু করল। তখন তারা সবাই নিস্তব্ধ হয়ে গেল। সেনাপতি বলল : এখন কিং সায়মনকে আল বিদা বলার সময় হয়ে গেছে। এ জন্য আমি এই দরখাস্ত করছি যে আপনারা তাঁর

জন্য রকেট পর্যন্ত গমনের রাস্তা ছেড়ে দিন। এখন আর এমন কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবেন না, যা এ দেশের ঐতিহ্যগত মেহমানদারির পরিপন্থী।

সেনাপতির নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনীর কতিপয় অফিসার কিং সায়মনের অগ্রে-পশ্চাতে ও ডানে-বাঁয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। স্টেজ থেকে কিছু দূরে কয়েকটি প্রাইভেট কার, জিপ ও ট্রাক দাঁড়িয়েছিল। কিং সায়মন সবার সম্মুখেরটিতে আরোহণ করল। দুজন ফৌজি অফিসার তার সঙ্গে গিয়ে বসল। কয়েকজন সিপাহি মোটরসাইকেলের ওপর আরোহণ করে তাদের আগে আগে চলতে লাগল। পেছনের কার, জিপ ও ট্রাকের ওপর ওই সব বাছাইকৃত ও নির্বাচিত মেহমানরা আরোহণ করেন, যারা রকেটকে খুব কাছ থেকে দেখার জন্য বিশেষ পাস লাভ করেছিল।

সায়মন ঠিক সোয়া এগারোটার সময় কয়েকজন বিজ্ঞানীর সঙ্গে এসে রকেটে আরোহণ করেন। সেখানে তার দুজন সফলসঙ্গী একটি গাধা ও একটি বানর আগে থেকেই মজুদ ছিল। বিজ্ঞানীরা সায়মনকে সর্বশেষ হেদায়াত দেওয়ার পর রকেট থেকে নেমে কিছু দূরে অবস্থিত কন্ট্রোল রুমের দিকে চলতে লাগল। এরই মধ্যে রকেটের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

কয়েক মিনিট পর সাইরেন বাজানো হলো। সঙ্গে সঙ্গে সব লোক বিপদমুক্ত দূরত্বে অবস্থান গ্রহণ করল। এবার লাখ লাখ কৌতূহলী দর্শক নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপলক নেত্রে রকেটের দিকে তাকিয়ে থাকল। এগারোটা বিশ মিনিটের সময় দ্বিতীয় এবং পঁচিশ মিনিটের সময় তৃতীয় সাইরেন বাজানো হলো। তৃতীয় সাইরেনের সঙ্গেই একটি গাধার আওয়াজ শত শত লাউড স্পিকারের সাহায্যে জনগণের কান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল। কৌতূহলী দর্শক অট্টহাসি ও উল্লাসের স্লোগানে তাকে স্বাগত জানাল। তারপর রকেটের নিচ থেকে একটি উজ্জ্বল আলোর শিখা বের হলো। তাতে দর্শকের চোখ ঝলসে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই উজ্জ্বল আলোর এই শিখা মহাশূন্যের দিগন্তে হারিয়ে গেল। লাউড স্পিকারগুলো থেকে ঘোষণা শোনা গেল : উপস্থিত দর্শকবৃন্দ, আমাদের রকেট বায়ুস্তর অতিক্রম করে অগ্রসর হয়ে চলেছে।

রকেটের আরোহীদের নীরবতায় আপনাদের পেরেশান হওয়া উচিত হবে না। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সীমানা অতিক্রম করার পর আপনারা তাদের আওয়াজ শুনতে পাবেন।

রকেট সম্পূর্ণ সঠিকভাবে অগ্রসর হচ্ছে। কিং সায়মন ও তাঁর সঙ্গীরা জীবিত ও সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছে। আমরা কন্ট্রোল রুমের যন্ত্রের সাহায্যে তাদের হৃদয়ের স্পন্দন শুনতে পারব। কিছু সময় নীরবতা বজায় থাকল। তারপর এই ঘোষণা শোনা গেল : দর্শকবৃন্দ, আমি কিং সায়মনকে আপনাদের দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। হ্যালো মাস্টার সায়মন, হ্যালো, হ্যালো, দর্শকবৃন্দ, আপনাদের পেরেশান হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এখনই পৃথিবীর আকর্ষণের প্রভাবমুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিং সায়মনের বোধশূন্যতা ঠিক হয়ে যাবে। হ্যালো কিং সায়মন, দেখুন, এটি আপনার অসন্তোষ প্রকাশ করার সময় নয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যদি আপনি কথা বলার চেষ্টা করেন,

তাহলে আপনার বিশেষ কোনো কষ্ট হবে না। দর্শকবৃন্দ, এখন আবার রকেট থেকে গাধার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

হ্যালো কিং সায়মন, আপনি আমাদের কথার জবাব কেন দিচ্ছেন না? এটা সফেদ জাজিরার খুবই গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা। এখানে সমগ্র পৃথিবীর বিজ্ঞানী ও পর্যটককরা আপনার আওয়াজ শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। দেখুন, আমাদের দেশের একটি অধম পশু, গাধাও আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলেছে। অথচ আপনি সুদীর্ঘ ছয় বছর একনাগাড়ে এ দেশের শাসন কর্তৃত্ব পরিচালনা করা সত্ত্বেও এটি কেন অনুভব করছেন না যে এখানকার জনগণের কিছু অধিকারও রয়েছে আপনার ওপর। দেখুন, এখন গাধার সঙ্গে বানরের আওয়াজও আমরা স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছি।

কিং সায়মন, আমরা আপনাকে এটি জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি যে আপনার অন্তিম মনষ্কামনাটা কী?

এবার একটি ক্ষীণকায় আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল : আমার সর্বশেষ কামনা হচ্ছে, সফেদ জাজিরায় যেন আমার নাম বাকি থাকে।

আমরা ওয়াদা করছি, আপনার এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা হবে।

আমি চাচ্ছি, সাদা উপদ্বীপে প্রতিবছর 'কিং সায়মন ডে' পালন করা অব্যাহত থাকুক।

: এ দাবিও আমরা মঞ্জুর করে দিচ্ছি। এখন আমরা আপনার কাছে কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাচ্ছি। সর্ব প্রথম আপনার সম্মুখস্থ থার্মোমিটার দেখে বলুন, সেখানে তাপমাত্রা কত?

: আমি এই প্রশ্নের জবাব দিতে পাচ্ছি না। আমার সম্মুখে যে থার্মোমিটার লাগানো ছিল, তা এখন বানরের হাতে রয়েছে।

: এটি সম্পূর্ণ অসম্ভব! বানর তো একটি পিঞ্জিরায় আবদ্ধ। সেখান থেকে ওর হাত থার্মোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না।

কিন্তু বানরের হাত আমার চশমা পর্যন্ত আর আমার হাত আপনাদের থার্মোমিটারে পৌঁছল।

: আমরা আপনার কথার অর্থ বুঝতে পাচ্ছি না।

: আমি বলতে চাচ্ছি, বানর তার খাঁচা থেকে এক হাত বের করে আমার চশমা খুলে নিয়েছিল। আমি চশমা ফেরত নেওয়ার জন্য তাকে থার্মোমিটার ঘুষ

হিসেবে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এখন দুটো জিনিসই বানরের হাতে রয়েছে।

: আপনি মস্তবড় ভুল করে ফেলেছেন। থার্মোমিটার ব্যতীত আপনার কাজ চলবে না। আপনি ওটা বানরের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন।

: আমি এই চেষ্টা শেষ করেছি। কিন্তু বানর আমার হাত কেটে ফেলেছে। এ কারণেই আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে আমার মন চাচ্ছে না।

: কিং সায়মন, লোকজন মহাশূন্যে উড্ডয়ন সম্বন্ধে আপনার প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব জানতে চাচ্ছে। যদি কিছু বলতে চান, তাহলে আপনার ভাষণ দুনিয়ার প্রত্যেক রেডিও স্টেশন থেকে সম্প্রচার করা হবে। হ্যালো কিং সায়মন, আপনি নীরব হয়ে গেলেন কেন?

(বানরের চিৎকারের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল)

: দর্শকবৃন্দ, কিং সায়মনের নীরবতায় আপনারা পেরেশান হবেন না। তিনি হয়তো বানরের কাছ থেকে তার চশমা ও থার্মোমিটার ছিনিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আপনারা বানরের আওয়াজ শুনতে পারেন। কিন্তু অপেক্ষা করুন। এটি একটি আশ্চর্য কথা যে এখন একটির বদলে দুটো বানরের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। হ্যালো কিং সায়মন, হ্যালো, হ্যালো, কিছুই আমাদের বুঝে আসছে না। দর্শকবৃন্দ, এখন মনে হচ্ছে, দুটো বানর পরস্পর মারামারি করছে। আর গাধাও তার রাগিনী শুরু করে দিয়েছে।

৭

তারপর প্রায় তিন সপ্তাহ অবধি কখনো অল্প, কখনো বা বিস্তর বিরতির পর রকেটের ট্রান্সমিটার থেকে এটি গাধা এবং দুটো বানরের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন যে কিং সায়মন কোনো মারাত্মক মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। চতুর্থ সপ্তাহে সফেদ জাজিরার রকেট স্টেশন থেকে এই ঘোষণা দেওয়া হলো যে কিং সায়মনের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেছে। এখন রকেটের ট্রান্সমিটার থেকে মাঝেমধ্যে একজন মানুষের

আওয়াজও শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কিং সায়মন আমাদের কোনো প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন না। তিনি শুধু কয়েকবার 'ওয়ায়েট রোজ', লুইজাহ্, সুশীলং ও ইচুলিচু আর তার অন্য উজীরদের নাম বলে নীরব হয়ে যাচ্ছেন।

তিন মাস পর রকেট নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। এর রেডিওযোগে প্রেরিত সিগন্যালও বন্ধ হয়ে গেল। কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন যে সে তাঁর নির্ধারিত প্রোগ্রাম মোতাবেক মঙ্গল গ্রহ অভিমুখেই উড়ে চলে যাচ্ছে। আবার কেউ বা বলছেন, অজ্ঞাত কোনো কারণে রকেট তার গতি পরিবর্তন করে দিয়েছে। এটি পুনরায় পৃথিবীর দিকে ফিরে আসতে শুরু করেছে। আবার কারো ধারণা এরূপ ছিল যে ইংল্যান্ড কিংবা অন্য কোনো উন্নত দেশের বিজ্ঞানীরা রকেটকে তাঁদের দিকে আকৃষ্ট করে নিয়েছেন।

কিন্তু 'সফেদ জাজিরার' জনগণের এখন আর এসব তেলেসমাতি খবরের সঙ্গে কোনো প্রকার আন্তরিক সম্পর্ক ছিল না। তাদের জন্য বরং এতটুকু সান্ত্বনার বাণীই যথেষ্ট ছিল। 'সায়মন কাহরুল্লাহ' সফেদ জাজিরা থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে। সে আর কোনো দিন এখানে আসবে না। তারা এটা অনুভব করছিল যে সায়মনের রকেট উড্ডয়নের সঙ্গেই একটি গাঢ় কালো ও অন্ধকারময় অতীতের সঙ্গে তাদের বর্তমানের সব সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তারা পুরোপুরি উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে তাদের কঠিন ভবিষ্যতের দিকে আশার দৃষ্টিতে তাকাতেছিল। এতদসত্ত্বেও বিগত দিনের ভুলত্রুটির পুনরাবৃত্তি থেকে বাঁচার জন্য তারা এরূপ প্রয়োজন বোধ করছিল যে তারা এবং তাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা এই স্বীকৃত ও অঙ্গীকার নবায়ন করে দিচ্ছে, যা তারা কিং সায়মন থেকে নাজাত লাভের পর করেছিল। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তারা 'কিং সায়মন ডে' পালন করতেছিল। এই জাতীয় দিবস উপলক্ষে রাজধানীতে একটি মস্তবড় মেলা বসত। জনসাধারণ সায়মনের কাগুজে পুতুল ও প্রতিকৃতিতে শাহী পোশাক পরিয়ে একটি রথের ওপর বসিয়ে দিত। সেই রথের সামনে লম্বা লম্বা রশির সঙ্গে শত শত গাধা জুড়ে দিত। এসব গর্ধভের গলায় কিং সায়মনের কুখ্যাত উজিরদের নামের প্লেট ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। শহরের উৎসুক ও উৎসাহী যবিকদল এসব গাধার পিঠে আরোহণ করে বসত। রথের পেছনে লাখ লাখ বনী আদমের মিছিল অলিগলি ও হাট-বাজার অতিক্রমের পর কোনো প্রশস্ত ও উন্মুক্ত ময়দান অভিমুখে যাত্রা করত। তারপর কিং সায়মনের পুতুলকে একটি রকেটে তুলে দিয়ে আকাশপানে ছেড়ে দেওয়া হতো। সায়মনের উজিরদের প্রতিনিধিত্বকারী গাধাগুলোকে পরবর্তী এক বছরের জন্য ছেড়ে দেওয়া হতো। রকেট যখন মহাশূন্যের দিগন্তে হারিয়ে যেত, তখন জনসাধারণ নতজানু হয়ে একযোগে

সমস্বরে এই দোয়া করতে থাকত–

: ওগো আকাশ ও পাতালের মালিক, আজকের দিনে আমরা তোমার দরবারে কৃতজ্ঞতার অশ্রু পেশ করছি। আজিকার এই দিনেই তুমি আমাদের একটি বিরাট বিপদ থেকে মুক্তি দিয়েছিলে। আমাদের নতুন শাসনকর্তাদের তুমি এই তাওফিক দান কোরো, যাতে তারা আমাদের সব মহৎ আশা ও উচ্চাভিলাষ পুরো করতে পারে। তুমি আমাদের একটি ভয়ানক দালালের হাত থেকে নাজাত দিয়ে নতুন জীবনের পথ দেখিয়েছ। এখন তুমি অমাদের এই মহাসড়ক ধরে চলার তওফিক দাও। এ দেশের ওপর কিং সায়মনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা আমাদেরই ভুলের সাজাস্বরূপ ছিল। এখন আমরা অত্যন্ত সরল মনে এই অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি যে ভবিষ্যতে আর কোনো দিন আমরা এমন ভুল-ভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি করব না। আমরা আমাদের ভাগ্য ও কিসমত কোনো 'সায়মন', কোনো 'সুশীলং' কিংবা কোন 'ইচুলিচু'র হাতে সোপর্দ করে দেব না। আমরা তোমার সমীপে বিনীত প্রার্থনা জানাচ্ছি, তুমিই আমাদের ভালো-মন্দ ও পাপ-পুণ্যের মধ্যে ফারাক করার অনুভূতি ও যোগ্যতা এবং শক্তি ও সামর্থ্য দান করো।

কিং সায়মনের উড্ডয়নের ইতিহাস থেকে এই প্রশ্নের বিস্তারিত জবাজ পাওয়া যায় না যে তার অপরাধপ্রবণ উজিরদের পরিণতি কী হয়েছিল। তবে কেবল এতটুকু জানা যায় যে নব নিযুক্ত সরকার কোনো প্রকার বাধা-বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন না হয়েই প্রথম সুযোগেই তাদের লৌহ নির্মিত সমুদয় সিন্দুকের তল্লাশি নিয়েছিল। সরকারি কোষাগারে সোনা-চান্দি স্তূপীকৃত হয়ে গিয়েছিল। তারপর সফেদ জাজিরার ইতিহাসে নতুন নতুন সংস্কার এবং নির্মাণবিষয়ক পরিকল্পনা ও পদক্ষেপের প্রসঙ্গ এসে যায়। কিন্তু কুখ্যাত উজির ও অবিশ্বস্ত অফিসারদের কোনো আলোচনা আসে না। লোকজন শুধু 'কিং সায়মন দিবসেই' তাদের স্মরণ করে থাকে।

স মা প্ত

আমাদের প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই

o খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম/ কারী মুহাম্মদ তৈয়ব (রহ.) [১-১০ খণ্ড]
o ফতোয়ায়ে উসমানী / জাস্টিস মাওলামা তকী উসমানী [১-২ খণ্ড]
o ইসলাম ও বিজ্ঞান/ হাকীমুল ইসলাম কারী মুহাম্মদ তৈয়ব (রহ.)
o নামাযের কিতাব/ হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (রহ.)
o ইলমী বয়ান/ মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী
o ক্ষণস্থায়ী রঙিন দুনিয়া/ জাস্টিস মাওলানা তকী উসমানী
o কুরআন আপনাকে কী বলে/ প্রফেসর আহমদ উদ্দিন মাহবারবী
o দীনী দাওয়াত ও আল্লাহর মদদ/ মাওলানা তারিক জামীল
o কালের আয়নায় মুসলিমবিশ্ব/ শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)
o বাংলার শত আলেমের জীবনকথা/ মাওলানা এস এম আমিনুল ইসলাম
o দাস্তানে মুজাহিদ/ নসিম হিজাযী
o ওগো বনহংসিনী আমার/ আল মাহমুদ
o নিশাপুর কা শাহীন/ আসলাম রাহী
o আওয়ারা/ শফীউদ্দীন সরদার
o বখতিয়ারের তিন ইয়ার/ শফীউদ্দীন সরদার
o দ্বীপান্তরের বৃত্তান্ত/ শফীউদ্দীন সরদার
o রাজনন্দিনী/ শফীউদ্দীন সরদার
o সাহসের গল্প/ মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন
o কাশ্মীরের কান্না/ সমর ইসলাম
o তুমি আছো হৃদয়ের গভীরে/ সমর ইসলাম
o নোলক/ সমর ইসলাম
o স্বপ্নের উপাদান/ সমর ইসলাম
o আদর্শ এক গৃহবধূ/ আবদুল খালেক জোয়ারদার
o আকাশঝরা বৃষ্টি/ এম এ মোতালিব
o বাংলা ভাষা ও বানানরীতি/ এম এ মোতালিব
o আধ্যাত্মিক জগত ও আত্মশুদ্ধির পথ/ মুফতী মুহাম্মদ বিলাল হুসাইন বিক্রমপুরী
o ইসলামে পারিবারিক-সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য/ ড. মাজহার ইউ কাজী
o মোবাইল ফোনের শরয়ী আহকাম/ মুফতী আবদুল আহাদ
o ছোটদের ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.)/ সমর ইসলাম
o ছোটদের ইমাম বুখারী (রহ.)/ সমর ইসলাম
o রহস্যময় মজার বিজ্ঞান/ সমর ইসলাম
o ইতিহাসের গল্প-১ : ভারত শাসন করলো যারা/ মো. জেহাদ উদ্দিন
o বিজয়ের গল্প-১ : স্পেন বিজয়ী তারেক বিন জিয়াদ/ সমর ইসলাম
o গল্পের ফুলদানী/ হাফেয মাওলানা সাখাওয়াত হুসাইন
o কালিলা দিমনার গল্প/ হাফেয মাওলানা সাখাওয়াত হুসাইন

বইঘর

সফেদ দ্বীপের রাজকন্যা

Sofed Diper Rajkonna

নসীম হিজাযী

ISBN : 984-70168-0062-7

9 847016 800627